বাউলকবি রাধারমণ

গীতি সংগ্রহ

সম্পাদনা

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী

বাউল কবি রাধারমণ

গীতি সংগ্রহ

বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী
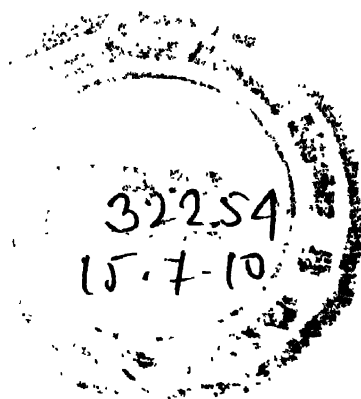
বুক ওয়ার্ল্ড
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা ৭৯৯০০১

Baul Kabi Radharaman Geeti Sangraha

Edited by : Bijan Krishna Choudhury

প্রথম বুক ওয়ার্ল্ড সংস্করণ

আগরতলা বইমেলা

ফেব্রুয়ারি, ২০০৯

প্রকাশক

[illegible] দাম

বুক ওয়ার্ল্ড

১১ জগন্নাথবাড়ি রোড

আগরতলা - ৭৯৯০০১

ফোন ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৬৩৪২ / ২৩২ ৩৭৮১

প্রচ্ছদ

অপরেশ পাল

কম্পিউটার টাইপসেটিং

অরূপ দেবনাথ

মুদ্রণ

এস ডি প্রিন্টার্স

৩২-এ পটুয়াটোলা লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

কলকাতায় অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র

জ্ঞান বিচিত্রা

১৬ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ফোন ঃ (০৩৩) ২৩৬০-৪৯৮১

ISBN : 978 - 81 - 8266 -154 - 7

৩০০ টাকা

আচার্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য-র

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

বুক ওয়ার্ল্ড সংস্করণ ঃ সম্পাদকের কথা

আমার স্বামী প্রয়াত কবি বিজনকৃষ্ণের দীর্ঘ দিনের প্রয়াসে ও কঠোর শ্রমে ১৯৯৯ সালে 'বাউলকবি রাধারমণ গীতি সংগ্রহ' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। আগরতলার সরস্বতী বুক ডিপো এর প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। গ্রন্থটির পাঁচশত কপি ছাপা হয়। এবং অচিরেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। সুখের কথা, গ্রন্থটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য অনেক সাহিত্যানুরাগী মরমী মানুষ উদ্যোগী হয়েছেন।

কবি বিজনকৃষ্ণ যে পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন সেখানে সঙ্গীত চর্চার একটি আবহাওয়া ছিল। কবির মাতৃকুলের অনেকেই বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। বাউল কবি রাধারমণের 'গীত' নানা উৎসবের অঙ্গরূপে তাঁদের গৃহে গীত হত। বিশেষত ধামাইল নৃত্যে রাধারমণের গীতির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল কবির মাতৃদেবী রাধারমণের 'গীত' -এ পারদর্শিনী ছিলেন। সুতরাং কবি বিজনকৃষ্ণ শৈশব থেকেই কবি রাধারমণের গীতি মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

এপার ও ওপার বাংলার গ্রামের কীর্তনের আসর থেকে হাটে মাঠে ঘাটে এবং নদীর বুকে এ গান আজও ধ্বনিত হয়। স্বভাবতই তাঁকে ছুটে যেতে হয় গ্রামে। ১৯৮০ থেকে তিনি সাধক কবির এই সব অসামান্য গীতিমালা সংগ্রহ করতে শুরু করেন। তাঁর এক সময়ের সহপাঠীদের অনেকেই তাকে একাজে সহায়তা করেন। এবং তাঁকে সংগ্রহকর্মের বিভিন্ন স্তরে তাঁর শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য মহোদয় যে কারণে গ্রন্থটির রচয়িতা হিসেবে বিজনকৃষ্ণ তাঁর নামের পূর্বে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের নামটি যথার্থ মর্যাদায় শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেন। গ্রন্থটির প্রথম মুদ্রণে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অধ্যাপক ভট্টাচার্য শুধু যে বিজন কৃষ্ণের প্রয়াসের প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করেছেন তাই নয়, তাঁর সংগ্রহ থেকে কিছু সংখ্যক গীতি গ্রন্থটিতে মুদ্রণের অনুমতি দিয়েও বিজনকৃষ্ণকে বিশেষ ঋণী করেছিলেন। (বর্তমান সংস্করণে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণের অংশ বিশেষ সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস।)

বিজনকৃষ্ণ যখন বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন স্থান থেকে গীতিমালা সংগ্রহ করছেন, তখন তিনি শারীরিকভাবে অত্যন্ত অসুস্থ। হাঁটা চলা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল।

দেহের পীড়াকে উপেক্ষা করে অনেক গ্রামে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সংগ্রহ কর্ম চালিয়ে গেছেন। মানুষ তাকে সহায়তা করেছেন। কখনও গ্রামে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অচেনাময় ভগ্নীরা তাঁকে সেবা দিয়ে ভাল করে তুলেছেন। বহু পল্লীর মা এবং বোনেরা গান গেয়ে গেয়ে এই সঙ্গীত সংগ্রহের কাজে সহায়তা করেছেন। সংগ্রহকর্ম সম্পূর্ণ হবার পর যখন গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে সেটি প্রকাশের চেষ্টা হচ্ছিলো। ঠিক তখনই রাধারমণের নিকট আত্মীয় শ্রীদেবব্রত চৌধুরী মহাশয় বিনা অর্থমূল্যে তাঁর প্রেস থেকে সেটির প্রকাশ তরান্বিত করেছেন।

বর্তমানে 'জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনীর শ্রীদেবানন্দ দাম গ্রন্থটির নতুন 'জ্ঞান বিচিত্রা' সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করায় অনেক দিনের একটি প্রয়োজন সাধিত হল।

বর্তমানে সংস্করণটি পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত করার জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের মুরারিচাঁদে কলেজের অধ্যাপক এবং সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নন্দলাল শর্মা মহাশয়ের 'রাধারমণের হাজার কবিতা' সংকলন থেকে বেশ কিছু সংখ্যক গীত তাঁর সানুগ্রহ অনুমতিতে বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত হয়েছে। পূর্বে এগুলি গ্রন্থটিতে ছিল না। তাই এই সংযোজনে পুস্তকটির মান আরো বর্ধিত হবে। অধ্যাপক মহোদয়ের নিকট বিনম্র কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

প্রখ্যাত ছড়াকার ও কবি ও ত্রিপুরার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অনিল সরকার মহোদয় গ্রন্থটির নতুন একটি সংস্করণ প্রকাশের জন্য সবসময় উৎসাহিত করেছেন। তাঁর এই আগ্রহ প্রকাশের জন্য তার প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমাদের অতি নিকট আত্মীয়রা এবং রবীন্দ্র পরিষদের সদস্য এবং সদস্যাদের অনেকেই বর্তমান সংস্করণটি প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনো অবকাশ নেই বলেই সে চেষ্টা করছি না। পরিশেষে, যথার্থ সাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগী মানুষের কাছে যদি এই গ্রন্থটির হৃদয়স্পর্শী আবেদন পৌঁছোয় তাহলেই বিজনকৃষ্ণের প্রয়াস সার্থক হবে। ইতি, ২ অক্টোবর, মহালয়া, ২০০৮

বিনীতা
রাজলক্ষ্মী চৌধুরী

'সুহৃদয়'
রামনগর ৪-৫ (প্রথম গলি)
আগরতলা - ২

স্মৃতিচারণ
[প্রথম মুদ্রণের অংশবিশেষ]

শ্রীমান বিজনকৃষ্ণ ১৯৫৯ খৃ. হইতে প্রায় এক বৎসর কটন কলেজের বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি তখন প্রায় প্রত্যহ আমার বাড়ী আসিতেন। সেই সময় আমার সঙ্কলিত বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়ের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির কাজ চলিতেছিল। একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীমানকে আমাদের স্বজেলাবাসী পল্লীকবি রাধারমণের কথা বলি। রাধারমণের কয়েকশত গান আমার সংগ্রহে ছিল। সংগৃহীত গানগুলি মোটামুটি বিষয়ানুসারে সাজানোও ছিল। আমার সংগৃহীত গানের বর্ণানুক্রমিক প্রথম পংক্তি সূচীও আংশিক করা ছিল। চৌধুরীর সঙ্গে আলাপ করিয়া বুঝিলাম তিনিও আমার মতো পল্লীকবি রাধারমণের গানের এক মুগ্ধ তথা নৈষ্ঠিক শ্রোতা। তিনি এই পল্লীকবির প্রতি শ্রদ্ধাশীল অনুভব করিয়া আমি আনন্দিত হই।

শ্রীমান বিজনের রাধারমণ প্রীতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে একদিন বলিলাম —আমার নানা কাজে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছি যে, আমার পক্ষে রাধারমণের গান সংগ্রহ ও সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত সময় দেওয়া আর সম্ভব হইতেছে না। তিনি যদি এই সঙ্কলন সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সুযোগমত শ্রীহট্টে গিয়া রাধারমণের গান ও পাঠান্তর সংগ্রহ করিয়া আনেন এবং এই কাজ আমার নির্দেশমত সম্পূর্ণ করিতে উৎসাহবোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ও আমার যুগ্ম সম্পাদনায় ইহা প্রকাশ করিতে আমি সানন্দে রাজী হইব। আমার সংগৃহীত রাধারমণের গানের পাণ্ডুলিপি, মুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া ভার মুক্ত হইতে আগ্রহী হইলাম। এ স্থলে উল্লেখ করা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে এ পর্যন্ত আমার প্রকাশিত গ্রন্থাদির মধ্যে দুইখানি গ্রন্থের আমি যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। গত ১৯৫০ খৃ. তদানীন্তন আসামের ডি. পি. আই., শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র রায়, এম. এ., (লন্ডন, আই.ই.এস) এবং আমার যুগ্ম সম্পাদনায় "স্বদেশ প্রেমিক রমাকান্ত রায়" গ্রন্থটি কলিকাতার চক্রবর্তী চ্যাটার্জী কোম্পানী প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় গ্রন্থ রায়শেখরের পদাবলী, ইহা শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, আমার বয়ঃজ্যেষ্ঠ সুহৃৎ স্বর্গত দ্বারেশচন্দ্র শর্মাচার্য এম.এ. এবং আমার যুগ্ম সম্পাদনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫৫ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছিল।

একসময় আমি শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণকে বলিয়াছিলাম যে রাধারমণের গানের সম্পূর্ণ প্রেসকপি প্রস্তুত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন সমিতি"তে দাখিল করিতে চাই। এই উদ্দেশ্যে গত ২৬.৫.৮৪ খৃ. তারিখের এক আবেদনপত্রে বিজনকৃষ্ণ ও আমার দস্তখত ছিল। সেই আবেদন পত্রখানি "রাধারমণের" গান সংক্রান্ত আমার ব্যক্তিগত ফাইলে রহিয়াছে। ইহা নানা কারণে কখনও দাখিল করা হয় নাই। আমার ধারণা ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রকাশনা বিভাগ এই গ্রন্থ প্রকাশে রাজী হইতে পারেন। কিন্তু এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে গেলে আমার জীবৎকালে তাহা মুদ্রণের কোন সম্ভাবনা নাই। এ পর্যন্ত আমার ছয়খানি গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ গ্রন্থ 'বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবির পদমঞ্জুষা' ১৪ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিয়া গত ১৯৮৪ খৃ. প্রকাশিত হইয়াছে। আমার সপ্তম গ্রন্থ ক্ষেমানন্দ কেতকাদাসের মনসামঙ্গলের তৃতীয় সংস্করণ। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৯৪৩ খৃ., দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৪৯ খৃ., তৃতীয় সংস্করণের ৬০০ পৃষ্ঠা এ পর্যন্ত মুদ্রিত। অবশিষ্ট শ'খানিক পৃষ্ঠা ছাপিলেই ইহা প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু আমার বর্তমান অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসে যাওয়া ও ধর্ণা দেওয়ার ক্ষমতা আর নাই। তাই মনে হইতেছে আমার জীবিতকালে এই সংস্করণের গ্রন্থাকারে মুদ্রণের কোন সম্ভাবনা আর নাই। ১৫/১৬ বৎসর পূর্বে মুদ্রিত ফর্মাগুলির গতি কি হইতেছে ভাবিয়া পাইতেছি না।

এই গ্রন্থ সম্পাদনের দায়িত্ব যেমন শ্রীমান বিজনকৃষ্ণের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল তদ্রূপ গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্বও তাহার উপর বর্তিল। শ্রীমানের নিষ্ঠা ও একাগ্রতার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ প্রকাশ। এই গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশের কোন কৃতিত্ব থাকিলে তাহা শ্রীমানের প্রাপ্য। ইহার ত্রুটি বিচ্যুতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। বর্তমানে আমি এক অশীতিপর অকর্মণ্য বৃদ্ধ। দৃষ্টিশক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। আমার বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া শ্রীমান আমাকে একটি ফর্মার প্রুফও দেখিতে দেন নাই।

১৫ জনতা রোড, সন্তোষপুর
কলিকাতা-৭৫
৪ আগষ্ট, ১৯৮৭ খৃ.

শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

২. ভূমিকা

ায় দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে লুইপাদ বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজে তান্ত্রিকতার প্রবর্তন করেন। তারই আশ্রয়ে রচিত হয় চর্যাপদ ও অন্যান্য দোঁহাবলী। খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকেই বৌদ্ধধর্মাশ্রিত পালরাজাদের শাসনশক্তি অবসিত হতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মবৃত দাক্ষিণাত্যের সেন রাজারা বাংলাদেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে থাকেন। সেন রাজাদের আমলের বৌদ্ধদের ওপর প্রচুর উৎপীড়ন হয় এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভক্ত ও সাধকেরা প্রত্যন্ত বাংলার পাহাড়ে কন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন। নূতন অত্যাচার শুরু হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই—তুর্কী আক্রমণ। অত্যাচারিত বৌদ্ধরা অনেকেই নেপাল তিব্বতে আশ্রয় নেন আর যে সব বৌদ্ধরা থেকে যান তারা হয় ধর্মান্তরিত হন, নাহয় শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। মাৎস্যন্যায়ের কিছু দিন পরই আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর কুলপ্লাবিনী বৈষ্ণব ধর্মের ধারায় প্রভাবিত হয় সারা বাংলাদেশ ও সন্নিকট অঞ্চল। ওদিকে বৌদ্ধ, শাক্ত ও শৈব ধর্মের বুড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বৈষ্ণব দেহবাদী সহজিয়া ধর্ম ক্রমশ প্রকট হয়।

সাধারণে স্বীকৃত আছে যে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের আদি পুরুষদের মধ্যে রয়েছেন—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, রঘুনাথ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস গোস্বামী, গোপাল ক্ষত্রিয়, বিষ্ণু দাস, রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী, গোবিন্দ অধিকারী ও সিদ্ধ মুকুন্দদেব প্রমুখ। চৈতন্য সমকালীন স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দ চৈতন্য প্রবর্তিত রাগাত্মিকা ভক্তি ধর্মের সাধ্য সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রঘুনাথ গোস্বামী 'অতিমর্মী' রসের আধার স্বরূপ দামোদরের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন এবং রঘুনাথের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন প্রথিতযশা চৈতন্য চরিতামৃতকার কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী। আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের পাঁচ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে সিদ্ধ মুকুন্দ দেব ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ ও সর্বাধিক প্রিয়। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর শাক্ত আচার, বৈষ্ণব ও সহজিয়া বৌদ্ধ প্রভাবিত তন্ত্রের সমাহারে আনুষ্ঠানিক মিলনের মাধ্যমে সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে। বলা হয়, পূর্বোক্ত মুকুন্দ দেব গোস্বামী ছিলেন সেই বিশিষ্ট ধর্মমতের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর সংস্কৃত ভাষায় রচিত মুক্তাবলীতে অমৃত রত্নাবলী, রাগ রত্নাবলী, অমৃত রসাবলী, প্রেম রত্নাবলী, ভৃঙ্গ রত্নাবলী ও লবঙ্গ চরিত্র গ্রন্থে তৎকথিত সহজ ধর্মের বিশ্লেষণ গ্রন্থিত হয়েছিল। আশ্চর্য কোনো কারণে এই সব মুক্তাবলবী কোনো উদ্দেশ পাওয়া যায় না। বদলে এই গ্রন্থরাজির তত্ত্ব অবলম্বনে রচিত যে পুথিসমূহ পাওয়া গেছে যা বাংলা ভাষায় রচিত বা অনূদিত সেগুলো হল আগম সার, আনন্দ ভৈরব, অমৃত রত্নাবলী,

অমৃত রসাবলী ইত্যাদি। এই পুথি সমূহ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন ডাঃ পরিতোষ দাস তাঁর 'চৈতন্যোত্তর চারিটি সহজিয়া পুথি' গ্রন্থে। শ্রীহট্টেও এই রকম একটি গ্রন্থের খবর পাওয়া যায় আমাদের গীতিকার রাধারমণ দত্তের গুরুর (রঘুনাথ ভট্টাচার্য) গুরু তিলকচাঁদ গুপ্তের লেখা 'সহজ চরিত্র' নামীয় গ্রন্থে। 'সহজ চরিত্র'ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, কেননা শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের পুথি তালিকায় গ্রন্থটি নিবন্ধিত হলেও (ক্রমিক সংখ্যা ৩৭৫, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কৃত তালিকা দ্রষ্টব্য) বর্তমানে অযত্নরক্ষিত শ্রীহট্ট সাহিত্যে পরিষদের অমূল্য পুঁথি ভাণ্ডারে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আমরা সহজিয়া তত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণে যাব না। অল্প কথায়, কেবল সাধারণ পরিচিতির জন্য সেই রসসম্পদের কিছু সন্ধান নেব মনস্বী পণ্ডিতদের সূক্তি ব্যবহার করে।

এক।। বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায় পূর্ববর্তী বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের যুগোচিত বিবর্তন। বৌদ্ধ সহজিয়ার মতো বৈষ্ণব সহজিয়াগণও বলিয়াছেন যে প্রত্যেক নরনারীর দৈহিক রূপের মধ্যেই তাহাদের স্বরূপ লুক্কায়িত আছে। নররূপে নর, স্বরূপে কৃষ্ণ, তেমনি নারী রূপে নারী, স্বরূপে রাধা। রূপ ছাড়িয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

— ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, (ভারতকোষ)

দুই।। সহজ মানুষ হইবার সাধনা দুরূহ। সামান্য মানুষ সর্বত্রই আছে। কিন্তু সহজ মানুষ চৌদ্দভুবনের কোথাও নাই, তাহাকে গড়িয়া নিতে হয়। গড়িতে হয় কি ভাবে? তাহা হয় রাগানুগা ভজনে। এই ভজনের একটি ক্রম বর্তমান। এই ক্রমের প্রথমটি প্রবর্ত অবস্থা। প্রবর্ত অবস্থায় প্রথমে নামকে আশ্রয় করিয়া সাধনা চলে। তখন গুরুর আজ্ঞা পালন এবং অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, সাধুসঙ্গ করিয়া চলিতে হয়, দ্বিতীয় অবস্থা সাধক অবস্থা। এ সময় আশ্রয় ভাব। তৃতীয় অবস্থা সিদ্ধ অবস্থা। ইহার দুইটি আশ্রয়, একটি প্রেম, অপরটি রস। প্রবর্ত অবস্থায় ইন্দ্রিয় সংযম ও শৌচাদি আচরণ পূর্বক গুরুর নিকট হইতে নাম প্রাপ্ত হইয়া নাম এবং নামীয় অভেদ জ্ঞানপূর্বক তাহা অনুক্ষণ জপ করিতে করিতে অন্তর ও দেহের কলুষ নিবারিত হয় ও সাত্ত্বিক বিকারাদির উদয় হইয়া থাকে। .....সাধক অবস্থায় ভাবই আশ্রয়। এই অবস্থায় কামজয় একান্ত আবশ্যক। যখন কাম নিজের বশীভূত তখন নিজের ভাব অনুসারে নায়িকা গ্রহণ করিতে হয়। সাধক অবস্থায় নিজেকে প্রকৃতি মনে করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় নিজের প্রকৃতি ভাব সম্পন্ন হইয়া যায়, যাহার ফলে প্রেম সাধনায় অগ্রসর হইবার পথ খুলিয়া যায়।

— গোপীনাথ কবিরাজ

ভূমিকা, চৈতন্যোত্তর চারিটি সহজিয়া পুথি

— পরিতোষ দাস

রাধারমণের গীতসংগ্রহে এই সহজ ভাবেরই রসমূর্তির সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটে।

২.১ রাধারমণ জীবনকথা

(১২৪০—১৩২২ বঙ্গাব্দ, ১৮৩৪—১৯১৬ খ্রি.)

রাজবৈদ্য চক্রপাণি দত্তের অধস্তন পুরুষেরা শ্রীহট্টের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশ। এই বংশের জনৈক প্রভাকর দত্ত ও কেশব দত্তের নামে সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থানার অন্তর্গত দুটি গ্রাম নামাঙ্কিত আছে। প্রভাকর দত্তের থেকে দ্বাদশ পুরুষে রাধারমণের জন্ম, সুনামগঞ্জ মহকুমার জগন্নাথপুর থানার অধীন আতুয়াজান পরগনার কেশবপুর গ্রামের রাধামাধব দত্তের ঘরে, ১২৪০ বঙ্গাব্দে। মাতা সুবর্ণা দেবী। পিতৃদেব রাধামাধব পরম পণ্ডিত ও অশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে জয়দেবের গীতগোবিন্দের স-ছন্দ টীকা, ভারত সাবিত্রী ও ভ্রমর গীতা। বাংলা রচনার মধ্যে কৃষ্ণলীলা কাব্য, পদ্মপুরাণ, সূর্যব্রতের গীত, গোবিন্দ ভোগের গান ইত্যাদি উল্লেখ্য। বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মের প্রতিও তার অনুরাগ ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। রাধারমণের কৈশোরেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

প্রথম জীবন থেকেই রাধারমণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। এই কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই তিনি শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি নানা মতের চর্চাচর্যা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তার সন্তোষ বিধান হয়নি।

১২৭৫ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টের মৌলবীবাজার মহকুমার সদরথানার আদপাশা গ্রামে তিনি মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ সেন শিবানন্দের বংশে নন্দকুমার সেন অধিকারীর কন্যা গুণময়ী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রাধারমণের চার পুত্রের তিনজনের এবং স্ত্রী গুণময়ী দেবীর অকাল প্রয়াণে রাধারমণ সংসারে বিবিক্ত হয়ে পড়েন এবং এরি কাছাকাছি সময়ে তাঁর পঞ্চাশ বছর বয়সে মৌলবীবাজারের সন্নিকট ঢেউপাশা গ্রামের সাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্য গোস্বামীর অলৌকিক কার্যকলাপ ও সাধনার খবর পেয়ে তাঁর কাছে এসে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই থেকে তার সহজ সাধনার শুরু এবং তখনই গৃহত্যাগী হয়ে বাড়ির কাছেই নলুয়ার হাওরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সেখানে সরে যান। তাঁর গানেও এর সমর্থন মেলে,

'অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বাধিয়াছি ঘর
ভাই নাই বান্ধব নাই কে লইব খবর'

সেই আশ্রম তখন ভক্তবৃন্দে ভরে যায় এবং ভক্তবৃন্দ সহ রাধারমণ অহোরাত্র সংকীর্তনানন্দে মেতে থাকেন। ধ্যান মগ্ন সেইসব পরিবেশেই তাঁর গীতসমূহ রচিত হতে থাকে। শোনা যায় নিজে বড় গান লেখেননি স্বহস্তে, তিনি গীতসমূহ রচনা করে

করেই গেয়ে যেতেন এবং ভক্তবৃন্দ তা মুখস্থ করে বা স্মৃতিতে ধরে বা লিখে রাখতেন। তার গীতসমূহের সংখ্যা 'সহস্রাধিক' বলে জীবনীকাররা উল্লেখ করেছেন। আমাদের ধারণা আরো অনেক অনেক বেশি গান তিনি রচনা করে গেছেন। যদিও রাধারমণের স্বগৃহে আমরা খুব বেশি সংখ্যক গান পাইনি, তবু কেশবপুর গ্রামেই এখনো প্রচুর অসংগৃহীত গান ছড়িয়ে আছে, নানা কারণে আমরা তার অংশমাত্র সংগ্রহ করতে পেরেছি। এমন অভিজ্ঞতা আমাদের অন্যত্রও হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, দেশ বিভাজনের পর তাঁর ভক্তরা অনেকেই আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যত্র সরে এসেছেন। তাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করা নানা কারণে কষ্টকর হয়ে পড়ায় আমাদের সংগ্রহ সংখ্যা আশানুরূপ হতে পারেনি, অথচ ঢাকার অধ্যক্ষ দেওয়ান আজরফ সাহেবের মাধ্যমে জানা গেছে যে সুনামগঞ্জের জামাইপাড়ার জনৈক শ্রীযুক্ত সতীশ রায়ের সংগ্রহেই একসময় সহস্রাধিক গানের সংগ্রহ ছিল। এও জানা যায় শ্রীযুক্ত সতীশ রায় কাছাড়ের শিলচরে এসে কিছুকাল বসবাসের পরই লোকান্তরিত হন এবং তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা কেউ সেই সংগৃহীত গীতরাশির কোনো হদিশ দিতে পারেন নি।

শ্রীহট্ট বা তার সন্নিহিত অঞ্চলে বাংলা তথা ভারতীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের পদাবলী কিছু কিছু গীত হলেও হাটে, ঘাটে, মাঠে এবং ভজনালয়সমূহে সর্বত্রই রাধারমণের গীতসমূহের বিশেষ প্রচলন। এছাড়া এই অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষের মধ্যে ওই গান সমান জনপ্রিয়। তাঁর গানের ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে তিনটি সংকলন এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে সেই সংকলন সবক'টিরই সম্পাদনা গুণগ্রাহী মুসলমানদের হাতে। প্রথমটি, রাধারমণ সংগীত, সম্পাদক, মোহাম্মদ আসরাফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন, ভানুগাছ, শ্রীহট্ট, (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ), দ্বিতীয়টি 'ভাইবে রাধারমণ বলে' (১৯৭৭) সম্পাদনা— হাসন পছন্দ মুহম্মদ আবদুল হাই, সুনামগঞ্জ শ্রীহট্ট এবং তৃতীয় গ্রন্থ রাধারমণ সংগীত (১৯৮১) সংগ্রহ ঃ চৌধুরী গোলাম আকবর, সাহিত্য ভূষণ, প্রকাশক মদনমোহন কলেজ প্রকাশন সংস্থা, শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টের অপর উল্লেখ্য রবীন্দ্রসমাদৃত লোককবি হাসন রাজাও (গ্রন্থ হাসন উদাস) রাধারমণের সমসাময়িক। কথিত আছে তারা দুজনেই দুজনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন, হাসন রাজার একটি গানে নাকি রাধারমণ প্রসঙ্গ রয়েছে, 'রাধারমণ কেমন আছইন হাসন রাজা জানতে চায়' কিন্তু রাধারমণের কোনো গানে আমরা এযাবৎ হাসন রাজা প্রসঙ্গ পাইনি।

রাধারমণের গুরু রঘুনাথের সম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী শ্রীহট্টের জনশ্রুতিতে রয়েছে, রাধারমণ সম্বন্ধেও কিছু কিছু কিংবদন্তি রয়েছে, রাধারমণের পৌত্র শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থের মৌলবীবাজার সন্নিকট ভুজবল গ্রামের বাড়িতে সাক্ষাৎ আলাপে যা আমাদের গোচর হয়েছিল।

১৩২২ বঙ্গাব্দের ২৬শে কার্তিক শুক্রবার শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই কবিসাধকের দেহান্ত হয়। কেশবপুর গ্রামে তাঁর সমাধিতে এখনো প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে কীর্তন করে

তাঁর ভক্ত সাধকেরা গুরু রাধারমণের স্মৃতি রক্ষা করে চলেছেন এবং সেই গ্রামেই সম্প্রতি একটি স্মৃতিরক্ষা কমিটি করে স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা কবির রচনাবলীর উপর গবেষণা কার্য চালাবার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

রাধারমণের আত্মীয় স্বজন কেউ কেউ এখনো কেশবপুরে রয়েছেন। কবিপুত্র বিপিনবিহারীর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরাধারঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থ, আগেই উল্লিখিত হয়েছে, বর্তমানে মৌলবীবাজার সন্নিকট ভুজবল গ্রামে বসবাস করছেন। বিপিনবিহারী পিতৃহীন হলে মাতুল গৃহে বসবাসের জন্য ভুজবল আসেন, সেই থেকেই ভুজবলে তাঁদের বসবাস। বিপিনবিহারীর জ্যেষ্ঠপুত্র নিকুঞ্জবিহারীর পুত্ররা কেউ কেউ মৌলবীবাজার শহরেই বসবাস করছেন। এদের সকলের সম্বন্ধে বিস্তৃততর তথ্য পরিশিষ্টের বংশতালিকায় দেয়া গেল।

২.২ গীতসংগ্রহ কথা

সহাধ্যায়ী বন্ধু শ্রীপূর্ণেন্দু গোস্বামী (পিতা, সদ্যপ্রয়াত বিশ্রুত অধ্যক্ষ প্রমোদ গোস্বামী) যাদের বাড়ি ছিল শ্রীহট্ট জগন্নাথপুরের সাচায়ানি গ্রামে (রাধারমণের কেশবপুর গ্রামের সন্নিকট) বর্তমানে কর্মরত অরুণাচল প্রদেশে, একবার ১৯৭৬ সালে এসেছিলেন আগরতলায় বেড়াতে। গুণী বন্ধু, হার্দ্য আলাপচারী গানও গাইতেন নানা রকম, সেবার এক গানের আসরে নানা রকম গানের শেষে ধরলেন রাধারমণের গান। কয়েকটি রাধারমণের গান শোনায় আমাদের কৌতূহল বাড়ে, এবং বলা যায় সেই থেকে এই বাউল কবির গীতি সংগ্রহের আগ্রহের সূত্রপাত।

কাজটা হাতে নিয়েই প্রায় হাতের কাছেই পেয়ে গেলাম শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত সংগৃহীত ও ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক সম্পাদিত শ্রীহট্টের লোকগীতি। এতে অনেকগুলো গান এক সঙ্গেই পাওয়া গেল। সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজের প্রীতিভাজন অধ্যাপক, বর্তমানে অধ্যক্ষ, আবুল বসর, সংগ্রহ-উদ্যোগের খবর পেয়ে, পাঠালেন সেই কলেজের ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের একটি মুখপত্র, এতে পেলাম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সুধীরচন্দ্র পালের একটি রাধারমণ বিষয়ক প্রবন্ধ, তাতে দশ বারোটির মতো পদও পাওয়া গেল মূল্যবান জীবনী সহ।

ভিসা যোগাড় করে সিলেট গেলাম একাধিকবার, সেখানেই মুসলিম সাহিত্য সংসদের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থাগারিক নূরুল হকের সঙ্গে দেখার পর জানা গেল মোহম্মদ আশরফ হোসেন, সাহিত্যরত্ন, কাব্যবিনোদের সর্বপ্রথম সংগ্রহ 'রাধারমণ সংগীত'-এর কথা। গ্রন্থাগারে গিয়ে নূতন কিছু গান পাওয়া গেল, যার ভাষা তুলনামূলকভাবে মূলানুগ। কলকাতার যাদবপুরে আছেন বাংলা পাণ্ডুলিপির তালিকাসমন্বয় মহাগ্রন্থের লেখক, গুরু স্থানীয় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ডি. লিট., ওঁর কাছে প্রসঙ্গটা তুলতেই জানা

গেল উনি দীর্ঘকাল ধরে এই গানের সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত আছেন এবং তাঁর সংগ্রহেও প্রচুর গান রয়েছে। পরে তিনিই স্নেহভরে আমাকে প্রস্তাব দিলেন কাজটা যুগ্মভাবে সম্পাদনার, আজ এই গ্রন্থে সেই আকাঙ্ক্ষাই ফলিত রূপ পাচ্ছে।

ঘুরেছি নানা স্থানে — কৈলাসহর, ধর্মনগর (ত্রিপুরা), করিমগঞ্জ, রামকৃষ্ণনগর, বড়বাড়ি (কাছাড়), শিলং (মেঘালয়), শিলেট, গহরপুর, ভুজবল, জগন্নাথপুর, কেশবপুর, মৌলবীবাজার, ঢেউপাশা, সমশের নগর, শ্রীমঙ্গল, দুর্গাপুর (শ্রীহট্ট, বাংলাদেশ) ও অন্যান্য স্থানে। স্নেহশীল ও দরদী ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন কখনো, মাতুল নলিনীকান্ত দত্ত, বন্ধু ডঃ সুখেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ভ্রাতা আশুতোষ দত্ত, হীরক চৌধুরী, ভগ্নী মুক্তা চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুভাষ রায়, প্রীতিভাজন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাস, বন্ধু পূর্ণেন্দু গোস্বামী, কখনো নাম না জানা কিংবা কখনো নাম ভুলে যাওয়া কোনো সহৃদয় ব্যক্তি কখনো বা সম্পূর্ণ একা। কখনো রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে, কখনো দুপুরে, কখনো সন্ধ্যায়, কখনো বা কোথাও গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে গৃহপ্রত্যাগমনে বাধ্য হয়েছি। নানা ধরনের সাধারণ মানুষের, গৃহস্থ-মাতা-ঘরনীর, হিন্দু মুসলমান ভাইবন্ধুর, শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধবৃদ্ধার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটেছে, সর্বত্রই পেয়েছি সানুরাগ অভ্যর্থনা, রাধারমণের প্রতি সকলেই অনুরক্ত, কখনো বা পথপার্শ্বেই অনুরাগিজন পেয়েছি, কেউ কেউ আংশিক বা পুরো পদটাই গেয়ে শুনিয়েছেন, যাদের ঘরে গেছি কেউ দিয়েছেন খাতা খুলে পদাবলী টুকে নেবার সুযোগ, কেউবা স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে গানটি গেয়েছেন আর আমরা কথাংশ টুকে গেছি, কেউ কেউ বা দুয়েক দিনের জন্য খাতাখানা ধার দিয়ে ও উৎসাহ যুগিয়ে গীতভাণ্ডার সমৃদ্ধির সহায়তা করেছেন। পত্রাদি মারফতও প্রচুর গীতি সংগৃহীত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রধান শ্রদ্ধেয় কবিপৌত্র রাধারঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থ, কবি ও সহাধ্যায়ী করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, ডঃ সুখেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রলাল দাস ও অন্যান্যরা। এরা সকলেই আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন, এদের কাছে এবং আরো অজস্র মরমী মানুষের প্রতি—সংগ্রাহকেরা ঋণী। কেউ কেউ গানের যোগান না দিতে পারলেও উপদেশ পরামর্শ দিয়ে কিংবা মূল্যবান তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন।

আমাদের সংগ্রহের সবচেয়ে অবিকৃত উপকরণ ছিল কবিপৌত্র রাধারঞ্জন দত্ত প্রেরিত তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গীয় নিকুঞ্জবিহারী দত্তের অনুলিখিত (১৯২৯) একটি পুথি। এর ভাব-ভাষা ছন্দ অনেকটাই রয়েছে অবিকৃত এবং প্রচল-দুষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এঁর হস্তাক্ষরের চিত্ররূপ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বর্তমান সংকলনের প্রায় নয়শত গানের বাইরে আরো অনেক অনেক গান অসংগৃহীত পড়ে আছে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় সুযোগ ও সময়ের অভাবের জন্য অনেক জায়গা থেকে বর্তমান সংগ্রাহকদের অনেক পদ সংগ্রহ না করেই ফিরে আসতে

হয়। কিংবা প্রাপ্ত গানের খাতা থেকে সময় সময় আংশিক অনুলেখনের পরেই খাতা ফেরত দিয়ে দিতে হয়, তাই আমাদের ধারণা, সিলেটের অভ্যন্তরে গ্রাম শহরে ত্রিপুরা কাছাড়ের ও শ্রীহট্ট সংলগ্ন গ্রামের থেকে এখনো অনেক গান সংগৃহীত হতে পারে। এ বিষয়ে স্থানীয় উৎসাহীরা তৎপর হলে অনায়াসে আরো সুফল পেতে পারেন।

২.৩ গানের ভাষা

শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষাতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যের ওপর একাধিক গবেষণামূলক আলোচনা হয়ে যাওয়ার পর এই অঞ্চলের ভাষাতত্ত্বের পৃথক আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কমে গেছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের পূর্ণতার জন্য ভাষাটির কথঞ্চিৎ পরিচায়ন দরকার। রাধারমণের গানে আঞ্চলিক ও সর্ববঙ্গীয় উভয় রূপই দেখা যায়, কোথাও বা কিছু কিছু আঞ্চলিক শব্দের মিশ্রণ থাকলেও তা সহজ গ্রাহ্য। আঞ্চলিক রূপভেদসমূহ নীচে কিছুটা আভাষিত হল ঃ

(১) **স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঃ**

(ক) অপনিহিতি—সারি > সাইর, জানিয়া > জাইনা > জাইনে, ভাবিয়া > ভাইবা > ভাইবে।

(খ) বিপ্রকর্ষ—আগুন > আগুইন, আন্ধার > আন্ধাইর, উল্টা > উলুটা, জাগিলে > জাগুইলে, মার > মাইর, লহর > লওহর।

(গ) স্বরসংকোচ/স্বরলোপ—ডুবিলে > ডুবলে, তনু > তন্, থুইয়া > থইয়া, ৈপর্য > ধর্য, ধুইয়া > ধইয়া, ননদে > নন্দে নিরালা > নিরাল, বিশাখা > বিশখা, মাস্তুল > মস্তুল যুবতী > যৌবত, শুইয়া > শইয়া।

(ঘ) স্বরবৃদ্ধি—অনল > আনল, ঝম্প > ঝাম্পু, দেহ > দেহা, পর> পরা।

(ঙ) স্বরসংগতি—নিভিয়াছিল > নিবিছিল, সুক্না > শুকুনা।

(চ) স্বরবিপর্যাস—সমুদ্র> সমদুর

(ছ) স্বরবিকার—অ > উ—মনুষ্য> মুনিষ্য, বিদরে > বিদুরে,
অ > এ—কেন > কেনে,
উ > আ—শুধু > সুধা > হুদা,
উ > ই—ভাবুক > ভাবিক,
উ > ও—কেউ > কেও, তুমি > তোমি, ভুলিয়াছ >

ঋ > অ—দৃঢ় > দড়,

ঋ > ই —কৃষ্ণ > কিষ্ণ, গৃহ > গির,

ঋ > রু (ই > উ)—ঋষি> রুষি,

ঋ > রে (ই-> এ)—বৃথা > ব্রেথা,

এ > অ — আসবে > আইস্‌বে > আইস্‌ব, নিতে > নিত,

এ > আয়— ফেলে > ফালায়, নাড়ে> নাড়ায়

এ > ঐ — জিজ্ঞাসেন > জিজ্ঞাসইন

পাইয়াছেন > পাইছইন,

ও > অ — ও নিতাই > অ নিতাই;

ও > আয়—ওরে > অয়রে

ও > উ—চোর > চুর, তোমার > তুমার

ও > এ — ওগো > এগো

ও > এও — ভোরা > ভেওরা

ঔ > ঐ — যৌবন > যৈবন

(২) **ব্যঞ্জন ধ্বনির রূপান্তর ঃ**

(ক) সমীভবন > দুর্লভ > দুল্লভ, দুশ্চারিণী > দুচ্চারিণী, ভবার্ণবে > ভবান্নবে,

(খ) বিপর্যাস —অনর্পিত > অনপৃত

(গ) নাসিক্যীভবন — আঁখি > আঙ্খি, ধোঁয়া > ধুমা,

(ঘ) স্বতোনাসিক্যীভবন—কক্ষের > কাংখের, দিব > দিমু, বাত > মাত, বানায় > মানায়

(ঙ) হকারীভবন—প্রেমময়ী > প্রেমমহী > সামাইল > হামাইল

(চ) অল্পপ্রাণের মহাপ্রাণতা —অপরাধে > অফরাধে, গাগরি > গাগুরি > ঘাঘুরি,

(ছ) মহাপ্রাণের অল্পপ্রাণতা—অর্ঘে > অর্গে, খোটাখান > খোটাকান, ভাইবে > বাইবে, মূঢ় > মুড়, সাথে > সাতে,

(জ) অঘোষের ঘোষবত্তা—নিষ্কপটে > নিষ্কবটে

(ঝ) বর্ণদ্বিত্ব—অনাথ > অন্নাথ, ত্রিনাথ > তিন্নাথ,

(ঞ) বর্ণাগম—(র-আগম) উজ্জ্বল > উর্জল, কালিন্দী > কালিন্দ্রী, জন্ম > জর্ম, সাহায্য > সাহার্য,

(ট) বর্ণলোপ—কোথায় > কুআই > কই, জয়ত্রী > জত্রী, বাজায় > বায়, মহাজন > মাজন

(ঠ) বর্ণবিকার—দন্ত্য > অন্তঃস্থ—ননী > লনী, নাগাল > লাগাল, অন্তঃস্থ>
অন্তঃস্থ—র> ল—কাটারি > কাটালি, ল> র—মুরলী > মুররী
অন্তঃস্থ > তালব্য—র > ড় — চরায় > চড়ায়, নাগর > নাগড়
তালব্য > অন্তঃস্থ— ড় > র—গোড়া > গুরা
কণ্ঠ্য > অন্তঃস্থ—হ > য়— সোহাগী > সুয়াগী
কণ্ঠ্য > উষ্ম ঃ > ষ—দুঃখিনী > দুষ্কিনী
দন্ত্য > তালব্য—ত > চ— রাংতা > রাংচা
দন্ত্য > মূর্ধন্য— ত > ট —সঙ্কেত > সঙ্কেট দ > ড দংশে > ডংশে
তালব্য > কণ্ঠ্য—জ > গ জিজ্ঞাসা > জিঙ্গাসা
মূর্ধন্য > অন্তঃস্থ -- ট > র ঝুটি > ঝুরি
ওষ্ঠ্য > কণ্ঠ্য—প > গ উপাড়িয়া > উগাড়িয়া
ওষ্ঠ্য > অন্তঃস্থ—ব > ল বাউল > লাউল

(৩) (ক) শব্দরূপগত পরিবর্তনসমূহ নিম্নসারণীতে শ্রেণীবদ্ধ হল ঃ

বিভক্তি	একবচন	বহুবচন
প্রথমা	০, এ, য়	রা, হকল গুইন
দ্বিতীয়া	০, রে, কে	রারে, হকলরে, গুইনরে
তৃতীয়া	দিয়া, রেদিয়া	রারে দিয়া...ইত্যাদি
চতুর্থী	দ্বিতীয়ার অনুরূপ	দ্বিতীয়ার অনুরূপ
পঞ্চমী	তনে (থানে) থন থাকি	রারথন...ইত্যাদি
ষষ্ঠী		র রার ইত্যাদি
সপ্তমী	অ, ও, ত	হকলত, গুইনত্

(খ) সর্বনাম পদের বিশিষ্টতাও উল্লিখিত হল ঃ

কর্তৃকারকে — আমি, মুই, আমরা ; তুমি, তুই, তুইন ; তুমরা, তরা, তুরা, তুমিতাইন, তুইতাইন ; আপনে, আপনি ; আপনেরা আপনাইন, আপনারা ; সে, হে, তাই (স্ত্রী তুচ্ছার্থে), তাইন (সম্মানার্থে) ; তারা, হেরা, তাইনতাইন (সম্মানার্থে বহুবচন)।

কর্মসম্প্রদানে — মোরে, মরে, আমারে, আমরারে ; তরে (তুচ্ছার্থে), তুমারে, তরারে, তুমরারে ; আপনারে আপনেরে, আপনাইনরে, আপনারারে ;

তারে, হেরে, তাইরে (তুচ্ছ, স্ত্রী লিঙ্গ), তাইনরে (সাম্মানিক), তাইনেরে, তারারে, তাইন তাইনরে, তাইনরারে।

করণে-কর্মকারকের রূপ-এর সঙ্গে 'দিয়া' যোগে অপাদানে সম্বন্ধ পদের সঙ্গে থন, তন, থনে, তনে, থাকি সহযোগে।

ষষ্ঠী – মর, মোর, আমার, আমরার ; তোর, তর তুর ; আপনার, আপনের, আপনারার : তার, হের, তাইর, তারার, হেরার।

সপ্তমী – সম্বন্ধ পদের সঙ্গে 'মাঝে', 'মাঝ', 'মধ্যে', 'মইধ্যে' সহযোগে।

অন্যান্য সর্বনাম ঃ নির্দেশক — ও, অউ, অটা, হ'টা , অনির্দেশক — কেউ. কেও, কিছু, কুনু, কিছু ; প্রশ্নবাচক – কে, কেনে, কুন্, কারা, কুবাই, কিয়ানো. কেম্নে।

ক্রিয়াবিশেষণ—যেখানো, যেমনে, যেমন ইত্যাদি।

(৪) ক্রিয়াপদের বিশিষ্টতাসমূহ কর আদি গণের দ্বারা নিম্ন সারণীতে বিন্যস্ত হল ঃ

কাল	প্রথম, সামান্য	প্রথমও মধ্যমগুরু	মধ্যম সামান্য	মধ্যম তুচ্ছ	উত্তম
বর্তমান নিত্যবৃত্ত	এ	ইন	অ	অছ্	ই
ঐ ঘটমান	এর	রা,অরা	রায়	রে	রাম
ঐ পুরাঘটিত	ছে	ছইন	অছ	ছছ	ছি
ঐ অনুজ্ঞা	উক	উকা	অ. অনি	x, গি	০
অতীত সাধারণ	ল	লা	লায়	লে	লাম
ঐ নিত্যবৃত্ত	ত	তা	তায়	তে	তাম
ঐ ঘটমান	তাছিল	তাছিলা	তাছিলায	তাছিলে	তাছিলাম
ঐ পুরাঘটিত	ছিল	ছিল, ছালা	ছিলায়	ছিলে, ছ্লে	ছিলাম, ছলাম
ভবিষ্যৎ সাধারণ	ব	বা	বায়	বে	ম্
ঐ অনুজ্ঞা	ব	বা	ইও	ইছ	০

কৃৎ – তে, ইয়া, লে, বার, আ

x বিভক্তি শেষ হয় না, ০ রূপ নেই

(৫) অন্যান্য আঞ্চলিক বাংলা ভাষার মতোই শ্রীহট্টের ভাষায়ও প্রচুর তৎসম, তদ্ভব এবং দেশি ও বিদেশি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। গ্রামীণ লোককবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনায় কিছু কিছু বিদেশি শব্দ অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে। বিদেশি শব্দসমূহ দুই

প্রধান বিভাগে নীচে বিন্যস্ত হল ঃ

আরবি-ফারসি মিশ্র সহ —

আইন, আদালত, অল্লা, ইমান, এজলাস, কমিন্দর, কাছারি, কাজী, খৎ, খালাস, গুনাহ, গ্রেফতারি, চৌকিদারি, জিঞ্জির, তমসুক, তহবিল, দম, দরদী, দরবার, দরমা, দস্তখত দু'দিলা, দুস্তি, দেওয়ানা, নাজারত , নালিশ, বাজার, বাদশাহী. বেগার, বেগেনা, মহকুমা, মোহর, রং-মহল, লোকসান, সেইনসার (শাহেনশাহ?), সাজা, সোওয়ারি, হাজির হিসাব।

ইংরাজি-পর্তুগীজ মিশ্র সহ —

ইন্সপেক্টর, এসিস্টেন্ট, গভর্নর, গিলটি, চীফ কমিশন, জেলখানা, টাইম, টিকেট মাস্টার, ডিগ্রিজারী, মাজেস্টর, মাস্তুল, মেনেজারি, স্টেশন মাস্টার, সাবডিভিশন, হাইকুট।

২.৪ গীত-ছন্দ

সংগৃহীত গীতিসমূহের সবগুলোর ভাষা ও ছন্দ সবসময় অবিকৃত থাকেনি, বিশেষত আমাদের মৌলিক সংগ্রহ যখন অনুলিখিত বা তস্য অনুলিখিত খাতা কিংবা পরম্পরাধৃত লোককণ্ঠ থেকে আহৃত। তবু লেখকের ছন্দের প্রতি মনোযোগ যথারীতি নিবিষ্ট ছিল তা খুব সহজেই উপলব্ধ হয়, কেননা আমরা যেসব গীতি পরম্পরাগত সূত্র থেকে পেয়েছি তাতেও ছন্দ পরিকল্পনার আঁচ স্পষ্ট। পয়ার ত্রিপদী চৌপদী বিভিন্ন ছাঁদের ছন্দে গীতিসমূহ গ্রথিত হলেও তা মূলত বাংলা লোকগীতির ছন্দোবদ্ধ স্বরবৃত্ত কখনো বা অক্ষর মাত্রিকতায় নিষ্পন্ন। এছাড়া গীতিসমূহ যেহেতু গানের জন্যেই শুধু রচিত, কবিতার মতো পাঠ্য আদলে নয়, সেহেতু তাতে স্থানে স্থানে অপূর্ণ বা কথঞ্চিৎ দীর্ঘ মাত্রার পটে রচিত হলেও তা মূল উদ্দেশ্যের কোনো অপহ্নব ঘটায় না। বিবিধ ধরনের ছন্দ ব্যবহারের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত নীচে বিন্যস্ত হল।

(ক) একাবলী, ৬।৫ মাত্রার

শুন ওরে মন। বলিরে তোরে
হরি হরি বল। বদন ভরে
মনরে আপনা । বলিছ যারে
দেখিনি আপনা। এ সংসারে

গী/১১৫, (৫৯)

(খ) চোদ্দমাত্রার পয়ার, ৮। ৬

সব নারী প্রিয়া সনে । সুখে করে কেলি
মুই নারী প্রিয়া বিনে । তাপিত কেবলি

প্রিয়া পন্থ নিরখিয়া। তনু হৈল ক্ষীণ
বেহুঁশ হুতাশে যাপি। রাত্রি কিবা দিন।

— গী/৭১১, (৩৩৯)

(গ) কুড়ি মাত্রার লঘুত্রিপদী, ৬।৬।৮

পহিলহি রাগ । নয়নের কোণে
কালা সে নয়ান তারা।
নয়নে নয়নে । বাণ বরিষনে
হয়েছি পিরিতে মরা।।

— গী/৪৩৩, (২১১)

(ঘ) আঠারো মাত্রার দীর্ঘ পয়ার, ৮।১০

চৈতন্য থাকিতে মন । একবার ভাবো সে জনায়
সাকারেতে বিরাজিত। আঁধারে আলোক দেখা যায়।।

—গী/১২৯, (৬৬)

(ঙ) ছাব্বিশ মাত্রার দীর্ঘ ত্রিপদী, ৮ । ৮ । ১০

বিরহ বেদন তনু । হাতেতে মোহন বেণু
ললিত ত্রিভঙ্গ শ্যামরায়.....
কেউ পরে রত্নহার । কেউ পরে অলঙ্কার
কেউর শোভে চরণে নেপুর।।

— গী/৩৫৯, (১৭৬)

(চ) বত্রিশ মাত্রার চৌপদী, ৮।৮।৮।৮

দিবসে আন্দারী হল
মন প্রাণ হইল চঞ্চল
কেমনে ভরিব জল
মনে মনে ভাবি তায়।
(ঐ) বুঝিগো প্রাণ বিশখা
বংশী বটে যায় (তারে) দেখা
কাল ত্রিভঙ্গ বাঁকা
শ্রীরাধারমণ গায়।।

—গী/৪৮০, (২৩৪)

(ছ) চৌত্রিশ মাত্রার চতুষ্পদী, ৮। ৮। ৮। ১০

যে অধরে বংশী ধরে
মনে লয় পাইতে তারে
যত্ন করি রাখতেম ভৈরে
রসরাজকে হিয়ার মাঝে।।

— গী/৪৮৩, (২৩৫)

(জ) স্বরবৃত্ত, 8/8/8/8 ষোলো মাত্রার চতুষ্পদী,

ইলশা মাছ কি। বিলে থাকে
কাঠাল কি কি-। লাইলে পাকে
মধু কি হয়। বলার চাকে
মধু থাকে। মধুর চাকে।।

গী/১৬, ৮

(ঝ) স্বরবৃত্ত, ৪৪৪১/৪৪৪১ ২৬ মাত্রার চতুষ্পদী

বংশী বাজায়। কেরে সখী
বংশী বাজায়। কে
মাথার বেণী। বদল দিব
তারে আনিয়া দে।।

-- গী/৪৪১ পাঠান্তর, (২১৫)

(ঞ) স্বরবৃত্ত, ৪৪৪২/৪৪৪২ ২৮ মাত্রার চতুষ্পদী

সাপ হইয়া দংশ গুরু
উঝা হইয়া। ঝাড়ো
পুরুষো হ-। ইয়া তুমি
রমণীর মন। হরো।।

-- গী/৩২. (১৭)

(চ) স্বরবৃত্ত, ৪৪৪৩/৪৪৪৩ ৩০ মাত্রার চতুষ্পদী

ভাইবে রাধা। রমণ বলে
আলসে দিন। যাপোনা
জমিদারের। খাজনার কড়ি
সময় থাকতে। খুঁজো না।।

—গী/১০০, (৫২)

(ঠ) স্বরবৃত্ত, ৪৪/৪৪/৪৪/৪২ ৩০ মাত্রা পৃথক ছাঁদের চতুষ্পদী

রাধা নামে । বাদাম দিয়া
কৃষ্ণ নামের । সারি গাইয়া
চলছে বাইয়া। রসিক নাইয়া
রমণ বলি । য়াছে।।

— গী/১৪৪ পাঠ (৭৪)

(ড) স্বরবৃত্ত, ৪৪/৪৪/৪৪২/৪৪/৪৪ ৪২ মাত্রা পঞ্চপদী

জন্ম দিলে। মার উদরে
আমারে ব। লিয়া গেলে
তোমায় ভুলে। আর কত দিন। থাকি।
তোমার ভাবে। তুমি থাকো
আমার ভাবে। আমি থাকি।

— গী/২৩৮, (১১৯)

(ঢ) স্বরবৃত্ত ৪৪/৪২/৪৪/৪২/৪৪/৪২ ৪২ মাত্রার ষট্‌পদী

মহাজনের। নৌকাখানি
মহাজনের। মাল।
মহাজনে। লইব হিসাব
ঠেকবায় পর। কাল।
(ওরে) রাধারমণ। মূলধন হারা
সংকট নি। কটে।।

— গী/১১২, (৫৮)

স্তবক রচনা ক্ষেত্রেও নানা বৈচিত্র্য কখনো চার চরণের, কখনো পাঁচ চরণের, কখনো ছয় চরণের, এসব গানে অনায়াসে লক্ষ করা যায়।

২.৫ গানের বিষয় ভাগ

রাধারমণের বর্তমান পদ সংগ্রহে সংগৃহীত সহস্রাধিক (পাঠান্তর সহ) পদের বিষয় ভাগ নানা কারণে কিছুটা দুরূহ। এক ভাবের গানে আরেক প্রকার ভাবের মিশ্রণ প্রায়শ চোখে পড়ে। বিশেষত সকল গানের মধ্যেই সহজিয়া ভাবের একটা অবলেপ মোটেই দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাই মুখ্য ভাবের আধারে এবং প্রচলিত রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক গানকে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুসরণে গোষ্ঠ, পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিসার, বিরহ, মিলন ইত্যাদির নিরিখেই ভাগ করা হয়েছে। গুরুপদ, নাম মাহাত্ম্য, প্রার্থনা বিষয় পদকে একত্র

প্রার্থনার শীর্ষকেই গ্রন্থন করা হয়েছে। দেহতত্ত্ব, বাউল ও সহজিয়া গীতসমূহ একত্র সহজিয়া শীর্ষকে সন্নিবেশিত হয়েছে। গৌররূপ, গৌরনাগরিকী গৌরবন্দনা, গৌরলীলা, সপার্ষদ গৌরচন্দ্র, গৌরপূর্বরাগ, গৌরবিচ্ছেদ ইত্যাদি বিচিত্রধারার পদকে গৌরপদের পৃথক গুচ্ছে নেয়া হল। এ ছাড়া মাতৃসঙ্গীত শাক্ত গীতিমালাকে মালসী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'বিবিধ' শীর্ষকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ত্রিনাথ বন্দনা, বিবাহ সংগীত, সমসাময়িক ঘটনা ইত্যাদি বিষয়ক পদ।

২.৬ আঞ্চলিক প্রসঙ্গ

শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমি—অধিকতর শস্যশ্যামলা। এর শস্যক্ষেত্র অধিকাংশ সময়ই জলা জায়গায় বা হাওরে (সাগর) ভরা, জল জমে থাকে। আবার এই জল থেকেই অন্যতর ফসল উঠে আসে, মাছ। এখানকার গো সম্পদও লক্ষণীয়ভাবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও দুগ্ধদ। এখানকার মানুষের সাধারণ স্বাস্থ্যে ও চেহারায় এক চিক্কণ আভা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় বলে এখানকার অধিবাসীদের সহজেই চেনা যায়। দু'পায়ের চেয়ে নৌকোই বেশি চলে এখানে তাই জল, নদী, নালা, নৌকো, হাল, বাদাম, পাল ইত্যাদির ছড়াছড়ি রাধারমণের গানে। একদিকে আদিগন্ত জল ছল ছল বর্ষার বিশাল গেরুয়া প্রকৃতি অন্যদিকে শস্য ভরা আউসের খেতে অপার শ্যামলতা—এই দুই পরাক্রান্ত প্রকৃতি এখানকার মানুষকে একদিকে যেমন করেছে নিবিড় জীবনাগ্রহী অন্যদিকে তাকে অসীম ঔদাস্যে নৈষ্কর্ম্যে করেছে সংসার বিবিক্ত। রাধারমণের গানে এই দুয়ের যেন সম্মিলন ঘটেছে।

স্থানিক জলস্থল নদীনালা হাওয়া গাছগাছালি ফুল লতা বায়ু পাখি আলো হাওয়া আকাশ সার্বিক নিসর্গ যেমন তাঁর গানে উপস্থিত তেমনি স্থানীয় বন্ধু সখী পার্ষদ গুরুদেব শিষ্য-শিষ্যা এমনকী কবিপুত্রের উল্লেখ বিভিন্ন গানে ছড়িয়ে আছে।

স্থান নামে শ্রীহট্টের নানাস্থানের নাম যেমন পাই তেমনি নানা তীর্থস্থানের নাম তথা বাংলাদেশের অনেক উল্লেখ্য শহরের নামও অন্তর্ভুক্ত হতে দেখি।

গ্রামের কবি হলেও সমকালীন বিস্ময়বস্তু এরোপ্লেন, তাঁর কবিতায় স্থান করে নিয়েছে। এ ছাড়া রেলগাড়ি, টেলিগ্রাফ, স্টেশনমাস্টার, টিকেট চেকার, লালপাগড়ি পুলিশ, কাবুলি, শুঁড়িখানা ইত্যাদি নাগরিক জীবন প্রসঙ্গ গানের বর্ণনা কিংবা উপমা-রূপকে ছড়ানো।

দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধেও যেমন সজাগ স্বদেশচেতনায় উল্লেখ রয়েছে—'বিলাতের কর্তা জিনি হইবি স্বাধীন' (পদ সংখ্যা ৯৫) তেমনি দেশের অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধঃপতনও তাঁর নজর এড়ায় না—দেখলাম দেশের এই দুর্দশা, ঘরে ঘরে চুরের বাসা' (পদ সংখ্যা—১৫)।

২.৭ কাব্যমূল্য

কবির পারিবারিক ঐতিহ্যে যেহেতু নিরক্ষরতা ছিল না এবং কবি যেহেতু বৈষ্ণব দার্শনিক ও আলঙ্কারিক পরিমণ্ডল সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, ফলে একটা বিস্তীর্ণ এলাকার পল্লীবাসী জনসাধারণের কবি হয়েও তিনি কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞানুসারিক লোককবি নন। তাই তাঁর রচনার একটা দ্বৈত লক্ষণ সব সময় দেখা যায়, একাধারে তিনি লৌকিক ও সর্বজনীন, স্থানিক ও সর্ববঙ্গীয়।

আমাদের হাতে কবির নিজস্ব হস্তাক্ষরে লিখিত গানের কোনো পুথি বা উপকরণ নেই, শুধু পারিবারিক ঘরানায় রক্ষিত কবির মৃত্যুর তেরো বছর পরেকার কবিপৌত্র অনুলিখিত কথঞ্চিৎ পুরোনো (১৯২৯) একটি পুথি পাওয়া গেছে। এই পুথির গীতাবলীর ভাষা ও ছন্দ অনেকটা অক্ষুণ্ণ আছে, ধরে নিলেও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত গানের ভাষা ও কথাংশ সর্বত্র যদ্‌রচিত তদ্‌রক্ষিত থাকেনি, গানের অজস্র প্রচলিত পাঠান্তরে এর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য রয়েছে। লোকসংগীত লক্ষণাক্রান্ত গানের এই রূপান্তর প্রবণতা অবশ্যই স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও এই সব গানের কাব্যমূল্য নির্ধারণের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন থেকে যায়।

ভাগবত ঐশ্বর্যের দিকে যা আমাদের প্রথমত আকর্ষণ করে তাহল গানের মানবিক সুখ দুঃখ বিরহ মিলন লীলার প্রিয় প্রসঙ্গ। যদিও স্বীকৃত যে গানের জনপ্রিয়তা বিশ্লেষণে গানের বক্তব্যটাই শুধু আমাদের কাছে আকর্ষক ঠেকে না, আকর্ষণের অন্যতম প্রধান কারণ হয়তো তাঁর মর্মস্পর্শী সহজ গ্রামীণ সুর, দ্বিতীয়ত সুরের হৃদয়গ্রাহিতা ও সরলতা ছিল এতই প্রবল যাতে এই সুর সহজেই কণ্ঠে তুলে নেবার পক্ষেও ছিল অনুকূল। তবু একথা স্মর্তব্য ভাব ও কথাংশের প্রাকৃত আকর্ষণের জোরেই বিগত শতাব্দীকাল থেকে এই গীতিমালা গোষ্ঠীধর্মানুগত থেকেও উত্তর-পূর্ব বাংলা তথা ভারতের পল্লীর হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষকে মুগ্ধ করে এসেছে।

অপর পক্ষে গীতসমূহের আকর্ষণকেও সমমূল্য দিতে হয় কারণ রাধারমণ নিজে সাধক এবং এই গানগুলো বেশির ভাগই ছিল তার সাধনার অঙ্গ এবং সাধনকালেই কীর্তনরত অবস্থায় রচিত বলে কথিত। বৈষ্ণব পদাবলী অনুসারী পদ ভাগেই বৈষ্ণব তত্ত্বানুসরণ লক্ষ করা গেছে। এছাড়া, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব পঞ্চরসের, মহাভাবের, তথা অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের ও নামমাহাত্ম্যের গীতিবদ্ধ রূপের সঙ্গেও আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে ; তদুপরি বৈষ্ণব সহজিয়া ধারার সাধন পথের বিস্তৃত ও লোকায়ত রূপ ফুটে ওঠে তাঁর গীতাবলীতে।

বলা বাহুল্য বৈষ্ণব সাধক হলেও কোনো সঙ্কীর্ণতা আচ্ছন্ন করে না কবির দৃষ্টিকোণ, আমরা আগেই দেখেছি তাঁর কিছু সংখ্যক মাতৃসংগীত বা মালসী গানকে অনায়াসেই

বৈষ্ণব সাধকের বিপরীত কোটির শাক্তপদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তদুপরি কিছু গান মহাদেব বা ত্রিনাথ বন্দনার পদগুলোও একশ্রেণীর শৈব সাধকদের প্রিয় হতে পারে।

রাধারমণের গীতিভাণ্ডার বিপুল ও বৈচিত্র্যময় যেমন বিষয়ভেদে যেমন গভীর ভাবৈশ্বর্যে -- জীবন জিজ্ঞাসায় কিংবা তত্ত্বানুসন্ধানে-- তেমনি প্রকরণগত সিদ্ধিতে শব্দচয়ন- সন্ধান- নির্মাণ কিংবা বাক্‌প্রতিমা সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সৃজন বৈভবের দ্বারা তিনি তাঁর পাঠকশ্রোতাকে বিস্মিত ও আবিষ্ট করে রাখেন। নীচের স্বতঃপ্রকাশ দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের এই অভিমত পরীক্ষিত হতে পারে ঃ

ক) গুরু গুরু আমি তোমার অদম ভক্ত
লোহা হতে অধিক শক্ত
গুরু আমার মন তো গলে না।।

গী-১২

খ) আহা, চুরের ঘাটেও নাও লাগাইয়া ভাবছ কিরে মন...
আর দেখলাম দেশের এই দুর্দশা ঘরে ঘরে চুরের বাসা
এগো সে চুরায় কি যাদু জানে
ঘুমের মানুষ করছে অচেতন।

গী-১৫

গ) ইলশা মাছ কি বিলে থাকে
কাঠাল কি কিলাইলে পাকে ?

গী-১৬

ঘ) ভালো মানুষের আত ধোওয়াইলে
একদিন কাম আয় নিদানকালে
এগো কমিন্দর লগে দুস্তি কইলে
মুখপোড়া যায় বিনাগুইনে।

গী-২২

(ঙ) অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বানাইয়াছি ঘর
ভাই নাই, বান্দব নাই—কে লইব খবর
অকূল সমুদ্র মাঝে ভাসিয়া ফিরে পেনা
কতদিনে দয়াল গুরু লওয়াইবায় কিনারা।

গী-২৯

(চ) সাপ হইয়া দংশ গুরু, উঝা হইয়া ঝাড়ো।

গী-৩২

(ছ) খেওয়ার কড়ি নাই মোর সঙ্গে জামিন দিতাম কারে।

গী-৪১

(জ) আমার দেহ হউক কদমতলা, অশ্রুধারা হউক যমুনা।

গী-৬০

(ঝ) কাঁচা মাটিয়ে রঙ ধরে না, পোড়া দিলে হয় সোনা।

গী-৬২

(ঞ) বেভুল হয়ে তোমায় দেখি মনে খুশি হইয়া
বেভুলে হাত দিয়া ধরি, হুশে দেখি খালি।

গী-৯৬

(ট) কোন্ বিধি নির্মিল তারে নিরলে বসিয়া
সোনার অঙ্গে চাঁদের কিরণ কে দিল মিশাইয়া।

গী-১৫২

(ঠ) আমি গৌররূপ সাগরের মাঝে মীনের মতো ডুবে থাকি।

গী-১৫৭

(ড) ভাইবে রাধারমণ বলে গৌর কেমন জনা
আন্ধাইর ঘরে জ্বলছে বাতি, গৌর কাঞ্চা সোনা।

গী-২০৭

(ঢ) শুড়ির মদ খায় না মাতাল আপন মদ আপনি বানায়
মন ভাটিতে প্রেমগুড়েতে নয়নজলে মদ চুয়ায়।

গী-২৩৩

(ণ) কালায় মরে করিয়াছে ডাকাতি
দেহের মাঝে সিদ্ কাটিয়া জ্বালায় প্রেমের বাতি।

গী-৩৬২

(ত) জল ভরিয়া গৃহে আইলাম শূন্য দেহ লইয়া
আমার প্রাণটি বান্ধা থইয়া।।

গী-৩৭৮

(থ) শ্যামের দিকে চাইয়া আটতে উষ্টা লাগি পাও
গাগরী ভাঙ্গিয়া গেল, শাশুড়ীর গালি খাও।

গী-৩৭৯

(দ) আরে যেই না ঝাড়ের বাশিগুলি
ও তোর ঝাড়ের লাগাল পাই—
এগো জড়ে পেড়ে উগাড়িয়া
সাগরে ভাসাই।

গী-৩৮৭

(ধ) ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমের বিষম যন্ত্রণা
ছপাই কাপড়ে দাগ লাগলে ধইলে তো দাগ ছাড়ে না।।

গী-৪২৪

(ন) সাপের বিষ ঝারিতে লামে প্রেমের বিষ উজান বায়
নাড়ি ধরি বলছে উঝা এ বিষ তো সাপের নায়।

গী-৪৬৪

(প) রব শুনা যায় রূপ দেখি না বংশীধ্বনি যায় গো শোনা
মেঘবটে কি শ্যাম জানি না মেঘে বংশী বাজায়।।

গী-৪৮০

(ফ) শ্যামের রূপ হেরিয়ে যুবতীর প্রাণ ভ্রমরা উড়িয়ে গেল
বিজলী চটকের মতো যমুনার কূল আলো হইল।।

গী-৪৮৪

(ব) আয় ললিতে, আয় বিশখে শ্যাম হেরিতে যাই
যায় যাবে কুল, ক্ষেতি নাই, শ্যামকে যদি পাই
নয়নচাঁদে ফাঁদ পাতিয়ে ধরিব কুরঙ্গ।।

গী-৪৮৯

(ভ) বাশি কতই ছন্দি করি
বাশির গুণ কি শ্যামের গুণ কে বইলবে আমারে
বাশির স্বরে প্রাণ হরিয়া নেয়
ধরা টলমল করে।।

গী-৪৯০

(ম) নিজের বেদন সবাই বুঝে পরের বেদন না
গকুলে সুহৃদ পাই না যার ঠাই করি 'আ'
'আ' করিনা আউয়ার ড়রে কি অনে কি কইব
একেতে আর পরচারি কলঙ্ক রটাইব।

গী-৪৯২

২.৮ কথা শেষ

গ্রন্থটি বিদ্বজ্জনের সমীপে নিবেদিত হল, নিবেদিত হল আবহমান বাংলার সাধারণ পাঠক ও গীতরসিকদের উদ্দেশ্যে। পণ্ডিতিআনা প্রদর্শনের কোনো অভিমান এর সঙ্গে কোনো স্তরেই যুক্ত ছিল না, ছিল অকাতর ভালোবাসা। এ শ্রমের তাই গবেষকদের পরীক্ষণ তৌলে বিচারের খুব একটা অবকাশ ও সুযোগ নেই, ভালোবাসায় ভালোমন্দ সহ গৃহীত হলেই তার চরিতার্থতা।

গ্রন্থটির প্রকাশনাপর্বে নানা জটিলতা, কালক্ষয় ও প্রতিকূলতা ঘটেছে আমাদের ঐতিহ্যগত পারিপার্শ্বিক কারণে, এখানে সে বিষয়ে বিশদ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবু একটি স্বীকারোক্তি। সময়ের কোনো এক সন্ধিতে আমাদের মৌল সমস্যার নিরাকরণ ত্বরান্বিত হয় শ্রীযুক্ত দেবব্রত চৌধুরীর আবির্ভাবে ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে। তাঁর যোগ্য ও অকুণ্ঠ সহায়তা না পেলে আমাদের প্রিয় কবি রাধারমণের কথঞ্চিৎ পূর্ণায়ত উপস্থাপনা কে জানে আরো কত দিন অপেক্ষিত থাকতে পারত। সাধু সারস্বত প্রয়াসের ক্ষেত্রে তাঁর এই অখণ্ড অধিকার অব্যাহত থাকুক।

১৫-৮-১৯৮৭
বীর বিক্রম সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়,
আগরতলা, ত্রিপুরা

বিনীত
বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী

৩. ঋণাঞ্জলি

অজিতকুমার দাস, ঘোড়ামারা, করিমগঞ্জ, আসাম।।
অমিয়শঙ্কর চৌধুরী, কলিকাতা।।

আছদ্দর আলী, লুধরপুর, শ্রীহট্ট।।
আবুল বশর, অধ্যক্ষ, জল্‌লার পার, শ্রীহট্ট।।
আবুল খালেক চৌধুরী, করিমগঞ্জ, আসাম।।
আশালতা দত্ত, সুভাষনগর, করিমগঞ্জ, আসাম।।
আশুতোষ দত্ত, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা।।

ইলা রায়চৌধুরী, শিলচর, আসাম।।

করুণা বসাক, কলিকাতা।।
করুণাময়ী দে, বড়বাড়ি, করিমগঞ্জ, আসাম।।
করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, শিলচর, আসাম।।
কামিনীচন্দ্র দাস, ঢেউপাশা, মৌলবীবাজার শ্রীহট্ট।।
কালীমোহন দাস বডবাড়ি করিমগঞ্জ আসাম।।
কিরণরানী দে, বড়বাড়ি, করিমগঞ্জ, আসাম।।
কৃষ্ণকুমার পালচৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, মদনমোহন কলেজ, শ্রীহট্ট।।

গুরুসদয় দত্ত , আই . সি. এস. শ্রীহট্টের লোকগীতি, কলি বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্রময়ী দত্ত, ঢেউপাশা, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট।।
চৌধুরী গোলাম আকবর, সাহিত্যভুষণ, রাধারমণ সংগীত শ্রীহট্ট।।

জগদীশ গণচৌধুরী (ডঃ) বীরবিক্রম সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়, আগরতলা।।

তীর্থমণি নমশূদ্র, কেশবপুর, শ্রীহট্ট।।

দেওয়ান মোহম্মদ আজরফ, অধ্যক্ষ, মালীবাগ, ঢাকা।।
দেবব্রত চৌধুরী, ৫/৫ টাউন হাউস, পূর্বাচল, কলকাতা-৯১।।

নমিতা চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র সরণী, করিমগঞ্জ, কাছাড়।।
নরেশ দেব, রাজবাড়ি, ধর্ম্মনগর, ত্রিপুরা।।
নরেশচন্দ্র পাল, শ্যামহাট আশ্রম, শ্রীহট্ট।।
নলিনীরঞ্জন দত্ত, করিমগঞ্জ, আসাম।।

নিধুমণি মালাকার, কেশবপুর, শ্রীহট্ট।।
নির্মলেন্দু ভৌমিক (ডঃ), শ্রীহট্টের লোকগীতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

নেপালরঞ্জন ঘোষ, জীবনবীমাপুরী, মধ্যমগ্রাম।।
নৃপেন্দ্রলাল দাস, অধ্যাপক, শ্রীমঙ্গল কলেজ, শ্রীহট্ট।।

পীযূষ চক্রবর্ত্তী, শিলচর, আসাম।।

পূর্ণেন্দু (মানিক) গোস্বামী, ইটানগর, অরুণাচল।।
প্রমোদচন্দ্র দাস, ঢেউপাশা, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট।।

বকুলরানী ধর, সোনামারা, কৈলাসহর, ত্রিপুরা।।

বন্দনা ভট্টাচার্য, শিলচর, আসাম।।
বিকচ চৌধুরী, শিল্প দপ্তর, ত্রিপুরা, আগরতলা।।
বিনয় দেব, ধর্মনগর, ত্রিপুরা।।
বিমল কর, অধ্যক্ষ, সি.টি.টি.আই., আগরতলা।।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শিলচর, কাছাড়।।
মাখনচন্দ্র মালাকার, ভুজবল, শ্রীহট্ট।।
মানিক রায়, শিলচর, কাছাড়।।
মাহমুদা খাতুন (মায়া), কেশবপুর, শ্রীহট্ট।।
(মরহুম) মোঃ আসরাফ হোসেন, রাধারমণ সংগীত, রহিমপুর ভানুগাছ, শ্রীহট্ট।।
মোঃ নূরুল হক্, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, শ্রীহট্ট।।
মোঃ হুসন আলী, শ্রীহট্ট।।

যতীশ চৌধুরী, জললারপার, শ্রীহট্ট।।
যামিনীকান্ত শর্মা, হরিণাকান্দি পাঠশালা, শ্রীহট্ট।।
যুগল অধিকারী, সন্তোষপুর, কলিকাতা।।
রবীন্দ্রনাথ দত্ত (ডাঃ), কেশবপুর, শ্রীহট্ট।।
রবীন্দ্রনাথ দত্ত, ঢেউপাশা, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট।।
রাধারঞ্জন দত্তপুরকায়স্থ, ভুজবল, শ্রীহট্ট
রাধিকামোহন গোস্বামী, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট।
রামেন্দ্রভূষণ আচার্য, অধ্যাপক, সুনামগঞ্জ কলেজ, শ্রীহট্ট।।

শান্তিলতা ধর, সুভাষনগর, করিমগঞ্জ, আসাম।।
শ্যামলকুমার চৌধুরী, ধর্মনগর, ত্রিপুরা।।
শ্রীশচন্দ্র রায়, জগন্নাথপুর, শ্রীহট্ট।।

সত্যব্রত ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ, আগরতলা।।
সরোজকুমার দেব, মিশন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম।।

সর্বমঙ্গলা পুরকায়স্থ, রামকৃষ্ণনগর, করিমগঞ্জ, আসাম।।
সুকুমার দত্ত, সুভাষনগর, করিমগঞ্জ, আসাম।।
সুখেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় (ডঃ), কমলপুর, ত্রিপুরা।।
সুধীরচন্দ্র পাল অধ্যাপক, তালতলা, শ্রীহট্ট।।
সুভাষ রায়, জগন্নাথপুর, শ্রীহট্ট।।
সুরুচিবালা ধর, গোবিন্দপুর, কৈলাসহর, ত্রিপুরা।।
সুহাসিনী চৌধুরী, সেনাপতিগ্রাম, গহরপুর, শ্রীহট্ট।।
সীতু দেব, করিমগঞ্জ, আসাম।।

হাসন পছন্দ (মোঃ আব্দুল হাই), ভাইবে রাধারমণ বলে, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট।।
হীরক চৌধুরী (ডাঃ), জললারপার, শ্রীহট্ট।।

৪. সংক্ষেপ সূত্র

গী	গীতিসংখ্যা
( )	পৃষ্ঠাসংখ্যা, মাধ্যমে
আছ	মোঃ আছদ্দর আলী, লুধরপুর, শ্রীহট্ট
আশা	আশালতা দত্ত, সুভাষনগর, করিমগঞ্জ, আসাম
আহো	মোঃ আশরাফ হোসেন, রাধারমণ সংগীত, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ২য় সংস্করণ, মুন্সীবাজার, শ্রীহট্ট
ক/করু	করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য, শিলচর, আসাম
ক.ম.	করুণাময়ী দে, বড়বাড়ি, করিমগঞ্জ, আসাম
কামি	কামিনীচন্দ্র দাস, ঢেউপাশা, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট
কালি	কালীমোহন দাস, বড়বাড়ি, করিমগঞ্জ, আসাম
কি	কিরণরাণী দে, বড়বাড়ি, করিমগঞ্জ, আসাম
খা	আব্দুল খালেক চৌধুরী, করিমগঞ্জ, আসাম
গো/গো অ.	চৌধুরী গোলাম আকবর, সাহিত্যভূষণ, রাধারমণ সংগীত, মদনমোহন কলেজ, শ্রীহট্ট, ১৯৮১
চি	চিত্রময়ী দত্ত, ঢেউপাশা, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট

জ	জগদীশ গণচৌধুরী (ডঃ), বীরবিক্রম সান্ধ্য কলেজ, আগরতলা
তী	তীর্থমণি নমশূদ্র, কেশবপুর, শ্রীহট্ট
য	যতীন্দ্রকান্ত চৌধুরী জললারপার শ্রীহট্ট
য চৌ	যামিনীকান্ত শর্মা হরিণাকান্টিপাঠশালা, শ্রীহট্ট
ন., নমি	নমিতা চৌধুরী, ব্রজেন্দ্র রোড, করিমগঞ্জ, আসাম
না	নাজিরবাদ পাঠশালা, শ্রীহট্ট
নি	নিধুমণি মালাকার, কেশবপুর, শ্রীহট্ট
নৃ	নৃপেন্দ্রলাল দাস, অধ্যাপক, শ্রীমঙ্গল কলেজ, শ্রীহট্ট
প্র	প্রমোদচন্দ্র দাস, ঢেউপাশা, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট
ব	বকুলরানী ধর, সোনামারা, কৈলাসহর, ত্রিপুরা
মা	মানিক গোস্বামী (পূর্ণেন্দু), ইটানগর, অরুণাচল
মাখ	মাখনচন্দ্র মালাকার, ভুজবল, মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট
শা	শান্তিলতা ধর, সুভাষনগর, করিমগঞ্জ, আসাম
য	যামিনীকান্ত শর্মা, হরিণাকান্দি পাঠশালা, শ্রীহট্ট
শ্যা	শ্যামলকুমার চৌধুরী, ধর্মনগর, ত্রিপুরা
শ্রী	শ্রীহট্টের লোকগীতি, গুরুসদয় দত্ত ও ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬
শ্রীশ	শ্রীশচন্দ্র রায়, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট
সর্ব	সর্বমঙ্গলা পুরকায়স্থ, রামকৃষ্ণনগর, করিমগঞ্জ, আসাম
সরো	সরোজকুমার দেব, মিশন রোড, করিমগঞ্জ, আসাম
সুকু	সুকুমার দত্ত, সুভাষনগর, করিমগঞ্জ, আসাম
সুখ	সুখেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় (ডঃ), কমলপুর, ত্রিপুরা
সুধী	সুধীরচন্দ্র পাল, অধ্যাপক, তালতলা, শ্রীহট্ট
সুহা	সুহাসিনী চৌধুরী, সেনাপতিগ্রাম, গহরপুর, শ্রীহট্ট
সীতু	সীতু দেব, বড়বাড়ি, করিমগঞ্জ, আসাম
হা	হাছন পছন্দ (মোঃ আব্দুল হাই), ভাইবে রাধারমণ বলে (গীতি-সংগ্রহ) সুনামগঞ্জ, ১৩৮৪
হী	হীরক চৌধুরী (ডাঃ), জললারপার, শ্রীহট্ট

বাউল কবি রাধারমণ

ক. প্রার্থনা

।। ১ ।।

অকৈতব কৃষ্ণনামে আমার মন মজিল কই
আমার মন মজিল কইগো, আমার মন মজিল কই।
লোকের কাছে করি বড়াই, আমার মত প্রেমিক আর নাই
প্রেমিক জানিলে গোঁসাই, ঐ নাম আমি কত লই।
সর্ব অঙ্গে তিলক করে, নামের মালা গলে পরে
আমার অন্তরে বলে না হরি, তুলসীর তলে পড়ে রই।
ভেবে রাধারমণ বলে, মন রে তুই রইলে ভুলে,
আমি যে নাম নিয়ে আইলাম ভবে
সেই নাম আমার রইল কই।

য/১৩২, সুখ/৫৩।

পাঠান্তর ঃ প্রেমিক জানিলে >আমি প্রেমিক জানলে >আমার রইল কই > আমি ছৈলাম কৈ?

।। ২ ।।

লোভা

অজ্ঞান মন, কৃষ্ণ ভক্তিরসে কেন ডুবলে না।। ধু।।
কেন দেখে শুনে কেন মজলে না।। চি ।।
কৃষ্ণভক্তি সুধাময় ব্রজবাসী যে জানয়
প্রহ্লাদ আদি উদ্ধব নারদ নারদাদি যে ভক্তি বাঞ্ছয়
সুদুর্লভ কৃষ্ণভক্তি তায় কেন মন মজলে না।। ১ ।।
কৃষ্ণ রসময়, ও মন মরিলে জিলে হয়
নিষ্কৈতবের সাধনভজন রিপুর বশে নয়
ইন্দ্রিয়জিতের সাধন ভজন আজু হবে না।। ২।।
শ্রীরাধারমণ কয় সাক্ষী আছে অগ্নিকুণ্ডে প্রহ্লাদ মহাশয়
যার হইয়াছে কৃষ্ণ ভক্তি তার কি আছে ভাবনা।। ৩।।

রা/১৬

।। ৩।।

অজ্ঞান মন, গুরু কি ধন চিনলায় না-
পাতল স্বভাব গেল না।।
আর রূপ দেখিয়া হইয়াছে পাগল
গুণের পাগল হইলায় না।
ওয়রে, কূল পাথারে সাঁতার দিয়া
সাধন সিদ্ধি কইলায় না।।
আর একটি নদীর দুইটি ধারা
বাইতে পাইলায় না।
ওয়রে, হৃদয় পিঞ্জিরার পাখী
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আইল না।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
নাই হইলে প্রাণ বাঁচের না—
ওয়রে, কাজের কাজী না হইলে
তন্তর মন্তর ধরের না।।

শ্রী/৩১৫

অজ্ঞান মন রে তুমি রহিয়াছ ভুলিয়া ।। ধু।।
লাভ করিতে আইলায় ভবে মহাজনের ধন লইয়া,
লাভে মূলে সব খোয়াইলায় কামিনীর সঙ্গ পাইয়া।
অমূল্য মানিক, আইলায় সঙ্গেতে লইয়া,
বেভুলে হারাইলায় তারে সংসারে মজিয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া,
যে ভাইয়ে জানিছে হিসাব যাইব পার হইয়া।

আহো ২, শ্রী/২২, হা (৩৪) গো আ (২১) সুধী/১১

।। ৫ ।।

অরে পাষাণ মন রে জনমে হরির নাম ভোইল না।। ধু।।
ঐ হরির নাম লইলেরে শমনের ভয় আর রবে না।। চি।
যখন ছিলে মার উদরে মহামায়ায় দামোদরে
মহামায়ার মায়ায় পড়ে গুরু কি ধন চিনলায় না।। ১।।
মহামায়ার ছলে কেন রে মন ভুইলে রলে
এ দেহা প্রাণান্ত হলে ঘৃণায় কেহ ছবে না।। ২।।
ধন যত সব রবে পড়ি সিন্দুকে সব রবে পড়ি
মইলে নিবে কড়ার কড়ি আম্রকাষ্ঠ দুইচার খানা।। ৩।।
তীক্ষ্ণ আনল দিবে জ্বাইলে তার মাঝে পালাইয়ে
যতসব মায়া চাইলে সম্পর্ক কিছুই রবে না।। ৪।।
যে নামে কাল শঙ্কা যাবে তারে কেন ভোইলাছরে
মিছে পরবাসে করতে আছ কালযাপনা।। ৫।।
কালগত যবে হবে দারাসুত কোথায় রবে
ভাইবে রাধারমণ বলে সঙ্গের সঙ্গী কেয় হবে না।।

রা/৯৬

।। ৬।।

আমার মন রে এবার ভবে কেন না আসিলে
গুরুর পদে রতি না হইলো মতি তুমি ধইরাছ কুরীতি মনরে।।
আসিয়া মনুষ্য কুলে কেন মনে রইলায় ভুইলে
তুমি ভবেতে আসিয়া গুরু না ভজিয়া তুমি পথে মজিলায়।।
গুরুর চরম অমূল্যধন চিনলায় না রে অজ্ঞান মন
গুরু কেমন ধন করলায় না'রে যতন তুমি হেলায় হারাইলায় রতন।।
তুমি রইলায় ঘুমের ঘোরে চোর হামাইল তোমার ঘরে
তোমার স্ত্রীপুত্রধন কেহনিয় আপন কেবল নিশার স্বপন।।
দেখিয়া মাকাল ফলে কেন মন রইলায় ভুইলে
ভাইবে রাধারমণ করে নিবেদন তোমরা থাইক সচেতন।।

সুখ/৫০

।। ৭ ।।

আমার মরণকালে কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণনাম ললিতে গো
কর্ণে শুনাইও কৃষ্ণ নাম ।। ধু ।।
হাতে বাঁশি মাথে চূড়া কটি তটে পীত ধড়া—
মনোচোরা হয় শ্যামরায়।
হায় কৃষ্ণ ২ বলে প্রাণ যায় আমার দেহ ছেড়ে
আমার মরণকালে দেখাইও শ্যাম।
যমুনার কিনারে নিয়ে গঙ্গা জল মৃত্তিকা দিয়ে
আমার অঙ্গে লিখিও কৃষ্ণনাম।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
আমি পরকালে পাই যেন কৃষ্ণনাম।।

গো আ ২০৮ (১৬৯)

।। ৮ ।।

আমারে করগো উদ্ধার, আমি অধম দুরাচার।
কত পাপের ভরা লইছি মাথে, হইয়াছি দ্বিগুণ ভার।। •
সোনা থইয়ে, দস্তা লইয়ে, করিতেছি রঙ্গের কারবার।
কত হীরামন মাণিক্য থৈয়া, রাংচায় মন মজিল আমার।।
ভাইবে রাধারমণ বলে, আমি ভুলিয়ে রইলাম মায়াজালে।
আমার মত পাপী বুঝি ত্রিজগতে নাই গো আর।।

য/১৩৭

।। ৯ ।।

আমি কেন আইলাম গো বাজারের ভাও না জাইনে।
কিসের লাগি ভবে গো আইলাম
কি করিতে কি করিলাম
আমি সাধনের ধন অসাধনে হারা হইলাম
পুঞ্জিপাটা যতই গো ছিল সকলি হরিয়া নিল গো
আমি না জাইনে ডাকাইতের ঘাটে নাও বান্ধিলাম গো
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার মানব জীবন যায় বিফলে গো
আমি না জাইনে রাংচার দরে সোনা দিলাম গো ।।

রা/১০৮

।। ১০ ।।

আমি জন্মিয়া কেন মইলাম না গুরুর চরণ সাধন হইল না।। ধু ।।
জননী উদরে যখন উল্‌টা পদে ছিলায় রে মন
সে কথাটি মনে পড়ে না ;
তখন বলে আইল করতে সাধন আজি শমন বান্ধব না?
যখন আমায় ভবে দিলে কি শিখিলে মোর কপালে
জন্মাবধি লক্ষ্য গেল না ;
ভাইবে রাধারমণ বলে জন্ম গেল বিফলে
গুরুভাবে ভক্তি কইলাম না।

গো আ (৬)

।। ১১ ।।

আমি ডাকছি কাতরে
উদয় হওরে দীনবন্ধু হৃদয় মন্দিরে
তোমার ভক্তের সঙ্গে প্রেম তরঙ্গো
তোমার পানেরই ভরা পাইয়া না পাই কূল কিনারা
ভবনদীর বিষম পাড়ি নাই তরণী নাই কান্ডারী
আমারে পার কর হে দয়াল হরি কেশেতে ধইরে
ভাই রে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
ভাই রে নিধিরামের এ বাসনা রইল শ্যামের চরণ তলে।

য / ৯

।। ১২ ।।

আমি তোমায় ডাকি গুরু হে গুরু
ডাক দিলে ডাক শুনো না।
সাধন ভজন কিছুই জানি না।।
গুরু গুরু আমি তোমার অধম ভক্ত
লোহা হতে অধিক শক্ত
আগুন দিলে লোহা গলে
গুরু আমার মন তো গলে না।।
ভাই রে রাধারমণ বলে ভবে আইলাম অকারণে
আমার মনের এই বাসনা, গুরু রাঙাচরণ ছাড়ব না।

রা / ১৩৩

।। ১৩।।

আমি পাইয়া কুমতিসঙ্গা মনমতিসঙ্গা সদায় পুড়ে
ও তারে করলে বারণ হয় না সারন
সদায় থাকে রাগের ঘরে
আর গেল না মন কামের বিকার
হইল না রে ধনের সঞ্চার
আমি রিপু বশে মত্ত হইয়ে পইড়েছি চৌরাশি ফেরে।
সুমতির সঙ্গ হইলাম ব্রজগোপী ভাবে মন মজল না
আমি পঞ্চরসে রসিক পাইয়ে তার সঙ্গে প্রেম হইল না রে।।
খাটলাম রে ভূতের বেগার
কামিনী ডাকাতে রে মন লুটিল ভাণ্ডার।
ও রাধারমণ বলে অবুঝ মনরে
আমার ভ্রান্তিদোষ গেলনা রে।।

গো আ (৬)

।। ১৪ ।।

আরে ও পাগেলার মন রে,
আইজ আনন্দে হরির গুণ গাও।।
আয় উর্ধ্ববাহু, হেট মাথে,
যখন ছিলায় মাতৃ-গর্ভে—
এখন ভূমিতে পড়িয়া মাটি খাও।।
আর নয়ন দুইটি রত্ন ভরা,
তোমার চরণ দুইটি রথের ঘোড়া;
তোমার হস্ত দুইটি গুরুর সেবা দাও।।
ভাইবে রাধারমণ বলে — মনরে তুই রইলে ভুইলে
একবার 'হরি' বইলে ব্রজে চইলে যাও।।

শ্রী/৩১৬

।। ১৫ ।।

আহা, চুরের ঘাটে নাও লাগাইয়া ভাবছ কি রে মন।
ঐ নাও যতনে অতি গোপন সাধ রে অমূল্যধন।।
হীরা মন মাণিক্য দিয়া দিলাম ভোরা চালাইয়া

গোনাবাছা কমতি হইলে কি দিয়ে বুঝাইমু মহাজন।
আর দেখলাম দেশের এই দুর্দশা ঘরে ঘরে চোরের বাসা
এগো সে চুরায় কি যাদু জানে ঘুমের মানুষ করছে অচেতন।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
এগো গোনাবাছা কমতি হইলে কি দিয়ে বুঝাইমু মহাজন।।

শ্যা / ৩

।। ১৬ ।।

ইলিশামাছ কি বিলে থাকে কাঠাল কি কিলাইলে পাকে
মধু কি হয় বলার চাকে মধু থাকে মধুর চাকে।
বিন্দু করি জমায় পোকে মধু কি হয় বলার চাকে
আছে একাল চাকে।
ভাইবে রাধারমণ বলে * বিপিন রে তুই কি কাজ কৈলে
ধান তুই বাইন করিলে শাইল ক্ষেতে আমন দিলে
আর কি বীচের নাগাল পাবে।।

গো অ (১৬১),শ্রী ১৬১
* শ্রী /১৬১-তে গানটি বিপিনের নামে রয়েছে একটি বড়ো গানের শেষাংশ রূপে। বিপিনচন্দ্র রাধারমণের একমাত্র দীর্ঘজীবী পুত্র।

।। ১৭ ।।

একবার উচ্চৈস্বরে হরি বোল মাধাই রে
এমন দিন আর হবে না
শুনছি কত শুনার শুনা মানব জীবন আর হবে না
নব নব জনম পেয়ে রহিয়াছ ভুলিয়া।
নামে শিলা জলে ভাসে ভবব্যাধির ভয় নিকাশে
প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণে মরল না।।
আসিয়া ভবের বাজারে লোহা কিনলাম সোনার দরে
শ্রীরাধারমণের আশা পূর্ণ হইল না।।

রা/১২৯

।। ১৮ ।।

একি বিপদ হইল গো হরিনামটি লইবার আমার সময় নাই।
ঘোর বিপদে পড়িয়া ডাকি হরি তোমার দয়া নাই।।
ভাই বন্ধু যত ছিল সময় দেখিয়া পলাইল
চতুর্দিকে সব বিদেশী আপন দেশের কেহ নাই।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
যখন যমের চরে বাধিয়া নিব তখন দিবে কার দোহাই।।

নৃ / ২

।। ১৯ ।।

এবার হইল রে বন্ধু তোর মনে যা ছিল
তোমার আমার যত কথা — সবই বৃথা হল।। ধু ।।
তুমি রাজা রাজ্য তোমার তুমি অধিকারী
তুমি ধনী তুমি মানী আমি হই ভিখারী।
আগম নিগম শাস্ত্র বেদে লীলা খেলা —
মোরে দিয়া সাজাইলায় পঞ্চভূতের মেলা।
তোমার ইচ্ছা প্রতিবাদী কেবা বলো হইলো
তোমার লাগি দীনহীনের কলঙ্ক রহিলো।
ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার অঙ্গ হইল কালো
এ ভব সংসার হইতে মরণ ছিলো ভালো।
ভাবিয়া শ্রীরাধারমণ সদায় আকুলিত মন
শেষ কালের উপায় কি সই বলো।।

গো অ ২১ (২০) / য / ১৩৮

।। ২০ ।।

এ মানুষে সেই মানুষ আছে ভেবে দেখো মন
হৃদেরে চক্ষু খুইলে করো তারে আকিঞ্চন।। ধু ।।
চিনিয়া গুরুর পদ কর রে সেবন
তাহা হইলে খুলিবে চক্ষু দেখবে রূপ জগৎ মোহন।
হেলায় হেলায় কাল কাটাইলে না হবে দরশন
শ্রীরাধারমণের আশা — রইবে অপূরণ।।

গো, অ ১৮ (১৭)

।। ২১ ।।

ঐ নাম লও জীব মুখে রে রাধা গোবিন্দ নাম বল ।। ধু।।
রাধাগোবিন্দ নাম জয় রাধা শ্রী রাধার নাম লইও রে ।। চি।।
জগাই মাধাই তারা দুভাই মহাপাপী ছিল
কৃষ্ণনামে মর্ম জাইনে বৈষ্ণব হইল রে ।। ১।।
হস্তে পদে বেঁধে প্রহ্লাদে অগ্নিতে ফেলিল
কৃষ্ণভক্ত জাইনে ব্রহ্মায় টান দিয়া কোলে লইল রে।। ২।।
নারদ আমি দিবানিশি বীণা-তে নাম নিল
কাশী ছেড়ে ভুলানাথ শ্মশানবাসী হইল রে ।। ৩।।
ভাইবে রাধারমণ বলে দিন বিফলে গেল
মনিষ্য দুর্লভ জন্ম আর নি হবে বল।। ৪।।

রা/১১৯ শ্রীশ/১১

পাঠান্তর ঃ ঐ নাম লও জীব মুখেরে > বল, বদন ভরিয়ে। কৃষ্ণভক্ত > হরিভক্ত।
ভাইবে .... গেল > গোসাই রাধারমণ বলে শুন রে অজ্ঞান মন।

।। ২২।।

ও আমি সদায় থাকি রিপুর মাঝে —
মন ভালো নায়, বলুম কারে ।।
ইমান থাক্‌লে আল্লা মিলে—
কাম করলে পয়সা মিলে।
এগো, যা কিছু কামাইলাম ধন—
সব খোয়াইলাম ঘাটের কূলে।।
ভালো মানুষের আত ধোওয়াইলে
একদিন কাম আয় নিদান কালে ।
এগো, কমিন্দর লগে দুস্তি কইলে—
মুখ পোড়া যায় বিনা গুইনে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে,
প্রেম করো না ছাইলার সনে।
এগো, ছাইলার আতে কথা দিলে
মাও বলিয়া আসব কোলে।।

শ্রী/৪৪

।। ২৩।।

ও গুরুর পদে মনপ্রাণ দিলাম নারে
কর্ণ দিলাম নাম শ্রবণে চিত্ত দিলাম নারে।।
মাতৃগর্ভে যে যন্ত্রণা মন রে করলায় গুরু আরাধনা
ভূমিতে পড়িয়া মন রে সবই পাসর না।।
শিশুকালে মায়ের কোলে বাল্যকাল গেল হেলে
যৌবনকালে গেল কামিনীর কাম রসে।।
ভাইরে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
চরণ পাব পাব বলিয়া দিন তো গেল গইয়া।।

নৃ/৭

।। ২৪।।

ওগো দরদী নাই এ সংসারে
আমি একা হইয়া আসিলাম এ ভব সংসারে।।
আত্মীয় বন্ধু যতই ছিল সবা রহিল দূরে
সকলে মন্ত্রণা করে ডুবাইতে আমারে।।
দেশবেশ যতই ছিল সবে ভিন্ন বাসে
এমন দরদী নাই, থাকি কার আঁশে।।
রাধারমণ বাউল বলে ঝুরে দুই নয়নে
যথায় বন্ধু তথায় যাইমু ছাই দিয়া কুল মানে।।

আহো /৫ (২) শ্রী ১২৯ গো আ (৩০) হা (৩৩)

পাঠান্তর ঃ শ্রী ঃ ওগো > আমার ; এ সংসারে > জগতে। হইয়া সংসারে > ভাবি এ সংসারে; দেশবেশ > দেশখেল গো আঃ- আমি একা আসিলাম > একা আমি ভাসিলাম দেশবেশ > দেশ খেশ হা- আসিলাম ... সংসারে > ভাসিলাম এ ভবসাগরে

।। ২৫।।

ও মন জ্বালাও গুরু জ্ঞানের বাতি
অজ্ঞানকে দেও আহুতি, ভব বন্ধন হবে মুক্তি
কর ভক্তি সাধনা

ও মন! শ্রীরাধারমণের আশা, শ্রী গুরুচরণ ভরসা
গুরু কৃষ্ণরূপে রে মন তাইকি জান না ।।

য/১৪২

।। ২৬।

ও মন থাকো রে সাবধানে রং মহল লুট করি নেয়
রিপু ছয় জনে ।। ধু ।।
ভক্তির কপাট দিয়ে তায় মুল রাখো গোপনে
ঘর চোরেতে যুক্তি করে বেড়ায় ধনের সন্ধানে।
সাবধানে রাখিবে ধন কেও যেন না জানে
শত্রু বিনে মিত্র নাই জানিবে আপনে।
ভিতরেতে ছয়জন শত্রু বাইরে শত্রু অগণা
তিরি পুত্র কেউ তো নয়রে তোমার আপনা।
ভাইবে রাধারমণ বলে তুমি আছ কি মনে
মূল নাশিয়া বিনাশিব ঘরের শত্রু ছয়জনে।

গো আ ১১৭(২৫৯)

।। ২৭ ।।

ওরে ও রসিক সুজন নাইয়া ভবসাগর পাড়ি দেও রে
বেলা যায় গইয়া।। ধু।।
বেলা গেলে বিপদ হবে পন্থ আন্ধারিয়া—
আগে ভাগে পাড়ি ধরো মাঝি মাল্লা বুঝাইয়া।
আসিতে আসিয়াছিলে বেপারের মুল লইয়া
লোকসান গিয়া কত রইছে দেখ্‌ছো নি তলাইয়া
সাবধানে চালাইও তরী বাদাম তুলিয়া—
কাম কুম্ভীর পথে মাঝে রইছে ওৎ পাতিয়া
সময় চিনিয়া পাড়ি ধরিয়া যাইবে পার হইয়া
অসময়ে পাড়ি ধরলে মরিবে ডুবিয়া
ছয় জনে ডাকাতি করি নিবে মাল লুটিয়া
সে সময় দিশা পাবে না ভাবিয়া চিন্তিয়া।
ডাকাতে ডাকাতি করবে রইলে বসিয়া
সময় থাকতে চলো মন ভাবিয়া চিন্তিয়া।

না ভাবিলে মারা যাবে বিপাকে ঠেকিয়া
সহায়কারী নাহি পাবে সুরসার করিয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গুরু দিশা হইয়া
আমারে তরাইয়া লইও অধম জানিয়া।।

গো আ ২৮ (৩৩)

।। ২৮ ।।

ওরে কঠিন পাষাণ মন ডাকার মত ডাকলে পরে
পাইবে তার দরশন।। ধু।।
কাম কামিনী মায়ারসে রইলে তুমি হইয়া মগন
আসছ ভবে যাইতে হবে মরণকে কর স্মরণ।
কামের বশে রঙ্গে রসে দিন কাটে অলসের বশে
রিপুর বশে অবশেষে হারাবে তোমার জীবন।
নিরঞ্জন নিরাকারে হৃদ মন্দির কর সাধন
সাধনায় সিদ্ধি হইলে পাইবে তার দরশন।
সাধন করা সহজ নয় সাধন করা মরণ পণ
সাধনায় সিদ্ধি চাইলে সার করো গুরুর চরণ।
কহে হীন রাধারমণ সাধন কর নিরঞ্জন
সাধনায় সিদ্ধি হলে সফল হবে মানব জীবন।।

গো আ ৪৫ (৫৪)

।।২৯।।

ওরে মন কুপথে না যাইও
ঘরে বসি হরিনাম নিরবধি লইও।।
অরণ্য জঙ্গলার মাঝে বানাইয়াছি ঘর
ভাই নাই বান্ধব নাই কে লইব খবর।।
অকুল সমুদ্রমাঝে ভাসিয়া ফিরে পেনা
কতদিনে দয়াল গুরু লওয়াইবায় কিনারা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পার হইমু পার হইমু বইলে দিন ত যায় গইয়া।

চি / ১,তী/ ১৩

পাঠান্তর ঃ ওরে মন.... লইও < সুচেতনে মন একবার হরি বলরে।

।। ৩০ ।।

কংসের পিরিতে দিন গেলো সজনী লো
কংসের পিরিতে দিন গেলো ।। ধু ।।
গুরু ধরো নাম জপো নাম শুনতে মধু
নামের মহিমা আছে ভরিয়া সয়ালো।
সয়ালে পর চার আছে সেই নাম ভালো
লইতে লইতে নাম অন্ধকার হবে আলো।
নামের গুণে ত্রাণ পাবে সংকটের কালো
দয়াল করতার নাম সব হইতে ভালো।
ভাইবে রাধারমণ বলে নাম জপা ভালো
শুদ্ধ মনে জপলে নাম আঁধার হবে আলো ।।

গো আ ১০৫ (১৩১)

।। ৩১ ।।

কলির জীবের ভাবনা কিরে মন
হরে কৃষ্ণ নাম যার হৃদয়ে গাথা ।।
ছয় রিপুর সনে যোগ মিলাইয়ে
দয়াল গুরুর চরণে মুড়াইও মাথা ।।
আশাবৃক্ষ রোপণ কৈরে বৃক্ষ প্রেমফল ধরিবে বৈলে
বৃক্ষে প্রেমফল ধরিত যদি দিনে দিনে বাড়িতো তরু গো লতা।
ভাইবে রাধারমণ বলে যে ধইরাছে গুরুর পদে।
যে ধইরাছে গুরুর পদে
তার জীওন মরণ সমান গো কথা ।।

সুখ/৫৪

।। ৩২ ।।

কাঙাল জানিয়া পার কর
দয়ালগুরু, জগতো উদ্ধারো ।।
আকাশেতে থাকো গুরু পাতালেতে ধরো
আমি বুঝিতে না পারি তোমার মহিমা অপারো।
সাপ হইয়া দংশ গুরু উঝা হইয়া ঝাড়ো।

রমণী হইয়া গুরু পুরুষের মন হরো
ভাইবে রাধারমণ বলে অসার সংসারো
তুমি জগতে তরাইলায় গুরু আমি রইলাম পারো।

মা গো-১, গো আ (৭০) ,য ১৭৫

পাঠান্তর ঃ গো আ- পাতালেতে ধরো > পাতালেতে খেলো; রমণী.... পুরুষের > পুরুষ হইয়া গুরু রমণীর; তুমি .... রইলাম পারো> সকলেরে তরাইলায় গুরু আমারে পার করো।

।। ৩৩।।

কামিনীর কাম সাগরে মন তুমি নিমগন
কি জবাব দিবায় রে তুমি সামনে আসিলে শমন ।। ধু।।
কখন সাধু কখন চোর কখন ভূতের চেলা
দিন যামিনী ভূতের বেগার মন করে উতলা।
কখন পানি কখন আগুন কাম সাগরের মেলা
বেদবেদান্তে আদেশ মানা সদায় কর অবহেলা।
যে জন সুজন হয় নাই তার ভাবনা
কুজনের কুপয়া মিশে ঘটে শেষে লাঞ্ছনা।
কুকাজে দিবস গত সুকাজে নাই আনাগোনা
দিবা শেষে কি গতিরে চিন্তিয়া কুলতো পাই না।
দিন গেলে ফিরে নারে— দিনে দিনে জীবন শেষ
কুকামেতে দিন গেলো পাপ বিনে নাই পুণ্যের লেশ
পাপের ভরা ভরিয়া নিলে ঠেকিবে রে শেষ কালে
মূল তোমার নাশ হইবে মহাজনের হিসাবকালে
ভাইবে রাধারমণ বলে দিন গেলো হেলায়
অন্তিম কালে দয়া বিনা নাই দেখিরে কোন উপায়।

গো আ/ ৩২ (৩৭)

।। ৩৪।।

কার পানে চাইয়া রে মনা
কার পানে চাইয়া
সাঞ্ঝাকালে ঘোর [illegible] [illegible]

রে বিয়াকুল হইয়া।
না লইলায় গুরুদীক্ষা, আগে
করলায় বিয়া
এমন সুন্দর নারী কার ঠাইন
যাইবায় লইয়া
বড় বাড়ী বড় ঘর ভাই বড় কইলায়
আশা
সেই আশা ভাইঙ্গা নিব নদীর
কূলে বাসা
রাধারমণ বলে নদীর
কূলে বইয়া
পার হইমু পার হইমু করি দিন ত
যায় মোর গইয়া।

য/১৪৬, সুখ / ৪৯

।। ৩৫ ।।

কালারে মুই তোরে চিনলাম না
তুই যে অনাথের বন্ধু তর অই যত কারখানা।। ধু।।
তুই কালা অনাথের বন্ধু পার কর ভব সিন্ধু
না বুঝিলাম এক বিন্দু তোর যত ছলনা।
তুই কালায় করিলে ভক্তি পাপী তাপী পায় মুক্তি
তোর সনে করিলে চুক্তি শেষ কালের ভয় থাকে না
ভাবিয়া রাধারমণ বলে কোন্ পথে তোরে মিলে
কান্দি জনম গয়াইলে পাই না তোর ঠিকানা।

গো আ /১৬৫(২৩৯)

।। ৩৬ ।।

কৃষ্ণ নাম ব্রহ্ম সনাতন দিবা নিশি কর রে ভাবন । ধু।
এক অক্ষরী নামের তরী দুই অক্ষরী জিনিষ ভরি
নামের নৌকা করবে সাজন ডাকাইতেরই ভয় আছেরে মন
লুইটে নিবো সবই ধন

নিতাই চান্দের হাটে যাইয়ে প্রেমধন বোঝাই করিয়ে
মালের কোঠায় চাপি দেও রে মন
সাবধানে চালাইও তরী মারা না যাইবায় কখন।
রমণ গোসাইর ঐ বাসনা শ্যাম জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।
প্রেম জ্বালায় জ্বলিয়াছে অন্তর
হরি বলে ব্রজে চল যাইবায় বৃন্দাবন।

গো আ ৫৭ (৬৭)

।। ৩৭।।

কৃষ্ণ নামে আমার মন কেন মজেনা
স্বভাব দোষ আর গেল না। ধু
নিষেধ বাধা নাহি মানে প্রবল হইল ছয়জনা।। চি।।
ছয় দিকে ছয় জনায় টানে নিষেধ মানে না।
আমায় অকূলে ডুবাইয়ে মারল কূলকিনারা পাইলাম না।। ১।।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কর উপাসনা।
হরেকৃষ্ণ নাম লইলে ভব যন্ত্রণা রবে না।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন রে আমার মনা
গুরুর পদে না হইল রতি রইলাম কেন, মরলাম না।। ৩।।

রা/১৩৬, গো আ (১২৭)

পাঠান্তর ঃ নিষেধ বাধা... ছয় জনা > অকূলে ডুবাইয়া মারল কূল কিনারা পাইলাম না; ছয় জনায় টানে > ছয়জনে; আমায় অকূলে ... পাইলাম না। গুরুর পদে.... মরলাম না > গুরুপদে না হইল ভক্তি রইলাম কেনে মইলাম না।

।। ৩৮।।

কোন্ ভবে আইলামরে নিতাই
চৈতন্যের হাটে মাইর খাইলাম রে।
রঙ্গে আইলাম রঙ্গে গেলাম
রঙ্গে ভুইলা রইলাম।
রঙ্গে রঙ্গে মহাজনের
তবিল ভাঙ্গিয়া খাইলাম।

উল্টা আইলাম উল্টা গেলাম
উল্টা কলে রইলাম।
উল্টা কলে চাবি দিয়া
তালা না খুলিলাম।
এক সমুদ্রের তিনটি ধারা
তারে না চিনিলাম।
গঙ্গার জল তাজ্য করে
কু-জল খাইয়া মইলাম।
গোসাই রাধারমণ বলে এইবার এইবার
দুর্লভ মনুষ্য জনম না হইব আর ।।

য/৩৪

।। ৩৯ ।।

গুরু আমার উপায় বল না, জন্মাবধি কর্মপোড়া আমি একজনা
(আমার) দুঃখে দুঃখে জনম গেল, সুখ বুঝি আর দিলায় না।।
শিশুকালে মৈরা গেল মা, গর্ভে থইয়া পিতা মৈল চক্ষে দেখলাম না।
গুরু কে করিবে লালন পালন কে করিবে তুলনা।।
গিয়াছিলাম ভবের বাজারে ছয় চুরায় যুক্তি কৈরে বানল আমারে
চোরায় চুরি করে খালাস পাইল, আমায় দিল জেলখানা।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
গুরুর চরণ পাব প্রাণ জুড়াব এই আশা মোর পুরল না।

সুখ/৪২, গো আ (১৪)

পাঠান্তর ঃ গর্ভে থইয়া > পেটে থাকতে; বানল আমারে > বেধে নিল মোরে; চোরায় চুরি... জেলখানা > তারা যুক্তি করে বেধে নিয়ে দিল আমায় জেলখানা; গুরুর চরণ .... পুরল না > গুরুর চরণ পাইলে প্রাণ জুড়ায় সেদিন আমার হইল না।

।। ৪০ ।।

গুরু একবার ফিরি চাও অধম জানিয়া গুরু
সাধন শিখাও
সাধন শিখিবার লাগি ধরেছি তোমার পাও

অন্ধকারে আছি গুরু আলোক দেখাও
অন্ধকারে থাকি আমি ধরছি তোমার পাও
সংকট বিপদে আছি আমারে তরাও
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গুরু ফিরিয়া চাও
ডুবছে আমার সাধন তরী নিজগুণে ভাসাও

গো আ/৪১ (৪৪)

।। ৪১।।

গুরু ও দয়ালগুরু আমি ঘোর অন্ধকার দেখি।
গুরুর বাড়ি ফুল বাগিচা শিষ্যের বাড়ি কলি
গুরুয়ে দিলা মহামন্ত্র যুগে যুগে তরি।
গুরু যাইন নাওয়ে নাওয়ে শিষ্য যাইন তড়ে
খেওয়ার কড়ি নাই মোর সঙ্গে জামিন দিতাম কারে।
ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পারৈমু পারৈমু করি দিনত গেল গইয়া।।

গো আ (১২, ঐ/(২৪)

পাঠান্তর ঃ গো আ ২৪ — গুরু ও দয়াল গুরু > ভণিতার পূর্বে যোগ করতে হবে অকূল সমুদ্র মাঝে শুক পাখির বাসা। ঝলকে উড়ে ঝলকে পড়ে আজব তামেশা।

।। ৪২।।

গুরু কও মোরে সার শিক্ষা দেও মন্ত্র মোরে
যে মন্ত্রে ভব পার।
এই সেই বলি মোরে ঘুরাইওনা আর
দীক্ষা নিছি শিক্ষা দেও যেই মন্ত্র সার।
দক্ষ গুরু জানিয়াই ধরিয়াছি পদ সার
অপার ভব পারাবার।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গুরু পরম সার
কৃপা করি পূরাও গুরু বাসনা আমার

গো আ/ ৩৯(৪৩)

।। ৪৩ ।।

গুরু তুমি কারবারের রাজা ষোলজনে মারে মজা
বসে বসে হিসাব কষি বইলাম শুধু ভূতের বোঝা।
দোকানে নাই মাল আমদানী বসে শুধু হিসাব টানি
নিজে করি বিকি কিনি নিকাশে দেখি ঋণের বোঝা।
কর্মচারী যে ৬ ৪ জনা তারা কেই কথা শোনে না
মেনেজার অতিশয় সোজা তোমার তহবিল তুমি নেও
নইলে বন্ধ কর দরজা—।
বিনয় করে কৈ চরণে যা লয় কর তোমার মনে
উচিত দিও মোরে সাজা নইলে খালাস কর—
রাধারমণ কয় সোজা।

গো আ /৪৬, হা (৩৮)

পাঠান্তর ঃ কর্মচারী ...... তুমি নেও > কর্মচারী যে ছয়জনা তারা কেউ কথা শোনে না / ম্যানেজারী অতি নয় সোজা। তোমার তহবিল তুমি সমঝো; বিনয় ....সোজা > বিনয় করে কই চরণে — যা লয় তোমার মনে উচিত দেও মোরে সাজা/ নইলে তুমি খালাস কর রমণ তোমার ভিটার প্রজা।

।। ৪৪ ।।

গুরুধন ভবার্ণবে আমার জাগা কৈ—
নিজের জ্বালায় প্রাণ বাঁচেনা পরার জ্বালা কেমনে সই।। ধু।।
সাধ করে আনিলাম দুধ হইয়া গেলো দই
হাত বাড়াইয়া মাখন তুলে আমি মাথে লই।
মথুরার হাটে গেলু করিতে বেপার
শ্রীরাধারমণের কপাল মন্দ লাভ হইল না খেতি বই।

গো আ/(৩)

।। ৪৫ ।।

গুরু না মানিলাম গো সখী আমি কি দিয়া
করিতাম গো বেপার।
বেপারিয়ে বেপার করে, গুরু আমার কান্দা মাত্র

হইল সার। ধুয়া।
ভাঙ্গা নায়ে জাঙ্গা দিয়ে মস্তুল কইলাম সার,
রাধার নামে বাদাম দিয়ে রে মন যাইতাম নিতাইর প্রেমবাজার
প্রেম বাজারের খরিদ বিক্রী কেবল হরিমান সার,
রমণের নাই টাকা কড়ি রে মন নাইসে রে ধনের ভাণ্ডার।

আহো/৩১, হা/(১৫), গো আ/(২৩), তী /১১ (অসম্পূর্ণ)

পাঠান্তর ঃ গো আ /২৩ ঃ নিতাইর প্রেমবাজারের পর যোগ হবে — প্রেমবাজারের খরিদ বিক্রি কেবল হরিনাম সার / রাধা নামে বাদাম দিয়া যাইতাম প্রেমবাজার।

।। ৪৬।।

গুরু নির্ধনের ধন অধম জানি শিক্ষা দেও
পিরিতি পরম রতন
পিরিতি শিখিলে মিলে পন্থের চলন
সেই পথে চলিলে মিলে প্রিয়া দরশন
প্রিয়া দরশন লাগি আকুলিত মন
তব পদাশ্রয়ী আমি শিখিতে প্রেম সাধন
প্রেম সাধন কঠিন বটে বলছেঁ যত সুধীজন
সাধনে সাফল্য হলে স-সার জীবন
পিরিতের অভিলাষে আশ্রিত তোমার চরণ
শিক্ষা দিয়া দীক্ষা দিয়া তরাও শ্রীরাধারমণ।।

গো আ/৪০(৪৪)

।। ৪৭।।

গুরুপদ পদরাবৃন্দে মনভুজঙ্গ মজনারে
সুধামাখা গুরু নামে ভবক্ষুধা যাবে দূরে।। ধু।।
জয়গুরু জয়গুরু বইলে ডাকো তারে প্রাণ খুইলে
গুরু বিনে কেহ নাইরে ভবার্ণবে যে নিস্তারে।
ব্রহ্মাপদ তুচ্ছ করে দয়াল গুরু এনেছে যে
জীবের তরে কেন্দে ফিরে
প্রেম বিলায় যারে তারে।

মজ সবে গুরুনামে তারি কাজে তারি নামে
তারি কাজে তারি প্রেমে তারি পদে শরণ নিয়ে
প্রেমানন্দে ভাস না রে।
কেন ভুলে আছো তারে সেত পাছে পাছে ফিরে
হেন ধন রাখি দূরে কি সুখে হায় মজেছো রে ।
রাধারমণ চিন্তা করে মন গুরু ভজনা করে
শেষ কালে ঠেকিবে যে রে
তখন উপায় কি হবে রে ।

গো আ /১৪ (১৩)

।। ৪৮।।

গুরুভক্তি নাই যার অন্তরে
মহাপাপী দুরাচার সে নরাধম পশুর সমান রে।
মানুষ হইলে কি হয় মানুষের কাজ যদি না করে
আহার নিদ্রা মৈথুনাদি পশুরে দিয়াছেন বিধি
তারা সব নিরবধি বিধানে সব কার্য করে।
শুধু জ্ঞানের জন্য মানুষ জন্ম নিলাম সংসারে।
ভাইবে রাধারমণ কয় শাস্ত্র বিদ্যা জ্ঞানের বিষয়
যদি জ্ঞান না হয় মনে সেই জ্ঞানের ফল কিছু নাইরে ।।

রা /১০৫

।। ৪৯।।

গুরু ভজন হইল না রে অজ্ঞান মন ভবে আসা যাওয়া হইল।
গুরুতে হয় নিষ্ঠারতি বৈষ্ণবেতে না হয় মতি।
মন রে কি হবে আমার গতি রে
আমার আশায় আশায় দিন রে গেল।
শ্রীচৈতন্যকৃপা করে দিলেন একখানা নামের তরী রে মন
তরী বাইতে পারে রসিক জনায় রে মন মন রে
রমণের তরী শুকনায় রৈল ।।
কর্ণস্থানে মন্ত্র দিয়ে গুরু বসিয়াছেন নিত্য প্রেমের ধামে রে
ঐ রূপ নেহার করে সাধু জনায় রে মন
আমার ভাগ্যে নাই বা হৈল।।

সুখ /৪০

।। ৫০।।

গুরুর চরণ অমূল্যধন সার করিবে কবে
বন্ধু কে আর ভবে।।
ছাড় মন ভবের আশা এ সবই রং তামাশা
ভাঙিবে সুখের বাসা শূন্যে পড়ে রবে।
টাকা পয়সা দালান কোটা সঙ্গেতে না যাবে
ধুলায় যাবে গড়াগড়ি আশা না পুরিবে ।।
ছাড় মন খুঁটিনাটি এসব ময়লা ঘাঁটি
গুরুর চরণ কর সাধন হিংসা নিন্দা যাবে
অনিত্যকে নিত্য দেহে যখন দেখিবে
গুরু শুদ্ধ মতি তখনে জানিবে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্রীগুরুর পদ কমলে
ইহজন্ম গেল বিফলে কেন আইলে ভবে।
আমি বহু জন্মের অপরাধী দয়নি করিবে।।

য/৩৬

।। ৫১।।

গুরু শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়
সঙ্কীর্তনের শিরোমণি পতিত পাবন সবে কয়।।
ঘোর কলির জীব তরাইতে যদি নদীয়ায় হইল উদয়
আমি সাধনহীনকে না তরাইলে দয়াময় নাম কিসে রয়।
নিজ কৃপা গুণে যদি দেহ মোরে পদাশ্রয়
আমায় পাপী জাইনে ঘৃণা করলে নামেতে কলঙ্ক রয়।।
নাহি মম শ্রদ্ধা ভক্তি শ্রীরাধারমণে কয়
গুরু সকলের প্রতি সদয় হৃদয় আমাকে হইলে নিদয়।।

য/৩৭

।। ৫২।।

গুরু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পতিত পাবন নাম শুনি
দাঁড়াইয়ে রয়েছি দয়ালগুরু পার করবা নি।
তুমি জগৎগুরু কল্পতরু আগমে নিগমে শুনি
প্রতিজ্ঞা তোমার পাতকী উদ্ধার করিতে অবনী।।

ধন্য নবদ্বীপ ধাম ধন্য সুরধনী
আমার নাহিক প্রেমধন অতি অভাজন
সাধন ভজন না জানি।।
নাহি নামে রুচি পাতকী অশুচি
পাছে কি হবে না জানি
তোমার পতিত পাবন নামের গুণে
অধম জেনে দয়া হবে নি।।
নাহি সাধুসঙ্গা কৃষ্ণকথারঙ্গা
বিফলে যায় গো দিন যামিনী
তবু মনের আশা সদায় পিপাসা
শ্রীচরণ দুখানি।।
শ্রীরাধারমণে ভনে কাঙাল পানে
ফিরিয়া চাইবায় নি।।

য / ৩৬

৫৩

চল র মন সাধুর বাজারে সাধুর সংগতি কইলে
পাইবে শ্যাম বন্ধুরে।। ধু।।
হেলায় হেলায় জনম গেল হিসাব দিন ফুরিয়ে এল
বেলা তো ডুবিয়া গেল আমি রইলাম ভবের ঘোরে।
যার গলে প্রেমের হার গুরুপদে মতি তার
গুরুর কৃপা হলে পরে সে যাইবে সহজে তরে।
চিনরে মন গুরুধন দিন কাটালে অকারণ
গুরু বিনে নিদান কালে কে সুধাইবে তোরে।
ভাইবে রাধারমণ বলে দিন গেল রে অবহেলে
গুরুপদে মতি আমার একদিনও হইল নারে।

গো আ/৩৬ (৪১)

।। ৫৪ ।।

চিন্তা জ্বরের ঔষধ কোথায় পাই চিন্তিয়া চিন্তিয়া জনম গেল
চিন্তা রোগের ঔষধ নাই। ধু-
চিন্তা জ্বরে পাইলা যারে কুচিন্তাতে যারে ধরে

নিচিন্তে কি সে রইতে পারে তার প্রাণে বাচবার উপায় নাই।
কাম চিন্তায় মত্ত হইয়া দিন বিফলে গেল গইয়া—
মায়া জালে বন্দী হইয়া দিন ত আমার বইয়া গয়াই।
চিন্তা জ্বরে পাইল যারে বৈদ্যে না সারাতে পারে
প্রেম চিন্তায় পাইলো যারে মিছা রে তার দুনিয়াই।
প্রাণ বন্ধুয়া যদি আইতো মনের চিন্তা চলিয়া যাইতো।
আমাকে আকে পাইতো আমি কি ভব মায়া চাই।
ভাইবে রাধারমণ বলে চিন্তায় জীবন গেল চলে
মনের চিন্তা যাবে চলে যদি বন্ধের দেখা পাই।

গো আ /২৬ (৩১)

।। ৫৫ ।।

চুপ করে আছিস মন কিবা শক্তিবলে
হরি বলে এখন তুমি ভেসে যাও প্রেম সলিলে ।। ধু।।
অন্তরেতে ঘুণ ধরেছে পাক ধরেছে সব চুলে
দাঁতগুলি সব খসে গেছে মাংসপেশী গেছে ঝুলে।
শিয়রে তোর যম বসায় নিজেরে ধরে এককালে
তখন তোর বিষয় বৈভব থাকবে কে তে আগুলে
ভয়ে সারা দৃষ্টিহারা ভাসবে রেঁ নয়ন সলিলে
হায় তখন বাক্‌হারা যেতে হবে সব ফেলে।
গায়ে দিলে নূতন বসন দগ্ধ করবে অনলে
বিষয় বৈভব রবে পড়ে ভাইবে রাধারমণ বলে।

গো আ/৬২ (৭২)

।। ৫৬ ।।

জুড়াতে প্রাণের জ্বালা ডাকি তোমায় মহাপ্রাণে
প্রাণে ব্যথা প্রাণ পথে ডাকি শুনো নাকি মহাপ্রাণ । ধু।।
প্রাণের কথা প্রাণে প্রাণে বুঝে কি সে আর প্রাণ বিনে
তাই সে আমি প্রাণের সনে মিশাতে চাই আমার প্রাণ।
শ্রীরাধারমণের গান শুনো নাকি মহাপ্রাণ
প্রাণে করে আনচান কেমনে জুড়াই প্রাণ।

গো আ / ১৯ (২০)

।। ৫৭ ।।

ডাকার মত ডাকরে মন দীনদয়াল বন্ধু বলে
ডাকার মত ডাকতে পারলে মুক্তি পাবে অবহেলে ধু।।
কাপট্য ছাড়ি যে জন ডাকে ভাসি নয়ন জলে
দয়াময় দীনবন্ধু আসন পাতে হৃৎকমলে।
দীনহীন সমতৃণ যে জন হবে ধরাতলে
সেই জন অনায়াসে আসন পাবে চরণ তলে।
নাম জপে ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি কালের দুই ছেলে
ডাকার মত ডাকিয়া তারা তরিয়া গেল অবহেলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে মন মজনা ভুলে
ভুলে মগ্ন হলে মন সব ডুবিবে অগাধ সলিলে।

গো আ /১৩৩

।। ৫৮ ।।

ডুব দে রে বাউলের মন ভাব সাগরে ডুব দেরে তুই
জন্ম মরণ করি পণ— ।ধু।।
শক্তভাবে দৃঢ় চিত্তে প্রাণ করি সমর্পণ
ভাবের ভাবিক হইলে পাইবে তার দরশন।
চর্ম চক্ষে যায় না দেখা সদায় সাক্ষাতে সেজন
মনে মনে খুজলে তারে দেখা পাবে মনে মন
ভাবে মগ্ন হয়ে তুমি সর্বদায় কর হে চিন্তন
চিন্তায় চিন্তায় দিন কাটাইলে পাইবে তার দরশন।
ভবের মায়া ছাড়ি ভাবো ভবনদী পার হওয়ার কথা
বিপাকে ঠেকবে মন ভাবো যুদিরে অন্যকথা।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দিন গেলরে অকারণ
মিছা মায়ায় দিন কাটাইয়া মরণ কালে বিড়ম্বন।

গো আ / (৩৬)

।। ৫৯ ।।

তারে দেখলে হয়রে প্রাণ শীতল
বদন ভইরে হরি হরি বল।
আমার সঙ্গে নিবার ধন কিছু নাই রে

হরি নাম পথের সম্বল।।
আমার ভাঙ্গা তরণী ভয়ে কাঁপিছে
পরণি রে আমি সাঁতার না জানি
না জানি কোন ভবসাগরে আমার দেহতরী হৈল তল।।
নায়ের মাঝি ছয় জনা এরা কৈরে কুমন্ত্রণা
এখন জানে না
আমি কারে দেখিয়া প্রাণ জুড়াব রে
আমি কারে করি পারের বল।।
আমার আয়ু হইল শেষ
আমি চলছি আপন দেশ বা গুরু ছাড়িয়া বিদেশ
যে দেশে নাই জন্ম মৃত্যু রে
আমায় সেই দেশে নিয়ে চল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে আমায় মিলিয়া সকলে
তোমরা কর্ণে দিও নাম রে মুখে দিও গঙ্গা জল।।

সুকু / ১

।। ৬০।।

তোমার পাদপদ্মে মজিয়ে থাকি হরি হে আমার এই বাসনা
আমি বাঞ্ছা করি তোমায় হেরি বংশীধারী কাল সোনা।
মন চোরা রাখালের বেশে আমার হৃদয় মাঝে দাড়াও এসে
আমার দেহ হউক কদমতলা অশ্রুধারা হউক যমুনা।
বাজাইয়া মোহন বাঁশি একবার ব্রজের খেলা খেলো আসি
আমার দেহ হউক ব্রজের ধুলা প্রাণ হউক ব্রজাঙ্গনা।
শ্যাম কলঙ্কের অলংকারে রমণ চাহে সাজিবারে
আমি ধর্ম অর্থ মুক্তি ছেড়ে করব তোমার নাম সাধনা।

গো আ (৫৯)

।। ৬১।।

তোর লাগি ঝুরে দুই নয়নে প্রাণবন্ধু
দাসের প্রতি আছে নি তোর মনে ।ধু।।
কি দোষের দোষী আমি তব পদে হইলাম দোষী
কিঞ্চিৎ মাত্র দয়া নাই তোর মনে।

তোমার লাগি দিবানিশি নিরলে ঝুরি গো বসি
তোমার লাগি শান্তি নাই মোর মনে।
আমি করি তোমার আশা তুমি কৈর নৈরাশা
আমারে উদাসী কৈলায় কেনে
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকিয়াছি বরির কলে
ছাড়া পাই না টান্‌ছে সুতে বসি নিরজনে।

গো আ /১১৮ (১৪৮)

।। ৬২।।

তোর সনে নাই লেনা দেনা যেজন প্রেমের ভাও জানে না।। ধু।।
কানা চোরায় কৈলে চুরি ঘর থইয়া শিং বারে দেয়
মিছামিছি কাটে মাটি চোরের বাটে মাল টানে না ।
কুমারীয়ার পাইলের মাটি মাটি হয় না পরিপাটি—
কাচা মাটিয়ে রং ধরে না পোড়া দিলে হয় সোনা।
দধি দুধ খাইলে পরে লেবু দেখতে ভয় করে
হাজার যত্ন করলে পরে চুকাতে মিষ্টি হয় না।
ভাইবে রাধারমণ বলে মিছা ভবে আইলাম কেনে
মিছা ভবে আসি আমি গুরুর নামে মন চলে না ।

গো আ /৮ (৬)

।। ৬৩।।

ত্রাহিমাং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়ালু হে
অকূল ভব সাগরে ডুবিয়া মরিলু হে।।
বিফল মানব দেহ তোমা না ভজিলু হে
মোহবশে আত্মরসে তোমা পাশরিলু হে।।
সাধুসঙ্গ গুরু সেবা কিছু না করিলু হে
না হইল নামে রুচি নাম না জপিলু হে।।
পতিত পাবেন গৌরা পুরানে শুনিলু হে।
শ্রীরাধারমণ কেন অকূলে ভাসিলু হে।।

য/৫৬

।। ৬৪ ।।

দয়াল গুরু বিনে বন্ধু কেহ নাইরে সংসারে
বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন নামটি মূলাধার রে ।।
মন রে তোর পায়ে ধরি চানবদনে বল হরি রে
ও তোর সাধনের ধন হইল চুরি কার বায় রইলায় চাইয়া রে।।
ভাই বন্ধু পরিবার কেঅ তো সঙ্গে যাবে না আর রে।।
মরিলে মমতা নাইরে কইরা গিরের বার রে।।
স্ত্রী হইল পায়ের বেড়ি পুত্র হইল কাল রে
ছাড়াইতে না পারি এই ভবের জঞ্জাল রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানবজীবন যায় বিফলে রে
শমনতরী ঘাটে বাধা নিকটে নিদান রে।।

সুহা/১৬, গো আ /(১৩৪), হা / (২৭), তী /৮

পাঠান্তর ঃ গো আ ঃ দয়াল বিনে বন্ধু কেহ নাই এ সংসারে। দয়াল বন্ধু কৃপা সিন্ধু বিপদ ভঞ্জন মূলাধার। ভাই বন্ধু পরিবার কেবা সঙ্গে যায় কার। মরিলে মমতা নাই ত্বরায় করে ঘরের বায়। মনেতে মিনতি করি চানবদনে বল হরি । সাঁধনের ধন হইল চুরি কার পানেতে চাই আর। ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে / ঘাঠে বান্ধ শমন তরী নাই আশা তরিবার।

।। ৬৫ ।।

দয়াল গুরু সংসারে আমার কি লাভ বাঁচিয়া
অতি সাধের মানব জনম বিফলে যায় গইয়া ।ধু।।
হিংসা নিন্দা বৈভব ছাড়ো কামক্রোধ মায়া—
বদন ভরে হরিবল কি কাম বাঁচিয়া।
নিতি নিতি জিও মরো ঘুমেতে পড়িয়া
তেমনি যাইবায় তোমায় ভাই বন্ধু ছাড়িয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পারৈমু পারৈমু করি দিন তো যারা গইয়া।

গো আ, ১৫ (১৫)

।। ৬৬ ।।

দয়াল শ্যামরে আমার তুমি দয়া না করিলে আর ভরসা কার?
পাপী তাপী জনে শ্যাম তুমি দয়া করো
তোমার দয়ার ভরসা করে সয়াল সংসার।
তার কিবা দয়া আছে পুণ্যির ভরা যার
পাপী জনে চায়বা দয়া পাইতে উদ্ধার।
পাপীরে করিলে দয়া দয়াল নামটি সার
তা না হইলে দয়াল বলে কে চাইবো দয়া আর
দয়াল রে দয়াল বলে সয়াল সংসার
দয়ালের না থাকলে দয়া দয়াল নাম অসার।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দয়াল শ্যামরে আমার
তুমি যদি চাওনা মোরে আর ভরসা কার?

গো আ ১০৪ (১৩০)

।। ৬৭ ।।

দয়াল হরি তুমি বিনে জীবের দুক আর কে বুঝিবে।। ধু।।
হরি দীনবন্ধু কৃপা সিন্ধু বিন্দু দানে কি শুকাবে ।। চি।।
আমার যাওয়া যাদের সঙ্গে পথে দিল ভঙ্গ সবে
জীর্ণ তরী তুফান ভারী ঘুরবে ফিরি ভবার্ণবে।।১ ।।
না জানি সাঁতার নাই কর্ণধার অগাধ জলে মরি ডুবে।। ২।।
জীব সংশয় বিপদ সময় রাতুল চরণ দিতে হবে
করলে বঞ্চন শ্রীরাধারমণ দয়াল হরি নামেতে কলঙ্ক রবে।। ৩।।

রা/৪৫-৯৫

।। ৬৮ ।।

দয়াল হরির দয়া বিনে ভববন্ধন কে ঘুচাবে।। ধু।।
হরি জগবন্ধু করুণা সিন্ধু আমায় নি করুণা হবে।। চি।।
মায়া মোহে বিমোহিত স্ত্রীপুত্র সমাজে ডুবে
অষ্ট পাশের বন্ধন বিধির কলম খণ্ডন আর কে করিবে।। ১।
আত্মা দেহেন্দ্রিয় যত সবই গেল স্বার্থ লোভে
হরি করলে দয়া এখন বল মানব জনম আর কি দিবে।। ২।।

হরি অন্তর্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ গুরুরূপে ভবার্ণবে
না মানি সাধন রাধারমণ ব্রেথা আসা যাওয়া ভবে।। ৩।

রা / ৪৪

।। ৬৯।।

দিন ত গেল রে মনা ভাই অবুঝারে বুঝাইতে ।। ধু।।
সারাদিন কর হাতের কাম
সন্ধ্যা হইলে লইও শ্রী গুরুর নাম
নামটি লইও রে পরম যতনে রে।।
লাভ করিতে বাণিজ্যে আইলাম
লাভ না কইরে তরী রাইখেছিলাম
তরী মাইল রে লিলুয়া বাতাসে রে ।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
জনম গেল কামিনী রাইয়ের কুলেরে।।

রা/১০৯, সুখ / ৫১

পাঠান্তর ঃ সুখ / ৫১ ঃ দিন ত গেলরে > সাধের জনম সারাদিন .... কাম> সারাদিন করি কাম; লাভ করিতে .... রাইখেছিলাম > প্রথমে বাণিজ্যে গেলা/কূলে না পাইয়া তরী অকূলে ভাসাইলা/ তরী খাইলো রে লিলুয়া বাতাসে।

।। ৭০।।

দুর্লভ মানব দেহ আর কি হবে জানি না
চৈতন্য হইয়া রে মন গুরু ভজ না।
ও মন, ধর্মগুরু কর্মগুরু দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরু
গুরু কল্পতরুরে মন তাই কি জান না।
ও মন জ্বালাও গুরুজনের বাতি
অজ্ঞানেরে দেও আহুতি
ভব বন্ধন হরে মুক্তি কর ভক্তি সাধনা।।
ও মন শ্রীরাধারমণের আশা শ্রীগুরু চরণ ভরসা
গুরু কৃষ্ণ রূপের মন তাই কি জান না।

য/৫৮

।। ৭১ ।।

ধর রে অবোধ মন উপদেশ ধর
অসৎ সঙ্গ পরিহরি সাধু সঙ্গা কর।
লোভে কার সাধু সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন
কৃষ্ণ নামে কর রুচি আসক্তি প্রচুর
ভজনে অনর্থ নাশ নিষ্ঠার উদ্‌গম
ভাবের আবেশ হইলে জন্মে প্রেমাঙ্কুর
প্রেমাঙ্কুর হইলে সাত্ত্বিকের উদয়
চিন্তা জাগরণ দ্বেষ মলিনাঙ্গা জয়
কৃষ্ণ প্রেমের অদ্ভুত চরিত্র বাখানি
প্রলাপ বাধিরুন্মাদ মোহমৃত্যু গনি।
এই দশ দশা যার অঙ্গের ভূষণ
তার অনুসঙ্গ চাহে শ্রীরাধারমণ।

য/৬১

।। ৭২ ।।

ধর রে মন আমার বচন সাধু সঙ্গে কর বাস
কামক্রোধ লোভ মোহমদম্ভ সকলি হইবে নাশ
নিষ্কৈতবে প্রেম জ্যাম্বুনদ হেম দেহতরী হইলে নাশ
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মুখ্য মধুরে তাহার আশ
সাধিলে অটল ধরে প্রেম ফল হইলে গুরুর দাস
একান্ত হইয়ে সাধন করিলে পূরিবে মনের আশ
না জানি সাধন না জানি ভজন কহয়ে রমণ দাস।।

য / ৬২

।। ৭৩ ।।

নদীর তরঙ্গা দেখে কেমনে পার হব রে
দিবানিশি কান্দি রে নদীর কূলে বইয়া।।
ভাইরে ভাই লাভ করিতে আইলাম ভবে ষোলো আনা লইয়া
আমার ধনসম্পত্তি লুইটে নিল ডাকাইতে লাগ পাইয়া।।
ভাই রে ভাই মায়া পাশে বদ্ধ হইলাম বিদেশে আসিয়া —
এদেশে দরদী নাই রে দেখ না ডাকিয়া।।

ভাই রে ভাই পিছা নায়ের মাঝি ভাল তারা যায় রে বাইয়া
বালচুরে ঠেইকা রইলাম আমার ভাঙ্গা তরী লইয়া।।
ভাই রে ভাই ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পার হইমু পার হইমু বলে দিন তো যায় গইয়া।।

সুখ / ৫২

।। ৭৪।।

নাইয়া রে আমি নদীর কূল পাইলাম না
কালামেঘে সাজ কইরাছে পরান যে আর মানে না
কিনারা ভিড়াইয়া যাইও নাও যেন ডুবে না
ঢাকার শহর রং বাজারে রঙের বেচাকেনা
মদনগঞ্জের মাজন মোরা ঐ ঘাটে যাইও না রে
ভাইবে রাধারমণ বলে এই পারে বসিয়া রে
তুমি সকলেরে তরাইলায় গুরু
আমার দিন যে গেল গইয়া।।

শ্যা /৪/১৭৬

পাঠান্তর ঃ নাইয়ারে .... পাইলাম না > পাড়ি ধররে সুজন নাইয়া নদীর কূল পাইলাম না/ সন্ধানে চালাইও তরী বেহুস হইও না; মদনগঞ্জের ... যাইওনারে > মদনগঞ্জের মাজন মারা / সেই ঘাটে যাও না বা নাইয়া; ভাইবে ... তুমি সকলেরে তরাইলয়ে > গোঁসাই রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া / পার হইমু পার হইমু করি।

।। ৭৫।।

নাম গাইয়ে নইদে এল রে প্রেমধন লইয়া
কে নিবেরে ওই হরিনাম সময় যায় গইয়া
গুরুর বাক্য হৃদে রাইখ হাইল ধরিও সামলাইয়া
গুরুবাদী ছয়জন রিপু মাল নিব লুটিয়া
নিক্তির কাঁটা ঠিক রাখিও মন, ওজন কিন্তু না ছাড়িয়া
দয়াল গুরু যদি করইন কৃপা নিবা উদ্ধারিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে গো মনেতে ভাবিয়া
এগো আপন দুষে খাইছি মারা হিসাব না জানিয়া।।

কি / ৫

।। ৭৬।।

নামে অনুরাগ যার, সে জানিয়াছে সারাসার
নামে রুচি জিতেন্দ্রিয়, অপার * হে বেপার।। ধু।।
যার বসতি গৌড় দেশে, ভক্তি রসে সেই যে ভাসে
কৃষ্ণলীলামৃত রসে, সৎসঙ্গে করছে বেহার।
ঐ রসের রসিক যারা, কৃষ্ণ সুখের সুখী তারা।
হিংসা নিদ্রা কৈতব ছাড়া নিত্য ভাবের ব্যবহার।
প্রভু রঘুনাথ প্রেম কারিগর, রসের নদী বহে নিরন্তর।
রাধারমণ প্রেমের কাতর, ডুইবে না পাই কিনারা।।

য/১৫৬

।। ৭৭।।

পতিত পাবন নাম শুনিয়া, দাঁড়াইয়া রহিয়াছি কূলে।
দয়াল গুরু পার কর দীন হীন কাঙ্গালে।
আমার নাই পয়সা না জানি সাঁতার,
আমারে নেও নায়ে তুলে।।
ভবের ঘাটে দিচ্ছ খেওয়া, আপন হাতে ধরছ বৈঠা,
পার কর দয়াল গুরু দিন গেল হেলে।
আমার মন মাঝি হইয়াছে বেভুল ডুবাইতে চায় নীলমণিরে।।
দেখিয়া ভবের তরঙ্গা প্রাণ ত হইয়াছে ভঙ্গা
ধর অঙ্গা শীতল কর সাধ রাখি মনে;
গোসাই শ্রীরাধারমণের আশা ঐ রাঙ্গা চরণ তলে।

আহো/ (১০০, গো আ/ (১৩৫) হা/(২০)

পাঠান্তর ঃ গো আ ঃ ডুবাইতে... রাঙ্গা চরণ তলে > নাশ হইল বিভব অতুল /এখন আর দেখিনা কূল/তাই ডাকি দয়াল বলে / দয়া করি নেও মোরে / ঠিকিয়াছি ভব সায় রে / শ্রীরাধারমণের আশা ঐ শ্রীচরণ তলে। হাঃ ধর অঙ্গা > ঝর অঙ্গা, সাধ রাখি> সখী রাখি।

।। ৭৮।।

পাষাণ মন তোর গইয়া যায় রে দিন ।
আইতে একদিন যাইতে একদিন আর কত দিন বাকি রে।
তুমার দেশে যাইবার মনে নাই রে ।। ধু।।
সত্য করি ভবে আইলাম রে মনরে গুরু ভজিবারে
মিছামায়ায় বন্ধ হইয়া পাশরিলায় তারে।।
সমুদ্রমন্থন কইলাম মানিক পাইবার আশে
আমি ডুব দিয়া মানিক পাইলাম না আপনকর্ম দুষে।।
বটবৃক্ষের তলে গেলাম ছায়া পাইবার আশে
পত্র ভেদি রৌদ্র লাগে আপনকর্ম দুষে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে রে মনেতে ভাবিয়া
পার হইমু পার হইমু বলে মোর দিন তো যায় গইয়া।।

রা / ১০৩

।। ৭৯।।

পিরিত করলে কি কেউ ছাড়ে গো যতনে রাখিও তারে
পিরিতি পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে কি আর মিলে,
ফুল চন্দন তুলসী দিয়া রাখিও যতনে।
রমণচান্দে বলে সখা কি ভাবছ মনেতে,
কর্মদোষে মজল না মন শ্যাম বন্ধের পিরিতে ।

আহো/১৪ (৭), হা /(৩৭) গো আ /(১৩) ঐ/(১৯৩)

।। ৮০।।

প্রেম প্রেম রাধার ভক্তি সাধ্য সার
যে প্রেমেতে বান্ধা কৃষ্ণ রসময়।। ধু।।
ব্রহ্মা শিব আদি ভাবে নিরবধি
মুনি ঋষির ধ্যানগম্য নয়।। চি ।।
ভক্তি নদী লইয়ে প্রেম পারাবার
বিপরীত রীতি সে দেশের বাজার।
ছয় জনা চোর সঙ্গো সদা তার কারবার
চোর না হইলে কি চোরের সঙ্গে দেখা হয়।
ভব পারাবারে যে জন ডুবেছে

প্রেম সিন্ধু পার সেই সে গিয়াছে
সংসারের সুখ দুঃখ ভুগিয়াছি
কৃষ্ণরস পানে কৃষ্ণ সুখময়।
সাধু প্রেম ভক্তি গোপ গোপিকার
কৈল প্রেম যশোদার বন্ধন স্বীকার
কোন্ প্রেমেতে হরি নন্দের বাধা রয়।
সখ্য ভাবে সখা স্কন্ধে আরোহণ
প্রেমের কারণে উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ
কোন্ প্রেমে শ্রীরাধার চরণ সাধন
তবু প্রেমে ঋণী রাধারমণ কয়।

য / ৭১

।। ৮১ ।।

প্রেম বিলাতে যাবে যদি মন, রাধারানীর কল গাড়ীতে।
ত্বরিতে কর আরোহণ।
শমনের ভয় রবে নারে পাবে নিত্য ধন।।
উত্তম বসন পরে চৌষট্টি অলঙ্কারে, আনন্দ দূরবীন
শিরে সাজিয়ে কররে গমন।
মন তুই কাম গঞ্জের প্রেম দুয়ারে পাবি রে স্টেশন।
রূপ কেরানী বসে তাতে, দিচ্ছে টিকেট লোকের হাতে।
কাটা কামানির ওজন
মন তুই পাকা একমন না হইলে যাইতে নিবারণ।
ভেবে রাধারমণ বলে, মদন সিং কনষ্টবলে
গ্রেপ্তার করতে চায় এখন।
প্রভু রঘুনাথ হাকিম না হলে, কে করবে বারণ।।

য (ন) ১৫৯

।। ৮২ ।।

প্রেমের হাটে যাবে যদি মন সাঙ্গ কর ভবের খেলা
আর নাই বেলা; চলরে এখন।। ধু।।
লইয়ে জীর্ণ তরী তুফান ভারী পার করে একজন।। চি।।
সে হাটের খেয়ানি মাইয়া বিন মাসুলে দিচ্ছে খেওয়া

হাওয়ার মনে আসা যাওয়া মোহনীর না করে স্পর্শন
নাইয়ে হেলে মাঝির মন হরে জন্মমৃত্যু আবরণ
পারের সময় নিশাকালে ত্রিপুনী তরঙ্গ খেলে
জলেতে অনল জ্বলে সদা না হয় নিবারণ
চটকে দামিনীর মত কহে শ্রীরাধারমণ।

য / ১৬০ তী / ৫

।। ৮৩।।

বন্ধু আমার প্রাণনাথ বন্ধুরে
সত্য করি বলরে বন্ধু আমার
মাথায় তুলি হাত রে।।
মরা কাষ্ঠের তরীরে বন্ধু ভাসাইলাম সাগরে
নিজ হাতে বৈঠা বাইয়া দয়াল কর পার রে।।
যথায় তথায় যাও রে বন্ধু আমায় রাখিও মনে
মোর মাথা খাও রে বন্ধু যদি ছাড়িয়া যাও আমারে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
তোমার দীন হীন মরিয়া গেলে কে ডাকিব তোমারে

আছ/ ২

।। ৮৪ ।।

বন্ধু বিনে এ জগতে কে আছে মোর আপনা
সময় থাকতে —তারে চিনলাম না।। ধু।।
সখী গো— যৌবনের উজান কালে
ভুলে রইলাম মায়া জালে
সময় থাকতে চিনলাম না।
সখী গো যা হইবার হইয়া গেছে খেমা চাই বন্ধের কাছে
মরণ সময় বন্ধের দেখা রমণ গোসাইর মন বাসনা।

গো আ (২)

।। ৮৫ ।।

বিনয় করি মন বলি তোমায় শেষের ভাবনা ভাবো রে মন
দিন ত বৃথা যায়।। ধু।।

যখন আসি ধরবে যমে তখন করবে কি উপায়
হা হুতাশে প্রাণ যাবে বলবে তখন হায় রে হায়
কুকর্মেতে মজে রইলে সদা রইলে কুআশায়
সেরা জনম বিফলে যায় শেষে ঠেকবে বিষম দায়।
কি বলিয়া আইলে ভবে কি কাজেতে জীবন যায়
কুব্জার কুপরামর্শে কুকাজেতে দিনটি যায়
ভাইবে রাধারমণ বলে ধরি গুরুর রাঙ্গা পায়
অকূলে ডুবিছি আমি বাঁচাও মোরে নিজ কৃপায়।

গো/(৭১)

।। ৮৬ ।।

বুঝি কোন্ কর্মফলে এলে রে মন ভূমণ্ডলে,
কত সাধে জন্ম পাইয়ে ছিলে এমন দুর্লভ জন্ম যায় বিফলে।। ধু।
মন রে এই প্রতিজ্ঞা ছিল পূর্বে, ভজবে কৃষ্ণ এসে ভবে।
এখন নাইরে স্মরণ ভবের ভাবে, স্ত্রীপুত্র সম্পদে ভুইলে
মন রে শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে তিন রূপে এক বিশ্বাসেতে।
শুদ্ধকরণ রূপের ভজন সাধন বিনে আর কি মিলে।
মন রে মহাজনের যেই মত তাতে হ'রে অনুগত।
মন হইলে না মনের মত, শ্রীরাধারমণ বলে।

য / ৭৪

।। ৮৭ ।।

বুঝে না অবুঝ মন কি হইল প্রমাদ
দিবানিশি শুনতে চায় কংসের সংবাদ।। ধু।।
কুব্জারাণী কাল নাগিনী গোয়ালিনী সনে
দিন রজনী গয়াইল টপকা বাজা গানে।
বারে বারে নিষেধ করি প্রবোধও না মানে
দণ্ডেক তিষ্ঠেক না ঘরে দৌড়ে হেচকা টানে
কাম কামিনী মদন বাণে তারে নেয় টানে
সকাল সন্ধ্যায় থাকে তাহাদের সনে।
টানে হেচড়া কত করি যড় রিপু সনে

জিনিতে না পারি আমি তা সবের রণে
রাধা বাউল বলে ভাবি আপন মনে
এই ভাবে চলি মুক্তি পাইবে কেমনে।

গো আ/১৯৬ (২৮৫)

।। ৮৮ ।।

বৃথা জনম গেলো রে ভাই বৃথা জনম গেলো
হারিয়া বন্ধের নাম পড়িলাম জঞ্জালে ।। ধু ।।
শিখিয়া আসিলাম নাম বন্ধুয়ার নিকটে
ভুলি গেলাম শ্যাম নাম জগতের দাপটে ।
শ্রীগুরুর নিকটে গেলে সেই নাম মিলে
রাধারমণ যাইতে না পারে রাধার জঞ্জালে।

গো আ/৫ (৪)

।। ৮৯ ।।

ভবনদীর ঢেউ দেখিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি কূলে
দয়াল গুরু পার কর দীন হীন কাঙ্গালে ।। ধু ।।
দিছো খেওয়া ভবের হাটে আপন হস্তে মারছো বৈঠে
পার করি দেও নিজ কপটে অবহেলাতে;
আমার মন হইয়াছে বেদিশা
ঠিক করে হাল ধরলো না রে
দেখিয়া ভবের তরঙ্গগে কম্পিত হইয়াছে অঙ্গা
রিপু সনে করি রঙ্গো দিন গেল হেলে;
আমার নাই কড়ি, নাই জানি সাঁতার
আমায় নেও নায়ে তুলে।
নাহি জানি স্তুতি ভক্তি কি হবে আমার গতি
শ্রীপদে না দিলাম ভক্তি দিন গেলো হেলে
রাধারমণের মনের বাঞ্ছা — রই গো রাঙ্গা চরণ তলে।

গো আ/১(১)

।। ৯০।।

ভব সমুদ্র পাড়ি দিতে মন হরি নামের নৌকা ধরো
হরি নামের নৌকা ধরে শ্রীগুরু কান্ডারী করো।। ধু।।
অন্য চিন্তা ত্যজ্য করে সদায় হরি চিন্তা করো
এক দিশাতে নামটি জপো করিও না মন হরে তরো
ছয় চোরাতে চুরি করে সন্ধান করি তারে ধরো
অনায়াসে পার হরিরে চোর যদি ধরিতায় পারো।
শয়নে স্বপনে মনো হরিনাম জপনা করো
শ্রীগুরুর হইলে কৃপা পাপেরে খন্ডাইতে পারো।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বৃথা জন্ম এ সংসারো
হরি বিনা নাই কান্ডারী হরি চিন্তা সদায় করো।

গো আ /১০৬ (১৩২)

।। ৯১।।

ভবে নাইরে আপনজন সারা জনম ঘুরি ফিরি
পাইলাম নারে মনের মতন ।। ধু।।
বাপ বলে ঋণ শোধো আমার কি সময় এখন
তোমারে পুষিয়া আমি সব খুয়াইছি মুলধন।
তিরিপুত্র পাইলাম কত পুষলাম করি শরীর পতন
দিন গেল তাদের সেবায় শেষের সঙ্গী নাই একজন।
তিরি বলে পোষতে হবে নাইলে দেও ছাড়ি বন্ধন
পুত্র বলে সাধিয়া আনলে মুই কিজানি বাপধন্।
কন্যা বলে আমার ভাগে চলে আমার ভরণ পোষণ
তোমারে কেমন চাই আমি পরার বন্ধন।
সব হাতড়াইয়া এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি এ ভুবন
অন্তিম কালে খেয়া ঘাটে ঠেকিবো রে রাধারমণ।।

গো আ/২৯ (৩৪)

।। ৯২।।

ভবে মানব জন্ম আর হবে না হরি নামামৃত পান কর্লে না।। ধু।।
নামামৃত পান কর্লে রে মন ভবে জন্ম মরণ হবে না।। চি ।।
নামই পরম ধর্ম, নামই পরম তপ, নাম যাগযজ্ঞ সাধনা।
নামের তত্ত্ব জাইনে মত্ত হইলে রে মন গৌর নিতাই দুভাই দেখ না।

শ্রীহরি শ্রবণমঙ্গল ঐ নামে মহাদেব পাগল পথের সম্বল
নাম বিনে আর দেখি না।
ভবরোগের মহৌষধি রে মন হরি নামে বিরাম দিও না।।
শ্যাম হইতে তার নামটি বড় নামে বিশ্বাস রাইখ দৃঢ়
ঘুচে যাবে ভববন্ধনা।
শ্রীরাধারমণে ভণে রে মন হরি নামে রুচি হইল না।।

য / ৭৯

।। ৯৩ ।।

ভবের খেলায় হেলায় দিন যায়।
না হইল সাধন, গুরুর চরণ, পাছে মন কি হবে উপায়।। ধু।।
গুরু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে সাধু....... প্রায়।। চি।।
মায়া মোহ জলধি, যে নীরে ডুবলে হারায় জ্ঞানবুদ্ধি
তাপত্রয়ে নিরবধি তটবেণী দ্রমায় তোল
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম বিফলে ধরায়।
কাম ক্রোধ লোভ আদি, রিপু ইন্দ্রিয় ভজন বাদী
গুরুবাক্য মহৌষধি রেখ হৃদয়ে সদায়।
মনরে ভব বন্ধন, হবে মোচন, শ্রীগুরুর কৃপায়।
ধনজন সব, স্ত্রী পুত্র ধন রঙ্গ তামাসা কিছু সঙ্গে নাহি যায়।
রাধারমণে ভণে, রঘুনাথের ভজ রাঙ্গা পায়।

য/৮০

।। ৯৪ ।।

মন ঐ গুরু পদে ধরে তারে চিন, মন,
তোর রঙ্গে রসে যাবে না দিন।
বিলাতের কর্তা জিনি মন হইবি স্বাধীন
মন রে হবিগঞ্জ নবিগঞ্জ কলিকাতা তেলিগঞ্জ রে
আশুগঞ্জের লাইনের ভিতরে মন আমার ঘোরাবি কত দিন।
রাস্তায় রাস্তায় থাম গজিয়ে তার বসিয়ে রে
তারে চিনিয়ে দেব ঠুকারে মন, দিনের খবর পাবে দিন
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জন্ম যায় বিফলে
গুরুর চরণ পাবে বলে রে মন আশায় আশায় গেল দিন।।

ক / ১৮

।। ৯৫ ।।

মন চল রে দেশে যাই বিদেশ আসি শুইয়া দিলাম রে কাল কাটাইয়া।। ধু।।
দেশের মায়া গেলে ভুলিয়া বিদেশে রইলে পড়িয়া রে
লাভ ক্ষতি না দেখলে চাইয়া হিসাব করি দেখা চাই।
লইয়া আসলে ষোল্ল আনা লাভ কইলে না খরচ দুনা
তার উপরে হইল দেনা আসলের ত খবর নাই।
কাম ক্রোধ মোহ মায়া এসব তো কেবল ছায়া
ভাবি দেখরে মন বেহায়া কখন আছে কখন নাই।
যখন তুমি দেশে যাবে কে তোমার সঙ্গী হবে
স্ত্রী-পুত্র কেও না যাবে শেষে সম্বল কর তাই।
সঙ্গের সাথী হবে যিনি তাহারে লও রে চিনি
শাস্ত্রে বেদে সবখানে ঐ কথা দেখতে পাই।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দিন গেল মোর অবহেলে
কোন ঘড়ি যে যাব চলে তার তো কোনো নিশ্চয় নাই।।

গো আ /৪৪/৫২

।। ৯৬ ।।

মন চোরা তুই হরি আছো সদায় আমার সনে
দিশা পাই না কেমনে ধরি মন চোরা তুই হরি।। ধু।।
তোমার চিন্তায় বিয়াকুল আমি সদায় তোমায় চিন্তে
তবু দেখা পাই না তোমার উপায় কি করি।
বেভুল হয়ে তোমায় দেখি — মনে খুশী হইয়া —
বেভুলে হাত দিয়া ধরি — হুসে দেখি খালি।
নিশি জেগে পড়ি যবে কাল ঘুমের ঘোরে
তখন দেখি কাছে আমার করো তুমি ঘুরাঘুরি।
এমনি ভাবে দিন রজনী করো লুকোচুরি—
ধরতে গেলে না দেও ধরা দুরেতে যাও সরি।
কাছে আসো দূরে সরো কত ভঙ্গী ধরি
আমি তোমার প্রেমের মরা প্রেমাগুণে জ্বলিয়া মরি।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে উপায় সখী কি করি
দিন রজনী ঝুরিয়া ঝুরিয়া — না পাইলাম দয়াল হরি।।

গো আ/২৫ (২৯)

।। ৯৭ ।।

মন তুমি কি রসে ভুলিয়াছ মিছা ভবের মাঝে কেবা
মিছা আশা করিয়াছ।। ধু।।
ঐ দেহ আপন জানি যতন করিয়াছ
তুমি বা কার কে তোমার তোমার খবর নি করিয়াছ।
ভাই বন্ধু আপন জানি যতন করিয়াছ।
যাইবার কালে সঙ্গের সখী কারে করিয়াছ
ব্রজের জীবন রাধারমণ মনে যে ভাবিয়াছ
ব্রজানন্দের জীবন তরী কি রসে ডুবাইয়াছ।।

গো আ/৭(৫), ঐ/১৬ (১৬)

পাঠান্তর / গো আ (১৬/১৬ —
মন তুমি >রে মন, মিছা ভবের ... করিয়াছ > অসার সংসারে আশা ভরসা করিয়াছ।
ব্রজের...রসে ডুবাইয়াছ > ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া / ব্রহ্মানন্দের দেহতরী শুকনায় ভাসাইয়াছ।

।। ৯৮ ।।

মন তুমি সেই ভাবনা কর কখন খাচা পড়বে খালি
ভাঙ্গাব না তোর ঘুমের ঘোর।
কোনদিন পাখী পালিয়ে যাবে জানা তো নাই তোর
সময় থাকতে ওরে মনা ভাঙ্গা রে তোর ঘুমের ঘোর।
বাজে মাল মসলায় খাচায় গড়ছে কারিগর
সিদ কাটিয়া কোনদিন খাচা প্রবেশিবে পাখীচোর।
সিদ কাটিয়া প্রবেশিলে বিপদ বিষম হবে তোর
তাই বলিরে অবুঝ মনা সময় থাকতে পাড়ি ধর।
রাধারমণ বাউল বলে জীবন গেল ঘুমের ঘোরে
অসাবধান হইয়া খাচায় সিদ কাটি পশিল চোর।।

গো আ /৫০ (৫৮)

।। ৯৯।।

মন তুমি হরি বলবে কোনকালে, বাল্য আর যৌবন তুমি
রসরঙ্গো কাটাইলে।। ধু।।
পরের জমি লয়ে তুমি সবলোককে ঠকাইলে
নানারকম ভেক ধরিয়া অসার জনম কাটাইলে।
যত্ন করে রত্ন দিয়ে পাপের ভরা কিনিলে
খাল কাটিয়া ঘরের মাঝে কুমীর আনি ঢুকাইলে।
না জেনে তত্ত্ব খুড়ে গর্ত কাল ভুজঙ্গা ধরিলে
অপরে ছলিতে গিয়ে নিজে ছলে পড়িলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকছি বিষম জঞ্জালে।
লাভে আসি মূল হারাইয়া নরকগতি শেষকালে।।

গো আ /৪৬ (৫৫)

।। ১০০।।

মন তোর মত বোকা চাষী ত্রিজগতে আর দেখি না
দেহের জমি পতিত রইলো চাষাবাদ তো করলি না।। ধু।।
যমের তশীল্‌দার এসে করবে তশীল্‌ ধরে কষে
মাল গুজারী করবি কিসে সে ভাব্‌না তো ভাব্‌লে না
ছয়টা যাড় থাক্‌তে তোর জমি আবাদ করলে না
নীলাম উঠিলে জমা রদের উপায় দেখি না।
কি দশা হবে শেষে সব নাশিলে আল্‌সে বসে
দেহ্‌ যখন পড়বে ধসে উপায় কি তার বল না
ভাইবে রাধারমণ বলে আল্‌সে জীবন যাপো না
জমিদারের খাজনার কড়ি সময় থাকতে খোঁজ না।।

গো আ/৪৮ (৫৬)

।। ১০১।।

মন পাখী বলি তোরে বল বল কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।। ধু।।
মন রে — লাভ করিতে আইলাম আমি ঐ ভবের বাজারে –
লাভে মূলে সব হারাইলাম লোহা কিনলাম সোনার দরে?
মন রে— হস্তেপদে বন্ধন ছিল জননীর জঠরে
বন্ধন মোচন কে করিল কে আনিল এ সংসারে?

মন রে— ভাইবে রাধারমণ বলে জনম গেলো হেলে
চৌরাশি যোনি ভ্রমণ করে জনম মুনিঋষি কুলে।

গো আ/১৭ (১৬)

।। ১০২।।

মন রে পামর তুমি যে লোক জাননা
অনিত্য সংসারে ......বিষয় বাসনা
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রিপু ছয়জনা
আত্মসুখে হয়ে মত্ত শ্রীপদ ভাবো না
দেবের দুর্লভ জন্ম বিফল দেখ না
দারুণ যমে দিন দিন করে গণনা
ভবরোগের মহৌষধি হরিসাধনা
শ্রীরাধারমণের মন হরিভজনা।।

য/৮৪

।। ১০৩।।

মনের আনন্দে ব্রজধামে চল রে ভাই হরি হরি বল।। ধু ।।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যনাম পথেরি সম্বল রে
হৃদয়-পিঞ্জিরার পাখি রাধাকৃষ্ণ বল ভাই রে
মনপাখি উড়ে গেলে সকলি আন্ধাইর রে।
যোগীঋষি শিব সন্ন্যাসী ঐ নাম জপে নিরবধিরে
নামে ভইজে কালী শ্মশানবাসী নামেতে পাগল রে।
হরি নামের দিয়ে ডঙ্কা পার হবে ভব খেওয়া
হরিনাম যে তরণী নৌকা শ্রীরাধারমণ গায়রে।।

রা/১৪৪, রা/১৬২

।। ১০৪।।

মিছা ভবের খেলায় রঙ্গ তামাশায় হেলায় দিন
গেল রে মন।। ধু।
উত্তরিতে ভবনদী পথের করেছ কি আয়োজন (চি)
এ ধনে কররে যতন স্ত্রীপুত্র ধন দালান কোঠা
টাকা পয়সা যত মিছে আয়োজন।

কে দেখেছ সঙ্গে নিতে, মন রে সূচীর অগ্রে এক কণ।।
মিছা জীবন যৌবন গেলে ফিরে আসে নি কখন।
পোষা পাখী উড়ে গেলে পড়ে রবে শুধু তন।।
যে দেশে সে পাখীর বাসা, সে দেশে যাবার আছে কি ধন :
হরিনাম নাম নিত্য কর হরি সংকীর্তন।
সাধনের ধন চিন্তামণি ব্রজের মদন মোহন ।
শ্রীরাধারমণ ভনে হরি নামের মালা কর ধারণ।।

য/৮৬

।। ১০৫।।

মুখে হরেকৃষ্ণ হরি বল মনপাখি।। ধু।।
গনার দিন ফুরাইয়া আইল ও ময়না
আর কত দিন বাকি ।।চি ।।
সুনার বানাইয়া পাখি রূপের দুইটি আঁখি
হরি নামের পাখা দিলাম, ওরে ও ময়না,
একবার উড় দেখি।। ১।।
সুনার পিঞ্জিরায় পাখি যতন করিয়া রাখি
জিঞ্জিল কাইটে উড়ে গেলায় রে, ময়না,
একবার ফির দেখি।। ২।।
গোসাই রাধারমণ বলে আমায় দিল ফাঁকি
মনের পাখি বনে গেলায় রে, ও ময়না,
আর নি তারে দেখি।। ৩।।

তী //১০,য/১০৭

পাঠান্তর য/ ঃ ১০৭ ঃ মুখে > × × ও ময়না > × × সুনার বানাইয়া... আঁখি সোনার বাসায় পাখি রূপার দুইটি আঁখি সুনার পিঞ্জিরায় দেখি >× × মনের পাখি ... ও ময়না > মনের পাখি বনে গেল।

১০৬।

মুর্শিদ বলি নৌকা ছাড়ো তুফান দেখি ভয় করিও না
মুর্শিদ নামে ভাসলো তরী অকুলে ডুবিবে না। ধু ।
নদীর নাম কামিনী সাগর লাফে লাফে উঠছে লহর

কত ধনীর ভরা খাইছে মারা পড়িয়া নদীর বিষম বানে।
মণিপুরে মাঝি চাইরজনা নাওয়ে মাঝি আর ছয় জনা
আসিছে কামের তুফান সাবধান সাবধান হাইল ছাড়িও না।
ভাইবে রাধারমণ বলে অজ্ঞান মন তুই রইলে ভুলে
যেই মুর্শিদ কান্ডারী সে তরী কখনও ডুবে না।।

গো আ /৩ (২)

।। ১০৭।।

মোরে কাঙ্গাল জানিয়া পার কর দয়াল গুরুজী
মোরে কাঙ্গাল জানিয়া পার করো।। ধু।।
বানাইয়া রংমল ঘর অঙ্গো অঙ্গো জোড়া
নব কোঠায় জ্বলছে বাত্তি ষোল্লজন পারা।
লাভ করিতে আইলাম ভবে লইয়া সাউদের ধন
পড়িয়া কামিনীর ফেরে হারাইলাম রতন।
কত কত সাধুজনা গাঙ্গো বাইয়া যায়
রঙের নিশান পাল টানাইয়া — প্রেমের বৈঠা বায়।
সর্প হইয়া দংশো গুরু উঝা হইয়া ঝাড়ো —
মরিলে জিয়াইতায় পারো যদি দয়া ধরো।
কহে হীন রাধারমণ অঙ্গা ঝর ঝর
ভবার্ণব তরিয়া যাইতে কিঞ্চিত দয়া ধরো।।

গো আ /(৬৩)

।। ১০৮।।

যায় যায় সুদিন দিনে দিনে দিন হইল শ্রীগুরু কৃষ্ণ
পদাশ্রয় (ধু)
নাম চিন্তামণি তরিতে তরণী কলি তমঘোর পার হইতে
যদি হয়।
বিদ্যাবুদ্ধি ধন জন আর রূপ গুণ কুল সব তুষের ভাণ্ডার।
চক্ষু কর্ণ আদি ইন্দ্রিয় সবার কৃষ্ণ ভজনবাদী হইল রিপু ছয়।
মুখে মাত্র বলি আমি ওই কৃষ্ণের দাস।
চিত্তে নাই কৃষ্ণ নামের গন্ধ বাতাস।।
নারীপুত্র রসে করি গৃহে বাস

স্বপনেও স্মরণ না হয়।
আঁখির পলকে নাহিক ভরসা
তবু মনে মনে কর কতই আশা
মনের দুরাশা সকলই দুর্দ্দশা
নিবামা হইয়ে ভজ রসময়।
প্রভু রঘু কহেন শুন শ্রীরাধারমণ
ভারত ভুবনে এলে এ কারণ
কতই সাধনে মানব জনম
তবে হইল না এবার পথের পরিচয়।।

য/৯২

।। ১০৯।।

যার কূল নিলে কূল পাইতে পারি আমি তার কূলে
গেলাম কৈ। ধু।
আমি রইলেম আমার কূলে রে, তার কূলের কারণ হইল কৈ।চি।
মোহ জলধি মাঝে তন মন ডুবে রয়েছে।
আমি ছুটতে নারি, বন্ধন ভাবি, কালসাপে বেড়ে রয়েছে।
যদি মিলে ধন্বন্তরি, তার চরণ ধরিয়ে স্মরণ লই
যারা মায়ারশি কাটিয়াছে, ভাবের বাতাস লাগিয়াছে
তার হৃদকমলে সজল উজ্জ্বল কমল ফুটিয়াছে।
রসিক জানে রসের মর্ম, তার রসে ডুবে দেখলেম কৈ।
যে নদীর কুলে গিয়াছে, বিশ্বাসের তরী বাড়িয়াছে
শ্রীরূপনগরের বিষম পাড়ি সেই যে সাধিয়াছে
রাধারমণ বলে রে তার কূলে যাওয়ার পান্থ কই।।

য/৯৩

।। ১১০।।

যার লাগি হইলাম বৈরাগী ভেক ধরিয়া জনম গেল
হইলাম না তার অনুরাগী।। ধু।।
হাতে লইয়া গামছা লোটা কপালে দি তিলক ফোটা
সার হইল হাটাউটা দিন কাটাইলাম লইয়া মাগী।
মাগীর মোহে মগ্ন হইয়া মুল নাম বিস্মরিয়া

দিন কাটাইলাম চাইয়া চাইয়া বৃথারে সংসারের লাগি।
দিন গেল কামকেলিতে মাল নিল ছয় ডাকাইতে
দিশা পাইনা লেখাইতে দারোগার কুদামের লাগি।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দিন গেলো রে মায়ার ছলে
খেয়া ঘাটে ঠেক্‌বে কলে ভেকের বৈরাগী।।

গো আ ৩৪ (৩৯)

।। ১১১।।

রইলাম গুরু অকুল সায়রে প্রভু নিরঞ্জন হায় হায়রে।। ধু।।
ছয় ভাই বাণিজ্যে গেলা আসল ভাঙ্গিয়া খাইলা
মহাজন জিজ্ঞাসিলে কি দিতা উত্তর।
উনুর ঝুনুর শব্দ করে কেমনে চোরা হামাইলো ঘরে।
ঘরেতে হামাইয়া চোরায় নিবায় লাখের বাতি
ছিড়িল নায়ের পাড়া মাঝি হইল কর্ণ ছাড়া
চড়নদারে মারিল পরানে।
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্রীগুরুর চরণ তলে
ভবনদী কেমনে দিতাম পাড়ি।

গো আ ১৩ (১২)

।। ১১২।।

রঙ্গে রঙ্গে আর কতদিন চালাইবায় তরণী বানাইয়া
নাইয়া নৌকা লাগাও বন্ধের ঘাটে।। ধু।।
নূতন বরিষার জল ঘাটে বা বেঘাটে
সামনে চালাইলায় তরী না চাইলায় ফিরিয়া
দিন গেল বেলা নাই বিপদ নিকটে।
রাগ ভাঙ্গা তরীখানি বাইনে বাইনে টুটে
সকালে কিনারা লও ভয়ে প্রাণ ফাটে
রমণী ভরসা লতার মূলে যাইবে কেটে।
মহাজনের নৌকাখানি মহাজনের মাল
মহাজনের লইবো হিসাব ঠেকবায় পরকাল
ওরে রাধারমণ মূলধন হারা সংকট নিকটে।।

গো আ ১১ (১০)

।। ১১৩।।

ললিতলাবণ্যরূপে দেখা দাও হে বংশীধারী
আমায় এন্নিভাবে মুগ্ধ করে স্বপ্নে যেন না পারি।
ওহে ত্রিভঙ্গ বাঁকা গলে ত্রিবলী রেখা
আমার হৃদয় মাঝে থাকুক আঁকা
মদন মোহন রূপ মাধুরী।।
যেমন মেঘের কোলে সৌদামিনী খেলে
তেমনি হৃদ্‌আকাশে শ্যামের কোলে নৃত্য কর রাই কিশোরী।।
আমার মনবিহঙ্গ সদায় করে রঙ্গ
রসরঙ্গে শ্যাম এভঙ্গের অপাঙ্গে নিজ অঙ্গ হেরি।।
ওহে রাধারমণ হৃদে কর রমণ
রমণের মন করো রমণ
সদা যেন এ রসে সাঁতারি।।

য/৯৯

।। ১১৪।।

শুধু ভক্তি করলে কি হবে রে সরল ভাব নাই তোর মনে
সোনার পিঞ্জিরার গো মাঝে কাকের বাচ্চা পালন করে।
চতুর পাশে আড় করিল জাত বুঝি তার গেল না রে।।
সিং কাইটে চোর সামাইল ঘরের মানুষ যায় পলাইয়ে।
কাঙ্গালের ধন কাঞ্চাসোনা পইড়ে রবে অন্ধকারে ।।
গোসাই রাধারমণ বলে মানুষ জন্ম যায় বিফলে।।
ব্রহ্মানন্দ কয় দয়াল গুরু সঙ্গে করে নে আমারে।।

আছ /৮

।। ১১৫।।

শুন ওরে মন বলি রে তোরে
হরি হরি বল বদন ভরে
মন রে আপনা বলিছ যারে
দেখিনি আপনা এ সংসারে ।

আসিলে শমন নিবেরে ধরে
স্ত্রী পুত্র বান্ধব রহিবে পড়ে।
ধনে আর মানে কূলে কি করে
সকলি সমান যমের পুরে।
যে তনু যতন কর সাদরে
অনলে পুড়িয়ে কি ভাসিবে নীরে।
হরি হরি বল ও রসনারে
শ্রীরাধারমণ পড়িল ফেরে।।

য/১১১

।। ১১৬।।

শুনরে পাষাণ মন আর কত দিন রবে তুই ঘুমে অচেতন।। ধু।।
তুমি মনে মনে ভাবছ কি তোমার হবে না মরণ।। চি।।
দুই দিন চাইর দিন ভবের খেলা রে পরার সনে উলামেলারে
যাইবার কালে চিনবায় মজা বুঝবায়রে তখন।।
বসত কর খাপুর দেশে মন রে ঘুম দিয়াছ কোন্ সাহসে রে
মন রে জাইগে দেখ তর চুরে নিল মহাজনের ধন।।
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার মানবজীবন যায় বিফলেরে
মন রে ব্রহ্মানন্দ কয় মোর কপালে ঘটল বিড়ম্বন।।

রা/১০৪

।। ১১৭।।

শুনহে মনভাই তুই বড় গোয়ার
অমৃত ছাড়িয়া বিষ করবে আহার।।
সুধামৃত হরিনাম জগতের সার
কুমতি সঙ্গা দোষে সকলি অসার।।
দুর্লভ মানব জন্ম না হইবে আর
শ্রীহরি সম্বল ভবসিন্ধু তরিবার।।
হরিনাম চিন্তি মনে জপ অনিবার
শ্রীরাধারমণে ভণে হরি নাম সার।।

য/১১৬

।। ১১৮।।

শ্যাম বন্ধুয়াও দেখা দেও অধম জানিয়া
আমি খাপ ধরি বসিয়া রৈছি পন্থপানে চাইয়া।। ধু।।
সাধন ভজন জানিনা আমি আছি বোকা হইয়া
তুমি আসিয়া করবায় দয়া এই ভরসা লইয়া।
আইজ আইবায় কাইল আইবায় মনেতে করিয়া
দৃঢ় ভাবে আছি আমি ভরসা করিয়া।
তুমি যদি নাই আসো অপার দয়া করিয়া
আমার মত ঘোর পাপীরে কে নিবে তরাইয়া
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বন্ধু বিনোদিয়া
দয়া করি আইসো বন্ধু অধম জানিয়া।

গো আ ১৩৩ (১৭২)

।। ১১৯।।

শ্রী গুরু বিনে এ তিন ভুবনে জীবনে মরণে আর কেহ নাই।
গুরু আদিমূল মূলে হইও না ভুল মূল ধরিয়া কেন ডাকো না ভাই
গুরু দিলে পাই, খাবাইলে সে খাই।।
বাঁচাইলে সে বাঁচি নাইলে মরি
সর্বেশ্বর পরম ঈশ্বর গুরু
হরিহর জগতের গোসাই।।
সত্য যুগে হরি ত্রেতাতে রাম ধনুকধারী
দ্বাপরেতে ব্রজে শ্রীনন্দের কানাই।।
কলিতে গৌরাঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গ লইয়া নিতাই
গুরু কর্ণধার ও ভব পারাবার
তারিতে ভবে আর কেউ নাই।।
শ্রীরাধারমণ কয় শ্রীগুরু আশ্রয়
আর শমনের ভয় নাই।।

য/১২৫

।। ১২০।।

শ্রীহরিনামের তরী পার করিবে গো ভবসিন্ধু রে মন
মন রে তুই যাবি যদি নিতাইর নায়।। ধু।।
কায় বাক্য এক করিয়ে ধর যাইয়ে গুরুর পায়।

দয়াল গুরু যদি কৃপা করে দক্ষিণ কর্ণে নাম শুনায়।। ১।।
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ মনন নামে রুচি সর্বদায়
ছাপান্ন দণ্ড রাত্রে দিনেরে হরিনামের তরীর বিরাম নাই।।২।।
শ্রদ্ধাপালে প্রেমবাতাসে হরি নামের সারি গায়
শ্রীরাধারমণে ভনেরে ভবসিন্ধু পারের সময় যায়।। ৩।।

রা /৩৭

।। ১২১।।

সদায় পিঞ্জরে বসে রাধাকৃষ্ণ ভাবো না।
যেই নাম তুমি বল আমি শুনি, আমি বলি নাম তুমি শুন না।।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরে, আটাইশ অক্ষর দেও না ছেড়ে।
রাধাকৃষ্ণ নাম চাইর অক্ষরে, সাধু জপে নাম অন্যে জানে না।।
সেই হরি নাম নিতে জীবে, আনন্দ বাড়িবে চিতে।
মনের কৈতব জ্বালা যাবে দূরে
নিরানন্দের গন্ধ দেহায় রবে না।
ভেইবে রাধারমণ বলে, মানব জনম যায় বিফলে
আমার মনের আশা রইল মনে
মন মিলে, মনের মানুষ মিলে না।।

য/১৬৯

।। ১২২।।

সন্ধ্যাকালে ডাকি বসি খেওয়া ঘাটে গাঙ্গের কূল
পার কইরো দয়াল গুরু তাতে যেন না হয় ভুল।। ধু।।
ভাও জানে না মন বেধুয়া কেমনে দিতাম ভবে পাড়ি
পাইনা কূল দিশামূল।
মায়ারূপী তিরিপুত্র সামনে সাক্ষাৎ কাল
ছয়জনায় যুক্তি করি ডুবাইতে চায় লাভ মূল
ভাসিছি অকূল সায়রে উদ্ধার কর মোরে
অধম কাঙ্গাল জানি এতে যেনো না হয় ভুল
শুদ্ধ আমার কিছুই নয় কর্ম চিন্তা সবই ভুল।
দয়া বিনে আশা নাই পাইবো যে চরণ ধূল।
তুমি না ওরাইলে মোরে ক্ষমা করি সর্ব ভুল

গাঙ্গের ঘাটে পড়ি মরমু পারে হবে গণ্ডগোল।
পুণ্য ছাড়া পাপের ভরা তল্লাসীতে পড়বে ধরা
মিলবে অনেক মাল বিঝাড়া লাগবে তখন হুলুস্থুল।
তুমি হর্ত্তা তুমি কর্ত্তা শেষ তুমি আদিমূল।
তুমি না তরাইলে মোরে কেও দিবে না চরণ ধূল
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মন কেনে করিলাম ভুল
পাপ থইয়া পুণ্য করলে হইত নি কোনো গন্ডগোল।

গো আ ২৪ (২৬)

।। ১২৩ ।।

সুখময় ডাকিছে তোমারে রে প্রেমানন্দ
সুখময় ডাকিছে তোমারে। ধু
লাউ ডপ্‌কী যত ছিল সকলই কামিনীয়ে নিলো রে
আমার আদরীরে নিল ডাকাইত চোরায়
উত্তর পাইয়া বড়বাবু বাড়ীতে নিয়া কইলো কাবুরে
ও আমার মান রাখিয়া (নাম ধরিয়া?) কইলো অপমান
নালিশ কইলাম আদালতে আপীল গেল হাইকোর্টেতে
ও আমার বিচারেতে ডিগ্রী না হইল রে।
বাউল রাধারমণ বলে ডিগ্রি যদি নাহি মিলে
আমার শেষ কালেতে হইব কি উপায়।

গো আ ২৩ (২৬)

।। ১২৪ ।।

হবে নি রে আর মানব জনম দেখ না ভাবিয়া
চৌরাশি লক্ষ জুনী ভ্রমণ করিয়া।।
কতনা তপস্যা করি মানব জনম পাইয়া
যখন ছিলাম মায়ের গর্ভে নরকে পড়িয়া
পূর্বকথা পাশরিলাম ভূমিষ্ঠ হইয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
হেলায় হেলায় দিন কাটাইলাম গুরু না ভজিয়া।।

সুখ/৪৮

।। ১২৫ ।।

হরি গুণাগুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ রাধা গুণাগুণ গাও হে।
সদায় আনন্দ রাখিও মনে।।
রাধারানীর প্রেমবাজারে রসের দোকান খোলা রে
কেউ বেচে কেউ কেনে কেউ দর করিয়া যায় রে।।
জল উজান বাতাস উজান সাবধানে নাও বাইও রে
সামনে আছে সাধুর দোকান কিছু কিনিয়া লও রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে লাভ করিতে আইলাম ভবে
মূল হারাইবায় চাইও রে।।

কিরণ/২

।। ১২৬ ।।

হরিনাম কর সার। ধু।
একবার মনের খেদে হরি বল মনপাখি আমার।। চি।।
ভবের হাটে আইসা যাওয়া ঠেকবায় রে একবার।
সময়ে বেইল থাকিতে দেও রে পাড়ি সময় নাই রে আর।। ১।।
ভাইবে রাধারমণ বলে অসার সংসার
দয়াল গুরু বিনে ভবার্ণবে বন্ধু নাইরে আর।। ২।।

রা /১০৭

।। ১২৭ ।।

হরিনাম কৈরাছি সার ধঝার ধারি না শমন তোমার
হরি নামের মালা গাইথে পর গলে রত্নহার।
আর কেউরির ঋণী নয় ঋণ কেবল শ্রীরাধার
করঙ্গ কপিন পৈরে শুধব রাধার ঋণের ধার।
ভাইবে রাধারমণ বলে অসার সংসার
মনুষ্য দুর্লভ জনম না হইব পুনর্বার।।

সুখ /৪৬

।। ১২৮ ।।

হরিনাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রসমাধুরী। ধু —
অগাধ জল ভবনদী তাহে মন পার হবে যদি
নামের মন্ত্র নিরবধি জপ রে বদন ভরি।

হরি নামের পাতায় মন দৃষ্টি রাখো অনুক্ষণ
সর্বসময়ে চালু রাখ রে নামের তরি।
নাম মন্ত্র পাইতে পারো শ্রীগুরু কান্ডারী ধরো
দশজনকে দিও দাড়ে ছয়জন রাখিও গুণারী।
সুবাতাসে শ্রদ্ধা পালে আসক্তি হৃদ্ মস্তুলে
পঞ্চরশি বন্দ করি নিত্যানন্দ চালায় তরী।
বিশ্বাসকে রাখো পারাদার ধিয়ানকে দেও জল সিচিবার —
চিত্তকে দিয়া রসের ভাণ্ডার — প্রেম লগনে লাগাও ডুরি।
ভেবে কয় রাধারমণ ও রূপে সেরূপ মিলন
করো হরি নামের সাধন মিলবো রে অটল বিহারী।

গো আ ১০১ (১২৪)

।। ১২৯ ।।

হরি বল রে অজ্ঞান মন, দিন যায় শুন মন বলি রে তোমায়
মনুষ্য দুর্লভ জনম গেলে নি আর পাওয়া যায়? ধু—
মন রে ভাইবন্ধু দারাসুত রং বাজারে রং তামাসায়
সঙ্গের সাথী কেউ হবে না যাইতে হবে একলায়।
ভবপাড়ি দিতে পারো শ্রী গুরু কান্ডারী নায়
অনুকূল বাতাসে তরী লাগাইছে কিনারায়।
চৈতন্য থাকিতে মন একবার ভাবো সে জনায়
সাকারেতে বিরাজিত আধারে আলোক দেখা যায়।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে কি করিলাম হায়রে হায়
না ভজিলাম গুরুর চরণ ঠেকলাম অকূল দরিয়ায়।

গো আ ১০১ (১২৪)

।। ১৩০ ।।

হরি বলে ছাড়ো নৌকা তুফান দেখে ভয় করিও না
হরির নামে বোঝাইলে শমনের ভয় রবে না।
মণিপুরের দাড়ি ছয়জনা নৌকায় আছে আটজনা
আসিছে কলঙ্কী তুফান সাবধান মাল ছাড়িও না।
নদীর নাম কামনা-সাগর লাফে লাফে উঠে ঝড়

কত ধনীর ভরা খাইছে মারা নদীর এই ঘোর তুফানে
ভাইবে রাধারমণ বলে মন নৌকা ছাড়ো হরি বলে
হরি নামের ভরা নৌকার ডুবিবার ভয় থাকে না।।

গো আ (৪৯); হা (২৭)

পাঠান্তর ঃ হা (২৭)

আসিছে কলঙ্কী তুফান > আনিয়াছে কালিনী তুফান ; মাল > হাল ভরা > ঘড়া মন নৌকা ছাড়ো হরি বলে.... ভয় থাকে না> মনরে তুই রইলি বসে, যে নায়ের কান্ডারী নিতাই সে তরী কখনো ডুবে না।।

অপর রূপান্তর ঃ গো আ (৪)

।। ১৩১।।

হরি বলে ডাক মন রসনা। ধু।
ঐ নাম করলে স্মরণ হয় নিবারণ এ ভব যন্ত্রণা।। চি।।
দেখ হরির নামের গুণে প্রহ্লাদ না মইল আগুনে
প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে স্থান পাইয়াছে প্রাণে তো মরল না।। ১।।
হরি হরি হরি বলে শুদ্ধ গঙ্গার জলে
নামে পাষাণ গলিতো পারে মন আমার গলে না ।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকলাম ভবের মায়াজালে
দয়াল গুরু যদি কৃপা করে পুরায় মনের বাসনা।। ৩।।

রা /১৩০....

।। ১৩২।।

হরির নাম কর সার, ওরে বদন ভরে বল হরি, মন পাখী আমার।
ভাই বন্ধু স্ত্রীপুত্র সকলি অসার।
আইতে একা যাইতে একা সঙ্গী নাই আমার।।
ভবের ঘাটে আইসা যাওয়া, ঠেকবায় রে একবার।
বেইল থাকিতে দেওরে পাড়ি, সময় নাইরে আর।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে সকলই অসার।
দয়াল গুরু বিনে ভবার্ণবে বন্ধু নাই আমার।।

রা/ ১০৭ য/১৭১

।। ১৩৩ ।।

হরির নাম বিনে আর সকলি অসার দেখিস
না মন ভাইবে (ধু)।
হরি নামে যারা বান্ধিয়াছে ভারা যাচ্ছে তারা
পাল টাঙ্গায়ে (চি)
নাম চিন্তামণি, তরিতে অবনী আছে বান্ধা যে হৃদয়ে।
নামের ভরা ভরি, গাইয়ে নামের সারি যাচ্ছে
বাইয়ে রসিক নাইয়ে।
নামামৃত যার রসে আসিয়া থাকে
যারা মকর হইয়ে
জাহ্নবী সলিলে খেলি কৌতূহলে শুগড়ির
জলে রয় ছাপাইয়ে
পূর্ণানন্দ ধাম রাধাকৃষ্ণ নাম জপ মন রসনা রে
শ্রীরাধারমণ করবে গমন নামের বৈঠা হাতে নিয়ে।।

য/১০৪

।। ১৩৪ ।।

হরি হইয়ে কেন বল হরি, তোমার ভাব কিছু বুঝিতে
না পারিবে, গউর চান্দ
কেন বল হরি।
ব্রজলীলা সাঙ্গ কৈরে, গউর চান্দ কেন আইলে
নৈদা পুরে, তুমি কি অভাবে হৈলায় দণ্ড ধারীরে।
গউরচান, হরি হইয়ে কেন বল হরি।
মুখে বলে রা রা, গোরার দুই নয়ানে বহে ধারা
গৌরার বুকে ভেইসে যায় দুই নয়ানের জলে রে।
গৌরচান, হরি হইয়ে কেন বল হরি।
ভেবে রাধারমণ বলে, গৌরচান পইড়ে আছি ভ্রান্তিমূলে
ভ্রান্ত চেতন কইরে সঙ্গে নেও আমারে রে গহুর চান
হরি হইয়ে কেন বল হরি।।

রা /১৫৯, য/১৭৩

।। ১৩৫ ।।

হরি হরি বলে ডাকরে মন রসনা
হরি নাম বিনা তোমার উপায় গতি দেখি না। ধু—
মায়ের উদরে যখন ঊর্ধ্বপদে ছিলে তখন
বলে এলে করবে সাধনা সেকথা কি মনে পড়ে না।
রোগে শোকে ধরে যখন নাম জপোত অনুক্ষণ
কাজ সারিলে বেহুস মন নামটি মুখে আছে না।
যখন ভুগো অনাহারে তখন ডাকো পরানভরে
আহার করে ঘুমের ঘোরে তার কথা ভাবো না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে ভুগবে শেষে যন্ত্রণা—
ভোগে ভোগে কাল কাটাইলা লয়ে শঠের মন্ত্রণা।

গো আ ৬০ (৭০)

।। ১৩৬ ।।

হরে কৃষ্ণ নাম জপ অবিরাম নামে বিরাম দিও না ।
নামে বিরাম দিও না , হরিনামে বিরাম দিও না।
গোলোকের ধন নাম সংকীর্তন কর মন সাধনা
সবে বল হরি প্রেমে গড়াগড়ি এমন দিন আর হবে না।
নাম অমূল্য ধন কর হে যতন, অযতনে রেখ না ।
অন্তিমের বল, হরিনাম সম্বল, নিজের সম্বল বান্ধ না
নাম পরম ব্রহ্ম, জীবের মোক্ষ ধর্ম, বদন ভরে বল না
রাধারমণ কয়, নাম নিলে হয়, ত্রিতাপ জ্বালা সান্ত্বনা।।

য/১৭৪

।। ১৩৭ ।।

তাল লোভা

হরেকৃষ্ণ নাম বিনে নিত্যধন নাই সংসারে।। ধু।।
মনরে জীবনযৌবন স্ত্রীপুত্রধন
অন্তিমকালে কেহ কারো সঙ্গে যাবে না রে।। চি।।
বিধিভব আদিদেব গন্ধর্বাদি চরাচরে
মন রে শ্রীহরিপদ নিত্যসম্পদ

মুনি ঋষির আগমনিগম বেদ বিচারে।। ১।।
হরি শ্রবণ কীর্তন স্মরণ মনন নামে বিরাম দিওনা রে
হরিচিন্তা খনি   পরশমণি নারদমুনি
দেখেছেন নাম উজ্জ্বল করে।। ২।।
নাম নিলে হয় প্রেমের উদয় ত্রিতাপজ্বালা যায় দূরে
হরিনামে রতি শুদ্ধভক্তি রাধারমণ কহে কাতরে।। ৩।

রা /৪৬

।। ১৩৮।।

তাল খেমটা

হরে কৃষ্ণ বলরে ভাই (ধু)
ভব রোগের মহৌষধি আনিয়াছেন গৌর নিতাই। (চি)
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণগুরু বেদগানে পাই
নামে জন্মমৃত্যু কৈরে বারণ অন্তে গোলকধামে যাই।
ব্রহ্মা শিব অনন্তাদি   তারা হরি গুণ গায়
নামের তত্ত্ব জাইনে মত্ত হইল গউর নিতাই দুইটি ভাই।
শ্রীরাধারমণে ভনে গুরুবাক্য অনুযাই
ভব সিন্ধু তরিবারে নাম বিনে আর গতি নাই।।

য/১০৫

।। ১৩৯।।

হরে কৃষ্ণ রাম বলরে মন
হরি নামের সমান নাই অন্য ধন। (ধু)
ধনী মানী পার করে না
হরিনাম পতিত পাবন।। চি
হরিনাম নিয়ে নারদ বৈরাগী, ঐ নামে মহাদেব যোগী
নামের গুণে অগ্নিকুণ্ডে প্রহ্লাদের না হয় মরণ।।
সুখের সময় সুহৃদ সুজন, স্ত্রীপুত্র বান্ধব রতন
কালের পাশে মিলে শেষে, হরিনাম পতিতপাবন।
ভবসাগরে রসিক নাইয়ে, নামের তরী চলছে বাইয়ে।
রাধা নামে বাদাম দিয়ে সাইড় গায় রাধারমণ ।।

য/১০৬

।। ১৪০।।

হরেকৃষ্ণ হরিনাম লও রে মন দুরাচার
ঐ নাম না লইলে জীবন অসার।।
ঝমকে পানি উঠে নাও তুমি কার ভরসায় বৈঠা বাও রে
তোমার অর্ধেক নৌকা হইয়া গেল তল রে।।
যে আছিল মাঝি বেটা সে ফালাইয়া গেল বৈঠা
তোমার ভাইবন্ধু সবাই রইল চাইয়া রে।।
যখন আসবে রবির নন্দন তোমার হস্তেপদে করবে বন্ধন রে
মন রে তখন তুমি দিবায় কার দোহাই রে।।
উপরে মেঘের ছটা বিষম বিজলী ঠাঠা রে
রাধারমণ বলে হইবায় ভব পার রে।।

রা/১০৬, গো আ (৬৬)
গো আ প্রথম চরণ — 'কৃষ্ণ নাম লও রে মন দুরাচার'

।। ১৪১।।

হরে রাম হরে বলছে মধুর স্বরে
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর গুরু দিলা মোরে নিজে কৃপা করে।
এগো লাভেমূলে সব হারাইলাম এ দোষ দিতাম কারে।
লাভ করিতে আইলাম আমি ভবের বাজারে.
এগো লাভে মূলে সব হারাইলাম এ দোষ দিতাম কারে
ভেবে রাধারমণ বলে এই বাসনা মনে
এগো কৃপা কর দয়ালগুরু তরাই নেও আমারে।।

শ্যা/১

।। ১৪২।।

হারাইল মূল লাভের আশে ভবে এসে মন রে পাগল ।। ধু।।
পরের ধনে হইয়া ধনী এসেছ এ অবনী, মন রে
দিনে দিনে নাই আমদানী সদায় হানি রিপুর বশে
দারা সুত রাজ্য ধন যার জন্যে যায় বৃথায় জীবন, মন রে
যখন আইসে শমন তখন কি কেহ আসবে পাশে
সাঙ্গা কর ভবের খেলা হাতে কর নামের মালা, মন রে
রাধারমণ বলে আর নাই বেলা একলা যাওয়া দূর দেশে।

য/১০৮

খ. গৌরপদ

।। ১৪৩।।

অনুরাগ কোন্ অবতার রে , গৌরাঙ্গচান্দ
এমন দয়াল আইল, ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইল
না করিল জাতের বিচার রে।
নববিধা ভক্তিরসে বিচারে গৌর দেশে
পুরাইল তিনের অভিলাষ।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
অন্তিমকালে দিও শ্রীচরণ রে।।

সুখ/ ৩

। ১৪৪।।

খেমটা

অনুরাগ বাতাসে রাধা প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে।। ধু।।
নদীয়াপুরী ডুবু ডুবু শান্তিপুর ভাসিয়াছে।। চি।।
ব্রজলীলা সাঙ্গা কইরে রসরাজ হইলেন গৌরাঙ্গা হে
রাধাভাবের প্রেমতরঙ্গা নদিয়ে আসিয়াছে ।। ১।।
পূর্বরাগে মেঘ সাজিল, বারি পূর্বদিকে বরষিল হে
প্রেমজলে জগৎ ভাসাইল বাকি কে আছে।। ২।।
রাধা নামে বাদাম দিয়ে কৃষ্ণ নামের সাইর গাইয়ে হে
চলছে বহিয়ে রসিক নাইয়ে রাধারমণ বৈসে রইয়েছে।।

রা/২০, গো আ (৫৯) সুধী/৭, সুখ /৫৭

পাঠান্তর ঃ গো আ ঃ নদীয়া ..... শান্তিপুর > শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদীয়া ; রাধাভাব.. আসিয়াছে >ডোর কৌপিন ধারণ করি হরি বলিয়াছে ; পূর্বরাগে বারি > অনুরাগের মেঘ সাজিল মেঘ।

।। ১৪৫।।

অবনীতে উদয় নদীয়াতে গউর নিতাই।। ধু।।
পাপী নিস্তারিতে অবতীর্ণ দুটি ভাই।। চি।।
পঞ্চতত্ত্ব সঙ্গো স্বরূপ রামানন্দ রায়।

হরি সঙ্কীর্তন যজ্ঞারম্ভ আর জীবের ভাবনা নাই।।
অযাচনে প্রেমরত্নধন জীবকে বিলায়।
হরি নামামৃত বরিষণে ত্রিভুবন ভেসে যায়।।
জীবের ভাগ্যে হইয়ে সদয় নামের লোট বিলায়।
কেহ পাইল কেহ পাইল না রে ভাবিয়ে রাধারমণ গায়।।

য/২

।। ১৪৬।।

আইজ আমার কি হৈল গো জলের ঘাটে গিয়া
ও তারে দেখিনাগো প্রাণে মরি হইলাম কলঙ্কিনী
হইলাম জীবনের লাগিয়া।
সুরধনীর তীরে গৌর এলো নাচিয়া নাচিয়া
এল মুখে হরি হরি হরি বলে নাচে দুবাহু তুলিয়া
ও আমার গৌর বিনোদিয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আমার সোনার অঙ্গের সাধন জীবন
নিল কোন্ কুলে হরিয়া
ও কুল মজাইবার লাগিয়া।।

নমি/২

।। ১৪৭।।

আইল রে আইল গৌর, নিতাই সঙ্গে লইয়া।। ধু।।
ভাসাইল নদিয়াপুরী প্রেমবন্যা দিয়া।। চি।।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর দীক্ষা মিশাইয়া।
হরি নামের ধ্বনি শুনি ভুবন জুড়িয়া।। ১।।
অজপাতে সখাগণে তত্ত্ব জানাইয়া।
চেতন করিল জীবরে চৈতন্যমন্ত্র দিয়া।।২।।
হীন রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
লোকনাথের চক্ষু অন্ধ হইল কর্ম দোষ জানিয়া।। ৩।।

রা/১২২

॥ ১৪৮ ॥

আজ কেন প্রাণ কেন্দে কেন্দে উঠেরে ভাই, ভাইরে নিমাই।
আমি যার লাগি দেশান্তরী, কোথায় গেলে তারে পাই॥
বহু দিন হয় ব্রজ ছাড়া, হয়েছে জীবন্তে মরা রে।
কই রে আমার চূড়াধড়া কোথায় প্রেমময়ী রাই॥
গোঠে মাঠে ধেনু চরা, কই রে আমার সুবল সখারে।
কই রে আমার শ্রীদাম সুদাম কবলী ধবলী গাই॥
ভেবে রাধারমণ বলে, কোন্ ভাবে শ্যাম গৌর হইলে রে।
আমি প্রেম ভাবে মরি যেন, শ্রীচরণে ভিক্ষা চাই॥

য/ ১৩৬, (নাজিরাবাদ পাঠশালা) সুখ/৩০

পাঠান্তরঃ সুখ ঃ ভেবে রাধারমণ .... ভিক্ষা চাই > ভাইবে রাধারমণ বলে মানবজীবন যায় বিফলেরে আমি ঘাটের মরা মইলে যেন অন্তিমে সে চরণ পাই।

॥ ১৪৯ ॥

আজি কি আনন্দ রে ভাই, কি আনন্দ,
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে নাচে গৌরায়,
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ নদীয়ায়।
পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ, নদীয়া করেছে ধন্য
পাপীতাপী দুরজনা তাহা হরি গুণ গায়॥
গৌরা চান্দ ঐ সুধাকরে সুধা বরিষণ করে
কে পাইয়াছে নামের মালা, তারে শমন দেওয়া দায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে,তারে বিদায় দেওয়া দায়॥

সুখ/১

॥ ১৫০ ॥

আনন্দ মগন গৌরহরি
প্রেমে ভাসাইল নদীয়াপুরী॥
রাধাভাবকান্তি অঙ্গেতে পৈরি
রাধাপ্রেমঋণ শোধিতে হরি॥
নিতাই সহ অদ্বৈত ত্রিপুরারি
গদাধর দাস প্রেমলহরী॥
রামানন্দ ঘোষ প্রেম সঞ্চারি

জগতে বর্ষিল ভক্তির বারি।
চৌষট্টি মোহন্ত ব্রজের নারী।
রূপসনাতন প্রেমভিখারী।।
চণ্ডীদাসাদি রসিক বিস্তারী
সর্বগুরুগণ বন্দনা করি।।
অকুলপাথারে নাহিক তরী
গুরুকৃপা বিনে কেমনে সারি।।
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গা করুণা করি
তারো শ্রীরাধারমণ ভিখারী।।

য/৪

।। ১৫১।।

আমায় নিয়ে ব্রজে চল যাই রে ভাই রে নিতাই
অনেক দিন হয় ব্রজছাড়া প্রাণে শান্তি নাহি পাই।।
বহুদিনের অপরাধী আমারে কইরাছ বন্দী রে।
মনে লয় শ্রীরাধা কুয়াতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ জুড়াইরে।।
যার কাছে প্রাণ আছে বান্দা সে বিনে প্রাণ যায় না রাখা রে
মনে লয় যেন পাখী হইয়ে উড়ে যাই ব্রজধাম রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
শুইলে স্বপন দেখি ব্রজধামে যাইরে।।

সুখ /৩১

।। ১৫২।।

আমার কি হইল --- প্রাণ সখী গো জলের ঘাটে গিয়া
তারে দেইখে আইলাম — প্রাণে মইলাম কলঙ্কিনী হইয়া ।
কোন্ বিধি নির্মিল তারে বিরলে বসিয়া
সোনার অঙ্গে চাঁদের কিরণ কে দিল মিশাইয়া।
মুখে হরিবল হরিবল বলে দুইবাহু তুলিয়া
নয় ভরে দেখে আইলাম গৌর বিনোদিয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
মনে হয় তার সঙ্গো যাই দাসের দাসী হইয়া
নাচিয়া নাচিয়া গো।।

রা/১৫৩

।। ১৫৩।।

আমার মন হইয়াছে লাচাড়ি, পড়িয়াছি ঘোর বিপদে—তরাও গৌর হরি।।
আর একা একা বনেতে বেড়াই, কত সিংহ-ব্যাঘ্র দেখিয়া গৌর মনেতে ডরাই।
ওরে কি করিমু , কোথায় যাইমু — তাইতে মনে মন ভাবি।।
আর শুনছি কতো সাধুর মুখে তোমার নামটি যে লয় গৌর সে থাকে সুখে।
ওয়রে, আমার কেনে এ দুর্দশা — বেহুশে কান্দিয়া মরি।।
আর আমায় কইন তো তায়ে ক্ষেতি নাই—।
তোমার নামটি হৃদয় মাঝে — ওই ভিক্ষা চাই—।
রাধারমণ বলে, মৃত্যুকালে দিয়ো চরণ তরী।

শ্রী/৩২৪

১৫৪

আমারে কি কর দয়া অধম জানিয়া বা গৌর , প্রাণনাথ কালিয়া।। ধু।।
আগে বল আপনারি পাছে প্রাণটি নেও হরি,
এখন কেন প্রাণে মার তোমার মনে ঐ কি ছিল?
পিরীতি ত্যাজিয়া গেলায় কি দোষ পাইয়া বা গৌর।
আগে যদি জান্‌তাম বা গৌর যাইবায় ছাড়িয়া,
মাথার কেশ দুভাগ কইরে চরণে চন্দন দিয়ে,
চান্দমুখ নিরখিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া । বা গৌর।
গোসাই রমণচান্দে বলে মনেতে ভাবিয়া,
আমার সনে মাতিও না সই আমার মন হইয়াছে দেওয়ানা।।

আহো /২৬, হা (২৪) গো আ (২৩৫)

।। ১৫৫।।

আমি কি হেরিলাম গো সুরধনীর ঘাটে গৌর উদয় হইল গো।। ধু।।
সখী গো কি দিব রূপের তুলনা গৌরার বরণখানা
যেমন কাঞ্চা সোনা
কলসী ভাসাইয়া জলে চাহিয়া রইলাম গো।
সখী গো — মাইয়ার প্রেমে গিলটি করা রমণীর মন মনোহরা —
মুখে বলে রা -রা-রা চমকে উঠলাম গো।
সখী গো — সাধে সাধে পিরীত করলাম আগা পিছা না ভাবিলাম
এখন আমি ঠেকিলাম বিপাকে গো।

সখী গো — ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম চিরদাসী অইয়া গো।।

গো আ (২০৬)

।। ১৫৬।।

আমি গৌর প্রেমে মজে গো কুলকলঙ্কের ভয় রাখি না
গৌর প্রেমের এতই জ্বালা গৃহে যাইতে মন চলে না।। ধু।।
কলঙ্ক অলংকার কইলাম মনের কথা বলবো গো না
শ্যাম কলঙ্কী নামটি আমার জগতে রইল ঘোষণা
পিপাসী চাতকের মত পিপাসায় প্রাণ বাঁচে না
কি করিলে কি হইবে উপায় কি রে বল না
কেন্দে রাধারমণ বলে গুরু ভজন হইল না
কাম রসে মগ্ন সদায় প্রেম রসে মন মজল না।।

গো আ ৯১ (১১১)

।। ১৫৭।।

আমি চাইয়া দেখতে যে পাই গৌরময় সকলি
গৌর আমার শঙ্খ গো সারি
গৌর আমার সিঁথের সিন্দুর মাথার চিরুনি।।
গৌর আমার হস্তের কঙ্কণ গলার পাঁচ লরী
আমি গৌর গলে লাগাইয়া ধীরে গমন করি।।
যখন থাকি গৃহকর্মে
গৌর আমার কাছে আনকথা বলে গো যতনে
আমি গৌর গৌর গৌর বলে নয়নধারায় বইতে থাকি ।
ভাইবে রাধারমণ গো বলে গৌর কিগো সামান্যে মিলে
যতনে রাখিও তারে।
আমি গৌর রূপ সাগরের মাঝে মীনের মত ডুবে থাকি

সী/৩

।। ১৫৮।।

আমি ডাকি কাতরে প্রাণ গৌর আইস আসরে
আইস রে কাঙালের সখা হৃদয় মন্দিরে।।

পঞ্চতত্ত্ব সঙ্গো লয়ে হৃদিপদ্ম প্রকাশিয়ে প্রাণ গৌর হে
হৃদয় মাঝে উদয় হইয়ে ভাসাও প্রেমনীরে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে জীবন গাওয়াইলাম হেলে
কি বলিয়া আইলাম ভবে কি করিলাম হে।।

সুখ/৩৯

।। ১৫৯।।

আমি দেইখে আইলাম গো কি আচানক গৌররূপ
কে যে দাড়াইয়া রহিয়াছে সুরধনী তীরে।। ধু।।
প্রাণসখী গো কি দিব রূপের তুলনা কাচাসোনা
কি দিয়া গড়িয়াছে বিধাতা
এমন গৌরাঙ্গা রূপ লাগিয়াছে যার নয়নে
রূপে যৌবত নারী রইতে না দেয় ঘরে।
সখী গো ভ্রমযোগে প্রেমগান আগে না জানি
সন্ধান নয়ন বিঁধিল কামশরে।
দেইখাছি অবধি প্রাণকান্দে রাত্রিদিন
আমার প্রাণ ধৈর্য নাহি মানে।।
ভাইবে রাধারমণে বলে শুন গো তরা সকলে
যাইও না গো সুরধনীর কুলেতে।
ওগো আমার গেল কুলমান
তোমরা থাইকো কুলমান লইয়া আপন ঘরে।।

নমি/৪

।। ১৬০।।

আমি দেখিয়ে আইলাম তারে গো হরে
আমি দেইখে আইলাম তারে।। ধু।।
সে যে নবীন গৌরাঙ্গা করিতেছে কত রঙ্গ
সুরধনীর তীরে গো নীরে।
মদন জিনিয়া সন্ধান করিয়া তারে গলিয়াছে কোন কারিগরে
কলসী ভাসাইয়া রহিলাম চাইয়া দুই নয়নে সে রূপ নেহারে।
হরি বলে গৌরাচান পাতিছে রূপের ফান্ নাগরী ধরিবার তরে
কুরঙ্গ নয়নে চায় যার পানে তারে বিন্দিল পঞ্চশরে।

রসের মুরতি হেরিয়া যুবতী মনে প্রাণে ধৈর্য নাহি ধরে
ভাইবে রাধারমণ বলে রূপ হেরিনু যেই কালে
যতই হেরি ততই নয়ন ঝুরে।।

গো আ ১৮১ (২৬৪)

।। ১৬১।।

আমি নালিশ করি রাজ দরবারে। ধু
দেশের রাজা শ্রীচৈতন্য পতিত পাবন নামটি ধরে।
খাস মহালে বসত করি, বে মিয়াদি পাট্টাধারী
একুশ হাজার ছয় শত মাল গুজারি তিলে পলে আদায় করে।।
মূল বিবাদী বটে দুজন, সহায়কারী আর ছয়জন
অনুগত করিয়ে দশজন দিবসে ডাকাতি করে।
আমরা সব একত্র বাসী, কেবা কোন দোষের দোষী
সাক্ষী আছে রবি শশী রাধারমণ কহে কাতরে।।

।। ১৬২।।

আমি সেই গৌর বলে ডাকি
যদি কুমকুম চন্দন হইত রাখিতাম অঙ্গোতে মাখি।
মনে যেন লয় শুধু গৌরা নয়
বুঝি রাইর অঙ্গা আছে মাখামাখি।।
আমার মন চায় তার রাঙা পায়
জড়িত হইয়া থাকি।।
ব্রজাঙ্গানাগণে শ্রীকৃষ্ণ বিহনে
আমার মন হইয়াছে চাতকী।।
দিবানিশি নিরলে বসি বন্ধু বন্ধু বলে
অন্তরে নিরলে ডাকি।।
বাউল রাধারমণ চায় ধরতে বন্ধের রাঙা পায়

পাছে পাছে ঘুরি সদায় অন্তরে ভরসা রাখি।
বন্ধে মোর ঘেঁষে না কাছে সদায় দিয়া ফাঁকি

গো আ ৭৪ (৮৫) , য /১৩৮

পাঠান্তর ঃ য/১৩৮ ঃ যদি কুমকুম... ফাঁকি > আমার প্রাণ কান্দে থাকি থাকি / আমি না জানি সাধন না জানি ভজন, কোন্ গুণে তোমায় ডাকি। আমি বনে বনে যাই কান্দিয়া বেড়াই মন হইত্তেছে চাতক পাখি/ পুষ্প চন্দন হইত রে গৌর, অঙ্গেতে মাখিয়া রাখি/ আমার হেন মনে লয়, শুধু গৌর নয়, রাইর প্রেমে মাখামাখি/ ভাবিয়ে রাধারমণ বলে ঝুরে দুটি আঁখি / দাস নরোত্তম কয়, গৌর দয়াময়, পতিতকে উদ্ধারো নাকি ।।

।। ১৬৩ ।।

আর কিছু না মানে আমার প্রাণে গো গৌর বিনে।
এগো গউর চরণ গৌর বরণ গৌররূপ নেহারে গো।
গৌরাচান্দের রূপমাধুরী না হেরিলে প্রাণে মরি
তারে দেখলে বাঁচি নইলে বাচিনা গউর বিনে।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঐ বাসনা আমার মনে গো
আমার মনে লয় তার দাসী হইয়া রইতাম রাঙা পায়ে।

রা/১১১

।। ১৬৪ ।।

আসরে আইসহে গউর হরি তাপিত প্রাণ শীতল করি
তুমি তন্ত্র তুমি মন্ত্র তুমি হৃদয় বিদারী।।
বাকা বেশে দাঁড়াও গৌরাঙ্গা আনন্দ হবে আমার অঙ্গা
বনফুলে সাজাইব হেরব দুই নয়ন ভরি।।
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভক্তিস্তুতি
ভাইবে রাধারমণ বলে দেও রাঙা চরণ তরী।।

কা/৯৮

১৬৫

আসিয়া গৌরাঙ্গের হাটে কুলমান হারাইলাম গো সই
গৌরচান্দের দেখা পাব নি গো সই

সই গো সই তিলেকমাত্র পাইতাম যদি গৌর গুণমণি
এ কেশেতে ছাপাইয়া গো রাখতাম ছাড়িয়া বান্ধতাম বেণী
সই গো সই আমি অতি নিদুখিনী দুঃখে যায় মোর কাল
আহা, ছাড়াইতে না পারি আমি এই ভবের জঞ্জাল।
সই গো সই ভেবে রাধারমণ বলে, এই কর এই কর
আহা মনুষ্য জন্ম দুর্লভ জনম না হইব আর।।

শ্যা-২

।। ১৬৬।।

উদয় হইল হে গৌরাঙ্গাচান্দ গৌড় দেশে
সঙ্কীর্তন যজ্ঞারম্ভে তিমিরান্ধ নাশে
জীবের সৌভাগ্য ঘটিল
বিদেশের চান্দ নিজ দেশে এল কি আনন্দ হল
অনর্পিত ধন বিতরিল তিন অভিলাষে।।
ভাবকান্তিবিলাস এই তিন অভিলাষ না হইল প্রকাশ
রাধা প্রেমে হইয়া উদাস প্রেমানন্দে ভাসে।।
শ্রীরাধারমণের আশ হইয়ে গৌরাচান্দের দাস পুরাব অভিলাষ
গৌরাঙ্গা যার রাখে বিশ্বাস কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে।।

য/১৩

।। ১৬৭।।

উদয় হইলায় বা নদীয়ার চান গৌর হরি—
রাই ভাবেতে আবেশিলায় নদীয়া বিহারী।। ধু।।
খনে হাসে খনে কান্দে উলটিয়া পড়ি
মুখে বলে রা-রা-রা ধুলায় গড়াগড়ি।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঐ বাসনা করি—
অন্তিমকালে অধীনেরে দিও চরণ তরী।।

গো আ ৫৪ (৬২)

।। ১৬৮।।

উদয় চৈতন্যচান্দ সুরধুনী তীরে
ভাসাইল গৌরদেশ রাধাপ্রেমনীরে।।
উত্তম অধম গৌর পতিত না বিচারে
অযাচনে নাম প্রেম দেয় যারে তারে।।
আপনে উক্তি আচরি বিলায় জীবেরে
একদিন চাহে রাধারমণ পামরে।।

য/১৪

।। ১৬৯।।

এ ভব শুধু পাগলের মেলা পাগলে পাগলে ঠেসাঠেসি
পাগলে পাগলে মেলা।। ধু ।।
এক পাগল শচীর গৌরাঙ্গা বহু পাগল ধরছে সঙ্গা
নিতাই অদ্বৈত পাগল হরিদাস সঙ্গের চেলা।
সব ঠাই পাগলের কারখানা পাগল ছাড়া সুস্থ মিলে না
রূপ সনাতন বদ্ধ পাগল শয়ন করছে গাছের তলা।
যত সব পাগলের কারবার পাগলে পাগলে ভরা হাট গঞ্জ বাজার
কোনো পাগল লোকসান দেয় কোনো পাগলের বেলার মেলা।
কোনো পাগলে কান্দে বসে কোনো পাগলে সদায় হাসে
রাধারমণ পাগল বলে হেলায় হেলায় জনম গেলা।।

গো আ ৩৫ (৪০)

।। ১৭০।।

এমন সুন্দর গৌর কোন্‌খানে আছিল গো
কে আনিল নদীয়া নগর।। ধু।।
দেখিয়া রূপের ছটক বিন্ধিলো অন্তরে
পাইতে সে মোহন রূপ প্রাণ কান্দে পুলক ভরে
এমন সুন্দর করি গড়ছে কোন্ কারিগরে
পিরিত কুন্দে বদন কুনছে নয়ন কুনছে কামশরে
ভাবেতে অবশ হইয়া ধূলায় গড়ন করে
ভক্তজন আসিয়া তারে সাপুটিয়া ধরে

ধুলায় লুটিয়া গৌর ইষ্টনাম জপ করে
ভাবিয়া রাধার রূপ সরস হইল প্রেমাধারে ।
বাউল রাধারমণ বলে ভাসিয়া প্রেম সায়রে
গৌর প্রেমে প্রেমিক হইয়া তরিয়া যাইমু সেই পারে।

গো আ ১০৩ (১২৯)

।। ১৭১।।

এস দুনু ভাইরে গৌর ও নিতাই ।। ধু।।
সত্যতে ছিলেন হরি, ত্রেতাতে রাম ধনুকধারী রে ভাই।
দ্বাপরে শ্যাম নটবর ভুলাইলায় রাই রে।
কলিতে গৌরাঙ্গা লীলা, নাচে জগত ভাসাইলায় রে ভাই।
কত পাপী-তাপী উদ্ধারিলা জগাই আর মাধাই।।
ভাবিয়ে রাধারমণ বলে, ঠেকলাম ভবের মায়া জালে।
কলি শমনে বান্ধবে যখন, তখন দিবে কার দুহাই, গৌর ও নিতাই।

য/১৩৯

।। ১৭২।।

এসেছেন গউর নিতাই জীব তরাই অবনীরে
গউর নিতাই এসে প্রেম বরিষে নদীয়ায়।। ধু।।
পূর্বরাগে যে সাজিল প্রেম বারির অন্ত নাই।। চি।।
বারি পূর্ব দেশে বরষিল হে প্রেমধারায় ধরা ভাসিয়া যায়।। ১।।
কেহ বৈসে মেঘের আশে প্রেমনীরে কেহ ডুবতে চায়
কেহ প্রেম সাগরে দিয়াছেরে কেহ মরে জল পিপাসায়।। ২।।
তুলা রাশি মায়ের বিন্দু সে বিন্দু সামান্য নয়
শ্রীরাধারমণে কহে প্রেম বিন্দু লাগল না হে আমার গায়।। ৩।।

রা/৩৬

।। ১৭৩।।

এসো গৌর গুণমণি জগতের চিন্তামণি
পতিত পাবন অবতার।
তুমি হে পরম গুরু মনোবাঞ্ছা কল্পতরু
অনাথের নাথ সারাৎসার।।

শ্রীরাধার ভাবাবেশে ভাবকান্তি অভিলাষে
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
ধন্য কলি ধন্য যুগ অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য
কলিযুগ সর্ব্বযুগ সার
তপ যজ্ঞ যাগ ধ্যান হরিনাম সংকীর্তন
কলিযুগ করিতে নিস্তার।
বিনামুল্যে প্রেমধন অযাচনে বিতরণে
নাহি কর কুলের বিচার
করুণার অবতার ভবে না হইবে আর
পাপী তাপী করিতে উদ্ধার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র বলরাম নিত্যানন্দ
মহাদেব দ্বৈত অবতার।।
ব্রহ্মা হৈল হরিদাস নারদ মুনি শ্রীনিবাস
যত প্রিয় ভক্তবৃন্দ আর।
অতিদীন অকিঞ্চন কহে শ্রীরাধারমণ
নিজ গুণে কর মোরে পার।।

য/১৮

।। ১৭৪।।

ঐ আইল ঐ আইল আমার সঙ্কীর্তনের গৌর রায়।
নামের ধ্বনি, প্রেমধ্বনি, মধুর ধ্বনি শুনা যায়।।
গউর চান্দের ভক্ত যত যন্ত্রধারী সমুদায়।
কেহ বাজায় নামের যন্ত্র, কেহ নাচে কেহ গায়।।
উথলিল প্রেম সিন্ধু, ভাসিল সোনার নদীয়ায়।
শ্রীচরণ পাইবার আশে রাধারমণ দাসে গায়।।

য/১৪০

।। ১৭৫।।

ঐ আসরে আইসরে গৌরচান্দ গুণমণি
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাইলায় অবনী।
তুমি দয়া না করিলে গৌর কে করিবে আমারে
ওরে দেও দরশন পতিতপাবন জুড়াউক পরানীরে

নদীয়ার যত নারী রে তারা সব হইল ধনী
গোলকে আনিয়া প্রেম ভাসাইলা অবনী।
ভাইবে রাধারমণ বলেরে গৌরচান্দ গুণমণি
অন্তিমকালে দেও মোরে চরণ দুখানি।।

সুহা/৯

।। ১৭৬।।

ঐ নাকি রে শ্রীবৃন্দাবন অরে ভাই নিতাই।। ধু।।
ঐ যে গোবর্ধন গিরিরে অ নিতাই মনে মনে ভাবি তাই ।। চি
মানসগঙ্গায় স্নান করিয়া রে অ নিতাই শ্যামকুণ্ডেতে যাই
রাধাকুণ্ডে ডুব দিয়ারে অ নিতাই তাপিত জীবন জুড়াই।।১।।
ঐ নাকি কদম্ব তরুরে অ নিতাই যমুনা দেখিতে পাই
কথায় ত্রিভঙ্গ বাঁকা রে অ নিতাই কথা প্রেমময়ী রাই।।২।।
রসময় বৃন্দাবনে রে অ নিতাই সুখের সীমা নাই।
শ্রীরাধারমণেরে অ নিতাই অন্তিমে শ্রীচরণ চাই।। ৩।।

রা/৩৯

।। ১৭৭।।

তাল-লোভা

ঐ নাকি সেই ব্রজধাম অরে ভাই নিতাই ।। ধু।।
সেই ধামে মধুর প্রেমে রে অ নিতাই কৃষ্ণকলঙ্কিনী রাই।। চি।।
মধুমঙ্গল সুবলাদি রে অ নিতাই রাখাল সভাই।
যে বনে চরাইত ধেনু রে অ নিতাই কবলী ধবলী গাই ।। ১।।
ললিতা বিশাখা সঙ্গে রে অ নিতাই বিনোদিনীরাই।
যে ধামে বিরাজ করে রে অ নিতাই নবীন নাগর কানাই।। ২।।
করুণাসাগর নিতাই রে অ নিতাই গুণের সীমা নাই
শ্রীরাধারমণের আশারে অ নিতাই অন্তিমে শ্রীচরণ পাই।। ৩।।

রা/৪০

।। ১৭৮।।

ও জলে দেখবি যদি আয়
সোনার বরন গৌর আমার নদীয়ায় বেড়ায়
আর বউ-বরাঙ্গ হইয়া রূপ
জল আনিতে যায়।
কান্ধের কলসী ভাসাই জলে
শ্যাম রূপে চায়।।
আর সুচিত্র পালঙ্কের মাঝে
শুইয়া নিদ্রা যায়।
মনে লয় — যৈবন ডালি
দিতাম রাঙা পায়।।
তার ভাইবে রাধারমণ বলে,—
শুন গো ধনি রাই,
এই আদরের গুণমণি
কোথায় গেলে পাই।।

শ্রী/৭৫

।। ১৭৯।।

ও নাগরী কি রূপ মাধুরী গো সুরধনীর তীরে।। ধু।।
হাসে কান্দে নাচে গায় প্রেম রস রঙ্গে
সোনার অঙ্গ ধুলায় লুটায় কি ভাব অন্তরে?
শ্যাম গৌর বাঁকা নয়ন যার পানে চায় ফিরে,
দেহ থুইয়া মন হরে বান্ধিয়া প্রেম ডুরে।
নয়নে লাগিয়াছে গো রূপ পাগল করিল মোরে,
শয়নে স্বপন দেখি জাগিয়া না পাই তারে।
কান্দিয়া রাধারমণ বলে পাইতাম যদি তারে,
যত্ন করি রাখিতাম আমার হিয়ার মাঝারে।

আহা /৪১, গো আ (২১২), হা /২০

।। ১৮০।।

কই তনে আইলাগো নবনাগরী এমন সুন্দর গৌর ।
কিবা শোভা মনোহর গইড়াছে কি কারিগর।।
রূপে ভুবন আলো যে করিল
আমার গৌরচান্দের রূপের কাছে অরুণ কিরণ ছাপাইল।
দণ্ড করঙ্গা হাতে মুখে রারা রা রা বলে।
নামাবলী অঙ্গে গোরায় শোভিল
গৌরা হরি নাম সংকীর্তন করি জগৎ ভাসাইল।।
আমার প্রাণ নিয়াছে গৌরচান্দ উপায় কি বল
গোসাই রমণ বলে কে কে যাবে আমার সঙ্গে চল।।

য/২২

।। ১৮১।।

করুণার নিধি গউর উদয় হইল।। ধু।।
বাঞ্ছা কল্পতরু হরিনামের জগৎ ভাসাইল।। চি।।
প্রেমময়ীর প্রেমবশে সজল উজ্জ্বল রসে
গৌরাঙ্গা হই অঙ্গো মিশে প্রেমরসে জগৎ ভুলাইল।। ১।।
গৌরায় অযাচনে প্রেমধন যাচে চল রে মাধাই
যাই তার কাছে হরির নাম শুনিয়ে হই সুশীতল।। ২।।
পতিত পাবন অধম তাঁরণ গৌর নিতাই তোমরা দুজন
জগাই মাধাই পাইল চরণ রাধারমণ আশায় রহিল।। ৩।।

রা/৩১

।। ১৮২।।

কলির জীব তরাইতে গো ও নৈদাপুরে
আইল রসে মাখা গৌরচান্দ কাচাসোনা।। ধু।।
তিন বাঞ্ছা অভিলাষী গউরায় পুরাইল মনের বাসনা।। চি।।
সত্যে শুক্লবর্ণ ছিল ত্রেতায় রক্তবর্ণ হইল গো
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ লীলা কলিতে পীত বসনা।। ১।।
সেই গৌর নৈদে আসি শচীর গর্ভে প্রবেশি
পাপতাপ সহ নাশি কলির জীবকে দিলা উপাসনা।। ২।।
ভাবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
আমার জনম গেল ভুলে ভুলে অবহেলে টের পাইলাম না।

রা/১০১

।। ১৮৩।।

কলির জীবের ভাগ্যে গৌরচান্দ উদয় হইয়াছে।। ধু।।
রাধা ভাব প্রেমতরঙ্গে ভুবন মাথিয়াছে।। চি।।
সঙ্গে অদ্বৈত নিত্যানন্দ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ হে
অনুপৃত প্রেমরত্নধন অর্পণ করিয়াছে।। ১।।
গৌর প্রেমের ঢেউ টের পায় না কেউ
হরি হরি বৈলে ধুলায় লুটতেছে।। ২।।
যার ভাগ্যে ছিল প্রেম ধন পাইল
ও তার মানব জন্ম সফল হইল হে
রাধারমণ বলে প্রেম জলে জগৎ ভাসিয়াছে।।

রা/১৯

।। ১৮৪।।

কলির জীবের সুদিন আসিয়াছে
অবনীতে গৌর নিতাই উদয় হইয়াছে।।
নবদ্বীপ আর শান্তিপুরে প্রেমের হাট বইসাছে।
হাটের রাজা শ্রীগৌরাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গ
হরি সংকীর্তন রঙ্গ যুগ ধর্ম আনিয়াছে।।
শুনে নামের ধ্বনি সুরধ্বনী উজান চলিয়াছে
প্রেম মহাজন নিত্যানন্দ প্রেমের জাতক ভক্তবৃন্দ
সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ আনন্দে মেতেছে।।
শ্রীবাসের আঙিনায় বেচাকিনি লেগেছে।।
চতুঃষষ্টি মূল দোকানদার কত লক্ষ কোটি পাইকার
দেশে দেশে করেছে বেপার প্রেমের খনি খুলিয়াছে।।
শ্রীরাধারমণে বলে বিনামূল্যে প্রেমধন যেচে দিতেছে।

য/২৪

।। ১৮৫।।

কাঙাল ভক্ত তোমায় ডাকিয়াছে রে
আইস গৌর এই আসরে।। ধু।।
রাজবংশে ছিলেন হরি কেয়ছা তেরা ধনুকধারী, হরি হে,
দ্বাপরেতে নন্দের ঘরে খাইয়াছ মাখন চুরি করে।

বিনা সুতে হার গাঁথিব বনফুলেতে সাজাইব, হরি হে
কপালে তিলক দিব হেরব তোমার চরণ ধরে
রাধারমণ ভাবিয়া কয় বিপাকেতে পড়িয়া রয়, হরি হে
অন্তিমকালে দয়াল গুরু উদ্ধারিয়া লইও মোরে।।

অহো/১৪, হা/৪৫, গো আ (৭৫)

।। ১৮৬।।

কালাচান্দ করে ব্রজলীলা সাঙ্গা শ্যামঅঙ্গী গৌরাঙ্গা
পতিত উদয় নদীয়ায়।। ধু।।
সাঙ্গাপাঙ্গা গৌরা আপনে মেতে জগৎ মাতায় ।। চি।।
নদীয়া নগর উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌর হেরি
কৃপা করি কলির জীবের দায়
ভক্ত ভাব অঙ্গীকারী নামামৃতে জগৎ ভাসায়।। ১।।
শ্রীরাধা প্রেমের সীমা জানতে কে প্রেমের মহিমা
রাই অঙ্গো শ্যামাঙ্গী মিলায়
রাধাপ্রেমে পাগল গৌরা যারে তারে প্রেমধন বিলায়।। ২।।
ভাবকান্তি বিলাসে এই তিন অভিলাষে
প্রেমরসে তরঙ্গা খেলায়
লাগল না সে প্রেমের বাতাস শ্রীরাধারমণের গায়।। ৩।।

রা / ২৪

।। ১৮৭।।

কি করি উপায় গউর আমায় দেও পদাশ্রয়।
ভব সাগরে ডুবে মরি আমাকে হইলে নিদয়।। ধু।।
ভব সাগরে তুফান ভারি জীর্ণ তরী কিসে তরি।
মনমাঝি ডুবাইল তরী, হাইল রেখ গউর দয়াময়।।
নাম ধরিয়াছ পতিত পাবন, দীন দয়াময় অধমতারণ।
কাঙ্গালকে লয়ে শ্রীচরণ, দূর কর মনের ভয়।।
রাধারমণে বলে, দিন গেল মন অবহেলে।
প্রভু রঘুনাথের চরণ তলে ডুবলে না মন দুরাশয়।।

য/২৭

।।১৮৮।।

কি দেখিলাম গো গৌররূপ, চমৎকার নদীয়ায়।
গৌরার হাতে লুটা মাথায় জটা কপালে চন্দনের ফোটা তার
তারে দেখলে নয়ন পাসরা না যায় গো।
গৌর বড় বিনদিয়া পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া গো
গৃহ কাজ না চায় তার মনে গো।
গৌরায় কোন্ সন্ধি জানে কুল মন সইতে টানে গো
তারে দেখছি বলে কয় না কোনো জনে গো।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকিয়াছি পিরিতের ফান্দে গো
তারে ছুটাইলে ছুটও না যায় গো।।

য/১৪৫

।। ১৮৯।।

কি হেরিলাম গো নদিয়াপুরে
সোনার বরণ গউরচান দেখলে পরান বিদুরে।।
তোরা কেউ চাই ওনা গৌরার পানে কি জানি কি জানে
পরান বরশি দিয়া প্রেম ডুরেতে টানে।।
ধন দিলাম জন দিলাম কুল দিলাম যাচিয়া
এ নবযৌবন দিলাম গৌর রাঙা পায়।।
এমন সুন্দর গৌর রূপে কাচা সোনা
হৃদয় মাঝে সিদ্ কাটিয়ে বানাইয়াছে থানা।।
বাউল রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
জাতকুলমান সবই দিলাম গউর রাঙ্গা পায়।।

রা/১২৬

।। ১৯০।।

কৃপা কইরে আইস আসরে গৌরমণি
আমি কোন্ সাধনে তোমায় পাব সাধন জানি না
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভক্তি স্তুতি হে
পতিতের বন্ধু তুমি দিবায় চরণ তরণী
আমি সাধন ভজন হীন কিসে পাব গৌরচাঁদ হে
গৌর আইস আমার হৃদয় মাঝে ডাকি কাঙালী আমি

ভাইবে রাধারমণ বলে ডাকি গৌরচাঁদ তোমারে
আমি তাঁই কহিরে প্রাণ ভইরে দয়া করে পার করবায় নি।

সুহা/৩

।। ১৯১।।

কৃপা কর চৈতন্য নিতাই।। ধু।।
তোমরা দু ভাই গৌর নিতাই আমরা দুই জগাইমাধাই ।। চি।।
পতিতপাবন নাম ধরিয়াছ তাইতো তাদের চরণ চাই।
কর বা না কর দয়া দেখব সে নামের বড়াই।। ১।।
ত্রিতাপে তাপিত অঙ্গ শীতল পদে নিলেম ঠাঁই
সুযোগে কলিকাল পাইয়াছি এবার ছাড়াছাড়ি নাই ।। ২।।
শ্রীরাধারমণে বলে এবার মারামারি নাই ।। ৩।।

।। ১৯২।।

কেন গৌরাঙ্গ হয়ে কানাই আইলে রে।
তুই কার ভাবে জীবন - কানাই আইলে রে
শিরে নাই তোর মোহন চূড়া অঙ্গে নাই তোর পীত ধড়া
নামাবলি কে পরাইল রে।
হস্তে নাই তোর মোহনবাঁশী, মুখে নাই তোর মৃদু হাসি রে
ভাইবে রাধারমণ বলে আইলায় গৌর লীলার ছলে
কলির জীব উদ্ধারের তরে।।

রা/১২৩ রা/১০২

।। ১৯৩।।

কে যাবে গো আয় গউর প্রেমের বাজারে।
প্রেমরসের দোকান খুইলে নিতাই ডাকে আয়
বসাইছে এক নতুনবাজার বিকাইছে মাল কি চমৎকার
মধুর বাহার
মাইয়া হইলে যাইতো পারে পুরুষ নেয় নারে।।
মাল বিকায় শতে শতে ওজন হয় রসিকের হাতে
শ্রীগুরুর মতে
মহাজনের ভাও জানিয়া মাল বিকায় রে।।

গোলোকে গোপনে ছিল ব্রহ্মা ধ্যানে না পাইল
সে রস বিকায় রে
গোসাই রমণ বলে জম্বুদ্বীপে ভুইলে রইলায় রে।।

তী/২

।। ১৯৪।।

কৈ কৈ সে রূপ রসময়, স্বরূপ যে রূপ দর্শনে
মহানন্দ হয়।
রসের স্বরূপ নিত্যানন্দ রূপ অদ্বৈত হুঙ্কারে চৈতন্যের
উদয়।
আনন্দ চিন্ময় রসের পাথার, যে রূপ বিহরে
প্রেমসিন্ধু পার।
ভব-পারাপারে গুরু কর্ণধার, শ্রীরূপ নগরে
সদানন্দময়।
পঞ্চতত্ত্বময় রূপ সারাসার, মনপ্রাণ রে
সচ্চিদানন্দ কার।
শ্রীরূপের তরণী ঘাটে বান্ধা যার, সে রসে
ভাসাইয়ে আনন্দে হাসয়।
অগম্য অকূল রূপের দেশাচার , রীত বিপরীত
যাদের বাজার
শ্রীরাধারমণের জনম অসার, হইল না শ্রী রূপের
চরণ আশ্রয়।

য/৩৫

।। ১৯৫।।

কোথা হে করুণাময় তুমি দীন দয়াময়
দীন নাম অধম তারণ।
প্রেম দাতা শিরোমণি আগমে নিগমে শুনি
গৌর চন্দ্র পতিত পাবন।।
অকূলে তরঙ্গা নদী তুমি পার হও যদি
নামগুণে নিয়েছি শরণ।
আমি যদি মরি ডুবে নামেতে কলঙ্ক রবে

অপযশ হবে ত্রিভুবন।।
জগাই মাধাই হেলে তরাইলে অবহেলে
অযাচনে দিলে প্রেম ধন।
ভবকৃপা হয় যার অনল শরীর তার
তার সাক্ষী কশিপু নন্দন।।
অহল্যা পাষাণ ছিল পরশে মানব হৈল
করে ধর গিরি গোবর্ধন।
তাইলে কি আমি ডরি অকূল ডুবিয়া মরি
গুণ গায় শ্রীরাধারমণ।।

য/৩২

।। ১৯৬।।

গউর এযে প্রেম করিল যে রসে কেউ ডুবে না।। ধু।।
শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামী চণ্ডীদাস আর রজকিনী।
পাঁচ রসিকের জানা।। চি ।।
নামেতে প্রেম অনুপাম দিয়ারে গউর রাধাভাবে মগনা।। ১।।
স্বরূপ রামানন্দ চিনেছে প্রভুর মর্ম কেও তো বুঝে না।। ২।।
গৌরপদপঙ্কজে মজো রে রাধারমণের এই কামনা।। ৩।।

রা/৪১

।। ১৯৭।।

গউর এসো আমার আসরে
বিনয় করি ডাকি গৌর তোমারে।।
একবার আইস আইস বইলে ডাকি
দয়াল গৌর আসরে।।
আমি অতি মূঢ় মতি
গৌর তোমারে করি স্তুতি
এই আসরে না আসিলে দোহাই তোমার শ্রীচরণে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে গৌর পড়িয়াছি ভবসাগরে
ভবসাগরে পড়িয়ে থাকি তরাইয়া নেও আমারে।।

রা/১৫৮

।। ১৯৮।।

গউর গউর গউর বলে আমার অঙ্গা যায় জ্বলিয়া গো সখী
গৌরচান্দের দেখা পাব নি।।
তিলেকমাত্র পাইতাম যদি গৌর গুণমণি
কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইড়া বলতাম বেণী
ভিক্ষার ছলে প্রেমতরঙ্গে নগরে বেড়াইতাম গো সই
আমি অতি দীনদুখিনী দুঃখে গেল কাল
খণ্ডাইতে না পারি আমি ভবের জঞ্জাল
এ ভব সংসারে আইসে আমার পিপাসা রইল গো সই।
ভাইবে রাধারমণ বলে এইবার এইবার
মনিষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর
মানুষ কুলে জন্ম নিয়ে আমার কলঙ্ক রহিল গো সই।।

রা/১২৫

।। ১৯৯।।

গউর নিতাই আইসে রে ও হরির নাম অমৃতে ভাসাইলে।
দুখী - সুখী - পাপী - তাপী অন্ধ-আতুর সবে পাইল।।
হরির নাম মহৌষধি পান কইলে যায় ভবব্যাধি
শুনলে মানব জীবন সফল
পতিত পাষণ্ডী যারা হরির নাম আভাষে তইরে গেল।।
হরিনাম চিন্তামণি ষষ্টি দণ্ড দিন রজনী
স্মরণ মনন শ্রবণ মঙ্গাল
ধ্যানযজ্ঞ পরিচর্যা হরির নাম ভজ কেবল।।
হরিনামে কতই মধু পান কইরাছে ব্রজের বধূ
দীনবন্ধু দুর্বলেরি বল
গোসাই রাধারমণে বলইন হরিনামে কেননা হইল।।

তী/৩, রা/৪৩

।। ২০০।।

গউর রূপের ফান্দে ঠেকাইল আমায় গো, ও নাগরী।। ধু।।
ওয়গো রূপে দাসী কইরে সঙ্গে নিতো চায় গো।। চি।।
আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী আমি হেরলাম গৌরচান্দ গুণমণি

এমন রসের খনি না দেখি জগতে গো।। ১।।
জুড়-ভুরু দুটি আখি গৌরায় বাকা আকি রাখে গো
গউরার আঁখির ঠারে কারে না ভুলায় ।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে তাহারে পাইতাম যদি কোনো কলে গো
আমার প্রাণ জুড়াইতাম রাখিয়া হিয়ায়।। ৩।।

রা/১১২

।। ২০১।।

গুরু শ্রীপাদপঙ্কজে দেহ ঠাই।। ধু।।
আমি ধর্ম অর্থ মুক্তি চাই না, কেবল তোমার চরণ চাই।। চি
বাঞ্ছাকল্পতরু গুরু শ্রীচৈতন্য গোসাই।
তুমি পতিত পাবন নামটি ধর, কাঙ্গালে এই ভিক্ষা চাই।
নাহি মম শ্রদ্ধাভক্তি কিসে তব চরণ পাই।
আমি সাধন ভজন বিহীনের শ্রীপদ বিনে গতি নাই।
শ্রীরাধারমণে ভণে, ভাবিতেছি মনে মনে।
ভবরোগের মহৌষধি গুরু বিনে অন্য নাই।।

য/১৪৯, তী/৭

পাঠান্তর ঃ তী/৭ ঃ গুরু > × × আমি > × × বাঞ্ছা > মনোবাঞ্ছা
নাহি মম... চরণ পাই > × ×

।। ২০২।।

গৌর অনুরাগ যার সে জানিয়াছে সারাৎসার
নামে রুচি জিতেন্দ্রিয় অপার হে বেপার।। ধু।।
যার বসতি গৌড়দেশে ভক্তিরসে সেই যে ভাসে
কৃষ্ণ লীলামৃতরসে সৎ সঙ্গে করছে বেহার।।
ঐ রসের রসিক যারা কৃষ্ণসুখে সুখী তারা
হিংসা নিন্দা কৈতব ছাড়া নিত্যভাবের ব্যবহার।।
প্রভু রঘুনাথ প্রেম কারিগর রসের নদী বহে নিরন্তর
রাধারমণ প্রেমের কাতর ডুইবে না পাই কিনার।।

য/৩৯

।। ২০৩।।

গৌর আমার কাচা সুনা
ওরূপে যাইগো মরি বলিহারি
কি দিয়ে করি প্রাণ সান্ত্বনা।।
গিয়াছিলাম সুরধনি
হেরিয়াছি শ্যামগুণমণি
আর নয়নে দেয় গো দেখা
আঁখির ঠারে প্রাণ বাঁচে না
সুনার বরণ আভা নাসিকায় তিলক শোভা
ধন্য ধন্য রূপলাবণ্য কি দিয়ে করল যাদুটোনা।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে প্রাণ সঁপিলাম শ্রীচরণে
অধৈর্য হইয়াছে প্রাণ, বুঝাইলে প্রাণ বুঝ মানে না।।

আশা/১০

।। ২০৪।।

গৌর আমার জাত মারিয়াছে
গৌর যার ঘরে যায় তার ঘরে খায়
তার কি কুলের বিচার আছে।
প্রেমের বাতাস লাগল যার গায় কুলরাখা হইল বিষম দায়।
এগো কুলের মুখে ছাই দিয়াছি— গৌরচান পাইবার আশে।
আমার মত কলঙ্কিনী নাই ত্রিজগতের মাঝে
এগো কুল গেল কলঙ্ক রইল পাগল বলবে লোকসমাজে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে গৌররূপে মন ভুলে ।
পাইতাম যদি গৌর চরণ স্থান দিতাম হৃদয় মাারে।।

হা ২৮ (৪০), গো আ (২৫৪)

পাঠান্তর ঃ গো আ ঃ গৌর > সে আশে > দায়, নাই.... মাঝে > জগতে নাই বিনোদিনী, বলবে লোকসমাজে > বলে সবে গায়, স্থান দিতাম মাঝারে > প্রাণ দিতাম রাঙা পায়।।

।। ২০৫।।

গৌর চরণ পাব বলে দুই কুল খাইয়াছি
না জানিছি কুলের মর্ম লোকের কাছে সাধু হইয়াছি।।ধু।।

জন্মিলাম মনিষ্যি কুলে গৌরচরণ ভজবো বলে
ছাই দিয়াছি পিতৃকুলে আর বিশেষ কি?
গুরু একজন স্বীকার করিয়ে ডপকী মারা দলে গিয়ে
ভবের মহিষ গাধার মতন কাদামাখা শিখেছি।
গৌর কুলের কুলীন যারা কুলের ধর্ম জানে তারা—
আমার কেবল রং ধরা আর বিশেষ কি ?
মুখে বলি হরি হরি অন্তরে কুচিন্তা করি
ডাকাতের নৌকার মাঝে সাধুর নিশান দিয়াছি।
ব্রজ কৃষ্ণ পরশমণি যে পাইলো সে হইলো ধনী
তার ধনের আর বা সীমা কি ?
রাধারমণের কর্ম ফেরে সে ধন আমার গেলো দূরে
সে ধন পাব পাব বলে শুধু ছালায় গাঁট বেঁধেছি।।

গো আ ১০২ (১২৭)

।। ২০৬।।

গৌরচান এ ভব সাগরে রে পার কর আমারে।
একে জীর্ণ তরী, তাহে তুফান ভারি, ঢেউ দেইখে প্রাণ কাঁপে ডরে।
আমার মন মাঝি হইয়াছে বেরাজী ডুবাইতে চায় অকূল সাগরে রে।।
মায়া মোহ রসে বদ্ধ অষ্ট পাশে শক্তি নাই যাই সাঁতারে।
হইয়াছি নিরুপায়, ডাকি গৌর তুমায়, গ্রাসিল কামাদি কুম্ভীরে রে।।
কহে নরোত্তমে, পইড়ে মায়ার ভ্রমে , ডাকতেছি গৌর তুমারে।
শ্রীরাধারমণ করহে তারণ শ্রীচরণ তরী দেও আমারে।।

সঙ্গীত কুসুমাঞ্জলি, প্রথম খণ্ড নরেশচন্দ্র পাল,
শ্যামহাট আশ্রম, পদ সংখ্যা ৯২। য/১৫১

।। ২০৭।।

গৌরচান ছাপাইয়ে রাখবো কেউরিরে না দেখতে দিবো
গৌরচান ছাপায়ে রাখবো।। ধু।।
মণিপুরের দরমা খাইয়ে প্রেমের মন্দির বানাইবো
প্রেমের পালঙ্ক বানাইয়ে প্রেমের মশইর বানাইব
প্রেমের বাক্‌সে তালা দিয়ে গৌরচান ছাপাইয়ে রাখবো —
নিরালাতে বাহির করিয়া গৌরচাদের রূপ দেখিবো।।

ভাইবে রাধারমণ বলে গৌর কেমন জনা
আন্ধাইর ঘরে জ্বলছে বাতি গৌরকাঞ্চা সোনা।।

গো আ (৬০)

।। ২০৮।।

গৌরচান হৃদয়ে রাখব অন্যরে না দেখতে দিব।
সখী গো ঢাকা থাকি সেকরা আনব
প্রেমের সিন্দুক বানাইব।
ওগো প্রেমের সিন্দুক প্রেমের তালা
প্রেম সুবাণী লাগাই রাখব।
সখী গো বিলাত থাকি ওয়াড় আনব
প্রেমের বালিশ বানাইব।
ওগো প্রেমের বালিশ প্রেমের তোষক
ওগো প্রেমের মশারি টাঙাইব।
সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
ও গৌরায় কেউরে কান্দায় কেউরে হাসায়
যার প্রেমে মন মজাইব।।

হী/১

।। ২০৯।।

গৌরচান্দ বিনে আর করুণা পাথার, আর কি হবে ভবে।। ধু।।
সংকীর্তন ছলে হরি হরি বলে প্রেমে জগৎ ভাসায় আপনি ডুইবে।। চি।।
মন্ত্র মহৌষধি সিঞ্চে নিরবধি পাপীতাপী আর কি রবে।
দেখি জীবের দুখ, ত্যজি নিজ সুখ, যাচিয়া প্রেম বিলায় জীবে।।
চৌদ্দ মন্বন্তরে, কতই যুগান্তরে নিত্যলীলা ভবার্ণবে।
ধন্য কলিকালে, সুরধুনীর কূলে, মানুষলীলা রাধা ভাবে।।
পাতকী নিস্তার, চৈতন্য অবতার, বুঝা গেছে অনুভবে।
শ্রীরাধারমণ. করে আকিঞ্চন, আমায় কৃপা হবে কবে।।

য/৪০

।। ২১০।।

গৌরচান্দ রাইকিশোরীর ভাবসাধিকে
প্রেমরসে ভাসাইল রে অবনী।।
প্রেম রসের গুরু কল্পতরু
অনন্ত প্রেমধনের ধনী।।
কলির জীবের ভাগ্যে হইয়ে সদয়
ব্রজ হইতে শ্যামরায় নদীয়ায় উদয়
উদয় শচীর গর্ভসিন্ধু মাঝে
পতিত পাবন নামটি শুনি ।।
পতিত পাষণ্ডী যে ছিল
পাপী তাপী তরিয়ে গেল
কলির জীবের কারণ নাম ধরিয়াছে
পতিত পাবন কর্ণে শুনি।।
রাধারমণ মরলে তবে
নামেতে কলঙ্ক রবে এ ভবে
আমি নরাধমকে তরাইলে
পতিত পাবন নামের গুণ বাখানি।।

য/৪১

।। ২১১।।

গৌর ছাড়া হইলাম গো প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গা বৈলে
প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ বৈলে, সোনার গৌর না হরিলে
গৌরার মস্তকেতে সোনার চূড়া বান্ধা গো।।
গৌরার মাথায় ঝাঁকরা কেশ ধরে গৌরায় নানাবেশ
অয়গো আমার সোনার গৌরা হেলিয়া হেলিয়া পড়ে।।
তোমরা নি দেইখাছ যাইতে নবীন সন্ন্যাসী বেশে
আমার রসের গৌরাঙ্গা লুকাইল কোথায় রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে যে জ্বালায় মোর অঙ্গা জ্বলে
ওগো আমি জ্বালায় জ্বলিয়া হৈলাম ছাই গো।

সুখ/৫৬

।। ২১২।।

গৌর তুমি ঘোর কলির জীব তরাইতে
নামামৃতে ভাসাইলা অবনী
হইয়ে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য
প্রেমদাতা শিরোমণি।
নামামৃত বরিষণে সিঞ্চিলে চৌদ্দভুবনে অধম বিনে
আমি আশার আশে আছি বৈসে যে পাইল সে হইল ধনী।।
নামের সনে প্রেমামৃতে অনর্পিত ধন বিতরিলে জগতে
তুমি অধমতারণ পতিত পাবন শুনছি তোমার নামের ধ্বনি।।
রাধারমণের এই মিনতি না জানি ভকতি স্তুতি প্রণতি
আমি অগতির গতি গৌরাচান্দ মনে মনে অনুমানি।।

য/৪২

।। ২১৩।।

গৌরনিতাই আইস এই আসরে
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ গদাধর সঙ্গো কৈরে।।
সাধনভজন বিহীন নাহি ভক্তি প্রেমধন
নাপরাধ নকশ্চন এই সংসারে।।
আমি আশার আশে আছি বৈসে
শ্রীচরণ ভরসা কৈরে।।
পুরাণে শুইনছি আমি পতিতের বন্ধু তুমি
জগতের অন্তর্যামী থাক অন্তরে
ওহে মনোবাঞ্ছা কল্পতরু দয়ালগুরু ডাকি তোমারে।।
পঙ্গুকে লঙ্গায় গিরি বামনে চাঁদ ধরায় হরি
জীব তরাইতে অবতার নদীয়াপুরে
শ্রীরাধারমণে ডাকে পৈড়ে ভবের ঘোর ফেরে।।

য/৪৩

।। ২১৪।।

গৌর নিতাই উদয় নদীয়ায়।। ধু।।
কাঁচাসোনা গৌর বরন, ভাইর ভাবে কানাই বলাই।। চি।।
সুরধুনীর দুই ধারে নবদ্বীপ আর শান্তিপুরে

মহাযোগী অদ্বৈতের ঘরে তিনে একরূপ দেখা যায়।
নিত্যলীলারসে মজে দেবাদিদেবগণ সেজে
শ্রীবাসের আঙ্গিনার মাঝে হাসে কান্দে নাচে গায়।
শচীর সুত নন্দের নন্দন, যেই নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবন
যুগল কুণ্ড আর গিরি গোবর্ধন জাহ্নবী যমুনা প্রায়।
লাখে লাখে পুরুষ নারী বলতে আছে গৌর হরি।
কি আনন্দ নৈদেপুরী ভাইবে রাধারমণ গায়।।

য/৪৪

।। ২১৫।।

গৌরনিতাই নৈদে আসিয়াছে , রাধাপ্রেমের ঢেউ
রামানন্দ ভক্তি মেঘে রে অবনীমণ্ডল ভাসিয়াছে। চি।
রাধা প্রেমের ঋণ শোধিতে , ভাবকান্তি বিলাসেতে
নদীয়াতে উদয় হইয়াছে।
রাধারূপ অঙ্গে ধরি রে মন হরি হইয়ে হরি বলতেছে।
নামের সনে প্রেম আনিয়া অনর্পিত ধন বিতরিয়া
কেও পাইয়া মাতাল হইয়াছে।
রূপ সনাতন তারা দুই জন রে মন বিষয় ছাইড়ে ব্রজে চইলেছে।
রূপ প্রেম সুখার্ণবে একান্তভাবে যে জন ডুবে
ভক্তি ভাবের উদয় হইয়াছে।
শ্রীরাধারমণে ভনে রে মন আমি বিনে বাকি কে আছে।।

য/৪৫

।। ২১৬।।

গৌরনিতাইর হাটে রসিক মহাজন
প্রেমরসের বেচাকেনা সাধুসঙ্গো সাধুজন
দিবারাত্র বিরাম নাই টাইম ছাপ্পান্ন দণ্ড নিরূপণ।।
ধন্য সুরধুনীর তীরে মনোবাঞ্ছা কল্পতরু ভবে
হাটের পত্তন নৈদেপুরে কলিজীবের কারণ
তপযজ্ঞ ধ্যান হরিনাম সংকীর্তন।।
সে হাটের বাজারী যারা হিংসা নিন্দা কৈতব ছাড়া
বিনামূল্যে খরিদ করা প্রেম অমূল্য রতন

মিছা সুখের আশা টাকা পয়সার নাইক প্রয়োজন।।
নিতাইচান্দের প্রেমবাজারে একজন হইলে যাইতে পারে
গুরুবাক্য অনুসারে করে আত্মসমর্পণ
প্রভু রঘুনাথের পদাশ্রিত কহে শ্রীরাধারমণ।।

য/৪৬

।। ২১৭।।

গৌর প্রেমের এতো জ্বালা সখী জানিনাগে গো আগে জানি না
সুরধুনীর তীরে গৌরা নারীবধের ফান পাতিয়াছে
ঘাটে নামলে পরে পড়বে ফেরে আসতে পারবে না।
তুষের অনল ঘইয়া জ্বলে মনের অনল দ্বিগুণ জ্বলে
আমার হিয়ার মধ্যে জ্বলছে অনল সইতে পারি না।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেম করিও না তোমরা সবে গো
আমি একজন মরছি প্রেমে তোরা মইরো না।।

সুহা/১৭

।। ২১৮।।

গৌর বরণ কে গো সন্ন্যাসীর বেশে সজনী তার নাম জানিনা।। ধু।।
শ্যামল বিজুলী রেখা শিরেতে যায় যে দেখা গো
এগো ভ্রূভঙ্গ সোনার শিক্ষা কি দিয়ে কৈল গঠনা।
খনে হাসে খনে নাচে খনে চায় আশে পাশে গো
এগো যারে তারে প্রিয়া ভাবে সদায় রসের আলপনা।
দণ্ডে দণ্ডে তিলে পলে ভুলে না বাউল মনে গো
এগো ভাইবে রাধারমণ বলে কি কুক্ষণে কৈল গঠনা।

গো আ ১৪৮ (২০৬)

।। ২১৯।।

গৌর বলিয়ে ও নাগরী হৃদয় ফাটিয়ে যায়
আজ দেখাও গো আমায়
তারে দেখছি হনে পাগল মনে ভুলন না যায়।
তারে দেখাও গো আমায়।
হাতে লোটা মাথে জটা নামাবলী গায়

এগো ললাটে চন্দনের ফুটা আড় নয়নে চায়
ভাবিয়ে রাধারমণ বলে প্রেমানন্দের দায়
এগো মেঘের বিজলী ছটা লাগল আমার গায়।

নমি-১১

।। ২২০।।

গৌর বিচ্ছেদ প্রেমের এত জ্বালাগো
নিবাও গো জল চন্দন দিয়া।।
আর বন জ্বলে সয়ালে দেখে—
ইদুরের আনল কেও না দেখে
এগো, ধাকধাকাইয়া জ্বলছে আনল
আনল জল দিলে আর নিবে না।।
আর আদরে- আদরে প্রেম
আগে বাড়াইয়া—
এগো অখন মোরে প্রাণে মাইলাম গো
ও সই, স্বপন দেখাইয়া গো।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
ও সই, মনেতে ভাবিয়া,
এগো, নিবি ছিল মনেরি আগুইন,
কে দিল জ্বালাইয়া।।

শ্রী/৭৯

।। ২২১।।

গৌররূপ হেরিলাম গো মনপ্রাণ কুলমান সব নিল গো।। ধু।।
গৌর রূপ হেরিয়া সুরধুনী ভুলিয়া রইলাম গো।
সুরধনী তীরে গো গৌরা ফাঁদ পাতিয়াছে নারী ধরা গো
ঘাটে নামলে পরে — পড়বে ফেরে দায়ে ঠেকবে গো।
যাইছ না তোরা সুরধুনী আমার মত হইছ না তোরা কলঙ্কিনী।
কুলমান লইয়া নিজ ঘরে বসিয়া থাকো গো।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে আর কি প্রাণে ধৈর্য মানে

মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম দাসী হইয়া গো।

সুধী/৬, গো আ (২০৯), সুহা/১২, রা১৬৫
পাঠান্তর সুহা / ১২ঃ গৌররূপ > গোরারূপ;
আর কি প্রাণে ধৈর্য মানে > রূপ দেখিলাম তরুমূলে।

।। ২২২।।

গৌররূপ হেরিলাম গো সুরধনীর তীরে।
গৌর উদয় হইল, উদয় হইল গো
কি দিব রূপের তুলনা যেমন কাঁচা সোনা সুরসনা
এগো কলসী ভাসাইয়া জলে রূপ চাইয়া রহিলাম গো
রাইরূপেতে গিল্টি করা কোন্ রমণীর মনোহরা গো
গৌরায় রাধা রাধা রাধা বলে কান্দিয়া বেড়ায় গো
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গজ্বলে
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম দাসী হইয়া গো।।

হা/২১

।। ২২৩।।

গৌররূপে আমায় পাগল করিল রে
যন্ত্রণা আর সহে না প্রাণে।
আর গৌর পাব, প্রাণ জুড়াব এই ভাবনা মনে
ওরে পাব নি গো যুগল চরণ জীবন মরণে।।
আর কুখনে গো জল ভরিতে গেলাম সুরধুনীর তীরে
ওরে কিসের শরম আমার — যাইতাম গৌরার সনে।।
আর শাশুড়ি ননদী ঘরে ভয় বাসি মনে
ওরে কিসের শমন আমার— যাইতাম গৌরার সনে।।
রাধারমণ বাউলে বলে গুরুর চরণে
ওরে গুরুপদে প্রাণ সঁপিতাম এই বাসনা মনে।।

শ্রী/৭৬, অ হো (৮), হা (২৫), গো আ (৮৮)

পাঠান্তর ঃ আহো ঃ গৌররূপে আমায় > গৌর রূপে মন আমার ; ভয় বাসি মনে > ভয় করিনা মনে; হা/ গো আ- আহো (৮)-এর অনুরূপ।

।। ২২৪ ।।

গৌরাঙ্গ লাবণ্য ও রসময় গো
ও গৌরচান্দ সোনারই বরণ
এমন গৌররূপে মন করল হরণ
সোনাতে সোহাগা দিয়ে
গোরোচনা তায় মিশাইয়ে
এমন কাঁচাসোনা কি করল গঠন গো
নবীন সন্ন্যাসীর বেশে — দাঁড়াইয়াছে রাজপথে
কত কুলবধূর মন করল হরণ গো
গোসাই রাধারমণ বলে প্রাণ সপিলাম ঐ চরণে
কুল মান অভিমান করি বিসর্জন।।

য/৪৭

।। ২২৫ ।।

গৌরার ভাবটি বুঝা দায় অহে স্বরূপ রাম রায়।। ধু।।
হরি সঙ্কীর্তনের মাঝারে কেন ইতিউতি ধায়।।
কি ভাইবে গো গৌর আমার উন্মাদের প্রায়
হাসে ক্ষণে কান্দে রে অ গৌরা নয়নজলে ভেসে যায়।। ১।।
ভাবাবেশে রসের গৌরা প্রেমে ভাসিয়া যায়
হরি হরি রাধা রাধা বলিয়া রে গৌরা প্রেমে ভূমে গড়ি যায়।।২।।
গদাবরী তীরে গউর যমুনা বলি ধায়
ব্রজের ভাব পাইয়াছে মনে হে গৌর শ্রীরাধারমণ গায়।। ৩।।

রা/৩৮

।। ২২৬ ।।

চলরে মন রাজ দরবারে, কলিযুগের রাজা শ্রীচৈতন্য
সদর মহকুমা নদীয়াপুরে।। ধু।।
গবার্নার শ্রীনিত্যানন্দ এসিস্টেন্ট তার অদ্বৈত
চিপ কমিশন শ্রীবাসভক্ত, সাব ডিভিশন শান্তিপুরে।
জর্জ আদালত শ্রীগদাধর হরিদাস তার খুদ মাজেস্টর
শ্রীনিবাস তার ইনিস্‌পেকটর স্বর্গমর্ত্য পাতালপুরে।

নজারতে রূপ সনাতন তার অনুগত চৌষট জন।
যাচে হরি নামের শমন, রাধারমণ কহে কাতরে।।

য/৪৮

।। ২২৭।।

চলেছে হরি নামের গাড়ী
আয় কে যাবি বৃন্দাবন
দীক্ষা শিক্ষা মহাবলী পথে
তিনটা ইষ্টিশন।।
প্রথম টিকনা নৈদাপুরী
স্টেশন মাস্টার গৌরহরি
নিতাই অদ্বৈত সহায়কারী
নামের গাড়ীর মহাজন।
হরিদাসের চৌকিদারী সাতপণ দণ্ড
টাইম নিরূপণ
অজলা ও নামের গাড়ী নিষ্টাচাকে
দোকানদারী
ভক্তি আনল প্রেমের বারি কামের
কৈলায় কৈরে দাহন।
সদামূলে ভাবের নিকট চালাও
বিশ্বাসের ইন্‌জিন।
গাড়ী পলকে গোলোকে চলে
কালের কোঠায় রূপ সনাতন
গাড়ী মাঝে আঁশি কোঠা
ষোল কোঠায় মালের কোঠা
পাঁচ রসিক তার মালের মহাজন
গাড়ী গোলোকে গোপনে চলে
বৈসে রইল গোসাঁই রমণ।

আহো ২১/শ্রী /২১৮ (অস)

।। ২২৮।।

চলো চলো রাই গৌরচান্দের রূপ হেরিতে
গৌররূপ হেরে পারি না গো এ দেহে প্রাণ রাখিতে।। ধু।।
কি করিবে কুলমানে মইলে কি প্রাণ সঙ্গে যাবে
আমি এ কুল রাখি সে কুল ভাসাই জলেতে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন গো তোরা সকলে
ভুবন ভুলাইলো গো আমার প্রাণ গোরার রূপেতে।।

গো আ ৬৬ (৭৭)

।। ২২৯।।

চাইয়া দেখরে কি আনন্দ অইতেছে আজ নদীয়ায়।
বালবৃদ্ধ যুবানারী তারা মধ্যে হরিগুণ গান গায়।।
ডালে বৈসে শুকসারি বদন ভৈরে বলে হরি
সুখে বলে ওগো মরি দরশনের সময় যায়।।
জগাই মাধাই পাপী ছিল (হরির) নামের গুণে উদ্ধারিল
কলসীর কান্দায় মাইল বারি দয়াল নিতাইর কোমল গায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
বুঝি আমার কর্মদোষে (দয়াল) নিতাইর বাতাস লাগল গায়।।

সুখ/৬০

।। ২৩০।।

চান বদনে বল হরি শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ নাম পারের কান্ডারী।
অকুল সমুদ্রে দেখি তুফান উঠছে ভারী
তোমার নামে কলঙ্ক রইব যদি ডুবিয়া মরি।
তুফান দেখি মন মাঝি অকুল ধরছে পাড়ি
গুরুর হাতে হাইলের বৈঠা মাস্তুলে শ্রী হরি।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শ্রীগুরু কান্ডারী
জপমালা ঠিক থাকিলে তরাইবা শ্রীহরি।

গো আ (১৩৪), সুখ /৩৮, হা (২৫) অসম্পূর্ণ

পাঠান্তর ঃ সুখ ঃ প্রথম চরণের পর ঃ ও মাঝিরে অকুল ধইরাছ পাড়ি ; তোমার নামে> তোমার পায়েতে; পঞ্চম চরণের পর ঃ জয় রাধা নামে বাদাম দিয়ে তুমি দেও জাঙ্গায় দড়ি। স্ত্রীপুরুষ... শ্রীহরি > এই নিবেদন করি যাইবার কালে মনমাঝি ভাই সঙ্গে নিবায় নি।

।। ২৩১।।

জয়রে জয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
জয় সুরধুনী ধন্য নৈদে অবতীর্ণ।।
জয় প্রভু নিত্যানন্দ বড়ই বদান্য
জয় শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র বৈষ্ণবের গণ্য।
স্বরূপ রামানন্দ শ্রীপুর সনাতন
সঙ্কীর্তন যজ্ঞারম্ভে কর আগমন।।
রঘুনাথ পদধূলি মস্তকে ভূষণ।
নামকীর্তন গায় শ্রীরাধারমণ।।

য/৫১

।। ২৩২।।

জাত মারি রাখিয়াছে ঘরে গৌরচান গুণমণি
তুই আমার ছুইছনা সজনী ।
আমার বাতাস লাগব যারো গায়
কূল যাবে কলঙ্ক হবে ঠেকবে বিষম দায়
ঘরে রইতে পারবে না গো হইয়া যাবে উদাসিনী।।
আসিও না নিকটে পড়িবে সঙ্কটে
আমার মতো কলঙ্কিনী নাই গো এ জগতে
শ্রীরাধারমণ বলে চিত্তে জ্বলে আগুনি।।

গো আ ২০৩ (৪৯), হা (২০) অসম্পূর্ণ।

পাঠান্তর ঃ আসিও না আগুনি > সখী আসিও না নিকটে, আমার মতো কলঙ্কিনী নাই গো জগতে /প্রাণ সপিয়াছি রাধা পদে মুশিদ বিনে না জানি .... (অপূর্ণ)

।। ২৩৩।।

তোরা কে দেখিবে আয় এসেছে নূতন মাতাল সোনার নদীয়ায়
শুড়ির মদ খায় না মাতাল আপন মদ আপনি বানায়
মন ভাটিতে প্রেমপুড়ে তে নয়ন। জলে মদ চুয়ায়।
হরিনামের মদ পানে হরি বলে জগত মাতায়
সেই মাতালের সঙ্গ নিতে কে যাবিরে ত্বরায় আয়
রূপ সনাতন নিতাই অদ্বৈত এরা সবে সঙ্গে যায়

নিজে খাইয়া অন্যে যাচে যে কাঙ্গালে সামনে পায়।
নামের মদে মাতাল হয়ে জমিনে পড়িয়া লুটায়
রমণ বলে তাদের মেগে ঠাই নিলাম হায়রে হায়।

গো আ (৭৩)

।। ২৩৪।।

তোরা দেখবে যদি আয় গৌরচান্দে নৌকা বাইয়া যায়।
শ্রীবাস আছে মুকুন্দ হরিদাস আর রামানন্দ
নৌকার কাড়ার ধরছে নিত্যানন্দ রায়।
এমন সুন্দর নৌকার তরী দেখবে যদি আয়
নৌকার তরীখানি পথ না হিলায়।
কিবা পুরুষ কিবা নারী দেইখা নৌকার সুন্দর তরী
হরিবল হরিবল বইলা নৌকা বাইয়া যায়।
ভাইবা রাধারমণ বলে শুন গো তোরা সকলে
রাধার নামে বাদাম নিয়া নৌকা বাইয়া যায়।।

নৃ/১১

।। ২৩৫।।

তোরা দেখে যা গো নাগরী গৌর প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে
রসের মুরতি গৌর নইদায় আসিয়াছে।। ধু।।
নাগরী গো - মুখে বলে রা- রা-রা-
দুই নয়নে বহে ধারা গো—
এগো সুরধনীর ধারা যেনো ধারায় ধারায়
ভাইসাছে।
নাগরী গো — যেদিকে গৌর হেলিয়া পড়ে
সেই দিকে নিতাইরে ধরে গো —
এগো — ভাইবে রাধারমণ বলে আর কি গোরার বাকী আছে।

গো আ ৫৩ (৬১)

।। ২৩৬।।

তোরা বল গো সকলে গৌরচান পাব কই গেলে
ওগো এক দিবসে গিয়াছিলাম সুরধনীর কিনারে
এগো বিজুলী চটকের মত গৌরচান দেখা দিয়া লুকাইলে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো সকলে
ওগো পাইতাম যদি গৌরচান আমি কইতাম কথা নিরলে।।

রা/১৬১

।। ২৩৭।।

ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা দেখা।
কি হেরিলাম গৌর বাঁকা
গিয়াছিলাম সুরধুনী পাইয়া গৌরের দেখা।
সে যে প্রেম করিল কেউ না ছিল
সে ছিল আর আমি একা।।
চূড়ার উপরে চূড়া তার উপরে ময়ূর পাখা
সে যে বাঁশির সুরে উন্মাদিনী কোন রমণীর মনোহরা
ভাইবে রাধারমণ বলে গিয়াছিলাম জলের ঘাটে
ও তার হাতে বাঁশি সাথে চূড়া দেখলে নয়ন যায় না রাখা।।

কিরণ/৩

।। ২৩৮।।

দয়াল গৌর হে পাব তোমায় আর কত দিন বাকী
একদিন তো দিলায় না দেখা জীবনভরা ডাকাডাকি।। ধু।।
জন্ম দিলে ভূমণ্ডলে উত্তম মনুষ্য কুলে
গৌর বলে ডাকলে না মন পাখী
আমারে পাঠাইয়া ভবে কোথায় দিয়াছ লুকি।
জন্ম দিলে মার উদরে আমারে বলিয়া গেলে
তোমায় ভুলে আর কত দিন থাকি
তোমার ভাবে তুমি থাকো আমার ভাবে আমি থাকি।
ভাইবে রাধারমণ বলে বদ্ধ হইছি মায়ার জালে

গৌর বলে ডাকলে না মন পাখী
আমার মনে ঐ বাসনা চরণ সেবায় সদা থাকি।

গো আ ৫৫ (৬২) তুল ; রা/১২৪

।। ২৩৯।।

ধন্য নদীয়ায় উদয় হইল গৌর নিতাই ।। ধু।।
এমন মধুমাখা নামের ধ্বনি আর কর্ণে শুনি নাই।। চি
গঙ্গা আদি তীর্থস্থান ধ্যান যজ্ঞ তপধ্যান হে।
দেবাদির বাঞ্ছিত হরিরে নাম সংকীর্তনে পাই।। ১।।
হরি নামের কি মাহাত্ম্য শুনে পতিতাপাষণ্ডী মুক্ত হে
দেখ হরি হরি বৈলে কান্দে জগাই আর মাধাই।। ২।।
গৌর লীলা ভোজের বাজি কাজির বেটা হইল বাবাজি
শ্রীরাধারমণকে বুঝি নিতাইর মনে নাই।। ৩।।

রা/২৭

।। ২৪০।।

ধন্য শ্রীচৈতন্য উদয় নদীয়ায়।। ধু।।
হরি নামামৃত আনিয়াছে রে অরে মাধাই
পাষাণ হৃদয় গলিয়ে যায়।। চি।।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি হরিনামের লুট বিলায়
যে শুনিয়ে নাম লয়রে আরে মাধাই হাসে কান্দে নাচে গায়।। ১।
কাইল মারিয়াছে কান্দার বাড়ি তবু নামে বিরাম নাই।
আর মাইর না গৌর নিতাইয়ে আরে অ মাধাই
দুভাই ধরি দু ভায়ের পায়।। ২।।
পতিত অধম আমি অতি পাপের তো আর সীমা নাই
শ্রীরাধারমণ বলে রে আরে মাধাই যা করে গৌর নিতাই।। ৩।।

রা/২৭

।। ২৪১।।

নইদের চান দয়াল গউর হে তোমায় পাবার আর কতদিন বাকি ।। ধু।।
একদিন তো না দিলায় দেখা জন্মাবধি তোমায় ডাকি ।। চি ।।
যখন ছিলাম মার উদরে কতই না বলছিলায় তোমারে

ভবে আইসে হবে দেখাদেখি।
আমারে পাঠাইয়া ভবে তুমি কোথায় ছিলায় লুকি ।। ১।।
জন্ম নিয়ে ভূমণ্ডলে মুনিষ্য উত্তম কুলে
গৌর বলে মন কাঁদে না মনপাখি
তুমি থাকো তোমার ভাবে আমার ভাবে আমি থাকি।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
তোমায় ভুলে আর কতকাল থাকি
আমার মনে এই বাসনা যুগল চরণ সেবায় থাকি।। ৩।।

রা/১২৪, তুল গো আ (৩২),২৩৮

।। ২৪২।।

নদীয়ায় আর থাকবে না সখী কুলমান ধু।।
কুল মজাইতে আইল গৌর চান ।। চি।
দেখছি হনে লাগছে মনে গো সখী
আর বাচে না আমার প্রাণ।। ১।।
সখী গো কি বলব তার রূপের আভা
মুনি জনের মনোলোভা।
যে দেখিয়াছে আড় নয়নে গো
রাখিতে না পারে প্রাণ।। ২।।
সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
অযাচনে কুল দিয়াছে গো
সখী ছাড়ো মনের অভিমান ।। ৩।।

রা/১৪৭

।। ২৪৩।।

নদীয়ায় এলো রে আজ নিমাই কিশোর
সঙ্গেতে নিতাই তার প্রাণ দোসর ।। ধু।।
নাম বিলাইয়া সে যে ফিরে ঘরে ঘর
যে বুঝে নামের মর্ম সে হয় অমর।
হরি হরি বলে নাচে ঘরে ঘরে প্রেম যাচে
প্রেমিক হয়ে যে সে বাঁচে ঘুচে যায় কুচিন্তা ঘোর

শ্রীনিবাস অদ্বৈত সাথী তাদের তনু ধুলায় ধূসর
বাউল রাধারমণ বলে ত্বরা করে সঙ্গ ধর ।।

গো আ ৬৪ (৭৪)

।। ২৪৪ ।।

নবদ্বীপের মাঝে গো গৌরচাঁদে নৌকা সাজাইছে।
ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরে গৌরায় নৌকা সাজাইছে।।
গৌরার হাতে লোটা মাথায় জটা নামাবলী গায়।
গৌরার কপালে চন্দনের ফোঁটা তিলক নাসায়।।
আগে দাঁড়ি পিছে দাঁড়ি মধ্যে গৌররায়।
জয়রাধার বাদাম দিয়া তরী উজান বাইয়া যায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
গৌরায় হরি হরি বলিয়া নদীয়া বেড়ায়।।

নৃ/৩

।। ২৪৫ ।।

নবদ্বীপের মাঝে গো সুনার একজন মানুষ আসিয়াছে ।। ধু।।
এগো হরিবল হরিবল বইলে গৌরচান্দ আনন্দে ভাসিয়াছে।। চি।।
কেউ বলে যশোদার পুত্র বুঝি নীলমণি
কেউ বলে শচীর দুলাল গউরচান গুণমণি।
নয়নেরি দুটি চন্দ্র ঝিলমিল ঝিলমিল করে
কুটি চন্দ্র বিরাজিত গউরার উজ্জ্বল কমলে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন শচীরানী গো
জীব নিস্তারিতে গউরচান হইয়াছে সন্ন্যাসী গো।।

রা/৯৯

।। ২৪৬

নবরসের গউর গো হেরি কি হইল গো প্রাণসখী
কাচাসোনা হলুদ মাখা কি আচানক যায় গো দেখা
ঘাটে কেহ ছিল না আমি একা, মনে লয় রূপ ধরিয়ে রাখি।।
কি ক্ষেণে জল ভরতে গো গেলাম রূপ দেখিয়ে ভুলিয়ে রইলাম

জাতকুলমান সব হারাইলাম দেহমাত্র রইল বাকি।
ভাইবে রাধারমণ গো বলে আশার আশে
আমার কয়দিন আছে গো বাকি ।।

রা/১২৮

।। ২৪৭ ।।

নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য মাধুরী ।। ধু ।।
নামেতে বিরাম দিও না মন বেপারী (চি)
অপার সংসার জলধি পার হইতে বাঞ্ছা যদি
নাম মন্ত্র নিরবধি বল রে বদন ভরি।
অকূল সমুদ্রের জল নামের তরী না হয় তল
হরিনাম পথের সম্বল গাইয়ে চল নামের সারি।
শ্রীগুরু কান্ডারী করে দশ জনাকে দিয়ে দাঁড়ে,
ছয়জনা করিয়ে গুনারী।
সুবাতাসে শ্রদ্ধাপালে আসক্তি হৃদয় মাস্তুলে
পাঁচ রশি বন্ধন করে নিত্যানন্দে চালায় তরী।
নিঃশ্বাসকে রেখে চৌকিদার, জ্ঞানকে দেহ জল সিচিবার
চিত্তকে দেও রসের ভাণ্ডার, প্রেম লজ্জারে লাগায় নিষ্ঠা ডুরি।
প্রভু রঘু কহেন রাধারমণ নাম-বিগ্রহ স্বরূপে মিলন
কর কৃষ্ণনামের রস আস্বাদন, মিলবে রে অটলবিহারী।

য/৬৬

।। ২৪৮ ।।

নামামৃত রে মন পান কর সদায়।। ধু।।
ভবরোগের মহৌষধি আনিয়াছে গউর নিমাই।। চি।।
হরির নামের আকাশে, জীবের পাপতাপ নাশে
শমন ভুবন গমন মুক্ত হইয়ে যায়।
শ্রবণ কীর্তন জলে ভক্তি লতা বাড়ে তায়।
নাম ভক্তি লতার মূল, কার অনর্থ নির্মূল
কৃষ্ণপদ কল্পবৃক্ষে বৃন্দাবনে যায়
সাধুসঙ্গে অনুপানে প্রেমের কলি ফুটে তায়।

নামে পঞ্চরসের ফুল, ফুলের নাহি টলাটল।
লতা অবলম্বী মালি আস্বাদন পায়।
শ্রীরাধারমণে ভনে নাম বিনে আর গতি নাই।।

য/৬৭

।। ২৪৯।।

নিতাই উদয় নদীয়ায় ।। ধু।।
কাচাসুনা গৌরবরণ রাইভাবে কানাই বলাই।।
শচীর সুত নন্দের নন্দন যেই নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবন
যুগল কুণ্ডল গিরি গোবর্ধন জাহ্নবী যমুনার ঠাই।।
সুরধনীর দুইধারে নবদ্বীপ আর শান্তিপুরে
ভজগি অদ্বৈতের ঘরে ভাইবে রাধারমণ গায়।।

রা/১৪৩

২৫০।।

নিমাই রে ওরে নিমাই এমন কেন হইলে রে নিমাই
এমন কেন হইলে।
বানাইয়া শুনারি ঘর আন্ধার কইরে গেলে রে নিমাই
এমন কেন হইলে।।
নিমের তলে থাকরে নিমাই, নিমের মালা গলে
মা বলিয়া কে ডাকিব বিয়ানে বিয়ালে রে।
হইয়া যদি মরতায় রে নিমাই, না পাইতাম কোলে
দুইচার দিন কান্দা মায়ে পাশরিতাম মনে রে।।
ভাগ বুদ্ধি বড় রে নিমাই, পণ্ডিত হইলায় বড়
সংসার বুঝাইতায় পার মা ও কেন ছাড় রে নিমাই
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন রে কালিয়া
নিমাই যে সন্ন্যাসী হইল নিমাইর মারে লইয়া।।

য/১৫৭

২৫১

নেচে নেচে আওহে শচীর দুলাল গৌর কিশোরা।
তুমি আসলে আনন্দ হবে নিরানন্দ রবে না

কটিতে কিঙ্কিণি সাজে চরণে নূপুর বাজে
অঙ্গে শোভে পীত ধড়া।
গৌরার গলে শোভে বনমালা মস্তকে মোহনচূড়া।।
পূর্বে ছিল ননীচোরা ব্রজগোপীর মনোহরা দুই নয়ন বাঁকা
গৌরার শ্যামল অঙ্গে মাখামাখি মন হইয়াছে মাতোয়ারা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে সবে বুঝি পাইতে পারে
আমার কপাল পোড়া
তুমি ভাবের গৌর কল্পতরু কইরো না চরণ ছাড়া।।

সীতু / ৪

।। ২৫২।।

পতিতপাবনে চৈতন্য নিতাই।। ধু।।
পাপীতাপী নিস্তারিতে অবতীর্ণ দুটি ভাই।। চি।।
তিন যুগের পতিত মোরা এমন পাপী ভবে নাই।
পতিতপাবন নামের সাথী দেখাবে জগাই মাধাই।। ১।।
রাজপদ ইন্দ্রপদ ব্রহ্মাপদের বাঞ্ছা নাই।।
নিজদাস করিয়ে রেখো কাছে তোদের কাছে ভিক্ষা চাই।। ২।।
পরশে পবিত্র কর কর্ণে দেহ নাম শুনাই
শ্রীরাধারমণ ভনে অন্তিমকালে চরণ চাই।। ৩।।

রা/২৯

।। ২৫৩।।

পূর্ণিমা ফাল্গুনো মাসে জন্মিলা গৌরাঙ্গ
জন্মিলা গৌরাঙ্গ আমার জন্মিলা গৌরাঙ্গ।।
শচীর গর্ভে জন্ম নিলেন গৌর গুণমণি
কি শোভা কি নয়ন বাঁকা কতই ভঙ্গী করে গো।।
দশমাস দশদিন পরে গৌরাঙ্গ ভূমিতে পড়িল
নারীগণে সবে মিলি নাড়ি ছেদ করিল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
নন্দরাণনীর আশা পূর্ণ কর গৌরহরি আসিয়া।।

আছ/৪

।। ২৫৪ ।।

প্রাণ কি করে গো সই মন চলে না গৃহে।
যাইতে পারি না আর কুল রাখিতে
আমি যে অবধি গৌর হেরেছি
আমি সেই প্যাঁচে ঠেকেছি বন্ধন ভারী
সই গো ও প্যাঁচ লাগল আমার গলেতে ।।
চল চল সবে মিলে যাই গৌর প্রেমের সাগরে
যাই গো কুল ভেওরা ভাসাইয়া আমরা
কলঙ্কের হার গলায় দিব গো সখী
ছাই দিবো ঐ কুলেতে ।।
কুল কলঙ্ক পসার সাজাব
যে দেশে গৌরাঙ্গা গেছে সেই দেশে যাব।।
ভাইবে রাধারমণ বলে সই যাই
যাইগো আমরা ফুল বেচিব নগরে।।

করুণা/১৮

।। ২৫৫ ।।

প্রেম সিন্ধু উথলিল অদ্বৈত হুঙ্কারে
গৌরাঙ্গা দেশে আসিল।। ধু।।
সঙ্গো নিত্যানন্দ প্রেমবন্যায় জগৎ ভাসিল।। চি।।
ভক্তি মেঘ রামানন্দ স্বরূপ জগদানন্দ
হরিদাসের মহানন্দ জলধারা বহিল
স্থাবর জঙ্গাম হইতে পতঙ্গা সব ভাসিয়ে গেল।। ১।।
হরিনামামৃত জলে আঙিনায় তরঙ্গা খেলে
গৌরাচান্দের এমনি নিলে প্রেমজলে জগৎ ডুবিল
পতিত পাষণ্ডী অধম পাষণ্ডী কেহ বাকি না রহিল।। ২।
জলে করল সর্বনাশ গেল ধনমানের আশ
কঠিন হইল গৃহে বাস জলে উদাসী করিল
শ্রীরাধারমণকে এবার জলে না ছুইল।। ৩।।

রা/১৭

।। ২৫৬।।

বহু অপরাধী জাইনে গৌর আমায় ফিরে চাইলো না
ভজবো বইলে যুগল চরণ মনেতে ছিলো বাসনা।। ধু।।
অনেক পুণ্যের ফলে মনুষ্য উত্তম কুলে
জন্ম দিয়ে কৈলে করুণা; দিলে মায়াডুরি গলে পৈরে
সে ডুরি কেটে দিলে না।
দশ ইন্দ্রিয় রিপু ছয় কাহার বাধ্য কেউ নয়
কারো কথা কেউ শুনে না, অনিত্য সংসারে আশা
আমার পিপাসা দূরে গেল না
ব্রজে ছিলে রাধারমণ নইদে আইলে শচীর নন্দন
কলির জীব তরাইতে কৈরে করুণা।।

গো আ ১৯ (১৭)

।। ২৫৭।।

বাছা নিমাই চান্দরে, হায়রে আমার প্রাণের বাছা নিমাই চান্দ রে।
তোমরানি দেইখাছ আমার নিমাইচান রে নগরবাসীরে।।
কাল কথাটি কাল হইল, কাল নিদ্রায় প্রবেশিল রে।
কাল নিদ্রা চৌখে দিয়া আমার নিমাইচান সন্ন্যাসে গেলা।।
ঘঁরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, কে রাখিব প্রবোধ দিয়া রে।
শচীরানী মা জননী কেমন করে রব গৃহে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে রাইখ নিমাই চরণ তলে।
অন্তিম কালে জিহ্বায় যেন, নিমাই নিমাই বইলে ডাকে রে।।

য/৭৩

।। ২৫৮।।

বিনতি করি কাতরে গউরচান গুণমণি
একবার আইস আমারে জানিয়া দুখিনী।।
তোমার যুগলচরণ হৃদয় রাইকে জুড়ায় থাকে প্রাণী
গউর তুমি জগতের হরি
তুমি মা তরাইলে ভব কেমনে তরি
কাঙাল জাইনে দয়া কর সাধন ভজন না জানি।।

গউর তুমি দয়াময় পাব কিনা পাব চরণ
রাধারমণ বলে অগতির গতি তুমি
শুইনাছি নামের ধ্বনি।।

তী/১

।। ২৫৯।।

ভক্তি সিন্ধু নীরে এবার গৌর বলে সাঁতার দিয়াছি।। ধু।।
এখন আমি কূল পাইলে যে বাচি ।। চি।।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হলে, আগম নিগম বেদ পুরাণে
মুনি ঋষি মহাজনের তত্ত্বগ্রন্থে তারে জানিয়াছি।
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
ভক্তি বিনে নাই রে মূল্য গৌর লীলাতে তায় জানিয়াছি।
চৌষষ্ট্যাঙ্গা ভক্তি রসে যাতে কৃষ্ণ কর ধ্যান
শ্রীগুরুর দেশে ভক্তি রসের বীজ বুনিয়াছি।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ভক্তির মূল স্কন্ধ
অদ্বৈত আদি ভক্ত বৃন্দের আসার আশে বইয়ে আছি।
কৃষ্ণ ভক্তি সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গার জল
তাহা ডুবে মরণ ভাল, এবার মনে সাধ করিয়াছি।
প্রভু রঘুনাথ রসের গুরু মনবাঞ্ছার কল্পতরু
রাধারমণ বলে দয়াল গুরুর চরণ কমল সার করিয়াছি।।

য/৭৫

।। ২৬০।।

ভজ ও মন প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
অবধূত নিত্যানন্দ রায়।।
ভজ অদ্বৈত শ্রীবাস প্রিয় গদাধর দাস
শ্রীনিবাস রামানন্দ রায়।
অনর্পিত প্রেমবারি সিঞ্চিল জগৎ ভরি
রাধাপ্রেমে অবনী ভাসায়।।
শ্রীনন্দনন্দনহরি নবদ্বীপে অবতার
প্রেম নাহি মাগে অবলায়।

অতি হীন অকিঞ্চনে ভজন বিহীন জনে
শ্রীরাধারমণ গায়।।

য/৭৬

।। ২৬১।।

ভজ ওরে মন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য
নিত্যানন্দ রায়
অদ্বৈত শ্রীবাস গদাধর দাস
শ্রীনিবাস রসময়।।
মহাপ্রভু মনে যেই রাত্রদিনে
সাজাতে প্রেম বাদল
অনর্পিত ধন করে বিতরণ
জীবে বলয়ে গরল ।।
মানুষ রতন হয় যেই জন
কৃষ্ণ প্রেমে ভেসে যায়
ছাড়ি কর্মজ্ঞান করে গুরুধ্যান
মন বলি রে তোমায়।
আত্মসুখ ছাড়ি বল হরি হরি
শ্রীরাধারমণে গায়।।

য/৭৭

।। ২৬২।।

ভব সিন্ধু পার হবে যদি মন আয়
মোহনীরে নামের তরী কান্ডারী অদ্বৈত নিতাই।। ধু।।
নাইরে শ্রীগৌরাঙ্গা প্রেমতরঙ্গো ভাবের বৈঠে যায়।। চি।
শ্রীরূপ কান্ডারীর কাটা, রঘুনাথ আশ্র কাটার ডেটা
মহন্তাদি ডেটায় পাড়া কান্ডারীর হিলায়।
হরিদাস তার আছেন পালে, ধন্য রামানন্দ রায়
মুকুন্দকে দিয়ে কপাট, তরী বান্ধা সুরধনীর ঘাট
ষোল কোঠায় প্রেমের লাট, রসের হাট বসিয়াছে তায়।
তরী পলকে ব্রহ্মান্ড ভেদি গোলক্ ধামে যায়।

হিংসা নিন্দা খুটিনাটি, কৈতবাদি ময়লা মাটি
সাধু সঙ্গো হইয়ে খাটি বলরে তরায়।
রাধারমণ ভনে ভবসিন্ধু পারের সময় গইয়া যায়।

য/৭৮

২৬৩।।

ভাসিলরে নইদের বাসী আনন্দ সাগরে।। ধু।।
উদয় হইল গৌরচান সুরধনীর তীরে।। চি।।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরে হরে
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে
হরি নামের মধুর ধ্বনি ধন্য নদীয়াপুরে
সংকীর্তনের যজ্ঞারম্ভ শ্রীবাস মন্দিরে।।
আবালবৃদ্ধা যুবতনারী ভাসে প্রেমনীরে
কেউতো বাকি রইল নারে রাধারমণ কয় কাতরে।।

রা/১২১, রা /৪২,য/১৬২

পাঠান্তর ঃ রা/৪২ ঃ সাগরে > বাজারে; হরেকৃষ্ণ.......রাম রাম হরে হরে > কেহ বলে হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। কেহ বলে হরে রাম রাম রাম হরে হরে; যুবতনারী > পুরুষনারী; কেউ > কেহ, রাধারমণ কয় > কয় রাধারমণ।
য/১৬২ ঃ সাগরে > সায়রে, হরেকৃষ্ণ..... হরে হরে > কেহ বলে হরে রাম রাম রাম হরে হরে, যুবতনারী > যুবক নারী ; কয় > কইল।।

।। ২৬৪ ।।

মন চল চৈতন্য দেশে, জন্ম মরণের ভয় নাই সেই দেশে।। ধু।।
সদা নিত্যানন্দ নিত্যরসে।। চি।।
সে দেশের বসতি যারা, হিংসা নিন্দা কৈতব ছাড়া।
চেতন থাকতে যারা সদা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে ভাসে।
অনিত্য সংসারে আশা, স্ত্রী পুত্র ধনের ভরসা।
নদীর কূলে ঐ দেখ বাসা, আর কয় দিন রবে এ নিবাসে।
রাধারমণের ভাঙ্গাতরী, শ্রীগুরু হয় কান্ডারী।
বেলা থাকিতে ধর পাড়ি, বার বেলায় ঠেকিবে শেষে।।

য/৮১

।। ২৬৫।।

মাধাই গউর কোথা পাব রে গৌর হেরে প্রাণ জুড়াব।। ধু।।
মাধাই ত্রিতাপে তাপিত অঙ্গ রে প্রাণে আর কত সইব রে।। ১।।
কোন পথে গেলে গউর পদ আমি সে পথেতে যাব।। ২।।
রাধারমণ কহে গৌরার সঙ্গে যাব তার দর্শনে শীতল হব।।৩।।

রা/৩৩

।। ২৬৬।।

মাধাই নিতাই কথা রইলরে যে আনিল প্রেমরত্নধন।। ধু।।
নিতাই সঙ্কীর্তনের শিরোমণি গৌরাঙ্গের প্রাণরে।। ১।।
নিতাই মাইর খাইয়ে প্রেমনাম যাচে মাধাই নিতাই
পতিত পাবন।। ২।।
প্রেমে অবনী ভাসাইল নিতাই, নিতাই বঞ্চিত রাধারমণ ।। ৩।।

রা/৩২

।। ২৬৭

যারে দেখলে জুড়ায় দুই আংখি, তাপিত অঙ্গ প্রাণপাখী,
শত আংখি দিল না রে বিধি কেন দিল দুই আংখি ।। প্রাণ।।
গৌরচান্দ পূর্ণিমার চান্দ সে চান্দের তুলনা কি ?
ও তার সর্ব অঙ্গে কোটী চন্দ্র দর্শনে জুড়ায় দুই আংখি
গৌর পাব প্রাণ জুড়াব কুল মানের ভয় আর কি?
বলুক বলুক লোকে মন্দ তাদের মন্দয় হবে কি?
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গৌর পাইলে হই সুখী,
এবার না পাইলে গৌরচান্দ আর পাইবার ভরসা কি ?

আহো/২৩, হা/৪৪

।। ২৬৮।।

রসময় করে প্রেমসিন্ধু মথন
সজল উজ্জ্বল রসের মিলন
মদনমোহন হলেন গৌরাঙ্গ।। ধু।।
রূপেতে স্বরূপ মিশাইয়ে

দুই অঙ্গে হইয়ে ত্রিভঙ্গ।। চি।।
অষ্টবিংশ চতুবর্গে
রাধার প্রেম অনুরাগে
জীবের ভাগ্যে ব্রজলীলা সাঙ্গা
রাইরূপে শ্যামঅঙ্গা
চাই যে সদা রাধা প্রেম প্রসঙ্গা।। ১।।
রাধা প্রেমে মাতোয়ারা
দুই নয়নে জল ধারা
ভবের নাটরা করে কত রঙ্গা।
হরি হরি রাধা বৈলে ধুলায় লুটে সোনার অঙ্গা।। ২।।
ভক্তগণ সনে মহাপ্রভু রাত্র দিনে
রাধা প্রেমরসের তরঙ্গে
শ্রীরাধারমণের আশ
পাইতে গোরাচান্দের সঙ্গা।। ৩।।

রা/২৩

।। ২৬৯।।

রাইরূপে শ্যাম অঙ্গা ঢাকা
কি হেরিলাম গৌর বাঁকা।
এক দিবসে জলের ঘাটে কুখনে গো হইল দেখা
সেই ঘাটে আর কেউ ছিল না সে একা আর আমি একা।
নব রসের রাসবেহারী নব রসে যায় গো দেখা
দেখতে ছিন্ন বাহিরে চিহ্ন চিহ্ন দুই নয়ন বাঁকা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে গো তোরা সকলে
বিনয় করি ও নাগরী বন্ধু আইনে একবার দেখা।।

শ্রীশ/৭

।। ২৭০।।

রাধাপ্রেমের ঢেউ উইঠাছে গো ডুবু রসের নদীয়ার।
নিয়ে রাধারমণ রাধার মন, রাধার ঋণ শোধিতে ভেসে বেড়ায়।।
সঙ্গিনী স্বগণের খেলা ব্রজপুরে ব্রজের খেলা

করিয়ে কীর্তনের মেলা কেউ হাসে কেউ গায়
জয় রাধা শ্রী রাধা বলে গৌরা হাসে কান্দে ধুলায় লুটায়।।
কখন বলে যাও সখাগণ কইরে মধুর নিকুঞ্জবন
কই সে আমার সঙ্গিনীগণ প্রাণাধিকা রাই।
অমনি ভাবে বুঝিয়ে নিত্যানন্দ শিঙায় রব তুলিয়ে
বমবম বাজায়।
ভাবিনী ভাবে বিরাম নাই কখন বনে গোষ্ঠেতে যাই
কইরে আমার ধবলী গাই কইরে ভাই বলাই।
ওহে রমণ বলে প্রাণ গৌরাঙ্গা এমনি নিত্যানন্দ
বামে দাঁড়ায় ।।

য/৯৫

।। ২৭১।।

রাধা প্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে।। ধু।।
নদীয়াপুরী ডুবু ডুবু শান্তিপুরে ভাসিয়াছে। চি।
গৌরাঙ্গা প্রেমসিন্ধু মাঝে ভাবের বন্যা লাগিয়াছে।
শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ গৌর প্রেমে মাতিয়াছে।।
শ্রীগৌরাঙ্গা প্রেম সলিলে রূপ সনাতন ডুবেছে।
তীরে বৈসে হরিদাস প্রেমের লহর গনতেছে।।
শ্রীরাধারমণে বলে যে জন প্রেমে মইজেছে।
জন্মমৃত্যু কৈরে বারণ ব্রজধামে চইলেছে।।

য/৯৬

।। ২৭২।।

রাধার প্রেম পাথরে সাঁতার দিয়ে কালাচান্দ হইলেন গৌরাঙ্গা
রাধার ভাবকান্তি অভিলাষে দুই অঙ্গা হইয়ে এক অঙ্গা।।
রাই প্রেমেতে হইয়ে ঋণী কালাচান নবীন সন্ন্যাসী
ত্যেজে চূড়া দড়া বাঁশি ধরিলেন কৌপীন করঙ্গা।।
রাই প্রেমে হইয়ে উদাসী প্রেমরসে ভাসায় অবনী
কলির জীবের ভাগ্যে হইয়ে উদয় ব্রজলীলা কৈল সাঙ্গা।।
প্রেমময়ী রাধার আশ্রয় রসের রাজা শ্যামরসময়

প্রভু রঘুনাথ প্রেমের ধনের ধনী
গোসাই রাধারমণের নাই প্রসঙ্গা।।

তীর্থ /৩৪, গো আ (২৮)

পাঠান্তর গো আ /রাই প্রেমেতে..... প্রসঙ্গা > প্রেমময়ীর প্রেমের আশ্রয় রসিক নাগর শ্যামরসময়। কলির জীবের ভাগ্যে হলেন উদয়/ব্রজলীলা করে সাঙ্গা রাধা প্রেমে হবে উদাসী/কালাচান নবীন সন্ন্যাসী ত্যাজ্য করে চূড়াবাঁশি ধরেছেন কৌপীন করঙ্ক। যেজন সুজন হয় সাধুসঙ্গা লয় সঙ্গা গুণে পুণ্য সঞ্চয় কর রে মন সাধুসঙ্গা/প্রেম বাজারে বিকিকিনি হাটের রাজা রাধারানী রঘুনাথ প্রেমধনে ধনী রাধারমণের নাই প্রেম প্রসঙ্গা।।

।। ২৭৩।।

শুধু গৌরার প্রেমে মজে গো কুল কলঙ্কের ভয় রাখি না;
গৌরার প্রেমের এত জ্বালা গৃহে যাইতে মন চলে না ।। ধু।।
কলঙ্ক অলঙ্কার কইলাম মনের কথা বলব গো না,
শ্যাম কলঙ্কিনী নামটি আমার জগতে রহিল ঘোষণা।।
পিপাসী চাতকীর মত পিপাসায় প্রাণ বাঁচে না,
কি করিলে কি হইবে কি ,করি উপায় বল না,
ভবিয়া রাধারমণ বলে গুরু ভজন হইল না,
কামরসে মন মগ্ন সদায় প্রেমরসে মন মজল না।

আহো/৩৭ (২০) হা (১০) গো (২০০৫)

পাঠান্তর গো আ ঃ কি করি উপায় বল না > কি হইবে সন্ধানেতে পাই না।

।। ২৭৪।।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গৌরহরি।। ধু।।
কাচাসোনা গোরচনা রে আরে অ গৌর
রাধা রূপমাধুরী।। চি।।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ তিমিরান্ধ দূর করি
নবদ্বীপে উদয় হইল রে আরে , অ গৌরা
নিতাই চান্দ সঙ্গে করি।। ১।।
জীব তরাইতে অবনীতে বৃন্দাবন বিহারী

হরি হইয়ে বলছে হরি রে, আরে অ গৌরা
দুই নয়নে বহে বারি।। ২।।
অধমতারণ পতিতপাবন অকূলের কান্ডারী
শ্রীরাধারমণে মাগে রে আরে অ গৌরার
চরণ মাধুরী।। ৩।।

রা/২৫

২৭৫।।

শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ নদীয়ায় উদয়
পরম দয়ালু সবল হৃদয়।।
পূর্ব অনুরাগে ভাবের উদয়
রাধা প্রেমধারা দুনয়নে বয়।।
হরি হরি বলে ধরণী লুটায়
আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়।।
প্রেমের মহিমা সীমা নাহি হয়
দন্ড কমন্ডুলু কৌপীন পৈরয়।।
নাহি নামে রুচি গুরু পদাশ্রয়
শ্রীরাধারমণ বড় দুরাশয়।।

য/১২৩

।। ২৭৬।।

শ্রী গুরু গৌরাঙ্গ ব্রজেন্দ্র নন্দন
পাপীতাপী নিস্তারিতে অবনীতে নৈদে আগমন।
নিজ পুরাণের মর্ম কলি যুগ ধর্ম হরিনাম সংকীর্তন
আচরিয়া ভাবে বিলাইতে জীবে অনর্পিত প্রেমধন।
অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্য জীবের ভাগ্যে শ্রীশচীনন্দন
গৌরা প্রেমধনী দাতা শিরোমণি প্রেমরস নিগমন
ভক্তি জ্যোৎস্না বেশে পাপ তমঃ নাশে
পতিতপাষণ্ডীমোচন
ধন্য কলিযুগ ধন্য যার উদয় গুরু পতিতপাবন
হইয়ে সদয় দেও পদাশ্রয় না জানি সাধন ভজন

তুমি দয়াময় আমি দুরাশয় কর কৃপা বিতরণ
শ্রীরাধারমণে কাঙ্গাল জানিয়ে দেহ শ্রীচরণ।।

য/১২৪

।। ২৭৭।।

শ্রী গৌরাঙ্গের আগমনে কলির ধন্য হইল
এবার বড় সুদিন আইল।।
সত্য সতত শাশ্বত উনকা রাগের জন্মতত্ত্ব
নাম মাহাত্ম্যে জগত ভাসিলো
গোরায় হরি নামের সংকীর্তনে যজ্ঞ আরম্ভিল।
গোসাই রাধারমণ প্রেমের খনি
জগতকে করিয়াছে ধনী উত্তম অধম ধনী মানী
বাকী না রাখিলো গৌরায় হরি নামের সংকীর্তনে
যজ্ঞ আরম্ভিল।।

গো আ ৫৮ (৬৮)

।। ২৭৮।।

শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ পতিতপাবন
চৌষট্টি মহন্ত সঙ্গে পারিষদগণ
ধন্য কলিযুগ ধর্ম নাম সংকীর্তন
ধন্য নইদে শান্তিপুরে প্রেম নিকেতন
ধন্য সুরধুনী ধন্য গৌরভক্তগণ
এই শুদ্ধ ভক্তি কহে শ্রীরাধারমণ।।

য/১২৬

।। ২৭৯।।

শ্রীরাধার প্রেম সলিলে না ডুবিলে কালাচান্দ
কি সহজে মিলে ।।ধু।।
দেবের দুল্লর্ভ মায়ার লীলা ভূমণ্ডলে
নিত্যধামে ছিল গোপন প্রেমময়ীর প্রেমরত্নাধন।
করতে প্রেম রসের আস্বাদন।

রসিক রতন প্রেম সিন্ধুকূলোরাই রসেতে শ্যাম রসময়
সজল উজ্জ্বল রসের আশ্রয়।
ব্রজ-বাসীর ভাগ্যে উদয় প্রেমরসের কেলি হয় গোকুলে।
ব্রজলীলা কৈরে সাঙ্গা
সঙ্গো নিয়া সাঙ্গোপাঙ্গা রসরাজ হইলেন গৌরাঙ্গা
প্রভু রঘু রাধারমণ বলে।

বা, ৫, য/১৬৮

।। ২৮০ ।।

শ্রীরাধার রূপলাবণ্য হরি নব সুতারুণ্য
শ্রীকৃষ্ণের নয়ন তুলিল
মজিয়া পিরিতি রসে নবকৈশোর বয়সে
রাধাপ্রেমে দাসখত দিল।
প্রেমরস আস্বাদনে পিপাসা বাড়িয়া মনে
মনোবাঞ্ছা পূরণ না হইল।
ভাবকান্তি সুবিলাসে এই তিন অভিলাষে
দুই অঙ্গো একাঙ্গা হইল
সঙ্গো নিয়ে সঙ্গোপাঙ্গা রাম রায় নিত্যানন্দ
মহাদেব অদ্বৈত হইল।
হুংকার গর্জন ধ্বনি শুনিয়ে কাঁপে মেদিনী
ধন্য চৈতন্য আনিল।
স্বরূপাদি রঘুনাথ প্রভুর যে প্রিয় পাত্র
সঙ্গো করি নামিয়ে আনিল ।
অনর্পিত প্রেমধন অযাচনে বিতরণ
রাধারমণ বঞ্চিত হইল।

য/১২৭

।। ২৮১ ।।

সখী উপায় বল না গৌররূপের ঝলক দেখি প্রাণে ধৈর্য মানে না।। ধু।।
সখী গো - রূপের ঝলক দেখছি অবধি প্রাণে উচাটনা
ভব সমুদ্র সাতারিয়া —, কাছে যাইতে পাইলাম না।

সখীগো ভাবিয়া রাধারমণ বলে রূপের নাই রে তুলনা।
এই চক্ষু বদল না কইলে রূপের ঝলক সইবে না ।

গো আ (২০৯)

।। ২৮২।।

সজনী আমি কি হেরিলাম গৌরাঙ্গারূপ মনোহরা।
নিশি অন্তে ভোর যামিনী হেরিলাম গৌরচান্দ গুণমণি
নিদ্রা হইতে চমকিয়া উঠি পাইয়া গৌরচান্দ হইলাম হারা।
কি দেখলাম কি দেখলাম সখী গৌররূপের ঝিকিমিকি
কি দিয়ে গড়িয়াছে গৌরার বাঁকা দুটি নয়নতারা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে গৌর রূপে মন হরে।
নয়নে লাগিয়াছে যে রূপে সেরূপ কি আর যায় পাশরা।।

সুখ/৫

।। ২৮৩।।

সুধামৃত শ্রীহরি নাম কে নিবে আয়।। ধু।।
গউর নিতাই আইসে , প্রেমবশে, হরিনামের লোট বিলায়।। চি।।
মহাপ্রভু সঙ্গো স্বরূপ রামানন্দ রায়
আষাঢ় শ্রাবণের ধারা, ধারায় ধরা ভেসে যায়।
নামের সনে প্রেম আনিয়া জগৎ মাতায়
রাধা প্রেমের ঋণ শোধিতে বিনামূল্যে প্রেম বিলায়
যার ভাগ্য ফলে লোট তুইলে কত খায়
শ্রীরাধারমণ ভনে কেহ শুধা হাতে ঘরে যায়।

য/১৩০

২৮৪

সুরধনীর কিনারায় কি হেরিলাম নাগরী গো, সুন্দর গৌরাঙ্গ রায়।
সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক সুন্দর রামাবলী গায়।।
সুন্দর নয়নে চাহে যার পানে

দেহ হইতে প্রাণটি লইয়া যায়।।
যখন গৌরায় গান করে নৈদাবাসীর ঘরে ঘরে
গৌরা প্রেমবশে রাধার গুণ গায়।।
না জানি কোন্ রসে ভাসে একবার কান্দে একবার হাসে
পূর্ণশশী উদয় নদীয়ায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে একবার আইনে দেখাও তারে
আমি জন্মের মত বিকাই রাঙা পায়।।

রা/১৪১

।। ২৮৫।।

সুরধনীর ঘাটে গউর রায়, নাগরী গো,
গৌরায় নয়ন জলে বিন্দিল আমায়।।
কি বলব তার রূপের গো বাহার কোটি চন্দ্র জিনি আভা
দেইখে কুলনাম রাখা হইল দায়।
হাসে কান্দে নাচে গায় ধুলায় গড়াগড়ি বায়,
রাধা প্রেমে ধরণী লুটায়
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
গৌররূপ হেরে শ্রীরাধায়।।

রা/১২৭

২৮৬।

সুরধুনীর কাছে নিত্য কমল কলি ফুটিয়াছে।
গন্ধে মত্ত ভক্ত ভ্রমর মধুলোভে ধাইয়াছে।। ধু।।
গাছের গোড়া বৃন্দাবনে তপন তনয়া কাছে, সৈ।
প্রেম বাতাসে উৎলা পাইয়ে মৃণাল নৈদে আসিয়াছে।
সজল উজ্জ্বল রসে মনমথে গঠিয়াছে সৈ
মনোহর রাধার রূপ অঙ্গে মাখিয়াছে।
প্রভু রঘুনাথ কহেন, কমল মাঝে কাল মানিক ছাপিয়া আছে সৈ
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা, রাধারমণ বলিয়াছে।

য/১৩১

।। ২৮৭ ।।

সোনার মানুষ উদয় হইল গো নদীয়া পুরে
স্বয়ং মানুষ উদয় হইল শচীরানীর ঘরে।
রসময় রসিক নইলে কে বুঝিতে পারে
রসে মাখা গৌরচান্দ হালিয়া ঢলিয়া পড়ে।
ভাইবে রাধারমণ বলে পাইতাম যদি তারে
যত্ন করি রাইখা দিতাম হৃদয় মাঝারে।।

রা/১০০,য/১৭০

।। ২৮৮ ।।

স্নান করিয়ে গঙ্গাজলে আয় জগাই মাধাই।। ধু।।
পঞ্চমহাপাতকী তোরা রে ও জগাই নাম বিনে আর ঔষধ নাই।। চি
ভক্তবৃন্দের পদধুলিরে অ জগাই মাখ সর্বগায়
আলিঙ্গান দিলাম তোরে রে জগাই আর তোমার ভাবনা নাই।। ১ ।।
নিতাইর অঙ্গে রক্তপাত রে অ জগাই করিয়াছে মাধাই
নিতাই বিমুখ জনেরে অ মাধাই উদ্ধারিতে শক্তি নাই।।২।।
করুণাসাগর নিতাই রে অ জগাই সুখের সীমা নাই
যদি তরিবার তাকে মনেরে অ মাধাই ধর যাইয়ে নিতাইর পায়।। ৩
কাচাসুনা নিতাই আমারে রে অ মাধাই কালো দেখিতে পাই
যেন বিষ পানে নীলকণ্ঠ রে অ মাধাই শ্রীরাধারমণ গায়।। ৪ ।।

রা/৩০

২৮৯ ।।

হরি বলিয়াছে হরি বলিয়াছে
ব্রজ হইতে সোনার মানুষ নইদে আসিয়াছে।
গৌর আইলা নিতাই আইলা অদ্বৈত গোসাই
ওগো দুই নয়নে বহে ধারা গুণের সীমা নাই।
চারিধারে চারিপারে কুটুরী ভরিয়া ভরিয়া
ওগো হরি হরি হরি বলিয়া ধুলায় গড়াগড়ি বায়।
বাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
ওগো ভাসাইল সোনার দেশ প্রেমবন্যা দিয়া।।

নৃ /৮

।। ২৯০।।

হরি সংকীর্তন মাঝে নাচে গৌরাঙ্গা ।। ধু।।
নাচে নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি সঙ্গো সাঙ্গোপাঙ্গা।। চি।।
কী অমৃত হরিনাম গৌরাঙ্গা আনিয়াছে
শুনি নামের ধ্বনি সুরধনী উজান বহিয়াছে
গৌরাঙ্গা হাসে কান্দে নাচে গায় করে কত রঙ্গা।। ১।।
এমন সুন্দর গৌর কোথায় আছিল
হরি নামামৃত রসে অবনী ভাসাইল
যে শুনে সে লয় নাম তার বাড়ে প্রেমতরঙ্গা।।২।।
গৌরনিতাই দুইটি ভাই পতিত পাবন
আচারিয়া জীবকে বিলায় নাম সংকীর্তন
শ্রীরাধারমণে মাগে তার অনুষঙ্গা।। ৩।।

রা/১৮, রা/২৬, রা/১৭২

পাঠান্তর রা/২৬ ঃ আচারিয়া... অনুষঙ্গা > আপনি আচরি ভক্তি
জীবেরে শিখায়/গোসাই রাধারমণে মাগইন গৌরাঙ্গের সঙ্গা।

।। ২৯১।।

হরি সংকীর্তন রসে মত্ত গৌর নিতাই।। ধু।।
নাচে হরি বৈলে বাহু তুইলে নামে বিরাম নাই ।। চি।।
হরেকৃষ্ণ হরে রাম নাটে তুণ্ড অভিরাম হে।
শুনে হরিনামের ধ্বনি পাষাণ গলিয়ে যায়।। ১।।
কখন রারা রারা দুভাই ধরে দুভাইর গলে
রাধা বইলে ধরণী পড়ে গদাধরের গায়।। ২।।
পাপ তাপ হইল নাশ গৌরচন্দ্র শুভকাল হে
আমার লাগল গায়ে প্রেমের বাতাস রাধারমণ গায়।। ৩।।

রা/৩৫

।। ২৯২।।

হরি সংকীর্তনে নাচে গৌর নিতাই।। ধু।।
কি অমৃত নাম আনিয়াছে রে আরে অ মাধাই,
নামে যেন মিঠা পাই।। চি।।

হরেকৃষ্ণ হরেরাম আরে অ মাধাই
এমন সাধুর নাম আর শুনি নাই।। ১।।
ঘোর কলির জীব তরাইতে অবতীর্ণ দুটি ভাই
মাইর খাইয়ে প্রেম যাচে রে আরে অ মাধাই
এমন দয়াল ভবে নাই।। ২।
বহুজন্মের অপরাধী আমরা দুই জগাই মাধাই
শ্রীরাধারমণ বলে রে আরে অ গৌরানাম
বিনে আর উপায় নাই।। ৩।।

রা/২৬

২৯৩।

হায় গৌরচান্দ গো গেলো কুলমান।। ধু।।
জল আনিতে ও সজনী গিয়াছিলাম সুরধনী গো
এগো রূপ দেখি হইয়াছি পাগল আমর ফিরে না নয়ন গো।
গৌরায় কি ভঙ্গিমা জানে মনপ্রাণ সহিতে টানে গো
এগো তিলক মাত্র না দেখিলে বাঁচে না পরান গো —।
ভাইবে রাধারমণ গৌররূপে নয়ন জলে গো
এগো বিজুলীর চটক যেন উড়াইল পরান গো।

গো আ ৬৯ (৭৮)

।। ২৯৪।।

হেইরে গৌরচান্দ গো গেল কুলমান
তারে তিলেক মাত্র না হেরিলে বাঁচে না পরান।
জল আনিতে ও সজনী গিয়াছিলাম সুরধুনী
ও তার রূপ দেইখে রইলাম ভুলে
ফিরে না নয়ন গো গেল কুলমান।
গউরায় কি মোহিনী জানে
মনপ্রাণ সহিতে টানে
তারে ধইরতে গেলে না দেয় ধরা
গৌরায় জানে কি সন্ধান।
গোসাই রাধারমণ বলে গউর রূপে নয়ন ভুলে
বিজলী ছটকের মত আমার উড়াইল পরান।।

য/১০৯

।। ২৯৫ ।।

হৃদয় মন্দিরে গুরু গৌরাঙ্গা রূপ হেরো যতনে
উহারি সঙ্গো সুপ্রসঙ্গো দুঃখ আপনি পালাবে।
মনের প্রসঙ্গা সঙ্গো রঙ্গো রেখ
তোমার কামের দুর্মতি বিনাশিবে রে।
অলি কমলে যেন পিরিতি জাগেরে
যেমতি তোমার পিরিতি রাখিবে।
ওরে চরণ সরোজ প্রাণ মধুকর
মকরন্দ পানে রবে রে।।
তন্ত্রে মন্ত্রে হবার কিছু নয়
প্রাণের পিপাসা যদি না থাকয়
অন্তিমকালে যন্ত্রণা বাড়িবে
রমণের গতি কি হবে রে।।

য/১১০

গ. গোষ্ঠ

।। ২৯৬ ।।

বাঁশির ডাকে কমলিনী রাই রে সংগীলা ভাই
বাঁশিরে ডাকে কমলিনী রাই ।। ধু।।
নেও আমার শিঙ্গা বেণু তোমরা সবে চরাও ধেনু
আমি তার অন্বেষণে যাই।
যে রাধার কারণে আমি ধেনু চরাই বনে ভ্রমি
যার চরণে বিনমূলে বিকাই।
উন্মাদ হইয়া আমি ছাড়ি আঁইলাম বাপ ভাই
এখন দেখি দুই কুল নাই।
রমণ কয় শুনো হরি চরণে বিনয় করি
বিকাইলে কি তোমার দেখা পাই।।

গো (২৮১)

।। ২৯৭ ।।

রে বন্ধু কানাই কালিয়া
হাতে লও মোহন বাঁশি ভব জ্বালা ছাড়িয়া ।।
অরি সনে বনে গেলে সাজ কাজ অঙ্গে।
হাতেতে মোহন বাঁশি ধেনুপাল সঙ্গে।
অকস্মাৎ হইল তোমার মন বাউল একি
কাম সাগরে ঝাম্প দিলে ধেনু বেণু রাখি।
কাম সাগরে ঝাম্প দিয়া শুরু কইলে লাই
সেই খেলাতে দিবা গত দিনত বাকী নাই।
খেলনাতে মত্ত হয়ে বেলা হল শেষ
অনুরাগে উঠলো বধূ আলো শিরের বেশ।
ধেনু বেণু যথা ছিল না পায় খুঁজিয়া
সাজ কাজ সব নিছে তস্করে হরিয়া।
সব খোয়াইয়া কানাই ভাবে আপন মনে
মায়ে জিজ্ঞাসিলে কথা বুঝাই কেমনে।
গুরু ধরি নাম জপ ঠাকুর কালিয়া
হরে ছিল যত ধন পাইবে ফিরিয়া।.... বাজাও সর্বক্ষণ
রাধিকা আসিবে ঘাটে কয় রাধারমণ।

গো (২৮০).

ঘ. পূর্বরাগ

।। ২৯৮ ।।

তাল—লোভা

অ, প্রাণ বিশখে ললিতে গো কহগো মরে।। ধু।।
মোহন বাঁশি কে বাজায় ওগো সখী কালিন্দির তীরে।। চি।।
কেমনে চিনিল বাঁশি অভাগিনীরে।
রাধা বইলে বাজায় বাঁশি গো সুমধুর স্বরে।। ১ ।।
পঞ্জর ঝর ঝর গো মর রহিতে নারি ঘরে।
মন হইয়াছে চাতকিনী গো সখী উড়তে সাধ করে।।২।।

কোন জাতি কেমন যুবতী, কথায় বাস করে
রাধারমণ ভনে বাশের বাঁশি গো সখী পুর নব জলধরে।। ৩।।

রা/৬৬

।। ২৯৯।।

অবলার কুলমান সই গো কেমনে রাখি।।
সময় না জানিয়া বাঁশি বাজায় কালশশী
এগো নামকুল সবই দিলাম আর কি আছে বাকি ।।
যখন শ্যামে বাজায় বাঁশি তখন আমি রহি বসি
শাশুড়ি ননদী ঘরে বাইর হইতে না পারি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
বিধি যদি পাখা দিত উইড়ে যাইতাম আমি।।

সুখ/৮

।। ৩০০।।

অবলার মনেরি আনল গো সখী
নিবাইলে নিবে নারে।।
প্রেমশেল পশিলে গো বুক বাইরে আসে না।
যতই টানি ততই বিন্ধে কাটা খসাইলে খসে নারে।।
শাশুড়ী ননদী গো বৈরী সদায় দেয় গঞ্জনা
যারে দেখবার সাধ ছিল গো সখী
তারে দেখতে মানা রে।
গুসাই রাধারমণ গো বলেন পিরিতের নিশানা।।
যার লাগি দুষি হইলাম
আমি তারে তো পাইলাম না ।।

তী/২৬

৩০১

অয়রে শ্যামচান্দের বাঁশি, আকুল কইল মোরে।
দেওয়ানা কইল মোরে রে ডাকাইতা বাঁশির সুরে।
বাঁশি ধরি মাইল টান উড়িল যুবতীর প্রাণরে

শ্যামরূপ পানে চাইয়া থাকি রে নয়ন ভইরা দেখি রে
জুড়াব দুই আঁখি রে।।
আমি যাইমু জলের ছলে তুমি যাইবায় কদম তলে রে
কদম তলে হইব দেখা, শ্যাম, তোমার আমার একা রে
কহিব দুঃখের কথা রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে বাঁশির জ্বালায় অঙ্গা জ্বলে রে
পিরিত কইরে ছাইড়্যা গেল অন্তর আমার ঝুরে রে।।
শ্যা/৬

।। ৩০২।।

অসময়ে বাঁশি বাজাই আকুল কইলায় মোরে প্রাণ বন্ধুয়ারে
আকুল কইলায় মোরে।। ধু।।
অসময়ে বাজাও বাঁশি রইতে নারি ঘরে
মনপ্রাণ হরিয়া নিলো তোমার বাঁশির সুরে —।
তোমার বাঁশি তুমি বাজাও সহিতে না পরি।
হাতের কাজ পালাই থইয়া, ছাড়ি ঘর বাড়ী।
সপ্ত সুরের বাঁশি তোমার সপ্ত রন্ধ্রে বাজে —
বাঁশির সুরে প্রাণ বিদুরে মন বসে না কাজে রে।
কদম ডালে বসিয়া তুমি বাজাও মোহন বাঁশি
মরণকালে প্রাণ বন্ধুয়া দেখা দিও আসি।।
গো (৮৯) য/১৩৪

।। ৩০৩।।

অসময়ে শ্যাম বাঁশিতে দিল টান, নিল প্রাণ
নিলগি রাধার কুলমান।
কাঁচা চুলায় ভিজা লাকড়ি চূড়াইছি জ্বাল
ওগো জ্বালের চোটে বাসন ফুটে ভাঙিয়া হইল চারিখান
ও গো বাঁশির সুরে বেভোর হইয়া করিয়াছি লবণ টান।
শাকশুকতা ভাজাবড়া করিয়াছি পাক
শাশুড়ী মায় খাইলে পরে করিবা বাখান
ননদীয়ে খইলে পরে তুলিয়া দিবা খোটাকান।
বাইবে রাধারমণ বলে.......... (অসম্পূর্ণ)

নৃ/৯

।। ৩০৪ ।।

আদরে বাজায়গো বাঁশি রসিক বন্ধুয়া
কাখের কলসী সোতে নিল থাকি কান শোনাইয়া ।। ধু ।।
হাটুজলে বাঁশির সুরে রইলাম অবশ হইয়া
মন রইলো বাঁশি সুরে কলসী গেল ভাইয়া—।
বাঁশির সুরে আকুল কইলে কলসী গেল ভাসিয়া
শাশুড়ী -ননদী গঞ্জে বার্তা শুনি আইয়া
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
জগতে কলঙ্কী অইলাম বন্ধের প্রেমিক অইয়া ।।

গো (৮৬)

।। ৩০৫ ।।

আমায় আকুল করিল, আমায় পাগল করিল
শ্যাম বাঁকা নয়নে।
নয়ন বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা আর যে অলকারেখা
আর বাঁকা সুবিয়াছে কুন্তল, শ্রবণে কি হেরিলাম
কালশশী কি সন্ধানে বাজায় বাঁশি
আমারে করিল পাগল বাঁশির গানে।
ভাইবে রাধারমণ বলে, কেন আইলে জলে গো ।।
সাধে সাধে হইলে পাগল শ্যামদরশনে ।।

হা (৪), গো আ (৯২)

পাঠান্তর ঃ অলকারেখা > অলকরেখা, হেরিলাম > শুনিলাম

।। ৩০৬ ।।

আমার অবশ কৈল প্রাণী গো শুনিয়া বংশীধ্বনি ।। ধু ।।
আমি জল সিচিয়া জলে গেলাম গো না শুইনে শাশুড়ীর বাণী
আমার বাদী হইল কালননদী ।। চি ।।
কে কে যাবে জল আনিতে তোরা আয় গো সজনী
এগো বিনাসুতে গেতে মালা গো আমি সাজাইব হৃদয়মণি
আমার অবলার পরানী ।। ১ ।।

অঙ্গ আমার বারবার দংশিয়াছে ফণী
জাতিকুলমান সবই গেল গো সবে বলে অপমানি
কুলনাশা বাঁশির ধ্বনি।। ১।।
অঙ্গ আমার বারবার দংশিয়াছে ফণী
জাতিকুলমান সবই গেল গো সবে বলে অপমানি
কুলনাশা বাঁশির ধ্বনি।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো সজনী
তরা আমায় নিয়ে ব্রজ চল হেরব রাঙা চরণখানি
কৃষ্ণপ্রেমের কাঙালিনী।। ৩।।

রা/১১৫

।। ৩০৭।।

আমার একি হইল জ্বালা
দেইখে আইলাম শ্যাম চিকন কালা
এগো আমি দেইখে আইলাম কেলি কদমতলা।।
কুক্ষণে গিয়াছিলাম জলে কালিন্দ্রির যমুনার জলে
এগো আমার রইয়া রইয়া উঠে মদন জ্বালা
শুইয়া থাকি স্বপ্নে দেখি প্রাণ বন্ধুয়ার কোলে বসি
এগো আমার গলে কদম মালা।।
ভাবিয়ে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
আমি আর কত সই কুলের কুলবালা।।

সর্ব/১০

।। ৩০৮।।

আমার গৃহ কর্ম না লয় মনে।
ঐ কালার বাঁশির গানে।।
বাঁশি বাজায় চিকন কালায় বসিয়া কদম্ব তলায়।
শুধু মুখে বলে রাধা রাধা বাঁশির রব শুনিয়ে পাগলিনী।।
কে কে যাবে আয়রে জলে এই কালার বাঁশির গানে।
সখী গো যখন আমি রানতে বসি তখন কালায় বাজায় বাঁশি
আমি ধুয়ার ছলে বইসে কান্দি ননদী কয় কান্দছ কেনে।।

সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
আমার গৃহকর্ম না লয় মনে, চলগো সবে যাইগো জলে।

করু/১০,রবি/১

পাঠান্তর ঃ বাঁশি বাজায় ... কান্দছ কেনে > সখীগো যখন কালায় বাজায় বাঁশি/আমি তখন রানতে বসি/ধুমার ছলে কান্দতে আছি/ননদী কয় কান্দছ কেনে।। সব সখীগণ লইয়া সঙ্গে/জল ভরিতে গেলাম রঙ্গে/তখন কালা কদমতলে। কালার রূপ দেখিয়া ভুইলে রইলাম / কার বা কলসী কেবা আনে।।

।। ৩০৯।।

আমার জ্বালা পুড়া কত প্রাণে সয় প্রাণ বন্ধুরে
তোর লাগি জীবন কইলাম ক্ষয়।। ধু।।
বন্ধুরে তোমারে ভালবাসি এ দুনিয়ায় হইলাম দোষী
পাড়ার লোকে কত মন্দ কয়— তোমারে দেখিব বলে
ঘরের জল বাইরে ফেলে জলে যাব মনে আশা হয়।
বন্ধুরে কলসী যখন লই কাখে শ্বশুড়ী ননদী দেখে
তারা বলে কৈ যাও অসময়।
শ্বশুড়ী ননদী ঘরে সদায় যন্ত্রণা করে
কাল স্বামীর দেখায় কত ভয়।
বন্ধু রে— ভাইবে রাধারমণ বলে না জানিয়া প্রেম করিলে
নয়ন জলে বুক ভাসাইতে হয়।
জানিয়া যে জন প্রেম করে—ডুবিয়া আনল সাগরে
দূরে দিছে কাল সুয়ামীর ভয়।

গো (১০৯)

।। ৩১০।।

আমার দুই নয়নে ঝরে গো বারি
যার জন্য কান্দিয়া মরি।
চিকন কালায় বাজায় বাঁশি কদম্বতলে
ওরে মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম
কুলমান ত্যাজ্য করি।।

সরম হইতে মরম ভালো
নবীন বন্ধুয়ার সনে কুলমান গেল
তার তুষানলে জ্বলছে হিয়া ঘরে না বঞ্চিতে পারি।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
লাগিয়াছে পিরিতে লেঠা কদম্বতলে
ও তার জলের ঘাটে কদমতলে
বস্ত্রহারা বংশীধারী।।

য/৭

।। ৩১১।।

আমার প্রাণ নিলগো মুরলী বাজাইয়া
শ্যামের বাঁশি ডাকে জয়রাধা বলিয়া।। ধু।।
বাঁশিতে ভরিয়া মধু আকুল কৈলায় কুলবধূ
বন্ধে বাজায় বাঁশি নিকুঞ্জে বসিয়া।
ঘরে জ্বালা ননদিনী বাইরে জ্বালা বাঁশির ধ্বনি
প্রাণ কান্দে সই শ্যামচান্দের লাগিয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
শ্যামে বাজায় বাঁশি নিগুঢ়ে বসিয়া।।

গো (৮২)

৩১২।।

আমি কাতরে করি রে মানা বাঁশি বাঁশি আজ বাইজোনা।। ধু।।
মোহন মধুর স্বরের বাঁশি চিত্তে ধৈর্য মানে না।। চি।।
শুষ্ক তনু শূন্য অন্তর এর মাঝে কি মধুর স্বর
করলে কাতর যত ব্রজাঙ্গনা
বুঝি অবলা বধিবার লাগিরে বাঁশি বিধাতার সৃজনা।। ১।।
যেন কুমারের পণি অন্তরে দহে আগুনি
বাঁশির ধ্বনি বিষম যন্ত্রণা।।
আমি ঘরের বাহির হইতে নারি রে বাঁশি
ঘরে গুরু গঞ্জনা।। ২।।
বাঁশিরে তর ধন্য ধন্য করিয়াছিলে যতই পুণ্য

কৃষ্ণ বিনে কবুত থাকো না
এ চরণ অভিলাষী রে বাঁশি রাধারমণের বাসনা।।

রা/৭৮

।। ৩১৩।।

আমি কি করি উপায় গো সখী শ্যামরায়।। ধু।।
বাঁশির সাতে প্রাণনাথে প্রাণ লইয়া যায়।। চি।।
যাক যাক প্রাণসখী কেমনে বন্ধু রে দেখি গো
মনে লয় উড়িয়া যাই পাখা নাহি পাই গো
যে বনে বন্ধুয়া আছে চল সব যাই তার কাছে
মন গিয়াছে সেই পথে গৃহে থাকা হইল দায়।। ২।।
যেই সার সেই তার যোগেযোগে অবতার গো
শ্যামের সনে হবে দেখা রাধারমণ গায় গো ।। ৩।।

রা/৮৮

।। ৩১৪।।

আমি কি হেরিলাম গো, শ্যাম কালিয়া রূপে আমায় পাগল করিল।
কিক্ষেণে গো গিয়াছিলাম, বিজলীছটকে রূপ নয়নে হেরিলাম
আমায় অঙ্গুলি হেলাইয়া শ্যামে কি বলিল গো।।
যদি আমি হইতাম পাখি উড়িয়া গিয়া শ্যামরূপ দেখি
দারুণ বিধিয়ে বুঝি পাখা আমায় নাহি দিল গো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে রূপ হেরিলাম তরুমূলে গো
এবার আমার মনের দুঃখ মনেতে রহিল গো।।

সুহা/৬

।। ৩১৫।।

আমি কেন গেলাম জলে গো সখী কেন গেলাম জলে।
ভরা কলসী লইয়া শ্যামকে হারাইয়া আমি যাইতে নারি গৃহে।।
কদম্বের ডালে ত্রিভঙ্গের বেশে কালায় আমায় দেখে
মুস্কি হাসে।
ভরা কলসীর জল, ঢালিয়া ফালাও ভূমিতল, আমার মনে লয়

গো আবার যাইতাম জলে।
ভাবিয়া রাধারমণ কয় কিবা প্রাণী জলে রয় এগো কালা
আমার গলার গো মালা।।

কি/১১

৩১৬।

আমি কেন গেলাম জলের ঘাটে জল আনতে গো প্রাণসজনী।
কি আচানক রূপের ছটক গো ও যেমন ..... সৌদামিনী।।
নামরূপ বাঁশির গানে দরদ পরাণে সেই অঙ্গা পরশ হইলে
ও সখী, কি হইবে না জানি
তিন পুরুষে হয় না রতি একা হইলেম প্রাণী
আমি কারে ভজি কারে ত্যেজি গো ও বিশখে
বল গো সখী প্রাণ সজনী।
নব অনুরাগের ভরে হইলেম উন্মাদিনী
তিন পুরুষ নয় এক পুরুষ হয়
ও সখী বলিতেছে রাধারমণী।।

য/৮

।। ৩১৭

আমি কোন সুখে আজ গিয়াছিলাম সুরধনীর কূলে
রূপের কিরণ রূপের হিরণ লাগল আমার গলে।।
খারি ভরা ফুলের কলি ফুটল ঝাকে ঝাকে
সেইনা ফুলে মালা গাঁথি দিতাম বন্দের গলে।।
বাটা ভরা চুয়াচন্দন দিতাম বন্ধের অঙ্গো
প্রেমখেলা খেলিতাম দোহে মনোরঙ্গো
ভাইবে রাধারমণ বলে রূপের ছটায় নয়ন জলে
ও রূপ যায় না ধরা ধরিবারে গেলে।।

গো (৯৩), হা (৪২-৪৩)

পাঠান্তর ঃ কোন সুখে > সুখ কেনে (সুক্ষণে?)
প্রেমখেলা... গেলে > × ×

।। ৩১৮।।

আমি দেইখে আইলাম তারে গো।
জলের ঘাটে নবীন শ্যামরায়
ও তারে দেখলে নয়ন পাশরো না যায়।।
কদম্ব ডালেতে বসি প্রাণবন্দে বাজায় বাঁশি
ও তার বাঁশির সুরে নিল কুলমান গো।।
তনুবিদ্যা বিন্দুরেখা প্রাণ বন্ধুরে আনি দেখা
ও আমার অঙ্গাদিনী সুদেবী কোথায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
আমার নয়ন জলে বুক ভাসিয়া যায়।।

গো (৭৮)

।। ৩১৯।।

আমি রাঙা পদে বিকাইলাম রে বন্ধ ঐ রাঙা চরণে।
বন্ধু রে তোমার আমার সরল পিরিতি
পাড়ার লোকে জানলে হবে রে দুর্গতি
গোপনে করিও পিরিত রে বন্ধু লোকে যেন না শুনে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে তোমার আমার সরল পিরিত
থাকে যেন গোপনে গো।
থাকিতে যেন ভুলিওনারে বন্ধু মইলে যেন না পাশরে।।

নমি/১৮

।। ৩২০।।

আমি রূপ হেরিলাম গো আমার মনপ্রাণ সব দিলাম গো।। ধু।।
সখী গো — সুরধনীর ঐ ঘাটে গৌরায় নারী ধরার
ফান পাতিয়াছে গো।
এগো যে যাইবায় ফান্দে ঠেক্‌বায় দায়ে ঠেক্‌বায় গো।
সখী গো যাইছ্ না তোরা সুরধনী মোর মত হইছ না
কলঙ্কিনী গো
এগো — কুলমান তোরা থাকো নিজ ঘরে গো।
— সখী গো —বলে অধীন রাধারমণে

প্রাণে কি আর ধৈর্য মানে গো-
এগো মনে লয় প্রাণ ত্যাজ্য করে তার সঙ্গে যাই গো।

গো (৭৯)

।। ৩২১ ।।

আয়গো সখী কে কে যাবে কদম্ব তলায়
ডালে বৈসে চিকনকালা মুররী বাজায়।। ধু।।
যে শুনে বাঁশির গান থাকে না তার কুলমান
নাম শুনে দৌড়ে চলে গাছের তলায়।
বন্ধের গলে দিয়ে মালা পড়ে থাক চরণ তলা
কত রঙ্গে করে খেলা দেখলে বুঝা যায়।
উপরে গাছের মূল শিকড়ে ধরিয়াছে ফুল
সেই গাছে বন্ধের বাসা আদম পুরায়।
রাধারমণ প্রেমে মরা ধরাধরি নেও গো তোরা
ধরি তোরা ফেলে আসো শ্যামবন্ধের রাঙ্গা পায়।।

গো (৯১)

।। ৩২২ ।।

আয় বা' নিলাজে কালা' রে, —
কালা, কোন্ ঘাটে ভরিতাম গঙ্গার জল।।
আর তোমার বাঁশির সুরে
সেই ঘাটে ইংরেজের কল রে —
ওয়রে, কল চাপিয়া দেও গঙ্গার জল।।
আর তোমার বাঁশির সুরে
ভাটিয়াল নদী উজান ধরে।
ওয়রে, ঘৃত-লনী না লয় আমার মন।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
আছুইন কালা কদমতলে।
ওয়রে, কুলমান লজ্জা -ডরে
থাকো নিলাজ কালা রে।।

শ্রী/৩২৩

।। ৩২১ ।।

আর আমি যাব না সইগো কালিন্দীর জলে
নন্দের সুন্দর মদনমোহন বাঁশি বাজায় কদমতলে।
একদিন জলের ঘাটে কালায় মোরে ধরলো হাতে, প্রাণসজনী
নিষেধ বাধা নাহি মানে লম্ফ দিয়া ধরল গলে।
পথের মাঝে বাকাঝুরি দেখে আইল কালননদী, প্রাণসজনী,
আমার নিদাগেতে দাগ লাগাইলো বসন লইয়া উঠলো ডালে।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোনগো তোমরা সকলে
জলে গেলে মান থাকে না আর কেউ যাইও না জলে।।

হা ২৭ (৩৯), গো (২৮৯)

পাঠান্তর ঃ গো আ ঃ কালায় মোরে > লম্ফ দিয়া
লম্প দিয়া ধরল গলে > চিপা দিয়া ধরে গলে
দেখে আইল.......প্রাণসজনী > ননদীর নজরে পড়ি
বসন লইয়া > বসন নিয়া
শোনগো তোমরা সকলে > শোন গো রাই তোরা সকলে

।। ৩২৪ ।।

আর জ্বালা দিও না বাঁশি আর জ্বালা দিও না আমারে
জনম দুক্ষিনী রাধা জানি কি জান না রে?
কাঁচা বাঁশের বাঁশিরে বাঁশি করুল রসের আগা
কেমনে বদন ঢাকা কতই দুক্ষ মনে
শিংরা ফলের কাটার মত বিন্দিল পরাণে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গো মনেতে ভাবিয়া
এগো সারা জনম গেল আমার কান্দিয়া কান্দিয়া।।

হা/৬ (৪), গো (১৮৭)

পাঠান্তর ঃ করুল > করুণ, বিন্দিল > বিন্দিছে ভাবিয়া.... গো > শ্রীরাধারমণ বলে,
সারা জনম > এগো সারা জনম > এগো সারা জনম

।। ৩২৫ ।।

আর দাঁড়াব কত রে শ্যাম আর দাঁড়াব কত
এগো জল লইয়া ঘরে যাইতে পন্থে প্রমাদ পাত রে।
শাশুড়ী ননদী ঘরে কারে ডরাই কত

এগো ঘরে গেলে হে,লায় ঘুচায়

কাল সর্পিনীর মতো

ভাইবে রাধারমণ বলে বেলা হইল গত

এগো ছাড় পন্থ লজ্জাবারণ কররে শ্যাম রাধা - কান্ত।।

নমি/৬

।। ৩২৬।

তাল—লোভা

আর বাইজ নারে বন্ধের বাঁশি রে।। ধু।।
তোমার মধুর স্বরে রহিতে পারি না ঘরে বাঁশি রে।।
আমরা কামিনীর মন উন্মাদিনী করে রে ।।১।।
থাকি গুরু গঞ্জনায় ননদিনী মন্দ কহে সদায় বাঁশি রে
আমার জাতিকুল লাজভয় নিলে হরে রে।। ২।।
কহে শ্রীরাধারমণ কেন কর জ্বালাতন বাঁশি রে
নিতে হইলে নেয় সঙ্গে করে রে।। ৩।।

রা/৬৩, রা/৮১

।। ৩২৭।।

আর শুন শুন শুন মর্ম্ম দিয়া—
কালায় প্রাণ নিল মুররী বাজাইয়া।।
গিরে রইতে নারি বাঁশির রব শুনিয়া।।
আর কদম্বেরি তলে বসি—
কালায় নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি।
গিরে রইতে নারি বাঁশির রব শুনিয়া।।
আর ঘরে গুরুজন বয়রী—
আমি ফুকারিয়া না কান্দতে পারি।
অমি কতোই রইমু পরার অধীন হইয়া।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
মনে মনে ভাবে কেনে ঃ
ওরে, আসব তোমার প্রাণ-বন্ধু
নিকুঞ্জে আসিয়া।।

শ্রী/৩৩০

।। ৩২৮।।

উদাস বাঁশি বাজল কোন্ বনে গো প্রাণ ললিতে।
বাঁশির স্বরে কান্দে প্রাণ ধরাইতে না পারি মোর চিত্তে।।
বাঁশি বাজায় শ্যমরায় শুনলে আমার প্রাণ যায়
আয় গো আয় আয় গো আয় আর পারি না গৃহে রহিতে
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে গো
জাতকুলমান সব দিয়াছি ঐ কালার পিরিতে।।

রা/১৩৫

৩২৯

এগো সই কি দেখিলাম চাইয়া—
ও মন চলে না গৃহে যাইতে প্রাণ বন্ধুরে থইয়া।
সুরধুনী তীরে গেলাম কাঙ্কে কলসী লইয়া—
রূপ পানে চাইতে চাইতে কলসী গেল ভাইয়া।
সোনার বান্ধা মোহন বাঁশি প্রেমে বান্ধা হিয়া—
নাম ধরে বাজায় বাঁশি তমাল ডালে বইয়া।
ভাইবে রাধারমণ মনেতে ভাবিয়া—
নিবাইল মনের অনল কে দিল জ্বালাইয়া।

হা/৩৩ (২) গো আ (২১৫)

পাঠান্তর ঃ মন চলে > ও মন চলে না, কাঙ্কে কলঙ্কী > কলসী কাখে,
রূপ পানে > রূপের পানে, কে দিল > বাঁশি দেয়

।। ৩৩০।।

এমন সুন্দর শ্যামল বনবেহারী।
তারে হৃদয়ে রাখিয়ে সদায় গো হেরি।।
সকল সখীর সঙ্গে আইলাম জল ভরি
আঁখির ঠারে আমায় বন্ধে মালা দেও প্যারী।।
কদম ডালে বইসে কালায় বাজায় বাঁশরী
কত যুবত নারীর মনপ্রাণ নিল গো হরি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন সহচরী
কালার প্রেমের এতো জ্বালা আগে তো না জানি।।

সর্ব /৮

।। ৩৩১ ।।

ঐকি শুনা যায় গো বিধুমুখী রাই।। ধু।।
বাঁশির সাতে প্রাণনাথে প্রাণ লইয়া যায় গো।। চি।।
যমুনার ঐ কূলে বসি পুলিবনে বাজায় বাঁশি
মনে লয় দেখিয়া আসি পাই কি নাহি পাই গো।। ১।।
মনের সুখে আনব জল কৈ সে আমার কদমতলা
পাইলে রে তারে রাখব ধৈরে যাই কি নাই যাই গো।। ২।।
সকল সখীর সঙ্গে যমুনায় চলিলা রঙ্গে
প্রেমতরঙ্গে রসরঙ্গে রাধারমণ গায়।। ৩।।

রা/৯১

।। ৩৩২ ।।

তাল-লোভা

ঐনি কালিয়ার বাঁশির ধ্বনি গো সজনী।। ধু।।
কি জানি কি সন্ধানে হরিয়া লয় পরানী।। চি।।
বাঁশি নয় গো সুধানিধি তারে কেমনে গড়িল বিধি
শ্যামের বাঁশির মাঝে আছে কি মোহিনী গো।। ১।।
বাঁশিতে ভরিয়া মধু ঘরের বাহির কৈরে গো কুলবধূ
মনপ্রাণ লইয়া করে টানাটানি।। ২।।
শ্রীরাধারমণের বাঁশি বাঁশির কাছে গেলে বাঁচে প্রাণী
মন্দ বলৌক লোকে করৌক কানাকানি।। ৩।।

রা/৫৬

।। ৩৩৩ ।।

তাল-খেমটা

ঐনি যমুনা পুলিন বল গো অ সখীগণ ।। ধু।।
শুনি কোন্ বনে মুরলী আলাপন গো ।। চি।।
বিকসিত তরুতলা কি মনোহর পল্লবপাতা গো
সুগন্ধে নাসা করে আকর্ষণ গো।। ১।।
কথা রে কদম্বতরু মনবাঞ্ছা কল্পতরু

বংশী নাটের গুরু করাও দরশন গো।। ২।।
মুরলী মধুর স্বরে আমার মনপ্রাণ নিল হরে
আর কি ধৈর্য ধরে শ্রীরাধারমণ গো।। ৩।।

রা/৮৬

৩৩৪।।

ঐ বাজে কুলনাশার বাঁশি নিরলে বসি গো ।। ধু।।
বাঁশি শুনিয়া শ্রবণে মন কইলা উদাসী গো ।। চি।।
প্রাসই সখী গো অবলা কুলের কুলটা
উন্মাদিনী বাঁশির মিঠা জলের ছলে চল গো প্রেয়সী।। ১।
শীতিল কদম্বমূলে ডাকে বাঁশি রাধা বৈলে
চল সবে শ্যামকে হেরে আসি গো ।। ২।।
প্রাণসই সখী গো ছাই দিয়াছি মানের মুখে
যে বলৌক সে বলৌক লোকে
বাঁশি মোরে করিয়াছে পিপাসী।। ৩।।
মনপ্রাণ গিয়াছে যার কাছে সে বিনে কি প্রাণ বাঁচে
রাধারমণ বলে কৃষ্ণ অভিলাষী।। ৪।।

রা/৮০

।। ৩৩৫।।

ঐ বাজে প্রাণবন্ধের বাঁশি জয় রাধা বলে
কলসী নিয়া আয় গো সখী কে যাবে যমুনার জলে।
অগুরু চন্দন চুয়া কটরায় লও ভরিয়া
দিব কালার অঙ্গেতে ছিটাইয়া।
দেখিব কালার রূপ দাঁড়াইয়া কদম্ব মূলে।
কলসী রাখিয়া কূলে মালা গাথি বনফুলে
ঐ মোহনমালা গাথি দিক প্রাণবন্ধুয়ার গলে।
শুনি বাঁশি মন উদাসী ধৈর্য নাহি মানে
আমায় নিয়ে চল গো ত্বরা যমুনার জলে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
কুলবধূর কুল মজাইল কলসী ভাসিয়া গেল জলে।।

গো (২৯০), হা (৩৯)

।। ৩৩৬ ।।

তাল—লোভা

ঐ বাজে মোহনবাঁশি শুন নি শ্রবণে
বাঁশির রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুধামৃত করে বরিষণে।। ধু।।
যোগী ঋষির যোগভঙ্গা বাঁশির সুতানে
যমুনা উজান বহে শ্যামের বাঁশির সনে।।১।।
ললিতাবিশাখা চল কে যাবে মরঃ সনে
কদম্বে কি বংশী বটে কি যমুনা পুলিনে।। ২।।
আর ত ঘরে রইতে নারি বাঁশির আকর্ষণে
বংশী নাটে মন উচাটন কহে শ্রীরাধারমণে।। ৩।।

রা/৬৮

৩৩৭।।

তাল—খেমটা

ঐ যমুনার ঘাটে কদম্ব কি বংশী বটে, সই।। ধু।।
মুরলী মধুর নাটে প্রাণ চমকি উঠে।। চি।।
শ্রবণমঙ্গাল বাঁশি অন্তরে গরল রাশি সই
কুলবধূর কুলবিঁাশি কলঙ্ক রটে।। ১।।
উগাড়ে অমিয়া রাশি পরতন্ত্র শ্যামের বাঁশি , সই
বাঁশির স্বরে মন উদাসী প্রাণ নাই ঘটে।। ২।।
বাজায় বাঁশী কালশশী কিবা দিবা কিবা নিশি সই,
মনে লয় তার হইতেম দাসী, রাধারমণ রটে।। ৩।

রা/৭৭

৩৩৮।।

পূর্ব্বরাগ

ঐ শুন গো মোহন বাঁশি বাজায় শ্যামরায় ।। ধু।।
মনোচোরায় বাজায় বাঁশি গৃহে থাকা দায়।। চি।।
বাজিও না রে শ্যামের বাঁশি বারে বারে নিষেধ করি
শাশুড়ীননদী ঘরে বাহির হওয়া দায়।। ১।।

বাঁশিতে ভরিয়া মধু মজাইলা কুলবধূ
কুলনাশা কালিয়ার বাঁশি রে কুল মজায়।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
চল সজনী ছলের ছলে সপিতাম পায়।। ৩।।

আশা /, নমি/৭

পাঠান্তর ঃ মনোচোরায় > শ্যামনাগরে, মজাইলে > আকুল করল ;
কুলনাশা... মজায় > কুলনাশা বাঁশির স্বরে কুলমান মজায় ;
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে > চল সখী যমুনার জলে; চল সজনী... পায়
> জলে গেলে হবে দেখা শ্যামনাগর কানাই।।

।। ৩৩৯ ।।

তাল—খয়রা

ঐ শুনো বংশী ঘাটে বংশীনাটে শ্যামনটবর সই।। ধু।।
শুনি বংশীধ্বনি কুলকামিনী আমরা উন্মাদিনীর মত হই।। চি।।
কি দিয়ে সৃজিল বিধি এমন অমিয়া নিধি
মনপ্রাণ হরিয়া নিল বলবুদ্ধি
উন্মাদিনীর মতো আমি আর কেমনে গৃহে রই।। ১।।
তরা যে যাবে জলে চল যাই কুতুহলে মন উদাসী
শ্যামের বাঁশি লাগিল কানে
প্রাণ লইয়া মর টান দিয়াছে আমি বাঁশির জ্বালা কত সই।। ২।।
শুনগো বিশাখা কি যায় প্রাণ রাখা
অন্তরে গরল বাঁশি অমৃত ঢাকা।
শ্রীরাধারমণে ভণে বাঁশির কাছে গেলে প্রাণ বাঁচে সই।। ৩।।

রা/৫১

।। ৩৪০ ।।

ঐ শোনো সখী বন্ধের বাঁশি বাজল গো রাধা বলে
কলসী নিয়ে আয় গো তোরা কে যাবে যমুনার জলে।।
সখী গো আগর চন্দন চুয়া কটরায় লও ভরিয়া
দিব চন্দন শ্যাম অঙ্গো ছিটাইয়া ছিটাইয়া
দুটি নয়ন ভরি হেরব এরূপ দাঁড়াইয়া কদম্বমূলে

সখী গো কলসী রাখিয়া কোলে বনফুলে মালা গাঁথি
দিব মালা প্রাণবন্ধুয়ার গলে
রাধারমণ বলে শুন গো সখীগণ বাইরো শ্রীকৃষ্ণ বলে।।

কি /৯

।। ৩৪১ ।।

(কৃষ্ণের)
পূর্বরাগ

ও আর পাসর না যায় গো তারে
পাসর না যায়—
একদিন দেখইয়াছি যারে।।
আর কেওরের পিন্দন লালনীলা
কেওরের পিন্দন শাড়ী।
আমার শ্রীমতী রাধিকার পিন্দন —
কৃষ্ণ-পীতাম্বরী গো
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
শুনো গো সকলে; —
এগো, মইলাম মইলাম, আমি মইলাম,
বন্ধু থাকউক সুখেতে ।।

শ্রী/১৬৬

।। ৩৪২

ও কোন্ বনে গো কোন্ বনে মুররী ধ্বনি শোনা যায়
কোন বনে বাজে বাঁশি ত্বরা করে জেনে আয়।
দূতী যেয়ে কর গো মানা অসময়ে সে যেন বাঁশি বাজায় না
তার বাঁশির সুরে বিন্দাবনে কুলবধূর কুল যে যায়।
কোন্ গুণের গুণী আইল ধরতে গেলে ধরা না যায়
ধরতে পারলে সাপটি ধরি ভাসবে প্রেম যমুনায়
সব সখী চলে আয় দরশনের সময় যে যায়
কদমডালে বাজায় বাঁশি গোসাই রাধারমণ গায়।

গো (২৯১), তী/৯৯, গা (১৮)

পাঠান্তর ঃ তী ঃ কোন .. আয় > ভাঙ্গিল বনে কি বংশী বটে জাইনে আয় যেয়ে > যাইয়ে, অসময়ে সে যেন > অসময়ে রসরাজে যেন তার > শ্যামের সুরে > স্বরে, কুল যে যায় > কুল মজায়... ধরতে ... যায় > ধরতে গেলে পাইনা নাগাল সে কোন্ দেশে বায় সব ... আয় > ললিতা বিশাখা তোরা আয়, দরশনের > শ্যাম দর্শনের, যে যায় > গইয়া যায়।

।। ৩৪৩।।

ওগো শ্যামরূপ নয়নে হেরিয়া
রূপে মন ভুলিয়া রইল গো আমার জলে রূপ দেখিয়া।
কুখনে জল ভরতে গেলাম কাঁখে কলস লইয়া।
যমুনার স্রোতে নিল গো আমার কলসী ভাসাইয়া—
হস্ত বাঁকা পদ বাঁকা বাঁকা মুখের হাসি
তা অনে অধিক বাঁকা হস্তের মোহন বাঁশি
কলসী ভরিয়া রাধা থইল কদমতলে
কদম ফুল ঝরিয়া পড়ে কলসী মাঝারে
কদম ফুল বাঁদিয়া রাধা নিরখিয়া চায়
ঠাকুর কৃষ্ণের শ্রীচরণ জলে দেখা যায়
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
কুল গেল কলঙ্ক রইল জগৎ জুড়িয়া।।

ক. ময়ী/১৩

।। ৩৪৪

ও প্রাণসই শুন সজনী শ্যামের বাঁশি বাজল কই
এগো কর্ণমূলে প্রবেশিয়া দংশিল আমারে গো সই—
শুকনা বাঁশের বাঁশি ফুকারিছে মধুর হাসি
এগো সই বাঁশি ভুজঙ্গা হইয়া দংশিল আমারে
রাধারমণ বলে এগো রাই বাঁশির কোনা দুষ নাই
নাটের গুরু শ্যাম কালিয়া সে বড় উতল গো সই।।

শা/৭

।। ৩৪৫।।

ও বা রসিক কালাচান কি জন্যেতে রাধা বলি
বাঁশিতে দেও শান।। ধু।

বাঁশির সুরে কুলবধূর আকুল অয় পরান
কাজ ফেলিয়া বাঁশি শুনতে পাতিয়া থাকি কান।
কান পাতিয়া থাকিতে বন্ধু সময়ে পড়ে টান
কাজ দেরী হইলে শ্বাশুড়ীর বাক্যবাণ
সে জন্য করিবে মান বন্ধু কালাচান
রাধা বলি তান ধরিয়া করিও না অপমান।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে রসিক কালাচান্
রাধা বলি বাঁশির মাঝে আর দিও না শান।

গো (৮০)

।। ৩৪৬।।

ও বাঁশিরে শ্যাম চান্দের বাঁশি, বাঁশি করিলায় উদাসী
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি তরল বাঁশের আগা
কে তোরে শিখাইল বাঁশি আমার নামটি রাধা
যখন বন্দে বাজায় বাঁশি আমি রান্দি
ভিজা লাকড়ি চুলায় দিয়া ধুমার ছলে কান্দি
বাঁশিটি বাজায় বন্ধু বইয়া কদমডালে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে তোরা শুন গো প্রাণসখী
আমার নয়ন গলে প্রাণ বন্ধুরে একবার আন গো সখী।।

করু /১১

৩৪৭

ও রূপ লাগিল নয়নে বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না না না না না
ঘরে আছে কুলবধূ মুখে নাহি সব মধু
কি মধু খাওয়াইলে জানি না।।
কি রতি কি বল মতি বন্ধু বিনে নাই সে গতি
জ্বলন্ত অনল নিবে না।।
হৃদয় পিঞ্জিরায় পাখি হৃদয়ে বান্ধিয়া রাখি
ছুটলে পাখি ধরা দিবে না ।।
ভাইবে রাধারমণ বলে দেখ গো তোমরা সকলে
বিষম কালি ধুইলে ছুটে না।।

করু/১৫

।। ৩৪৮।।

ওরে সঙ্কটে বাঁশি বাজায় গো শ্রীকান্তে।
এগো রাধা রাধা রাধা নাম ধরি
শুনতে পাইলাম বাঁশি বাজায় গো শ্রীকান্তে
বাঁশির আর একে তো গো জ্বালা আর জ্বালায় বসন্তে
আর মন হইয়াছে উন্মাদিনী ভাবিতে চিন্তিতে ।।
আর শ্যামকলঙ্কী নামটি আমার বাকি নাই কেউ জানতে
ওগো বলউক বলউক লোকে মন্দ ছাড়ব না প্রাণান্তে।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে ভাবিয়া মনেতে
ওরে জীতে না পুরিলে আশা পুরে যদি অন্তে।।

শ্রী/৯২, হা(৪), গো (৮০)/(১৯৮)

।। ৩৪৯।।

ও শ্যাম কালিয়া আর আমারে জ্বালাইওনা বাঁশিটি বাজাইয়া।। ধু।।
তুমি যখন বাজাও বাঁশি কদম ডালে বইয়া
প্রাণ আমার উচাটন করে কর্ণে সুর প্রবেশিয়া।
হাতের কাম ঝরিয়া পড়ে বাঁশির স্বর শুনিয়া
নিকামা দেখি নন্দে কয় কি শুনো দাঁড়াইয়া
কি বলি তখন আমি না পাই তুকাইয়া
তখন নন্দে গালি দেয় মা বাপ্ তুলিয়া
নন্দের গালি শুনিয়া না শুনি থাকি নীরব হইয়া
বাঁশির সুরে নন্দের গালি যায়গি তলাইয়া।
ভাবে বুঝে নন্দে আমার কয় কথা ঘুরাইয়া
'লাংগের টান' টানো বুজি 'হাইর' ভাত খাইয়া
তে কেনে যাও না চলি লাংগের লগ্ ধরিয়া
ডাটা অইয়া উবাই কি লাভ হাইর কাম পালাইয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শ্যামরে কালিয়া
আর দিও না জ্বালা মোরে রাধা সুর বাজাইয়া।

গো (১১৮)

॥ ৩৫০ ॥

ও শ্যাম তোরে করি মানা তুমি— মোহন বাঁশি আর বাজাইও না॥ ধু॥
বন্ধু রে সাঞ্জা কালো বাজাও বাঁশি গোপীর মন কর উদাসী
ওরে শ্যাম কালিয়া সোনা;
তুমি পুরুষ কুলে জন্ম নিয়া নারীর বেদন জান না।
বন্ধুরে রাত্র না নিশাকালে বাজাও বাঁশি রাধা বলে
অভাগিনীর প্রাণে সহে না — ঘুমের ঘোরে চমকিয়া উঠি —
কান্দিয়া ভিজাইয়া ফুল বিছানা।
বন্ধুরে হীন রাধারমণ বলে আজিকু যমুনার জলে
দেখা দিও কালিয়া সোনা,
দেখা যদি নাহি দেও এ প্রাণ আর রাখবো না॥

গো (১৪২)

৩৫১।

কই গো মাধবীলতা বল গো ললিতে
বন্ধু কোন্ বনে চড়াইয়াছে ধেনুগণ গো ললিতে
কদমতলে করছে আলাপ পদের পরে পদ থইয়া।
কদম্বে হেলান দিয়া বন্ধে বাজায় বাঁশি
রাধারে বিনাইয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে ভাবিয়া যাইও আপন মনে গো
বন্ধু আসিবা পরে জলের লাগিয়া গো ললিতে॥

ক.ময়ী/১২

॥ ৩৫২ ॥

কঠিন শ্যামের বাঁশিরে, ঘরের বার কইলে বাঁশি
আমারে॥ ধু॥
সঙ্গে করি নেও রে বাঁশি দাসী বানাই আমারে,
সহে না বিচ্ছেদ জ্বালা আর দিও না আমারে।
এমন দরদি নাই বুক চিরি দেখাব কারে,
তোর যন্ত্রণায় ঘর ছাড়িয়া হইলাম জঙ্গালবাসীরে।
কোথায় গেলে পাব তারে ভাবি বসি নিরলে,
একবার যদি পাইতাম শ্যামে মজিয়া রইতাম চরণে

ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন গো তোরা সকলে,
পাইতাম যদি শ্যামের বাঁশি মজিয়া রইতাম চরণে।

আহো (৪) শ্রী/৯১, গো (১৫৬), হা (৩৩) সুধী-১২

পাঠান্তর ঃ শ্রী ঃ দরদি > দইরদী, গো আঃ বার > বাহির

।। ৩৫৩।।

তাল—লোভা

কথায় বাঁশি মন উদাসী কোন্ নাগরে নিল মনপ্রাণ হরে।। ধু।।
কি মোহিনী জানে বাঁশি রইতে না দেয় ঘরে।। চি ।।
শুনিয়া বাঁশির ধ্বনি হল প্রাণশূন্য তনুখানি
আছে কোন্ কামিনী ধর্য ধরে।
যেন বংশী বরশির মত মীনাকর্ষণ করে।। ১।।
গৃহকর্ম না লয় মনে পাগলিনী বাঁশির গানে
যেন জল বিনে মন উচাটন করে
বাঁশি শ্রুতি মনে করে আশা, অঙ্গা দাহ করে। ২।।
যে অধরে বংশী মনে লয় গো পাইলে তারে
রাখতেম হৃদয় ভরে হৃদয় মাঝারে
শ্রীরাধারমণের আশা শ্রীমুখ নেহারে। ৩।।

রা/৭১

।। ৩৫৪

কদমতলে কে বাজায় মুররী গো সজনী
কদমতলে কে বাজায় মুররী।। ধু।।
মোহন সুরে বাজায় বাঁশি শুনতে মধুর তানা
প্রেমভাবে ভাবিক হইল বাঁশি হয় আপনা।
তরল বাঁশের বাঁশি মধুর স্বরে বাজে
শুনিতে অন্তর কাঁপে মন চলে না কাজে।
দিন রজনী ঝুরিয়া মরি বাঁশির জ্বালায়
বাধা নিষেধ না মানিয়া মোর নামে বাজায়
ভাইবে রাধারমণ বলে রসিক সুজন
ভাবের বাঁশি ১বাজাও সবে জগৎ মোহন।

গো (৯৭)

।। ৩৫৫ ।।

কদমতলে কে বাঁশি বাজায় গো ঐ শোনা যায়।
এগো শ্যামের বাঁশির ধ্বনি শুনিয়ে গৃহে থাকা হইল দায়।
শুন গো ললিতে সই তোমারে নিরলে কই গো
এগো চল যাই গো জলের ছলে যমুনায়
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জলে গো
চরণ বিনে অধীনী পাগলিনী প্রায় গো।

আশা/৬

।। ৩৫৬ ।।

কদমতলে বংশীধারী,
ও নাগরী, জলের ছইলে দেখবে তায় —
চল সজ নী, যাবায় নি গো যমুনায়।।
প্রাণসই, সখী গো, আমার বন্ধুয়া বিনে
দরদ না মানে প্রাণে গো।
হৃৎ-কমলে জ্বলছে আনল—
আনলে জল দিলে আর নিভে না গো।।
প্রাণসই, সখী গো, আমারে পরতিঙ্গিা করি
ধরিয়া রাখছে বন্ধের হাতে গো।
যখন টানে তখন প্রাণে মানে না গো।।
প্রাণসই, সখী গো, ভাইবে রাধারমণ বলে —
প্রেম জানো না তোমরা সবে গো।
মনের দুখ আর বলমু কারে,
আমার বন্ধু বিনে কেও জানে না গো।।

শ্রী/১০৩

।। ৩৫৭ ।।

কদম্ব ডালেতে বইয়া কি সুন্দর বাজায় গো বাঁশি।
বাঁশি সুরে হরিয়া নেয় পরানী।।
চল নাগরী লও গাগরী চল সবে তরাই করি
... বন্ধু দরশনে।।

ব্রজপুরে ঘরে ঘরে যত... করে যাইও নাগো
বন্ধু দরশনে।।
বেশভূষা চাই না বলে মানের ভয় রাখিনা
আমি যদি....লাগাল পাই-কলসী ভাসাই গো জলে
প্রাণ বন্ধুরে লই গো কোলে
প্রাণ বন্ধু রে ছাড়ব না প্রাণ গেলে।
শুন এগো ব্রজ মাইয়া প্রেম করিও মানুষ চাইয়া
লাউল প্রেমে রমণী রাই মইল।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জলে
শীতল হয় না জল চন্দন দিলে।।

সুহা/১৯

।। ৩৫৮।।

কাঁখে বারি, প্রাণে মরি, গৃহে যাইবার সময় যায়
পন্থ ছাড়রে শ্যাম রায়।
বন্ধুরে! তোমার কারণ, সব সখীগণ, আইলাম যমুনায়
জলে আসি হৈলাম দোষী, তার উচিত ফল দেখাইলায়।
বন্ধুরে! ঘরের জ্বালা কাল ননদী, তার জ্বালায় প্রাণ যায়
লোকের মধ্যে কলঙ্কিনী কৈলে আমায়।
বন্ধুরে একা কুঞ্জে শুইয়া থাকি, তার জ্বালায় প্রাণ যায়
রমণ বলে, শিয়ান হইলে, বুঝবে কথা ইশারায়।
বন্ধুরে! রাজপন্থে কাপড় ধরা, ধরবার উচিত নয়।
নবীন শাড়ি ফাড়া গেলে বিষম জ্বালা ঘটাইবায়।
বন্ধুরে! ইন্দ্ররমণ রাধা বলে, ভাবি তনু যায়
আমার সমান দোষী বুঝি ত্রিজগতে নাইরে।

য/২৬

।। ৩৫৯।।

কানু রে গুণমণি শ্রীবৃন্দাবনে শুনি মুররীর ধ্বনি।। ধু।।
বিরহ বেদন তনু হাতেতে মোহন বেণু
ললিত ত্রিভঙ্গা শ্যামরায় তরুতলে দাঁড়াইয়া

রাধা বলি মুররী বাজায়।।
কেউ ছিল রন্ধনে কেউ ছিল দুধ আউটনে
কেউ পরে সীমন্তে সিন্দুর
কেউ পরে রত্নহার কেউ পরে অলংকার
কেউর শোভে চরণে নেপুর।
সাজিয়া সকল সখী হইয়া কদমতলা মুখী
তালে তালে কদমতলায় যায়
শ্রীরাধারমণ বলে যাও সখী সব চলে
নয়ন ভরি দেখো শ্যামরায়।

গো (১১০)

।। ৩৬০।।

কালরূপ হেরিয়া এমনি হইলাম গো সখী
আগেতে না জানি
কুক্ষণে জল ভরতে গেলাম সুরধনীর তীরে।
ভঙ্গী করে দাঁড়াইয়াছে শ্যাম তরুয়া কদম্বতলে
দুই নয়ন বাঁধিয়া রাখি কদম্বের তলে
জল লইয়া গৃহে যাইতে চরণ নাহি চলে
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনী রাই
শীঘ্র করি গৃহে যাও আর তো সময় নাই।।

করু / ১৬

।। ৩৬১।।

কালরূপে হেরিলাম গো সই কদম্বমূলে।। ধু।।
ঐ রূপ জলেরই ছলে ঐ রূপ বিজলী খেলে,
আমরা তো যাবনা গো সই ফিরিয়া গোকুলে;
কালমেঘ দেখি মেঘের নাথ নামিয়াছেন ঐ জলে।
ঐ রূপ জলেরই ছলে — ঐ রূপ গহিনে খেলে,
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া বামে গো হিলে;
যে দিকে ফিরাই আঙ্খি সে দিকে নয়ন গো ভুলে
সখী চল — সকলে, যাই যমুনারই জলে,

দাড়াইয়াছে শ্যাম গো চান্দ ত্রিভঙ্গা হইয়ে ;
শ্যামের লাগি মুই অভাগি প্রাণ ত্যজিমু ঐ জলে।
বলে বাউল রমণে, ঐ রূপ লাগল নয়নে,
কেমনে রহিব গৃহে শ্যাম চান্দ বিনে;
মনে লয় গৌর রূপ গাঁথিয়া রাখি আপন গলে।

আহো (৪), হা (৩০)

।। ৩৬২।।

কালায় মরে করিয়াছে ডাকাতি গো শুন গো সখী
কালায় দেহের মাঝে সিদ বসাইয়া জ্বালায় প্রেমের বাতি গো।।
যখনকালায় বাজায় বাঁশি (আমি) গৃহে থাকি কেমন করি
কালায় জাতকুলমান সবই নিল, নাম রইল কলঙ্কী।।
বনপোড়া হরিণের মতো কালায় মরে করচে এত
আমার বুক চিরিয়া দেখাই কারে কেহ নাই দরদী।।
ভাইবে রাধারমণ বলে, কৃষ্ণচরণ পদকমলে
আমার অন্তিমকালে যুগলচরণ হেইরে যেন মরি।।

রা/১৩৪, গো (১৯৩), হা /১০০; অস

পাঠান্তর ঃ গো আ ঃ মরে > ঘরে কালায়... বাতিগো > হৃদয়ের মাঝে ছেল বসাইয়া জ্বালায় প্রেমের বাতি, যখন...কেমন করি > যখন কালায় বাঁশি বাজায় তখন গৃহে থাকা হয় দায়, কালায়...কলঙ্কী > আমার > মনপ্রাণ হরি নিল করিলো কলঙ্কী, বনপোড়া.... দরদী > কৃষ্ণচরণ পদকমলে > শ্রীগুরুর পদকমলে, আমার... মরি > অন্তিমকালে শ্রীচরণে পাই যেন গো আমি। হা ঃ দেহের .... বসাইয়া > হৃদের মাঝে হৃদ বসাইয়া।

।। ৩৬৩।।

কালায় রাধাকে ভাবিয়া মনে বাজায় বাঁশি নিদুবনে।। ধু।।
ডাকে মনোসাধে আয় গো বাধে তোর লাগি মোর কাঁদে প্রাণে।।
সকি গো যখন থাকি গৃহকাজে
বাজায় বাঁশি রাধা বৈলে।।
কালার বাঁশির গানে উদাসিনী
গৃহে থাকি আকুল প্রাণে।।

সখীগো ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে।।
এগো ললিতে কালার বাঁশির স্বরে উন্মাদিনী
মনপ্রাণ সহিতে টানে।।

আশা/৩

।। ৩৬৪ ।।

কালার পিরিতে সই গো সকল অঙ্গা জ্বলে
শীতল হয় না জল চন্দন দিলে।
হস্তে ঝারি কাঁখে কলসী, লও গো তরা শীঘ্র করি।
প্রাণবন্ধু দেখিবার ছলে, কলসী ভাসাইয়া জলে।।
প্রাণবন্ধু লও গো কুলে, প্রাণবন্ধুরে ছাড়মুনা প্রাণ গেলে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে, প্রেম করিও না সখীর সনে
পাড়ার লোকে মোরে মন্দ বলে।

য/১৪৩

।। ৩৬৫ ।।

কাহারে মরম কহিব রে শ্যামের বাঁশি যে দুঃখ আমার অন্তরে।।ধু
যেমন মেঘের আশে চাতকিনীর হৃদয় বিদুরে রে।। চি।।
বাঁশিরে নিবিড় কুটিরে রে বৈসে থাকি মনপাখি দুই আঁখি ঝুরে
যেমন পিঞ্জিরায় পাখির মত উড়িতে না পারিরে।। ১ ।।
বাঁশিরে শ্রবণে শয়নে রে সম্মিলন নয়নে নয়ন কামশরে
মনপ্রাণ হরিয়া নিল কালিন্দ্রির তীরে রে ।।২।।
বাঁশিরে শ্রীরাধারমণের এই কথা মনের ব্যথা কহিনা কাহারে
আপন সাধে ঠেইকাছি ফান্দে আমি কি দোষ দিমু কারে রে ।। ৩।।

রা/৮৪,য/১৪৪

পাঠান্তর ঃ যেমন মেঘের আশে ... বিদুরেরে > পিপাসায় চাতকিনীর বিদরে পরানী; মনপ্রাণ > ধনপ্রাণ, কালিন্দীর তীরে রে > কালিন্দ্রির তীরে /পয়লই রাগ অনুদিন বাঢ়ল, আনল হিয়ার মাঝে/ জ্বলছে আনল জল দিলে নিবে নারে।

।। ৩৬৬ ।।

কি আচানক সৈন্ন্যাসী একজন গো
আমি তার নাম জানি না।
নয়ন বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা
কি আচানক যায় গো দেখা
মাঝে মাঝে শ্যামল বরণ গো।।
হাতে লোটা মাথে জটা
কপালে তিলকের রেখা
চিনিতে না পারি বলে রাধারমণ।।

রা/১৬০

।। ৩৬৭ ।।

কি করে অন্তরে আমার প্রাণ বিশখে।। ধু।।
চিত্রপটে রহিল আখি মরি মন দুঃখে।। চি।।
রূপ দেখে হইল যন্ত্রণা
আগে জানলে এমন পট দেখতেম না, কর গো মন্ত্রণা।।
সে বিনে আর প্রাণ বাঁচে না জাইগে রইল বুকেতে।। ১।।
দেখেছি অবধি হনে মনপ্রাণ সহিতে টানে কি যাদু জানে
অগো আমায় নিয়ে যাও বলে নাম ধরিয়ে ডাকে।। ২।।
শ্রীরাধারমণের দুঃখ কহিতে বিদরে বক্ষ এ বড় কৌতুকে
কাজ কি কূলে শ্যামকে পাইলে মন্দ বলৌক গো লোকে।।

রা/৪৯

।। ৩৬৮ ।।

কি কাজ করিলাম চাইয়া, গো সই।
মন চলে না গৃহে যাইতে প্রাণবন্ধুরে থইয়া।
সোনার বান্ধাইল বাঁশি রূপার বান্ধা হিয়া
কোন্ বনে বাজাও বাঁশি প্রাণ নিল হরিয়া।
মনোসাধে প্রেম করিয়া মরিলাম ঝুরিয়া।
এমন নিষ্ঠুর বন্ধু না চাইল ফিরিয়া।।
আঁগে যদি জানতাম যাইবার রে ছাড়িয়া

তবে কেন করতাম পিরিত বিনা দড়াইয়া।।
রাধারমণ বাউলে বলে মনেতে ভাবিয়া ।।
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম কুলমান ত্যেজিয়া।

গো (৯০৮), আহো/(২৩), সুখী/১৩, শ্রী/৯৫

পাঠান্তর ঃ শ্রী /৯৫ ঃ কি কাজ করিলাম চাইয়া > ওর কি কাজ কইলাম চাইয়া, রূপার বান্দা > রূপার বান্ধা কেনে।।

।। ৩৬৯।।

কি দিয়া সুধিমু প্রেম ঋণগো রাই আমার সে ধন নাই।
তোমারই কারণে গোষ্ট গোচারণে গহন কাননে যাই
মনেতে সাধন করি শুন গো কিশোরী বাঁশিতে তোমার গুণ গাই
রাধা প্রেমাধীনী আমি সে প্রেমারিণী ঠেকিয়াছি বিষম দায়,
দানপত্র নাম লিখি আর কি আছে দিব বা-কি
প্রাণ দিয়ে ঋণ মুক্তি চাই।
তোমার কারণে করে বাঁশি ধারণে ত্রিভঙ্গা হইয়ে দাঁড়াই
বলে রাধারমনে মনের অকিঞ্চনে অন্তিমেতে চরণ যেন পাই।।

গো ভে (৬৫) (২২৮)

পাঠান্তর ঃ আমি কি দিয়া শুধির্তাম প্রেমঋণ গো রাই আমার সে ধন নাই/ আমি তোমারি কারণে গোষ্ঠ গোচারণে গহন কাননে যাই/ শুনগো কিশোরী বাঁশিতে তব গান গাই/রাধারমণ বলে গো ধনী আমি তার ঋণী ঠেকিয়াছি বিষম দায়/ দাসখতে নামটি লিখি আর কি ধন আছে বাকি আমি প্রাণ দিয়ে ঋণমুক্তি চাই।

।। ৩৭০।।

কি বলমু কালিয়া রূপের কথা, গো সজনী,
কি বলমু কালিয়া রূপের কথা
আমি এথা মরি লাজে, কি যন্ত্রণা পথের মাঝে—
ও আমি জানি না-সে পন্থে চিকনকালা।।
সব না সখীর সঙ্গে যমুনাতে গেলাম রঙ্গা
ও আমার ভাসিয়া তনু হইল উলের সুতা।
গো সজনী, কি বলমু কালিয়া রূপের কথা।

ভাইবে রাধারমণ বলে, ভাবিয়ো না রাই নিরানন্দে
ও আমার সব দুখ হৃদয়েতে গাঁথা
গো সজনী কি বলমু কলিয়া রূপের কথা।।

শ্রী/১০১

।। ৩৭১।।

কি রূপ দেখছ নি সজনী সই জলে।। ধু।।
এগো নন্দের সুন্দর চিকন কালা থাকে তরুমুলে।। চি।।
সজনী হাতে বাঁশি মাথে চুড়া ময়ূরপুচ্ছ হিলে
যেন মালতীর মালা শ্যাম অঙ্গে দোলে।। ১।।
সজনী কুক্ষণে জল ভরিতে গেলাম যমুনার কিনারে
এতো হাসি হাসি কয় গো কথা মন ভুলাইবার ছলে।। ২।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো সকলে
আমার সব দুঃখ পাশরিমু শ্যামদরশনে।। ৩।।

রা/১১৪

।। ৩৭২।।

কি রূপ হেরিয়া আইলাম কদমতলে ।। ধু।।
আর গো শ্যামের মৃদু হাসি বদন কমলে ।। চি।।
যাইতে যমুনার জলে শ্যামকালা জলে মিলে
কালরূপ হেরিয়া নয়ন আমার ভুলে।। ১।।
ত্রিভঙ্গের ভঙ্গিমা বাঁকা চুড়ার উপর ময়ূর পাখা
কত মধু মালতীর মালা দিয়াছি গলে।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
সখী বঞ্চিত করিও নাকো তোমরা সকলে।।

করু/৬

।। ৩৭৩।।

কিরুপ হেরিনু পরানসই
সাধ করে তারে হৃদয়ে থুই।।
রূপের চটকে উন্মাদিনী হই

গৃহেতে পাগলী কেমনে রই
সেরূপ সজনী পাব গো কই
রূপের কারণে কলঙ্কী হই।।
শ্রীরাধারমণ আমার বই
শ্যামল রূপের তুলনা কই।।

য/২৮

।। ৩৭৪ ।।

কি শুনি মধুর ধ্বনি গো সখী কি শুনি মধুর ধ্বনি।। ধু।।
কোন না নাগরে ধরিয়া অধরে এমন অমৃত নাম।।
শুনি বেণুগান যোগী ছাড়ে ধ্যান মৌন ছাড়ে ঋষিমুনি
বাঁশি বেড়াজাল যুবতীর কাল বাঁশিয়ে হরল প্রাণি।।
একেত অবলা তাহে কূলবালা ভালমন্দ নাহি জানি
গৃহেতে আমার কালসর্পাকার শাশুড়ী ও ননদিনী।।
এ জাতি যৌবন সঁপিনু জীবন পরান বন্দুয়া মানি
বাঁশিয়ে উদাসী হইতে শ্রীরাধারমণ বাণী।।

য/২৯

।। ৩৭৫ ।।

তাল-লোভা

কি হেরিলাম গো রূপে ডুবিল নয়ন।। ধু।।
কি আচানক রূপমাধুরী এমন দেখি নাই কখন।। চি।।
অন্তরে বিন্দিল রূপ, ভেঙ্গে সত্য কহ স্বরূপ, এ কি অপরূপ
কেহ নাই তার অনুরূপ এ তিন ভুবন ।। ১ ।।
চূড়ার উপরে পাখির পাখা কি দেখালে অ বিশখা—
পটেতে লেখা অঙ্গো ত্রিভঙ্গা বাকা মুরলী বদন।।২।।
চটকে ধামিনী আভা পীতাম্বরে কতই শোভা কি মনোলোভা
হৃদয়ে জাগে রাত্রি দিবা কহে শ্রীরাধারমণ।।

রা/৪৮

।। ৩৭৬ ।।

কি হেরিলাম রূপলাবণ্য শ্যামরূপ মনোহরা।
চাইলে নয়ন ফিরে না শ্যামের বাঁকা নয়ন তারা।।
ব্রজপুরে রসের মানুষ দেখছো নি গো তোরা
শ্যামের কটিতে ঘুঙুর চরণে নূপুর শিরে শোভে মোহনচূড়া।
হাটিতে যাইতে খসিয়া পড়ে সুধামৃত ধারা
সেই সুধা পান করে ব্রজের ভাগ্যবতী যারা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনী তোরা
আমি যার লাগি উদাসী হইলাম সে কেন দিল না ধরা।।

রা/১৩১

।। ৩৭৭ ।।

কুক্ষণে প্রাণ সজনী গেলাম কদমতলা
সে অবধি আমার মন হইয়াছে উতলা।। ধু।।
ভঙ্গী করি দাঁড়াইয়াছে বন্ধু চিকন কালা
ধড়া মোহন বাঁশি গলে বনমালা।।
শয়নে স্বপনে দেখি বন্ধু চিকন কালা
মুনিরও বে মন ইলে আমরা তো অবলা।
হস্তে করি মাথে লইলাম শ্যাম কলঙ্কের ডালা
রাধারমণ বলে রাধা হইয়াছে উতলা।

গো (২৬৭)

।। ৩৭৮ ।।

কুখনে গো গিয়াছিলাম জলের লাগিয়া
আমি নিষেধ না মানিয়া, সখী গো।।
শ্যামলবরণ রূপে মন নিল হরিয়া
কি বলব তার রূপের কথা শুন মন দিয়া।।
বিজলী চটকের মতো রহিয়াছে দাঁড়াইয়া
আমার কইতে বাঁধে হিয়া, সখীগো।।
আবার আমি যাব জলে আগাম জল ফেলিয়া
দাসী হইয়া সঙ্গো যাব কুলমান ত্যেজিয়া।।

আমি না আসিব ফিরিয়া, সখী গো।
ভাইবে রাধারমণ বলে কানু রে কালিয়া।।
জল ভরিয়া গৃহে আইলাম শূন্য দেহ লইয়া
আমার প্রাণটি বান্ধা থইয়া।।

হী/২, সুহা/১০, গো (৯৪), হা (২২)

পাঠান্তর ঃ সুহা ঃ কুখনে গো > আমি কিক্ষেণে, আমি নিষেধ না মানিয়া >×× আমার কইতে ফাটে হিয়া > শূন্য দেহ লইয়া > প্রাণটি বান্ধা দিয়া গো (৯৪)/ হা (২২) ঃ সুহা/১০ এর অনুরূপ।

।। ৩৭৯।।

কুঞ্জে না রহিও রাধা কুঞ্জে না রহিও
নয়ানের সাধ মিটিলে তবে তুমি যাইও।। ধু।।
যমুনার জলে যাইতে পথ যাইতে আধা
কদমতলে বাঁশি বাজাই শ্যামে দিলা বাধা
শ্যামের দিকে চাইয়া আঠুতে উষ্টা লাগি পাও
গাগরী ভাঙিয়া গেল শ্বশুড়ীর গালি খাও।
শ্বশুড়ী ননদীর গালি কানে বজ্র জ্বালা —
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যাম পাইলে ভালা।

গো (২৬৮)

।। ৩৮০।।

কুঞ্জের মাঝে কে গো রাধে কে গো রাধে
ললিতায় বলে রাধার বন্ধু আসিয়াছে।।
আধো মাথায় মোহনচূড়া আধ মাথায় বেণী
শ্যামের চূড়ায় করে ঝিলমিল ঝিলমিল বেণীয়ে ধরে ফণী।।
আধ গলায় চন্দ্রহার আধো গলায় মালা
অর্ধ অঙ্গা গৌর বরণ অর্ধ অঙ্গা কালা।।
আধো মুখে মোহন বাঁশি আধো মুখে হাসি
রমণ বলে হৈতাম আমি শ্রীচরণের দাসী।।

আছ/১

।। ৩৮১।।

কুলমান আর যায় না রাখা — বাঁশি যে ডাকে রাধা- রাধা।। ধু।।
সখী গো- কোন বনে বাজায়লো বাঁশি গোপীর মন করে উদাসী —
ধৈর্য ধরি রইতে পারি না আমি বন্ধু বন্ধু বলে বসে থাকি নিরালা।
সখী গো - ভাইবে রাধারমণ বলে প্রাণ নিলো গো বাঁশির স্বরে
গৃহে আর রইতে পারি না ; বাঁশির দোষ নয় লো সুখী
কর্ম দোষে এই জ্বালা।

গো (২৫৫)

।। ৩৮২।।

কুলের বাহির ও মুররী করিয়াছ আমারে
কূল গেল মান গেল না পাইলাম তোমারে।।
নিরলে শ্যাম পাইলে বুঝাই কইও তারে
আমি ও কুলটা আইছি সে যেন ভুলে না মোরে।
প্রভাতকালে কোকিলায় কুহু কুহু করে
শ্যামচাদ বাজায় বাঁশি রাধার নামটি ধরে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রাণ ছটফট করে
কেগো দূতী ধরি দিতে পারবে শ্যামবন্ধুয়া রে।।

গো (১৯২), হা ২ (১)

পাঠান্তর : (১) মুররী কূল গেল... তোমারে > মুরারী > আমিযে...××
প্রভাতকালে...... শ্যামবন্ধুয়া রে
প্রভাতকালে কাল কোকিলায় প্রতিধ্বনি করে / সখী রে মাঝে কয়ে বাঁশি
ভাইবে দেয় বাঁশি সবাকারে / গুপ্তপুরে আজ ব্রজপুরে / সখী রে বিপদে
পড়িয়া ডাকি কোথায় গো বৃন্দাদুতী, এ বিপদে রক্ষা করে / ভাইবে রাধারমণ
বলে চিন্তামণির চিন্তা যাবে দূরে।।

।। ৩৮৩।।

কৃষ্ণ কোথায় পাই গো বল গো সখী
কোন্ দেশেতে যাই।।
কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনী নগরে বেড়াই
শ্যাম প্রেমেতে কাঙালিনী রাই।।

ছিল আশা দিল দাগা আর প্রেমে কাজ নাই
বিচিত্র পালঙ্ক পাতি শইয়া নিদ্রা যাই।।
শইলে স্বপন দেখি শ্যাম লইয়া বেড়াই গো
ভাইবে রাধা রমণ বলে শুন গো ধনী রাই—
পাইলে শ্যামকে ধরব গলে ছাড়া ছাড়ি নাই।

সুহা/১৩, হা/৪৬, গো (১২২)

।। ৩৮৪ ।।

কে তুমি কদম্বমূলে পরিচয় কেন বল না
বাঁশিটি বাজাইয়া পাগলিনী আর কইরো না।।
নিতি নিতি বাজায় বাঁশি উড়াইয়া নেয় প্রাণী
কাকুতি মিনতি করি রাধা বইলে আর ডাইকো না।।
পন্থ ছাড় ছাড় বলি আমরা সব কুলনারী
শিরেতে কলঙ্ক ডালি লোকে দেয়রে গঞ্জনা।।
শাশুড়ী ননদী ঘরে থাকি আমি কেমন করে
শ্রীরাধারমণ বলে এই পথে আর যাইও না।।

সর্ব/১১

।। ৩৮৫ ।।

কেন রাধা বলে বাজায় শ্যামের বাঁশরী দিবানিশি।
এগো বাঁশির স্বরে গৃহে থাকা দায় হইল প্রাণ প্রেয়সী।।
যখন রন্ধনশালায় বসি তখন কালায় বাজায় বাঁশি।
আমি বাঁশির স্বরে ধুমার ছলে কান্দি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো তোমরা সকলে
এগো জীবন কালার প্রেমে বান্ধা আছে শ্রীমতী কিশোরী।।

শ্রীশ/৮

।। ৩৮৬ ।।

কেনে আইলাম জলে গো সই কেনে আইলাম জলে
না হেরিলাম শ্যামরূপ কদম্বের তলে গো।। ধু।।
সাঞ্জাবালা জল ফেলিয়া চলি আইলাম জলে

দেখব বলি শ্যামরূপ কদম্বের তলে গো
বিধি অইল বামগো না জানি কোন্ কলে
নিতাইর শ্যাম আইজ নাই কদমতলে গো
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যামে মোরে ছলে
কও গুরু শ্যামের দেখা পাইমু কোন্ কলে গো।

গো (২৬৯)

।। ৩৮৭ ।।

কে বাজাইয়া যায় গো সখী,
কে বাজাইয়া যায়।
এগো, ডাক দিয়া জিজ্ঞাসা করো —
কি ধন নিত চায় গো।।
আর কাঞ্চা বাঁশের বাঁশিগুলি
তলোয়ার বাঁশের আগা।
এগো নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশিয়ে
কলঙ্কিনী রাধা গো।।
আর যেই না ঝাড়ের বাঁশিগুলি
ও তার ঝাড়ের লাগাল পাই—
এগো, জড়ে-পড়ে, উগড়িয়া
সাগরে ভাসাই গো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে—
বাঁশি কে বাজায়।
এগো বাঁশির রব শুনি
বাজায় চিকন কালায়।।

শ্রী/৯৭

।। ৩৮৮ ।।

কে যাবে গো আয় সখী দির সমীর বনে।। ধু।।
মনোচোরা প্রাণের হরি যাবে যমুনা পুলিনে।। চি ।।
সঙ্কেত মুররীর ধ্বনি শ্যাম জানে আর আমি জানি
হইয়ে উন্মাদিনী নৈলে যাব একাকিনী শ্যাম দরশনে।। ১।।

পাখা নাইলে প্রাণপাখি ঘুরতেছ পিঞ্জিরায় থাকি
আমার মনকে বুঝাইয়া রাখি সে যে প্রবোধ না মানে ।। ২।।
কাল হইল কালিয়ার বাঁশি কুলবধূর প্রাণ বিঁশি
লাগাইয়া রশি
রাধারমণ বলে অভিলাষী ঐ রাঙা চরণে।। ৩।।

রা/১১৬

।। ৩৮৯।।

একতালা

কে যাবে শ্যাম দরশনে আয় গো সজনী।। ধু।।
পুলিন বনে বংশীর ধ্বনি সজনী গো মনে অনুমানি।। চি ।।
শ্যাম দরশনের দায় যদি প্রাণ যায় জনম সফল গনি
কি করে ছার কুল না হাসে গুকুল লাজ ভয় নাহি মানি।।
শ্যাম নব অনুরাগে সজনীগো হইলেম উদাসিনী।। ১।।
শ্যামপিরিতের মরা না যায় ধর্য ধরা বিরহে ব্যাকুল প্রাণী
বাঁশি হইল কাল ঘটাইল জঞ্জাল করিল গো পাগলিনী
আশা পথে চাতকিনী সজনীগো কাঙালিনী ।।২।।
এই ব্রজ মাঝে রমণী সমাজে হইলে হব কলঙ্কিনী
বিরহ বেদনা পরাণে সহে না বিনে শ্যাম চিন্তামণি
শ্রীরাধারমণে ভনে সজনীগো আমায় নেয় সঙ্গিনী।। ৩।।

রা/ ৫৪

।। ৩৯০।।

তাল — লোভা

কে যাবে শ্যাম দর্শনেতে অ সজনী।। ধু।।
মোহনমধুর স্বরে হইয়াছি গো উন্মাদিনী।। চি।।
ললিতা বিশাখা চল সকল সঙ্গিনী
না গেলে না হবে জলে নইলে যাব একাকিনী।। ১।।
কিবা যাদু জানে বাঁশি কি মন্ত্র মোহিনী
মনপ্রাণ সহিতে টানে করিয়াছে উন্মাদিনী।। ২।।

বংশী বটে বংশীধ্বনি মনে অনুমানি
শ্রীরাধারমণের আশা হেরিতে শ্যাম চিন্তামণি।। ৩।।

রা/৬১

।। ৩৯১।।

কোথা গো প্রাণসই শোন সখী রসরাজের কথা
বেলা অবসানকালে আইলাম গো কালিন্দ্রির জলে
নাগরও দাঁড়াইয়াছে তথা।।
কদম্বডালেতে বসি বাজায় শ্যামে মোহন বাঁশি
ভ্রমরা ভ্রমরী গুণ গায়।
নবরঙের নবফুল মালতী কুসুম চাম্পা ফুল
ঝরিয়া পড়িল রাঙা পায়।
নাগর বড় দুরাচার লাজ ভয় নাহি তার
অসময়ে বাঁশিতে দেয় গো টান।
আমরা গোপের নারী মনে অনুমান করি
কোন্ কালায় হরিয়া নেয় গো প্রাণ।।
কালিন্দীর জল কালা আর কালা মন্দের ভালা
দুয়ো কালায় এক সঙ্গে ভাষে গান।
ভাইবে রাধারমণ বলে আইলায় গো কালিন্দ্রির জলে
যাচিয়া যৌবন কর দান।।

রা/১৬৪

।। ৩৯২।।

কোন্ বনে বসিয়া ধনী মনোচোরায় বাঁশি বায়
ও ললিতে যা গো তরা জাইনে আয়।
কাতরে করি গো মানা বাঁশি তুমি আর বাজাইও না
সহে না অবলার প্রাণে জ্বালায় অঙ্গ জ্বলিয়া যায়।।
শুনিয়া কালার বাঁশি মন হইয়াছে উন্মাদিনী
চিত্তে করে উচাটন গৃহে থাকা হইল দায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে কে যাবে যমুনার জলে
বিনামুল্যে বিকাইব শ্যামের রাঙা পায়।।

আশা/৫

।। ৩৯৩।।

কোন্ বনে বাজিল শ্যামের বাঁশি গো উদাসিনী কৈল গো মোরে
শ্যাম নিরুপম বংশী ভুজঙ্গা অবলার বধিবার তরে।। ধু।।
যারে দংশে কালফণী নাই মানে উঝাগুণী
অবলার প্রাণ কি ধৈর্য ধরে।
অগাধ সমুদ্রে মীন নাহি দুক্ষ বেদন আনন্দে বিহার করে,
কালিয়া বিবরে বংশী বেড়া জালে শুখনায় তুলিয়া মারে।
বাঁশি জানে কি মোহিনী হরিয়া নেয় গো প্রাণী
মনপ্রাণ আজি কি করে;
চল চল সব সখী বনে যাইয়া শ্যাম দেখি
কহে রাধারমণ কাতরে গো।।

আহো /৩৫, হা/১৪, গো (১৬৮), তী /১৭

পাঠান্তর ঃ হা/কালফণী > কালশশী। গো/বিবরে > চিত্তরে; শুখনায় > ডাঙ্গায়।

।। ৩৯৪।।

কোন্ বনে বাজে গো বাঁশি আন তারে দেখি
বনে থাকে ধেনু রাখে রাখালিয়ার মতি ।।
এমন লুকি দিল গো কালায় স্বপনে না দেখি।
যখন কালায় বাজায় বাঁশি তখন আমি রান্ধি বসি।।
ভিজা কাঠ চুলায় বসে কান্দি মরি।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পীরিত করিয়া গেল, অন্তরে যে ঝুরি।।

হা ১২ (১০), গো (২৪৫)

পাঠান্তর গো ঃ ভিজা কাষ্ট ... মরি > আকুল করে কালার বাঁশি ভিজা কাষ্ঠ চুলায় ঠাসি / ধুমা উঠে ঘর ভরি তার দুহারে কান্দি বসি; ভাইবে রাধারমণ..... ঝুরি > ভাবিয়া রাধারমণ বলে কান্দি বসি ধুয়ার ছলে /কান্দনের নাই পারাপার, কান্দি কান্দি কুল বিঁশি।

।। ৩৯৫ ।।

কোন্ বনে বাজে বাঁশি টের না পাই
রাধা বলে বাজে বাঁশি কি করি উপায়।।
কর্ণ পাতি শুন সজনী কি মোহিনী তায়
গৃহকর্মে নাহি মন উন্মাদিনী প্রায়।।
অশন বসন ভূষণ রন্ধনে যাই
ধুমার ছলে বৈসে কান্দি বন্ধুরে নি পাই।।
যে অধরে ধরে বাঁশি লাগ নাহি পাই—
জল বিনে চাতকী যে মরি পিপাসায়।।
জীবন মরণ সমান কৃষ্ণ নাহি পায়
কৃষ্ণার্পিত প্রাণ শ্রীরাধারমণ গায়।।

য/৩৩

।। ৩৯৬ ।।

চলগো সখী জল আনিতে
গিয়ে যমুনায় জলের ছায়ায় কদম্ব তলায় প্রেম খেলিতে ।। ধু।।
আমি প্রেমেরই পিয়াসী কাঁখে নিয়ে কলসী হইলাম রওয়ানা জল ভরিতে।
আমার মনেরই আশা বন্ধের ভালবাসা খেলিতে পাশা কালারই সাথে।
এমন পাষাণো মারিয়া প্রেমবাণো ভুলিয়া রইলো কার কুঞ্জেতে ।
আমার যৌবন হল শেষ প্রাণবন্ধু বিদেশ ঝাপ দিবো এখন যমুনার জলেতে ।
আমার মরণকালে তোরা সবে মিলে যমুনারই জলে যাইও আমার সাথে।
আমার জিয়ন -মরণ কয় রাধারমণ সকলই অসার পাইলাম না তপস্যা করিতে ।

গো (২৬২)

।। ৩৯৭

চল গো সব সহচরী জল আনিতে যাই
শীতল গহিন যমুনায়।। ধু।।
শীতল কালিন্দী তীরে মোহন মধুর স্বরে
বাজায় বাঁশি শ্যামনাগরে তারে হেরে জুড়াইব কায়।। ১।।
বিশখা পট্টেতে লেখি নিল মনপ্রাণ আঁখি

দেহমাত্র ছিল বাকি তারে রাখা হইল বিষম দায়।। ২।।
ডালে বৈসে বাজায় বেণু তারে দেখলে শীতল তনু
তারে না দেখিলে প্রাণ যায়।। ৩।।
কাখে কুম্ভ হস্তে ঝারি চলিলা ব্রজনাগরী
শ্যাম অনুরাগ ধরি রাধারমণ গায়।। ৪।।

রা/৯২

।। ৩৯৮।।

চল সখী বন্ধু দেখতে যাই গো কদমতলায়
আড়ে আড়ে শ্যাম নাগরে আমার পানে চায়।
বাঁশির সুরে পাগলিনী করছে বাহির রাই রঙ্গিনী
আদর করিয়া ডাকে আয় গো সখী কদমতলায়।
বাঁশির নামে কালসাপিনী দংশিল অবলার প্রাণী
রমণীর মন যায় না রাখা মুনির মনই হরে।
ভাইবে রাধারমণ বলে আয় সখী যমুনার জলে
জলের ছলে পাবে দেখা বংশীধারী শ্যামরায়।

গো (৯৩), হা (২৩)

পাঠান্তর ঃ আয় সখী.... শ্যামরায় > কে যাইবে যমুনার জলে/ জলের ঘাটে হইবে দেখা প্রাণ বন্ধুয়ার সনে।।

।। ৩৯৯।।

জন্মের মত দিয়া ফাঁকি উড়ে গেল রাধাপাখী।। ধু।।
সুবল রে—কলসী লইয়া কাঁখে আড় নয়নে ঘোমটা টেনে
জল আনতে যায় বিধুমুখী
আশার আশে আর কত দিন পন্থপানে চেয়ে থাকি।
সুবল রে—লোকেরে না মুখ দেখাবো যমুনাতে প্রাণ তেজিবো
রাখবো না আর এ ছাড় জীবন।
পাখীর লাগি কান্‌তে কান্‌তে দেহ মাত্র আছে বাকী।
সুবল রে - ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
সে জ্বালা না যায় সহন দরশন না হইল
কেমনে প্রাণ বুঝাইয়া রাখি।

গো (১৪১)

।। ৪০০।।

জল আনিতে দেইখে আইলাম গো সকি গৌরবরণ বাঁকা।
এগো কি কুক্ষেণে শ্যামের সনে হইল আমার দেখা।।
হস্তে শ্যামের মোহন বাঁশি গো শিরি মোহন চুরা
এগো কাঁচা সোনা ঝিল মিল ঝিলমিল
তনু খানি মাখা।।
মনপ্রাণ নিল শ্যামে গো শুধু দেহামাত্র একা
এগো মনভোলানো রূপটি আমার
হৃদয় মাঝে আঁকা।।
উপায় বল ও সজনী গৃহে দায় হইয়াছে থাকা
এগো পাখির মতন উইড়া যাইতাম থাকত যদি পাখা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে তরা শুন রে প্রাণের সখা
এগো নিশাকালে শ্যামের সনে হইব তোমার দেখা।।

আশা / ৮

।। ৪০১।।

জলধারা দেও গো সখী মাথে
কর্মদোষে পাইলাম না গো শ্রী জগন্নাথে।
জলের ছলে কলসী কাখে গেলাম যমুনাতে
একা পাইয়াও পাইলাম না গো আপন কর্ম দোষেতে
জল ঢালিয়া আবার গেলাম যমুনারই ঘাটেতে
চউখে দেখি প্রাণনাথে পাই না হাতের কাছেতে ।
পাইয়া তারে পাইলাম না গো আপন করম দোষেতে
কপাল দোষে অইছি দোষী ঠাটা পইলো মাথাতে ।
ভাইবে রাধারমণ বলে আঘাত করি মাথাতে
পাইয়া বন্ধু পাইলাম না গো আপন করম দোষেতে ।

গো (২৪৭), হা (৭)

পাঠান্তর ঃ কর্মদোষে...যমুনাতে > × ×, যমুনারই ঘাটেতে > বন্ধু পাইবার আশে; চউখে .... কাছেতে > × ×, কপাল দোষে...মাতাতে > × ×, আঘাত করি মাথাতে > থাকো জলের ঘাটে; পাইয়া বন্ধু...দোষেতে আমার তোমার দেখা হবে রাত্র নিশা কালে।

।। ৪০২ ।।

জলধারা দেও মাথে গো সখী জলধারা দেও মাথে।
জল ডালিয়া জলে গেলাম গো সখী বন্ধু পাইবার আশে
কালনাগে ছুপ্ মারিয়াছে বিষ উইঠাছে মাথে।
রঙ্গ গেল রূপ গেল গো সখী গেল মুখের হাসি
সোনার অঙ্গ মলিন হইল বয়সে দিল ভাটি ।
ভাইবা রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
এগো মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ জল দিলে কি নিবে।

শ্রীশ/৬

।। ৪০৩ ।।

জল ভর কমলিনী জলে দিয়া ঢেউ, গো
শ্রীনন্দের নন্দন কালা কদম্বেরি তলে গো।।
শুনহে শ্যাম বংশীধারী করি রে বিনতি
তুমি হওরে রাধার গঙ্গাজল আমি কলসী ভরি।
কলসী লইয়া জলে নামলা গঙ্গার জলে
সখীর সঙ্গে মনোরঙ্গে কাল জল ভরে
কলসী ভরিয়া রাধে থইলা কদমতলে
কলসীর ভিতরে বাঁশি রাধা রাধা বোলে।
শুইন্যা ধ্বনি রাই রঙ্গিনী—চতুর্দিকে চায় গো
কলসী লইয়া উঠল নদীর পারে
চল চল গৃহে চল রাধারমণ বলে।।

ন/১০

।। ৪০৪ ।।

জলে কি নিবাইতে পারে প্রেম অনল যার অন্তরে।
এগো জল দিলে দ্বিগুণ জ্বলে শীতল হয় না গঙ্গাজলে।।
বন পোড়ে সকলে দেখে মনের আগুন কেউ না দেখে
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে আগুন আমার রিদের মাঝে
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার মনের অনল কেউ না দেখে
আমি হইয়াছি পিরিতের মরা অন্যে কি জানিতে পারে।।

কি / ৪

।। ৪০৫ ।।

জলে গেছিলাম একেলা
একলা পাইয়া শ্যাম বন্ধে খেলিয়াছে রসের খেলা।
একলা পাইয়া শ্যাম বন্ধে করছে উলা মেলা
বহুরসের খেলা খেলছে শ্যাম চিকন-কালা
জল আনতে কলসী কান্ধে গেছিলাম অবলা
কুলবধূ মান্‌ছে না গো কুল নাশিছে নন্দের কালা।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শোন গো সব অবলা
কেউ যাইছ না জলের ঘাটে কুল নাশিবো নন্দের কালা।।

গো (২৯৯)

।। ৪০৬ ।।

তাল—লোভা

জলের ঘাটে কে যাবে গো আয়
কাননে বসি ঐ কি শুনি মধুর ধ্বনি শুনা যায়।। ধু।।
বিষম বাঁশির কথা কহন না যায়।। চি।।
কালার বাঁশি কুলবিঁশি মনপ্রাণ করছে উদাসী
মনে লয় তার হই গো দাসী—না দেখি উপায়।
বাঁশি বরশির মত ফুটিল হিয়ায়।। ১।।
অবলা কুলের কুলুটা উন্মাদিনী বাঁশির মিঠা
যে শুনে তার লাগে লেঠা গৃহে থাকা দায়।
ঘরে বাদী কালননদী কয় মন্দ সদায়।। ২।।
শ্রীরাধারমণের গাথা বাঁশির কথা হৃদয় গাথা
মনে বড় পাই ব্যথা কৈতে না জুয়ায়।
দারুণ বাঁশির জ্বালা সহন না যায়।। ৩।।

রা/৫৯

।। ৪০৭ ।।

জলধামালি

জলের ঘাটেতে বসি ঠার দিয়া কুল মজাইছে
ওগো একূল ওকূল দুকূল গেল

পারবিনে কুল রাখিতে।
শ্যামের নয়ন বাঁকা যৌবন যায় না গো রাখা
আড় নয়নে চায় গো কালায়
পারবি না কুল রাখিতে ।
শ্যামের চূড়াটি মাথে শ্যামের বাঁশিটি হাতে
বাঁশি নাগো প্রেমের ফাঁসি লাগল।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো সকলে
এক পিরিতে তিন জন বাঁধা
শুনছ নি কেউ জগতে ।।

নিধু/২

।। ৪০৮।।

জলের ঘাটে দেইখে আইলাম
শ্যাম চিকন কালিয়া।।
চূড়ার উপ্‌রে ময়ূর পাখা
বামে দিছে হেলাইয়া
নিতি নিতি দেও খোটা
কালিয়া সোনা বলিয়া।।
দেখছি অনে লাগছে মনে
পাশরিতে পারি না।
এমন সুন্দর তনু
কে দিছে গো গড়িয়া।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে
থাক ধৈর্য ধরিয়া।
বন্ধু যদি আপন হয় গো
আসবে ঘুরিয়া ফিরিয়া।।

শ্রীশ/৯

।। ৪০৯।।

জলের ঘাটে দেখিয়া আইলাম কি সুন্দর শ্যামরায়
শ্যামরায় ভমরা গো ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধু খায়।

নিতি নিতি ফুল বাগানে ভমর আসে মধু খায়
আয় গো ললিতা সখী আবার দেখি শ্যামরায়।
মুখে হাসি হাতে বাঁশি বাজায় বাঁশি শ্যামরায়
চান বদনে প্রেমের রেখা আয় গো ফিরি দেখে আয়।
ভাইবে রাধারমণ পাইলাম না রে হায়রে হায় —
পাইতাম যদি বন্ধুয়ারে — রাখতাম হৃদয় পিঞ্জিরায়।

গো (২১৬), হা (৪৪)

পাঠান্তর ঃ আইলাম > আইলেম, ভমরাগো > ভনরায়; দেখি শ্যামরায় > জলে ঘুরিয়া আয়; প্রেমের রেখা....আয় বাজায় বাঁশি মধুর মধুর শোনা যায়; বন্ধুয়ারে> শ্যামের বাঁশি।

।। ৪১০।।

জীবন থাকিতে গো পিরিতে আর মন দিও না।। ধু।।
ও তোর পদে ধরি বিনয় করি গো, ওহে গো, ললিতা সখী
আমি কাতরে করি গো মানা।
ঘরে বারে হইলাম দোষী, কিবা দিবা কিবা নিশি
চিন্তিতেছি বিরলে বসিয়া;
আমার ভেবে তনু হইল সারা গো, কান্দাশূন্য দিন যাবে না।
মন প্রাণ দিয়ে বান্ধা, পাইবে লোকের নিন্দা,
রাখবে জীবন শেলেতে বিন্ধিয়া,
তোর নিত্যই প্রেমের একাদশী গো, দ্বাদশীর আর নাই পারণা
রাধারমণ চান্দের প্রাণ, হয় না কেন সমনধামান,
পাপ প্রেমের তার কি বাখান;
আমার যায় না কেন সে যেখানে গো, প্রাণে আর ধৈর্য মানে না।।

আহো/১৯, হা (৩৫), গো (১৫৭)

পাঠান্তর ঃ গো ঃ ও হেগো...আমি > বিন্দিয়া > × ×, বান্ধিয়া, আয় > × ×, সমনধামান > সমানসমান।

।। ৪১১।।

ডাকিও না রে শ্যামের বাঁশি আমার ঘরে বাদী গুরুজনা
বারে বারে অবলারে আর জ্বালা দিও না।

থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া বাঁশি কেন দেও রে যন্ত্রণা
জানিয়া কি জান না বাঁশি বাঁশি আর জ্বালা দিও না।
নিরলে নিরতে পাইলে করমু বাঁশি আলোচনা
থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া মোরে দেরায় কত লাঞ্ছনা।
তোমার ডাকের জ্বালায় চঞ্চল সদায় চিত্ত না
শ্বাশুড়ী ননদী বাদী করে কতই গঞ্জনা।
কুলমান সব নিলায় ডাকিয়া পরাধীনা
তোমার পদে দাসী হইতে পন্থ খুঁজি পাই না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে তোমায় করি মানা
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা ডাকিয়া আর দিও না।।

গো (১৬৪)

।। ৪১২।।

ঢেউ দিও না কথা রাখ রূপ দেখি জলের ছায়ায় সই গো
জলের ভিতরে শ্যামরায়।। ধু।।
সই গো—অষ্ট-সখী লইয়া গো রাধে জল ভরিতে যায়
কলসীতে দেখতে পায়।
সই গো—কদম ডালে বইসে গো বন্ধে বাঁশিটি বাজায়
সেই অবধি হইল গো ব্যাধি শয়নে স্বপনে দেখা যায়।
সই গো রূপের পাগল হইচে যারা—রূপেতে মিশিতে চায়
শ্যাম বিচ্ছেদের জ্বালা তোর সদায় জ্বালায় পোড়ায়।
সই গো—ভাইবে রাধারমণ বলে প্রাণ রাখা হইল দায়
ভাবিক বিনে ঐরূপ কেউ না দেখিতে পায়।।

গো (৭১) (৮১)

।। ৪১৩।।

ঢেউ দিয়ো না, ঢেউ দিয়ো না ঢেউ দিয়ো না জলে —
গো সই ঢেউ দিয়ো না জলে।।
আর ঘুম তনে উঠিয়া রাধে
কলসী পানে চায়।
কলসীতে নাই রে জল,

যমুনায় চলে থিরে।।
আর কলসী ভরিয়া রাধে
থইল কদমতলে; —
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে কলসীর মাঝারে।।
আর শাশুড়ী বলে গো বধূ
এতে দিরং কেনে?
ওরে জলে গেলে পাড়ার লোকে
পথ দেয় না মোরে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো সকলে,
পঙ্খ নয় উড়িয়া যাইতাম
ফিরিয়া জলের ঘাটে।।

শ্রী/৯০

।। ৪১৪।।

তরুতলে বাঁশি কে বাজায় গো সখী জানিয়ে আয়।
বাঁশির রব শুনিয়ে গৃহে থাকা দায়।
জানিয়ে আয় গো সহচরী কেবা নাম ধরিয়া বাজায়
বাঁশি গো আমার চিত্তচোরা কালা কি বা আয়।
কাচা বেণু বাশের বাঁশি কালায় বাজায় দিবানিশি
এগো আমার কুলবধুর কূল মজাইতে চায়।
অষ্ট আঙুল বাঁশের বাঁশি বাঁশির স্বরে মন উদাসী
কালার বাঁশির সুরে রাধা জলে যায় গো।
ভাইবে রাধারমণ বলে তরা কে কে যাবি জলের ছলে
এগো কদমতলে বাঁশি কে বাজায়।।

ন/২১

।। ৪১৫।।

তরুমূলে শ্যামরূপ হেরিলাম তরুমূলে।
নবীন মেঘেতে যেন সৌদামিনী জ্বলে।।
শিরে চূড়া শিখিপাখা কি আচানক যায় গো দেখা

দাঁড়াইল ত্রিভঙ্গা বাকা বনমালা গলে।।
শ্যামরূপের নাই তুলনা ভুবনমন্ডলে ।।
শ্যামরূপে নিল আখি মন হইয়াছে চাতক পাখি
আমার প্রাণ কান্দে থাকি থাকি রাধারমণ বলে।।

রা/১৩২, গো (২১৬, হা (৩১)

পাঠান্তর গোঃ নবীন মেঘেতে যমুনার জলে ; শিরে চূড়া ... গলে শ্যামরূপের ... হেরি কি সুন্দর মাধুরিমা কেমন সুন্দর বদন চন্দ্রিমা; মন ... পাখি বাইর হইল প্রাণ / তবুনা ধরিতে পারি সবে যায় নানা ছলে ; আমার .... বলে ভাইর রাধারমণবলে কি জানি কি কপালে/ লেখছে বিধি রূঢ় মনে যে আগুনে হিয়া জ্বলে।

হা ঃ মন... পাখি...ছাড়িয়া গেল শ্যামশুকপাখি; রাধারমণ বলে > গোসাই রমণ বলে।

।। ৪১৬।।

তুই মোরে করিলে উদাসী সোনার বরণ হইল কালো
তোমায় ভালবাসি সোনা বন্ধুরে —। ধুয়া
তোমার প্রেমে পশি হারাইলাম ধনজন পাড়াপ্রতিবেশী
তোমার কারণে আমি হইয়াছি উদাসী —
পথের ভিখারী আমি সকল বিঁশি।
ছাড়াইতে চাইলে প্রেমে ধরে মোরে ঠাসি
রাধারমণ বাউল হইল ঘরবার নাশী।।

গো (২৪১)

।। ৪১৭।।

তুমি নি রমণীর মনচোরা রে বন্ধু সুনার চান।
তুমি ধন তুমি প্রাণ তুমি আমার সে জীবন
তুমি আমার নয়নের মণি রে বন্ধু সুনার চান।
কলসী ভাসাইয়া জলে ও প্রাণবন্ধুরে লইলাম কোলে।
যাউক যাউক কুলমান তোমায় যদি পাই, সুনার চান।
সুনার সুতে সুত বলিয়া বরশির কলে টুপ গাথিয়া
লুকাই লুকাই নিলায় রাধার প্রাণ রে বন্ধু সুনার চান।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে প্রেম করিও না শঠের সনে
প্রেম করিয়া হইলাম জিতেমরা, রে সুনার চান।।

আশা /১১

।। ৪১৮।।

তুমি বন্ধু রসিক সুজন তোমায় পাইবার আশে ঘুরিতেছি বনে বন।। ধুয়া
মাজে মাঝে উঁকি দিয়া আমার মন নেও হরিয়া
সব কিছুত তুমি বুঝো বুঝ না নি আমার মন।
তোমার প্রেমরসের বাণী কেবল লোকের মুখে শুনি
এ জগতে আর কেউরে না দেখিরে তোমার মতন।
তোমারে পাইবার লাগি মনে দঢ়ো আশা রাখি
তুমি থাকো দিয়া লুকি পাইলাম না তোমার চরণ।
পুরিল না মনের আশা আমি পাপী কর্ম্মনাশা
পুরিবনি আমার আশা থাকিতে এ ছার জীবন।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দিন যায় মোর অবহেলে
কামরসে মগ্ন হয়ে নাশ কইলাম মানব জীবন।।

গো (২৩৬)

।। ৪১৯।।

তোমার বাঁশির সুরে উদাসীন বানাইলায় মোরে রে ;
এগো, বাঁশির সুরে করিয়াছে পাগল রে —
আরে ও প্রাণনাথ তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।
আর তোমার বাঁশির সুরে উদাসী করিলা মোরে রে;
এগো, বন্ধের জ্বালায় আইলাম পাগলিনী রে —
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।
আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতে বিদায় মাঙ্গাইন রাইয়ার কাছে রে;
এগো নারী অইয়া কেমনে দেই বিদায় রে —
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।
আর তোমার বাঁশির সুরে ভাটিয়াল নদী উজান ধরে রে ;
ও আমি যৌবত নারী, কেমন রই পাসরি রে —
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।

আর আমি তো অভাগীর নারী, বন্ধের জ্বালায় কলঙ্কিনী রে;
এগো, বন্ধের জ্বালায় অইলাম অভাগিনী ও —
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।
কিবা মোরে বাঁশি দেও রে; এগো বাঁশির সুরে কইল যে পাগল রে —
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।
কিবা মোরে সঙ্গো নেও কিবা মোরে বাঁশি দেও রে;
ওরে, তোমার সঙ্গো বানাই নিবায় দাসী রে —
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।
অরে ভাইবে রাধারমণ বলে, বাঁশি না অয় লইছে মনে রে ;
এগো বাঁশির সুর দি কত পাগল বানাও রে—
আরে ও প্রাণনাথ, তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশি।।

শ্রী /২৫৭

।। ৪২০।।

তোর লাগি মোর প্রাণ কান্দে রে বিদেশী বন্ধু
তোর লাগি মোর প্রাণ কান্দে রে।। ধু
আশা দিয়া তুইলা গাছে নীচে বসি রং চাইলে
আমারে কান্দাইলায় বন্ধু তোমার কান্দন পিছে।
কাচা চুলা ভিজা লাকরি বন্ধু বিষম বাদী
চুলার তবে জ্বাল হাটাইয়া ধুমার ছলে কান্দি।
আজব নদীর বিজয়পুরে নৌকা মোর বান্দা
বিনা হাওয়ায় নাও ডুবিল আমার কপাল মান্দা
ভাবিয়া রাধারমণ বলে ঠেকিয়া রইলাম মায়াজালে
তোমার কঠিন হৃদয় নাই মমতা বলবে সয়ালে।

গো (১০৫)

।। ৪২১।।

তোরা ঐ শুননি গো শ্যামকালিয়া
বাঁশির স্বরে আমায় ডাকে।
বাঁশি আমায় ডাকে, আমায় ডাকে আমায় ডাকে গো
যখন আমি রান্‌তে বসি কালায় তখন বাজায় বাঁশি

আমার রন্ধনেতে মন মজে না কি হইল গো।
ক্ষুধা নিদ্রা না লয় গো মনে প্রাণ কান্দে রাত্রিদিনে
কে যে জলের ঘাটে কি সন্ধানে বাঁশি বাজায় গো।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জলে
কৃষ্ণ দরশনে যাইতে আমায় নিও গো।।

রা/১৪০

।। ৪২২।।

তোরা কে যাবে সই যমুনা নীরে
শুনে বাশি মন উদাসী চিত্তে কি ধর্য ধরে।। ধু।।
সেত বসে নিরলে সই গো কদম্বমূলে
মনপ্রাণ হরিয়া নিল সুমধুর স্বরে
মনে লয় তার সঙ্গো যাইতে আর রহিতে না পারি ঘরে।। ১।।
বাঁশি কি মন্ত্র জানে ধ্বনি যে শুনে কানে
সে কি ঘরে রইতে পারে ধর্য ধরে।
বাঁশির জ্বালা সইতে নারি যেন আগুনে দাহন করে।। ২।।
সব সঙ্গিনী সনে চল শ্যাম দরশনে
মোহন বাঁশির স্বরে উচাটন করে
শ্রীরাধারমণের আশা আমায় নেয় সঙ্গো করে।। ৩।।

রা/ ৭২

।। ৪২৩।।

তোরা শুনগো ললিতা সই গহন কাননে
বাঁশি বাজে কই —
এগো অসময়ে বাজায় বাঁশি হায় গো আমি
এত জ্বালা কত সই।।
শুইনে মুররীর ধ্বনি আমার উড়িয়া যায় প্রাণী
নিরলে বসিয়া বঙ্গে বাজায় বাঁশি কই
এগো বাঁশির স্বরে রইরে নারি হায় গো
আমি কেমনে স্বগৃহে রই।।
ত্বরা লও গো ঘাঘুরি আমার সহে না দেরী

জলের ঘাটে একাকিনী ডুবিয়ে মরি।
এগো বাঁশির স্বরে প্রাণ বাঁচে না হায় গো
আমার মন করে উচাটন।
ভাবিয়া রমণ বলে শুন গো সকলে
জলে গেলে প্রেমডোরে বানব গো তরারে।

ন-৫

।।৪২৪।।

তোরে করি গো মানা জলের ঘাটে এগো সখী একেলা যাইও না
কলিযুগের বধূ তোমরা নিষেধ কিছু মান না।
চেপ্টা ডুরি কাপড় পিন্দি জলের ঘাটে যাইও না
শ্বশুড়ী ননদী ঘরে সদায় করে যন্ত্রণা
জলের ঘাটে চিকনকালা সেখানে মান রবে না।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমের বিষম যন্ত্রণা
ছপাই কাপড়ে দাগ লাগিলে ধইলে তো দাগ ছাড়ে না।

গো (১৩৮)

।। ৪২৫।।

ত্বরাই কইরে যাও প্রাণ সখীগো
যাও দূতি বৃন্দাবনে বন্ধুরে আনিতে গো
বিচ্ছেদ জ্বালা প্রবল হইল গো
বন্ধু আনিয়া দেখাইয়া মিলাইয়া প্রাণ রাখো গো।।
বৃন্দাবনে কত কণ্টক আছে গো
কেমনে আসিব বন্ধু অন্ধকার নিশি গো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে গো
আমার প্রতি প্রাণ বন্ধের দয়া নি আছে গো।।

রা/১৩৯

।। ৪২৬।।

দিবস রজনী গো আমি কেমনে গৃহে থাকি
শ্যামল বরণ অলক নয়ন পলকেতে দেখি।

শুইলে স্বপনে দেখি ও তার নাম লইতে থাকি
এগো চমকিয়া চমকিয়া উঠে ঐ পরান পাখী।
তৈলের ভাণ্ড হস্তে লইয়ে এগো বেভোর হইয়ে থাকি
এগো দুধের মাঝে লবণ দিয়ে পাগল হইয়ে মাখি
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো সজনী
এগো কৃষ্ণশ্যাম বিচ্ছেদের জ্বালার আর কতদিন বাকী।

য/১৫৪, কিরণ/৭

পাঠান্তর ঃ বরণ > শ্যাম নয়ন ; এগো চমকিয়া ... পাখি পাইতাম > যদি প্রাণ বন্ধুরে রিদের মাঝে রাখি; তৈলের.... থাকি > তৈলের ভাণ্ডে ঘৃত আনি আমি সাজাইয়া রাখি; এগো কৃষ্ণ শ্যাম বিচ্ছেদের .. বাকী > আইসব বলে চলে গেল আমায় দিয়া ফাঁকি ।।

।। ৪২৭ ।।

দেইখে আইলাম তারে ত্রিভঙ্গা ভঙ্গিমা রূপ
দাঁড়ায় কদমতলে।
মস্তকেতে মোহনচূড়া বামে হেলিয়া পড়ে —
গলায় শোভে ফুলমালা যেন বিদ্যুৎ জ্বলে।
হাতে তার মোহনবাঁশি বাজে শ্রীরাধা বলে
পরণে তার নীল ধড়া দাড়াইয়াছে কদমতলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো ধনি সকলে
আয়গো তোরা সবে মিলে দেখবে শ্যাম কদমতলে।

গো (২১৭), হা (৩৯) ঃ

পাঠান্তর ঃ হা /৩৯ ঃ মস্তকেতে >শ্যামের মস্তকেতে; পরণে.... কদমনতলে>শ্যামের পরণে সোভিয়াছে নীলাম্বরী শারি গো পরনে উড়িয়া উড়িয়া পড়ে / শ্যামের পদেতে শোভিয়াছে পুষ্পকাঠি খাড়া গো ঝুনুর ঝুনুর করে। ভাইবে .... কদমতলে > x x

।। ৪২৮ ।।

দেইখে আইলাম শ্যামরূপ শতদল কমলে
আমি রূপ দেখিয়া ভুইলে রইলাম চাহিয়া গো সজনী।

হাতে চান্দ কপালে চাঁদ আমার চাঁদের উপরে কতই চাঁদ
আমার চাঁদের গলে কে দিল চাঁদের মালা গো সজনী।
নাম বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা শ্যামের চূড়ার উপর ময়ূরপাখা
ও দেখো নীলুয়া বাতাসে চূড়া হিলে গো সজনী।
ভঙ্গি বাঁকা কদমতলায় বনফুলের মালা গলায় গো
ও আমার আঁখিটারে ফুলের মালা যাবে গো সজনী ।
বাইবে রাধারমণ বলে আমি রূপ দেখিয়া আইলাম গৃহে
ওই রূপ চমকে চমকে ওঠে মনে গো সজনী।।

নৃ/৫

।। ৪২৯।।

নবীন নীরদ শ্যাম লাগল নয়নে গো
নিরুপম রূপমাধুরী পীত বসনে।
মনোহর নটবর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে
শিরে শিখিপাখা শোভে বংশীবদনে।
নয়নে লাগল রূপ হানল পরানে
পাসরা না যায় রূপ শয়নে স্বপনে।
নয়নে নয়নে দেখা হইল যেদিনে
সে অবধি প্রেমাঙ্কুরে শ্রীরাধারমণে।।

য/৬৪

।। ৪৩০।।

নয়ন ঠারে ঠারে গো ঐ যে রূপবাণে
এগো কুক্ষণে হইল গো দেখা নয়নে নয়নে।
কালরূপ দেখিয়া হইলাম পাগল, মন আমার টলে
কালরূপ পাগল করল ফিরি বনে বনে
ভাইবে রাধারমণ বলে এই বাসনা মনে
কালরূপে যে ভুলি না কভু জীয়নে মরণে।।

সুখ/৪

।। ৪৩১ ।।

নয়ন ঠারে হেরো গো
সখী আখি ঠারে হের
নয়নে লাগাইয়া রূপ গোপনে রাখিও গো।।
যদি চাও কুলমনের ভয় যাইও না তার ধার।
কিবা হারও কুলমান কিবা প্রাণে মর গো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে রূপ আছে
আর এই রূপ সামান্য নয় চিনিয়া সাধন কর গো।।

রা/১৪৫

।। ৪৩২ ।।

নিদাগেতে দাগ লাগাইল, প্রাণবন্ধু কালিয়ায়
প্রেমজ্বালায় প্রাণী যায়।। ধু।।
হাটিয়া যাইতে পাড়ার লোকে সদায় মন্দ গাইয়া যায়
এগো লোকের নিন্দন পুষ্প চন্দন অলঙ্কার পরেছি গায়।
কদম ডালে বসিয়া বন্ধে বাঁশিটি বাজাইয়া চায়
বাঁশির সুরে প্রাণ হরে উদাসিনী কইল আমায়।
জল ভরিতা গেলা রাধে সোনার নেপুর রাঙা পায়
সর্প হইয়া কালিয়ার বাঁশি দংশিল রাধার গায়।
সর্পের বিষ ঝারিতে নামে প্রেমের বিষ উজান বায়
ওঝা বৈদ্যের নাইগো সাধ্য ঝারিয়া বিষ নামাইতে পায়।
জল ভরাতে যত সখী ব্রজপুরে তারা যায়
আচানক শব্দ শুনায় ত্রিপুন্নিতে বাঁশি বায়।
মানকুল যৌবন জীবন সপিয়াছি তার পায়
দেখিলে জীবন ধরে আমার না দেখিলে প্রাণ যায়।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে প্রেম করাত বিষম দায়
মনে লয় ভ্রমরা হইয়ে উড়িয়া বসি বন্ধের গায়।।

আহো (১৫), শ্রী/১৬৪, হা (৩৫), গো (২৭৮), ঐ (৭), সুধী ১৩

পাঠান্তর ঃ শ্রীঃ হাটিয়া আটিয়া, পরেছি > পইরাছি, নামে > লামে, নামাইতে > লামাইতে, আচানক... ত্রিপুন্নিতে > এগো গুনগুনাগুন শব্দ শুনে ত্রিপুন্যিতে,

ভ্রমরা > ভমরা গো/৭ ঃ জলভরিতা.... বন্ধের গায় >বন্ধু আমার হংসরূপে জলেতে ভাসিয়া যায়/আলগা থাকি কালনাগে ছুব মারিল রাঙা পায়/সর্পের বিষ ঝারিতে নামে, প্রেমের বিষে উজান বায়/ উঝা-বৈদ্যের নাইরে সাধ্য ঝারিয়া সে বিষ লামায়। /এক উঝায় নাড়ে চাড়ে আর উঝায় চায়/ঝাড়িতে না লামে বিষ ফিরিয়া উজান বায়।/ভাইবে রাধারমণ বলে এখন আমার কি উপায়/বিষে অঙ্গা ঝরঝর প্রাণ রাখা হইল দায়।

।। ৪৩৩।।

পহিলহি রাগ নয়নের কোণে
কালা সে নয়ান তারা
নয়নে নয়নে বাণ বরিষণে
হয়েছি পিরিতে মরা।।
কালার পিরিতে ভাবিতে চিন্তিতে
এ তনু হইল সারা
না জানিয়ে রীতি করিয়ে পিরিতি
একূল উকুল হারা।।
এ জাতি যৌবন কুলশীলধন
রেখে দুনয়ান পারা
পিরিতে সাগরে ডুবিয়া রহিলু
জীবন থাকিতে মরা।।
জানিয়ে সুহৃদ বাড়াইলে রিদ
না জানি পুরুষ ধারা
পাষাণ সমান পুরুষ কঠিন
অবলা করিল মারা।।
অবলা কমল রসে টলমল
জানিয়ে রসিক যারা
শ্রীরাধারমণ করে নিবেদন
কালা সে রূপের ভারা।।

য/৬৯

।। ৪৩৪ ।।

পিরিতি করিলো কলঙ্কিনী গো সজনী সই
পিরিতে করিলে কলঙ্কিনী আনি ঘরের বধূ বাইরে আইলাম
সারমর্ম না জানি ।। ধু ।।
ঘরের বধূ বারে আন্‌লো দিয়া প্রলোভনী
পিরিতে এমন কলঙ্ক আগে তো না জানি ।।
ঘরের বাইর করিয়া মোরে ঠগায় গুণোমণি
ঘর ছাড়াইয়া বারে আনি কইলো বিবাগিনী
কুল ছাড়িলাম আখিঠারে প্রেম বিলাইবো জানি
প্রেম দিল না প্রেম ছাড়াইলো কইলো কলঙ্কিনী।
এমন করিবো মোরে আগে তো না জানি
মান ছাড়াইয়া পলাই গেলো করিয়া অপমানী।
এখন আমি কোথায় যাই নিলয়ে না জানি
আগে না জানিলাম অতো করবো বিনোবানী।
আগে যদি জানিতাম ঘটাইবো লারজানি
আমি তো না বাইরে আইতাম দেখিয়া ঠাওরানী।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে অইলাম কলঙ্কিনী
ঘরে বারে ঠাই নাই গঞ্জে ননদিনী ।।

গো (১১৭)

।। ৪৩৫ ।।

পিরিতি করি শ্যাম-কালাচান্দে
ঠেকাই গেল ফান্দে ;
লাঞ্ছনা ঘটাইল সোনা বন্ধে।।
সই গো, এ ঘরে শাশুড়ী বয়রী
ফুকারিতে নাই পারি;
প্রাণি কান্দে 'জয় হৃদয়' বলি'।
এগো, ঘরে জ্বালা, বাইরে জ্বালা -
আর জ্বালা দেয় নন্দে।।
সই গো, একে তো অবুলা বালা,
মাথে গো, কলঙ্কের ডালা —

বুক ভিজাইয়া যায় দুই নয়ানের জলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে, কাজ নাই কুলমানে।।

শ্রী/১১২

।। ৪৩৬।।

পিরিতে মোর কুল নিলায়, গো ধনি,
না জানি ডুব দিলাম গো।।
ধনি গো, এগেনা-বেগেনা ধনি —
পর কি আপন।
আপনা জানি কইলাম পিরিত গো
ও ধনি, ডুবিবার কারণ গো
ধনি গো, আমি নারী এ যৈবতী
যৈবন রাখা দায়।
কেমনে সঁপিতাম যৈবন গো
ও ধনি, শ্যামের রাঙা পায় গো।।
ধনি গো, ভাইবে রাধারমণ বলে—
হইয়া পাগল ঃ
স্ত্রীর কাছে বান্ধিয়া রাখছে গো
ও ধনি, গৃহস্থের ছাগল।।

শ্রী ১১০

।। ৪৩৭।।

পিরিতে মোর প্রাণ নিল গো ধনি না - জানি ডুব দিলাম গো
পিরিতে মোর প্রাণ নিল গো।। ধু।।
সখীগো মুই গেলাম যমুনার জলে কলসী ভরিবার ছলে
নদীর কূলে আনাজানা সদায় লোকে দেখে গো।
সখী গো — পিরিত ওতন পিরিত রতন পিরিত গলার হার
পিরিত করি যে জন মরে সাফইল জনম তার গো।
সখীগো — ভাবিয়া রাধারমণ বলে পিরিত করি যে জন মরে
একূল অকূল দুইকূল তার আনন্দে বিহার গো।

গো/৯৯

।। ৪৩৮।।

প্রাণ নিল গো প্রাণসজনী মুরলী বাজাইয়া মধুর স্বরে
বাঁশির সনে মনপ্রাণ নিল উদাসীন কই রে
তথায় বিপিনবিহারী বিপিনে বিহারে
ত্বরাই করে কর বেশ শীঘ্র যাই জল ভরিবারে
ভাইবে রাধারমণ বলে শীঘ্র যাই গো জলে
কইমু গো মরম কথা বিধি যদি মিলায় তারে।।

সুখ/৯

।। ৪৩৯।।

প্রাণসই বাজে বাঁশি কোন্ কাননে ।। ধু।।
শ্যামের বাঁশি কুলবিঁশি কি মধুর পর্শিল কানে ।। চি।।
পুলিনে কি জলের ঘাটে কদম্বে কি বংশী বটে
সুমধুর বংশীনাটে শুনি শ্রবণে।।
আমার মন হইয়াছে উন্মাদিনী প্রাণে কি আর ধর্য মানে।। ১।।
নতুন বাঁশের নতুন বাঁশি নতুন বয়সে কালশশী
নতুন নতুন বাজায় বাঁশি বিষম সন্ধানে।।
আমি আর তো ঘরে রইতে নারি আমায় নিয়ে চল শ্যাম যেখানে।।২।।
শুন গো সজনী সই তোমাতে মরম কই—মনে হয় তার
দাসী হইয়ে রই চরণে
শ্রীরাধারমণের আশা পূর্ণ হবে কত দিনে।।

রা/৫৮

।। ৪৪০।।

প্রাণসখীগো কাল জল আনিতে কেন গেছিলাম
আমি জলে গিয়া বন্ধুরে না পাইলাম।।
রাইয়ার মাথায় চিকন চুল দেখতে লাগে নানান ফুল
সে ফুলের গন্ধে যেমন মন হইল ব্যাকুল।।
আসিল নাগর বন্ধু উথলিল প্রেমসিন্ধু
আমার জলের ঘাটে গেল কুলমান।।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেইকাছি রাই কালার প্রেমে

যেমন নতুন যৌবন করলায় দান
তেমনি জড়াইল বাহু দিয়া বাঁশি তুলে তান

খা/২

।। ৪৪১ ।।

প্রাণসখীরে ঐ শোন কদম্বতলে বংশী বাজায় কে।।
বংশী বাজায় কে রে সখী বংশী বাজায় কে
এগো নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি তারে আনিয়া দে।
অষ্ট আঙ্গুলে বাঁশির বাঁশি ঘর কোঠাকোঠা
এগো নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশি কলঙ্কিনী রাধা।।
কোন্ ঝাড়ের বাঁশি ঝড়ের লাগাল পাই
জড়েপেড়ে উগারিয়া সায়রে ভাসাই।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন ধনী রাই
জলে গেলে হইব দেখা ঠাকুর কানাই।

রা/১৬৩, গো (৮৩)

পাঠান্তর এগো..ঃ কানাই > মাথার বেণীবদল দিব তারে আনিয়া দে/ বংশী নয় গো কালভুজঙ্গা বংশী লরাধারী / এমন নির্লজ্জ বাঁশি তরলবাঁশের আগা / কেমনে জানিয়াছ বাঁশি আমার নাম রাধা / রাধা রাধা বলে বাঁশি বাঁশী আমার কুলবিঁাশি / দারুণ বাঁশির সুরে মাইল জাতিকুল / ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো সখী সকলে / বাঁশের বংশ করমু বিনাশ যে কোনো কৌশলে।

।। ৪৪২ ।।

প্রাণসখী গো—পরার লাগি কান্দে আমার মন
পরার লাগি পরকাল হারাইলাম গোসাই
আমি পাইলাম নাগো পরার মন।। ধু।।
যাইতে যমুনার জলে দেখিলাম কদম্বতলে বাঁশরী হাতে গো সই,
ও তার বাঁশির সুরে উন্মাদিনী ঠিক থাকে না দুই নয়ন।
যখন আমি রাধতে বসি তখন কালায় বাজায় বাঁশি
আমি রাধতে গিয়ে কাঁদতে বসি হলদি দিতে দেই লবণ।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে জীবন কালে নাই মিলে ঐ কালার মিলন,
আমি ধৈর্য ধরে থাকবো গো মইলে যেনো পাই দরশন।।

গো (২৭১)

।। ৪৪৩।।

তাল-খেমটা

প্রাণ সজনী আইজ কি শুনি মধুর ধ্বনি কানন বনে । ধু
রাধা বৈলে বাজল বাঁশি শ্যামের বাঁশি কি মোহিনী জানে। চি
চল চল প্রাণ সই গো যমুনা পুলিনে
নয়ন ভরি হেরব হরি এই সাধ মনে
শ্যামের বাঁশির ধ্বনি উন্মাদিনী শুনে
শুনি গৃহে থাকি বল কেমনে।। ১।।
কে যাবে কে যাবে সই শ্যাম দরশনে
অধর্য হইয়াছে প্রাণ ধর্য না মানে
মনে লয় উড়িয়া যাই বিধি পাখা না দিল কেনে।। ২।।
শ্যাম অনুরাগে রাই রঙ্গিনী সঙ্গিনীর সনে
গজেন্দ্র গমনে ধনি কদম্ব কাননে।
কাখে কুম্ভ হস্তে ঝারি কহে শ্রীরাধারমণে।। ৩।।

রা/৮৩

।। ৪৪৪।।

প্রাণসজনী আমরা হইলাম কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
অদর্শনে প্রাণ বাঁচে না হইলাম পাগলিনী
কি গুণ জানে নন্দের কালা আমরা না জানি
দেহ থইয়া মন নিলো প্রাণ লইয়া টানাটানি।
জীবন সংশয় সখী দংশিল নাগিনী
সরল প্রেমে গরল কইলো এমন আগে না জানি
ভাইবে রাধা রমণ বলে মনে অনুমানি
তোরা সবে পাইলে কৃষ্ণ আমায় নে সঙ্গিনী।

গো (২৪৮), গা (২৯), তী /২২

পাঠান্তর : হা ঃ কলঙ্কিনী > কাঙালিনী ; দেহ > শুধু দেহ > গরল কৈল >দাগ দিল; পাইলে > পাইলায়। তী ঃ কলঙ্কিনী > কাঙালিনী ; দেহ > সুধা দেহ; দংশিল> ডংশিল; নাগিনী > নাগুনি; গরল কৈল > দাগা দিল ; ভাইবে রাধারমণ বলে গোসাই > রাধারমণ বলইন গো, তোরা সবে .... কৃষ্ণ > তুমরা সভে পাইলায় কৃষ্ণ গো।

।। ৪৪৫।।

তাল—লোভা

প্রাণ সজনী কি শুনি মধুর সুতান হেরিয়া নিল মনপ্রাণ ।। ধু।।
সখী রে কি মধুর পশিল কানে অধৈর্য হইয়াছে প্রাণ বাঁশির গানে
বাঁশি অন্তরে প্রবেশি আমার মন করিয়াছে উদাসী
বংশী বরশির মতো প্রাণ লইয়া মর দিল টান।। ১।।
সখী বিষামৃত একত্রে মিলন মন্দ মন্দ সুতানে করছে দাহন
আমি রৈতে নারি ঘরে পাগলিনী বাশির স্বরে
বাঁশির ধ্বনি উন্মাদিনী না যায় রাখা কুলমান।। ২।।
সখী রে বাঁশির ধ্বনি বিষম লেঠা অবলা কুলের কুলটা
শ্যামের বাঁশি বেরাজাল কুলবধূর হইল কাল
শ্রীরাধারমণে ভনে শ্যামকে পাইলে দিতাম যৌবন দান।। ৩।।
রা/৫৭

।। ৪৪৬।।

তাল— লোভা

প্রাণসজনী শুননি মুরলী গো সৈ গহিন বনে ।। ধু।।
রব শুনে অধৈর্য মন প্রাণ করে উচাটনে ।। চি।।
শুনে ধ্বনি উন্মাদিনী দাসী হইবার মনে
ত্বরায় সখী দেখাও দেখি সই যে তেজিব পরাণে।। ১।।
নারী বিনে নারীর বেদন অন্যে কি তায় জানে
হিয়ার মাঝে জ্বলছে অনল তরা কর নিবারণ।।২।।
শাশুড়ি ননদী পতির থাকিয়ে গঞ্জনে
যেন পিঞ্জিরায় রাখি কহে শ্রীরাধারমণে।।

রা/৬৭

।। ৪৪৭।।

প্রাণে বাচি না গো সখী প্রাণে বাচিনা
শ্যাম কালিয়ার প্রেম জ্বালা সইতে পারি না। ধু।
কি জ্বালা দিয়াছে মোরে ঘরে রইতে পারি না।

দেখা দিয়ে শ্যাম কালা হিয়ার আগুন নিবায় না।
তার প্রেমের এই ধারা জ্বলে পুড়ে হইলাম সারা
বাকী নাই এক জারা তোমরাতো দেখ না।
সকলি হইল শত্রু আমার বলতে কেউ রইলো না।
তবুও কঠিন শ্যামে ফিরি একবার চাইলে না।
যেদিকে চাই তারে দেখি সে কি আমায় দেখে না
রাধারমণ সহায় শূন্য আশ্রয় কোথায় পায় না।

গো (১৭৮)

।।৪৪৮।।

প্রাণে মরি সহচরী, আমার উপায় কি বল।
অবলা সরলা কুলের কুলবালা প্রেম করিয়া জ্বালা হইল।
পরার রমণী পরার পরাধিনী পরার লাগিয়া প্রাণ গেল
কুলের গৌরব করে যারা কুল লইয়া থাক তোরা —
কুল ধইয়া জল খাইও
কুলের মাথায় দিয়ে ছাই যদি কৃষ্ণের নাগাল পাই
শ্রীচরণের দাসী হয়ে রব।
বন্ধু যাবার আগে আমায় কিযে বলেছিল বক্ষ আবরিনু. জলে
আপনি কাদিয়া আমারে কাদাইয়া যাবার আগে
প্রবোদিয়া গেল।
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার অন্তিমকালে
প্রাণ থাকিতে দেখা দিও
তোমার চরণ বিনে অন্য আশা নাহি মনে
হৃদয় মাঝে উদয় হইও।

রা/১৩৭

।। ৪৪৯।।

প্রেম কইরে প্রাণ কান্দাইলায় আমার গো—
ওয় গো বিনোদিনী।।
আঁর একা ঘরে শইয়ে থাকি,

ও আমি শইলে স্বপন দেখি গো।
ওয় রে, শইলে স্বপন দেখি
তোমার চান্দ মুখ গো
আর তোমার কথা মনে হইলে
আমার বুক ভসিয়া যায় নয়নজলে গো।
ওয় রে, বুক ভাসিয়া যায় নয়ন জলে —
করি কি উপায় গো।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
ভাবিয়ো না রাই মনে ঃ
ওরে, আইসব তোমার প্রাণ বন্ধুয়া —
ভাবছ কি আর মনে গো।।

শ্রী /৩৪৩

।। ৪৫০।।

তাল — খেমটা

প্রেয়সী ওই শোনা যায় গো বাঁশি ।। ধু।।
নাম ধরিয়া বাজায় গো বাঁশি কিবা দিবা কিবা নিশি। চি।
অমিয়া বরিষণ করে রাশি কুলনাশি
প্রাণ লইয়া মর টান দিয়াছে লাগিয়াছে বরশি।। ১।।
নবঘন বারি বিনে চাতকিনী চাতকিনী পিপাসী
আর ধৈর্য ধরিতে নারি করিয়াছে উদাসী।। ২।।
সাধ করে সঙ্গো গো যাইতাম হইয়ে শ্যামের দাসী
শ্রীরাধারমণে ভণে কৃষ্ণ অভিলাষী

রা/৫৩

।। ৪৫১।।

বন্ধু আয় আয়রে আয় এমন সোনার যৌবন বৃথা গইয়া যায়।। ধু।।
তোমার লাগিয়া বন্ধু সদায় হিয়া ঝুরে
কলসী ভাসাইয়া নিলে নয়নের নীরেরে।
কান্দিয়া নয়ন গেল দুঃখে গেল হাসি
কুল মান সব গেল দেহাতে মিশিয়া

জীবন ফুরাইয়া গেল না জুড়াইয়া হিয়া রে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে আসো যদি মইলে
শ্মশানে দুই ফোটা পানি দিও মনে চাইলে রে।।

গো (১৮৪)

।। ৪৫২।।

বন্ধু নিদারুণ শ্যাম তোমারে পাইবার লাগি কান্দি জনম গয়াইলাম।। ধু।।

তুমি আমার নয়নমণি তুমি অনুপম
তোমার দেখা পাইবার লাগি কত স্থানে ধুড়িলাম
সাগরে নগরে ধুড়ি বৃথা সময় কাটাইলাম
দিবানিশি ঘুরি ফিরি তোমার দেখা না পাইলাম।
পাইলাম নারে তোমার দেখা তুমি আমার বাম
আমি মইলে তুমি দোষী নিশ্চয় জানিও কইলাম।
তোমার প্রেমে প্রেমিক হইয়া স্ত্রীপুত্র ছাড়লাম
বন্ধু বন্ধু বন্ধু বলি উদাস হইয়া ভরমিলাম
ভাবিয়া রাধারমণ বলে তুমি বন্ধু শ্যাম
যুগে যুগে কতয় পাইলো আমি না পাইলাম।।

গো (২৩৮)

।। ৪৫৩।।

বন্ধু নি রে শ্যাম কালাসোনা
দয়া নি রাখিবায় মোরে অধম জানিয়া।।
ঘরে বাদী বাইরে বাদী বাদী সর্বজনা
মুই অভাগীর আর লক্ষ্য নাই তুমি সে আপনা।।
বন্ধু তুমি আমার আমি রে তোমার এই মনের বাসনা
প্রাণ থাকিতে প্রাণ ছাড়িয়া দিমুনা দিমুনা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
যাউক জাতি নাই সে খতি ছাড়মুনা ছাড়মুনা।।

তী/৩৩

।। ৪৫৪ ।।

বন্ধু বাঁকা শ্যাম রায়,
অভাগীর অন্তরে প্রাণনাথে কি জ্বালা দিলায়।।
আইলায় না রে সোনা বন্ধু
রইলায় কোথায়
মিছামিছি প্রেম বাড়াইয়া
আমারে মাইলায়।।
ধেনুর সনে গোচারণে
কদম্ব তলায়।
বাঁশিটি বাজাইয়া বন্ধে
দ্বিগুণ জ্বালায়।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে —
পিরিতি বিষম দায়।
পর কি আপনা হইব
থুড়াত বুঝা যায়।।

শ্রী ১১৬

।। ৪৫৫ ।।

বন্ধু বিনোদ শ্যামরায়
তোমার সঙ্গে দেখা হইল প্রথম যমুনায়
সেই অবধি আমার প্রাণ কাড়িয়া নিলায়।
আদরে আদরে বন্ধু বাড়াইয়া পিরিতি
পিরিতি করিয়া বন্ধু বাড়াইলায় দুর্গতি
ভেবে রাধারমণ বলে রে মনেতে ভাবিয়া
আমি ঘরে বসত না করিতাম আমি থাকতাম কদমতলায়

শা/১১

।। ৪৫৬ ।।

বন্ধুর বাঁশি মন উদাসী করিলো আমারে
নাম ধরিয়া বাজে বাঁশি ঘরের দুয়ারে।। ধু।।
মজিয়া বাঁশির গানে চাইয়া রইলাম বাঁশির পানে

বাজে বাঁশি রাধা বলে যমুনার পারে।
বাঁশির জ্বালায় জ্বইলা মরি কার কাছে না কইতে পারি
সুখের ঘরে দুঃখের অনল কে দিল মোরে।
বাঁশির তানে যত মধু শুনে যত ভক্ত সাধু
কানের কাছে মধুর বাণী সদায় গুণগুণ করে।
সোনার চান্দের মোহন বাঁশি বারণ নাই তার দিবানিশি
রাধারমণ তার ঐ আঁশি দিবা রাত্রি সদায় ঝুরে।।

গো (৯০)

।। ৪৫৭।।

বন্ধের বাঁশী মন উদাসী করিল আমারে
নামি ধরিয়া বাজে বাঁশি ঘরের দুয়ারে।।
যখন বন্ধে বাজায় বাঁশী তখন আমি রান্‌তে বসি
কিসের রান্ধা কিসের বাড়া পরানী যে ঝুরে
শ্বাশুড়ী ননদী ঘরে যাইতে নারি বাইরে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বাঁশীর সুরে হিয়া জ্বলে
কি ফলে পাইমু তারে দয়াল গুরু শিখাও মোরে।।

গো (২৪৯), হা (৬)

পাঠান্তর ঃ হা/করিল > কইল ; পরানী যে ঝুরে > বইসে যে থাকি; শ্বশুড়ী....... বাইরে > মজিয়ে বাঁশির সুরে বইসে থাকি রাত্রিদিনে। যার বাঁশি তারে ডাকে রজনী বনে; ভাবিয়া... মোরে > ভাইবে রাধারমণ বলে, প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে/বন্ধের হাতের করণের বাঁশি খনখনি করে।

।। ৪৫৮।।

বল গো বল গো সই কোন্ বা দেশে যাই।
কোন্‌বা দেশে গেলে পাইমু শ্যামনাগর কানাই।।
আরত চাইনা প্রাণবন্ধেরে হৃদে দিলাম ঠাঁই
বন্ধে দিল আশা ভাঙ্গাল বাসা এমন প্রেমের কাজ নাই।।
বিচিত্র পালঙ্কের মাঝে শুইয়া নিদ্রা যাই—
শুইলে স্বপন দেখি শ্যাম লইয়া বেড়াই।।
নিতি নিতি ফুলের মালা জলেতে ভাসাই।

আইল না প্রাণবন্ধু কার গলে পরাই।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো ধনি রাই।
পাইলে শ্যামরে ধরব গলে ছাড়াছাড়ি নাই।।

হা ৪ (২), গো (১৯৫)

পাঠান্তর ঃ গো বল গো.... সই > বল সই; কোন বা দেশে > কোন্ দেশে; শ্যাম নাগর কানাই > নাগর কানাই ; আরত চাইনা >আপন জানি; প্রাণ বন্ধেরে > প্রাণ বন্ধে ; হৃদে > হৃদয়ে ; বন্ধে দিল আশা > দিল আশা ; প্রেমের কাজ > প্রেমের কার্য; শ্যাম লইয়া > শ্যামনগরে ; আইল না প্রাণবন্ধু> আইল না পরানের বন্ধু ; শ্যামরে > শ্যাম।

।। ৪৫৯।।

বল বন্ধু তুমি নি আমার রে ওহে রে হৃদয় রতন।। ধু।।
শ্রীচরণে হইতাম দাসী মুই কামিনী অভিলাষী
অন্তিমকালে মম বাঞ্ছা করিও পূরণ।।
মনের মানুষ পাইবার আশে ডুব দিয়াছি প্রেম সায়রে।
সুধা ভাবি গরল খাইয়াছি আমার মনের আশা পুরল না রে।।
ওহে রে হৃদয় রতন
কেবল কানু কলঙ্কিনী নাম জগতে হইল প্রচারণ।।
ঘরে বাদী কাল ননদী গঞ্জনা দেয় নিরবধি
মনের মানুষ কেমনে পাশরি।
ও তার গঞ্জনাতে ভয় রাখি না ওহে রে হৃদয় রতন
তোর নামটি লইলে হয় ভয় নিবারণ।।
যোগী- ঋষি না পায় ধ্যানে সে পদ আমি পাব কোন্ সন্ধানে
কেবলমাত্র ভরসা মনে।
পতিতপাবন নাম শুনিয়াছি রে ওহে রে হৃদয় রতন
কহে ভক্তিশূন্য রাধারমণ।।

আ হো (২১), গো (৬৯)/২২৯, হা (৮) সরো/২

।। ৪৬০ ।।

তাল লোভা

বাইজ নারে আর শ্যামের বাঁশি মধুর স্বরে আর বাইজ না রে।। ধু।।
কুলবতী যুবতীর প্রাণ ধৈরয কি ধরে।। চি।।
অবলা কুলকামিনী বাঁশির ধ্বনি শুনে উন্মাদিনী।।
যেন বারি বিনে চাতকিনী পিপাসায় মরে ।।১।।
আর গুরুজনা বৈরী বাঁশি ডাকে নাম ধরি
কুল ভয় লাজে মরি রইতে নারি ঘরে।। ২।।
শ্রীরাধারমণের বাণী শ্যামের বাঁশি রে তোর কঠিন প্রাণী
করলে রাধা কলঙ্কিনী গকুল নগরে।। ৩।।

রা/৭৫

৪৬১

বাঁকা রূপে নয়নে হেরিয়াছে, মন রইল বিদেশীর মনে
শুধু দেহ থইয়া।
কুক্ষণে জল ভরতে গো গেলাম তরুতল দিয়া।।
রূপ পানে চাইতে চাইতে কলসী নিয়া জলে ভাসাইয়া
কি কর কি কর গো সখী কি কর বসিয়া।।
ঘরের বাদী কাল ননদী রইছে আড় নয়নে চাইয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
যার দাসী তার সঙ্গে গেল সই গো কুলমান ত্যাগিয়া।।

সুখ/৬

৪৬২।

বাজায় বাঁশি কদমতলে নিগুড়ে ঘনাইয়া
মনে লয় সঙ্গে যাই ঘর সংসার ছাড়িয়া।
দিবানিশি বাজায় বাঁশি নানান সুর ধরিয়া
মনে লয় দৌড় দিগি আনতাম বাঁশি কাড়িয়া
নানান সুরে বাজে বাঁশি মন করে উদাসী
কি লাভ অয়রে বন্ধু আমারে নাসিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া

যাইমু বন্ধের সঙ্গে ঘর সংসার ছাড়িয়া।।

গো (২৯৪)

।। ৪৬৩।।

বারে বারে অবলারে জ্বালাইওনা বাঁশি তোমারে করি রে মানা।
তুমি নাম ধরিয়া সদায় ডাক আমার ঘরে আছে গুরুজনা।।
আমার শাশুড়ী ননদী ঘরে সদায় রে করে ঘোষণা।
তুমি জাইনে কি জানো না বাঁশি আমি পরার ঘরে পরাধীনা।।
তুমি বাঁশিতে পুরিয়া মধু আকুল কর কুলবধূ তুমি জাইনে জানো না।
ভাইবে রাধা রমণ বলে নিরলে পাইলে আমি তারে বলব দুঃখ
হৃদয় খুলে পুরাব মনের বাসনা।।

সী/২

।। ৪৬৪।।

বাঁশি কে বাজায় কে বাজায় ঐ ঘাটেতে শোনা যায়
চল গো ললিতা যমুনায়।। ধু ।।
জল ভরতি যাইন গো রাধে ও সই কৃষ্ণের ঐ নদীয়ায়
এগো সাপিনী বাদিনী হইয়ে দংশিলে রাধার গায়
সাপের বিষ খাইয়ে রাধে পত্র লিখে মথুরায়
মইলাম মইলাম এগো সখী শ্যাম কালিয়ার ভঙ্গিমায়।
সাপের বিষ ঝারিতে নামে প্রেমের বিষ উজান বায়
নাড়ী ধরি বলছে উঝা এ বিষ তো সাপের নায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেম করা তো বিষম দায়
এখন ইন্দ্রমণি চন্দ্রমণি ঠেকছে শ্যামের লাঞ্ছনায়।।

গো (৮৪)

।। ৪৬৫।।

বাঁশি বাজল বিপিনে, প্রাণে শান্তনা মানে বাঁশির গানে
এগো কেনে বিপিনে বাজায় বাঁশি বসিয়ে নিরলে
বাঁশি না গো কালভুজঙ্গ দংশিল আমার অঙ্গ
এমন বিষে অঙ্গ জর জর বাচিমু কেমনে গো

ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যাম জ্বালায় অঙ্গা জ্বলে
এগো তোমার সবে বারণ কর বন্ধুরে।।

ব/১

।। ৪৬৬।

বাঁশি বিনয় করি তোরে —
নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না অবুলা রাধারে।।
বাঁশি রে, আমিও অবুলা নারী
দুঃখ পাই অন্তরে।
তবু কেনে নিঠুর বাঁশি —
বাঁশি যন্ত্রণা দেও মোরে।।
বাঁশি রে, শইলে স্বপন দেখি
বন্ধু লইছি কোলে।
জাগিয়া না পাইলাম তারে—
কাল নিদ্রা গেল ছুটে ।
বাঁশিরে, চুয়া চন্দন, ফুলের মালা,
গাঁথিয়া যতনে—
প্রাণ বন্ধু আসিবে বলি
ও সে না আসিল কুঞ্জে।।
বাঁশি রে, ভাইবে রাধারমণ বলে,
মিন্‌নতি চরণেঃ জী'তে না পূরিল আশা-
মইলে যেন পুরে।।

শ্রী ৩৩১

।। ৪৬৭।।

বাঁশিয়ে নিল কুল মান গো সখী
সখী ঐ শুন গো শ্যামের বাঁশির গান
বাঁশির সুরে কুলবধূর উড়াইল পরান।
রসরাজ নাম মিঠা লাগে হৃদয় মাঝে বাণ মিঠা
এই মিলনবাঁশি কে করিল নির্মাণ গো।
কি অপরাধ করিলাম আমি বাঁশি রে বৃন্দাবনে

সদাই রাধা রাধা বইলে বাঁশিতে দিল টান।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনি রাই
বাঁশি কালভুজঙ্গ হইয়া প্রাণটি লইয়া যায়

সুহা/১৮

।। ৪৬৮।।

তাল-লোভা

বাঁশির গানে জীবন সংশয় গৃহে রইতে পারি না
আমার উড়ে গেছে মনপাখী।। ধু।।
চিত্রপটে বংশীনাটে ঘাটে কি দেখাদেখি
কৃষ্ণ দরশন বিনে এ জীবনের আশা কি ।। ১।।
মনের সহ প্রাণ গেলে আর শূন্য দেহে থাকে কি
ইন্দ্রিয়গণ কেহ নয় আপন এখন আমার উপায় কি ।। ২।।
আয় কে যাবে শ্যাম দর্শনে নৈলে যাব একাকী
শ্রীরাধারমণে ভণে শ্যাম হেরতে জুড়াই আঁখি।। ৩।।

রা/৫০

।। ৪৬৯।।

বাঁশির ধ্বনি কর্ণে শুনি গৃহে রইতে পারি না আর
মধুর মধুর মধুর ধ্বনি মধুর মধুর যায় শুনা
শোনো নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি রাধার নামটি কল্পনা
সখীগণ করে মন মানা সহে না আর যাতনা
মনে লয় সখী সই তেয়াগিব গৃহ ....
আমি যাইতে নারি যাইতে নারি বিষম হইল যন্ত্রণা
ভাইবে রাধারমণ বলে পাইলে চরণ ছাড়ব না
সেই চরণে হইতাম দাসী মনে ছিল বাসনা।।

।। ৪৭০।।

বাঁশি রে নিরলে কুটরে বৈসে মন পাখি ঝুইরে দুই আংখি।
বাঁশির মরম কইবরে শ্যামের বাঁশি যে দুঃখ আমার অন্তরে
আপন স্বাদে ঠেকছি কান্দে কি দোষ দিমু পরেরে।
বাঁশির নয়নে শ্রবণে সম্মিলন নয়নে নয়ানে কামদহন

পিঞ্জিরার পাখীর মত উঠিতে না পারিরে।
শ্রীরাধারমণে বলে ওই কথা মনের ব্যথা কইলমু কার কাছে।।

য/১৬১/ (ও)

।। ৪৭১।।

বাঁশিরে শ্যামচান্দের বাঁশি সকলি নাশিলে
নাম ধরিয়া ডাকি বাঁশি বিপদ ঘটাইলে।।
ঘরের গুরুজনা রে বাঁশি মোরে মন্দ বলে
মন্দ বলে খুটা দেয় শ্বশুর ননদ সকলে।
ফুকারি কান্দিতে নারি পাড়ায় মন্দ বলে
গুমরি গুমরি মনে প্রেমের আগুন জ্বলে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মনেতে বিরহ জ্বলে
মইলে নি পাইমু তোমায় সুরধনীর কূলে।।

গো (২৪৯), হা (৪১)

পাঠান্তর ঃ হা ভাবিয়া.. কূলে > ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া/দুঃখে দুঃখে জনম গেল মইলে নি দুঃখ যাবে রে।

।। ৪৭২।।

বাঁশি বাজে কোন্ বনে গো সজনী ঐ শোনা যায়।
শুনিয়া বাঁশির ধ্বনি আমার গৃহে থাকা হইল দায়।
শুনিয়া বাঁশির ধ্বনি যমুনা উজান
যোগী ঋষির জপ ভাঙে আমি করি কি উপায়।
বাঁশিতে ভরিয়া মধু বেড়ায় শ্যামরায়।
মরমে ফুটিয়া রইল বুঝি ফুলের কাঁটার প্রায়
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বাঁশি নয় গো কাল
অবলা বধিতে বাঁশি ছিল বুঝি কালের প্রায়।।

সর্ব/৯

।। ৪৭৩।

কিশখে কি রূপ দেখালে চিত্রপটে ।। ধু ।।
পট দেখিয়ে মন ভুলিল আবার কে গো বংশী নাটে।। চি।।

কেগো কৃষ্ণ কে গো পটে কে গো বংশী নাটে
তিনেই সমান মন উচাটন প্রাণি আমার নাই গো ঘটে।। ১।।
ভিন পুরুষে রতি নারী বিষম সঙ্কটে
এমন জীবন হইতে মরণ ভাল যদি কলঙ্ক রটে।। ২।।
রাধারমণ ভণে বিনোদিনী বলি নিষ্কবটে
ভিন পুরুষ নয় শ্যামচিন্তামণি হের যাইয়ে জলের ঘাটে।। ৩।।

রা/৪৭

।। ৪৭৪।।

বুকে রইল গো পিরিতের শেল কেউ দেখে না,
কেউ দেখে না, কেউ দেখে না বাহিরেতে আসে না গো।
তুষের অনলের মত আমার অঙ্গা জ্বলি যায়,
জল দিলে নিবে না অগ্নি কি দিয়া নিবাই।
নিবে না নিবে না অগ্নি সহে না অন্তরে,
সেই অগ্নি নিবিতে পারে শ্যামের দরশনে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে অন্তরে বেদন,
না হইল মোর কপালে শ্যাম সঙ্গে মিলন।।

আ হো ৪২ (২৩), গো (২২৫) হ, (৩৬)

পাঠান্তর ঃ গো ঃ তুষের ... যায় > তুষের অনলের মতো অঙ্গা জ্বলি যায়।

।। ৪৭৫।।

বৃন্দাবনে যত সখী হীরার কলসী দেখি
সবে যায় যমুনার ঘাটে শ্যামচান্দে বাজায় বাঁশি
শাশুড়ীর ঘরে থাকি মন আমার সদায় উদাসী।
ননদীরে বলে বধূ কদমতলে কত মধু
বল গো — আমারে।
কি বলি ভেবে না পাই ননদীর গালি খাই
বাঁশি হইল আমার কুল বাঁশি।
মন আমার উদাস করি বাজায় বাঁশি নাম ধরি
এতে মোর কুল বিঁশি শাশুড়ী বলে মোরে
কেনে ডাকে নাম ধরে থাকি যে বসি।
ভাইবে রাধারমণ বলে বাঁশির স্বরে পরান জ্বলে

বাঁশি মোরে করিল উদাসী
উদাসী করিল আর না ঘরে না বাহার
না কুলে না বাঁশি।।

গো (২৫৩)

৪৭৬।

বৃন্দাবনের যত সখী হীরার কলসী দেখি
এখন যায় তারা সরোবরের ঘাটে গো সখী।।
কই গো শ্যামে বাজায় বাঁশি শাশুড়ীর ঘরে থাকি
ননদীর জ্বালায় মরি এখন সইমু কত জ্বালা গো সখী।।
ননদীয়ে বলইন বধূ কদমতলে কিসের মধু
এখন কদমতলে নন্দের চিকন কালা গো সখী।।
পদের উপর পদ থুইয়া কদম্বে হেলান দিয়া
এখন বাজায় বাঁশি জয়রাধা বলিয়া গো সখী।।
কোন্ ঘাটে ভরিতাম জল সব সখীর মন চঞ্চল
এখন ভরইন জল শানের বান্ধাইল ঘাটে গো সখী।।
কলসী ভরিয়া রাধে তুলিয়া লইয়া মাঝার কাঙ্কে
এখন ধীরে ধীরে চলছে রাজপথে গো সখী
গোসাই রাধারমণ বলে শোন গো শ্রীমতী রাধে
এখন তোমার প্রেমে বান্ধা চিরকাল গো সখী।।

হা (৪২)/৪১

৪৭৭

ভরতে গেলাম যমুনাতে শীতল গঙ্গা জল গো
রূপ নেহারি প্রাণসজনী মন করিল চঞ্চল
নন্দের সুন্দর চিকন কালা জানে নানা কল
কাদা করি চিকন কালা ঘাট করিল পিছল
আলগা থাকিয়া কালায় হাসে খলখল
বারে বারে আখির ঠারে দেখায় কদমতল
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন গো ধ্বনি রাই
কুলবধূর কুল মজাইল লম্পট কানাই।।

নমি/১৪

।। ৪৭৮।।

ভাইস্যে নিল কুলমান
ঐ শুনো গো মধুর বাঁশির গান।।
রাধা রাধা রাধা বৈলে বাঁশি দিল টান।
অন্তর জ্বলে মিঠা লাগে রিদয় ভেদি বাণ।।
বিষামৃতে মিলন বাঁশি কে কৈল নির্মাণ
কি অপরাধ কইরা আছি বাঁশির নিখমান।।
আমায় নিয়ে ব্রজে চল বাঁশির যেই স্থান
ভাইবে রাধারমণ একি বিষম দায়
রাধা রাধা রাধা বৈলে বাঁশি কে বাজায়।।

ক. মি/১

।। ৪৭৯।।

ভুবনমোহন শ্যামরূপ গো সখী দেখিতে সুন্দর
ঝলমল করে রূপ অতি মনোহর।। ধু।।
কদমতলে খেলা করে ষোল সখী খাড়া থাকে
চান্দমুখো চাইয়া।
রবি শশী জিনি রূপ দেখিতে উজ্জ্বল
মোহিত হইয়া দেখে ষোল সখীর দল।
কপালে তিলক চান্দ জিনি তারাগণে
চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে।
হীন রাধারমণ কয় নাগর রসিয়া
ভুলাইলো কুলবধু মুরলী বাজাইয়া।।

গো (২১০), হা (৪০) হা/৪০

।। ৪৮০।।

মধুর ধ্বনি শুনা যায় বাঁশি বাজায় শ্যামরায়
বাঁশির ধ্বনি উন্মাদিনী হইলাম পাগলিনী প্রায়।। ধু।।
রব শুনা যায় রূপ দেখি না বংশী ধ্বনি যায় গো শুনা
মেঘে বটে কি শ্যাম জানি না মেঘে বংশী বাজায়।।
দিবসে আন্দারী হল মনপ্রাণ হইল চঞ্চল

কেমনে ভরিব জল মনে মনে ভাবি তায়।।
ঐ বুঝি গো প্রাণ বিশখা বংশী বটে
যায় তারে দেখা
কাল ত্রিভঙ্গ বাঁকা শ্রীরাধারমণ গায়।।

রা/৯৩

।। ৪৮১।।

মধুর মধুর স্বরে ডেকেছে আমারে গো কদমতলে
কত আদরে কইরে মধুর স্বরে ডাকে রাধে আয় কদমতলে
তার নয়ন বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা গো চূড়ার উপর ময়ুর পাখা গো
কত রমণীর মন করছে হরণ মণির মনোহরা গো
ভাইবে রাধারমণ বলে কে কে যাবে জল আনিতে
জলে গেলে হইবে দেখা প্রাণ বন্ধুয়ার সনে।।

প্রমো/১

।। ৪৮২।।

মধুর মুরলী ধ্বনি কর্ণে লাগিয়াছে।। ধু।।
ধ্বনি শুনে উন্মাদিনী আমায় উন্মাদিনী করিয়াছে।। চি।।
কি অমৃতে বাঁশির মাঝে প্রবেশিল হিয়ার মাঝে
মনে লয় যাই গো কাছে কুলমানের ভয় কি আছে।। ১।।
গৃহকর্ম না লয় মনে পাগলিনী বাঁশির গানে
আর ধৈর্য মানে না প্রাণে বিষম সঙ্কট ঘটিয়াছে।। ২।।
নতুন বাঁশের নতুন বাঁশি নতুন বয়সের কালাশশী
মনে লয় তার হইতেম দাসী রাধারমণ বলিয়াছে।। ৩।।

রা/৭০

।। ৪৮৩।।

তাল-লোভা

মন উদাসী বন্ধের বাঁশি বাজে গো বাজে।। ধু।।
কদম্বকাননে বাঁশি বাজায় বাঁশি রসরাজে।। চি।।
বাঁশির সমান নাই গো মধু বাঁশি উগরয়ে প্রেম সিন্ধু

মজাইছে কুলবধূ কতই মধু বাঁশির মাঝে ।।
বিধুমুখে মধুর হাসি উদাসী করিয়াছে মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম
গৃহকাজে মন না সাজে।। ১।।
কি দিয়ে সৃজিল বিধি এমন অমিয়া নিধি
হরিয়া নিল বলবুদ্ধি প্রাণ উচাটন দেহের মাঝে
বাঁশি নয় গো কালভুজঙ্গো অঙ্গো দংশিয়াছে
আমি বাঁশির জ্বালা সইতে নারি কহিতে নারি লাজে।। ২।।
যে অধরে বংশী ধরে মনে লয় পাইতে তারে
যত্ন করি রাখতেম ভইরে রসরাজকে হিয়ার মাঝে
কৃষ্ণচন্দ্র রসের রাজা বৃন্দাবনের মাঝে
বলে রসের কাঙাল রাধারমণ রসরাজকে পাই নে খুঁজে।। ৩।।

রা/৬৫

।। ৪৮৪।।

মনচুরা শ্যাম বাদী হল
আমার উপায় কি গো বলো
আমার দেহ থইয়া প্রাণ নিল
মনপ্রাণ হরিয়া নিল।।
গিয়াছিলাম জল আনিতে
শ্যাম দাঁড়ায় কদমতলে
শ্যামের রূপ হেরিয়ে
যুবতীর প্রাণভ্রমরা উড়িয়ে গেল।।
বিজুলী চটকের মতো
যমুনার কূল আলো হইল
শ্যামের কটাক্ষ নয়নের গুণে
অবলারে প্রাণে মাইল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে
বেজাতি ভোজঙ্গো চলে
এগো রসরাজ বৈদ্য না হইলে
ঝাইরে বিষ কে করবে ভাল।।

আছ/৩

।। ৪৮৫ ।।

তাল—লোভা

মনপ্রাণ সকলি হরিলে শ্যামের বাঁশি
মধুর স্বরে আর বাইজ না ।। ধু ।।
কুলবতী যুবতীর প্রাণ ধৈরয মানে না ।। চি।।
বাঁশি রে কুল ভয় লাজ রে গেল দূরে
গৃহে যাইতে আর পারি না।
আমার হিয়ার মাঝে জ্বলছে আগুন
নিবাইলে নিবে না ।। ১ ।।
আমি রে অবলা সরলা রে কুলবালা
ঘরে পতি গুরু গঞ্জনা।
বাঁশি অবলা বধিতে তুমি
বিধাতার সৃজনা।। ২ ।।
বাঁশি রে শ্রবণে নয়নে যে সম্মিলন
অনুক্ষণ হয় উচাটনা।
মনে লয় তার হইতেম দাসী
রাধারমণের বাসনা।। ৩ ।।

।। ৪৮৬ ।।

মনের মানুষ এ দেশেতে নাই প্রাণসখী বল গো মোরে—
কারে দেখি প্রাণ জুড়াই ।। ধু ।।
কার কাছে কই মন বেদনা এমন সুহৃদ কেউ নাই
জলে যাইতে হরির মানা ঘরে বসি কাল কাটাই।
হাটিয়া যাইতে আছাড় খাইয়া বুকের মাঝে দুঃখ পাই
কার কাছে কই মনোদুঃখ এমন বান্ধব জুড়ি না পাই।
হাটি যাইতে পাড়ার লোকে আমার মন্দ যায় রে গাই
এমন আমি পাই না কারে যারে কইয়া বুক জুড়াই।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন গো ধনী রাই
আমি ঝাপ দিমু যমুনার জলে এদেশে দরদী নাই।।

গো (৩৮)

।। ৪৮৭ ।।

মানা করি রাই রঙ্গিনী আর যমুনায় যাইও না —
কালো রূপ লাগিয়ে অঙ্গে হেমাঙ্গী রবে না ।। ধু ।।
হেরিবারে সদায় যারে করগো রাই ভাবনা —
সে যে তোমার কুলের কালি তারে কি রাই জানো না।
ঘরে বাদী ননদিনী বারে পরিজনা —
ছাড়ো ধ্বনি রাই কামিনী কালার প্রেমে বাসনা ।
ভাইবে রাধারমণ বলে-- ছাড়া বিষম যন্ত্রণা
প্রেমের আঠা বিষম লেঠা ছাড়াইলে তো ছাড় না ।।

গো (২৬৬)

।। ৪৮৮

মোহনমুরলী কোন্ বনে বাজিল ।।
শ্রবণ সুরঞ্জিত বংশী নামামৃত
পশু পাখি পুলকিত যুবতীর মন মোহিল ।।
বংশীবাদন মুরলী সুবাঁধন
আর ধৈর্য না মানে প্রাণে মনপাখি মোর উড়িল ।।
শ্যামের বাঁশি দুকুল নাশা
রাখে না কুল মানের আশা
সদা বাড়ে প্রেম পিপাসা
রাধারমণ ..... (অসম্পূর্ণ)

য/৮৮

।। ৪৮৯ ।।

তাল—খেমটা

যমুনা পুলিনে শ্যাম নাগর ত্রিভঙ্গ ।। ধু ।।
মুরলী মধুর স্বরে মোহিল অনঙ্গ ।। চি ।।
কি অমৃত বাঁশির গান কর্ণে লাগিয়াছে
যেন জালে বন্দী মীনের উপায় কি আছে
প্রাণ করে উচাটন মন হইল বিহঙ্গ ।। ১ ।।

আয় ললিতে আয় বিশখে শ্যাম হেরিতে যাই
যায় যাবে কুল ক্ষেতি নাই শ্যামকে যদি পাই
নয়ন চাঁদে ফাঁদ পাতিয়ে ধরিব কুরঙ্গা।। ২।।
যে নাগরে ধরে বাঁশি চল যাই তার কাছে
রব শুনে মনপ্রাণ কান্দে এমন কে আছে
রাধারমণ ভনে বাঁশির গানে যোগীর যোগ ভঙ্গা।। ৩।।

রা/৭৪

।। ৪৯০।।

তাল-লোভা

যমুনার জলে সখী গো তরা নে আমারে।
বাঁশি বাজায় কোন্ নাগরে।। ধু।।
অর্ধ প্রাণ আর রইতে নারি ঘরে ।। চি।।
আমার প্রাণ কেমন করে
মোহনমুরলী ধ্বনি বিঁধিল অন্তরে
বাঁশির তানে কোকিল ভ্রমর
মধুর স্বরে গান করে।। ১।।
বাঁশি কতই ছন্দি করে
বাঁশির গুণ কি শ্যামের গুণ কে বইলবে আমারে।
বাঁশির স্বরে প্রাণ হরিয়া নেয়
ধরা টলমল করে।। ২।।
মনির মৌন ভঙ্গা করে
অধরে ধরে বাঁশি পাই যদি তারে
জন্মের মত প্রাণ সপিব
রাধারমণ বিনয় করে।। ৩।।

রা/৬৪

।। ৪৯১।।

যাবে নি গো এগো সখী ধীর সমীর বনে
মন্নে করি প্রাণের হরি যমুনা পুলিনে।
সঙ্কেতে মুরলীর ধ্বনি নইলে যাব একাকিনী

শ্যামের সনে।
পাখা নাই যে কিসের পাখি
ঝুইরতেছে পিঞ্জিরায় থাকি
আর কত বুঝাইয়া রাখি
পাখি প্রবোধ না মানে।
কাল হইল কালিয়ার বাঁশি
কুলবধূর কুলবিঁশি লাইগ্‌ল বরশি
ঐ চরণের অভিলাষী কহে শ্রীরাধারমণে।।

য/৮৯

।। ৪৯২।।

যারে দেখলে পাগল হয় মন তারে কেমনে পাশরি
বল বল গো সই উপায় কি করি।। ধু।।
আস্থির উপরে নিন্দের বাসা তার উপরে ঢেউ
রাধার সনে কানুর পিরিত আর জানে না কেউ
বিরখের উপর লতাপাতা তার উপরে ফুল
তার উপরে চমকে ভমর মজাইয়া জাত কুল।
কালিয়া রসের বন্ধু দেখতে লাগে ভালা
কোন্ সইয়ে আটকাই রাখি আমারে দেয় জ্বালা।
বনের মাঝে আগুন জ্বলে সয়ালের লোক দেখে।
মনের মাঝে আগুন জ্বলে তারে নাই সে দেখে।
চক্ষে না দেখে কেউ কইলে না বুঝে
নিরপরাধ রাধার মাঝে কলঙ্কিনী পায় খুঁজে।
নিজের বেদন সবাই বুঝে পরের বেদন না।
গকুলে সুহৃদ পাই না যার ঠাই করি 'আ'।
'আ' করি না আউয়ার ডরে কি অনে কি কইবো
একেতে আর পরচারি কলঙ্ক রটাইবো
ভাবিয়া রাধারমণ বলে আমার উপায় নাই
বন্ধের লাগি বাউল অইয়া গকুলে বেড়াই।।

গো (১৬৬)

।। ৪৯৩ ।।

যে গুণে তুষিব শ্যামের মন আর আমার সে গুণ নাই।
বৃন্দাবনে শ্যামের কারণ বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াই।
জাতি-কুল-মান-যৌবন দিয়ে মন নাহি পাই।।
রূপ-গুণ-যশ প্রেম রঙ্গারস মনপ্রাণ
সপিয়া হইলেম কাঙালিনী
লোকে কানাকানি কইরে বলে আমায় কলঙ্কিনী রাই।।
সুখদুঃখ যত ত্যাগি সার কইরাছি শ্যামরায়
রাধারমণ করে আকিঞ্চন অন্তে যেন পাই।।

সুখ/১১

।। ৪৯৪ ।।

রসিকে আমারে পাইয়া গো ডাকাতি করিল
বস্ত্র থইয়া কলসী লইয়া নামলাম গঙ্গার জলে
বস্ত্র নিল চিকন কালায় কলসী নিল সুতে
আগের সখী যেমন তেমন পাছের সখী কালা
মাঝের সখী দাতে মিশি আখি ঠারে নিল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
কুল গেল কলঙ্ক রইল জগৎ ভরিয়া।।

সুখ/২২

।। ৪৯৫ ।।

রসের দয়রদী শ্যামরায়,
আমি কাঙালিনী তোমার পানে চাই।।
আর রূপ দেখি ঝলমলি
প্রাণি আমার নিলায় হরি'
ওরে চাতকিনী হইয়ে আমি
সে রূপ ধরিতে চাই।।
আর দূরে থাকি দেখা ভালো
নিকটে মিশিয়া রইয়ো।
ওয় রে, ভিন্ বাসিয়ো না অবুলারে

চরণতলে দিয়ো ঠাই।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেম করি কালিয়ার সনে
ওয় রে, গোপীর মতন উদাসিনী
আমারে বানাইত চায়।।

শ্রী /৩২২

।। ৪৯৬।।

রাধা বইলে আর ডাকিও না।
ওরে কে তোরে শিখাইল বাঁশি
নতুন প্রেমের আলোচনা।।
ডাকিও নারে শ্যামের বাঁশি
কুলবধূর কুলবিঁশি
লাগাইয়া প্রেমে রশি
হেঁচকা টানে প্রাণ বাঁচে না।।
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি
বাজায় শ্যাম দিবা নিশি
কি সাধনে ওরে বাঁশি
দিবানিশি জপনা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে
শ্রীরাইর পদকমলে
ওরে প্রেম করে ছাইড়া গেল
আমার কইরে যাদুটুনা।।

আশা/১

।। ৪৯৭।।

রাখে গো তোর প্রেমঋণে ঋণী হইয়ে আছি গো
তোমার সুদ সহিতে শুধু করিব যদি প্রাণে বাঁচি।।
শুধিতে মধুর প্রেমঋণ হয়েছি দুর্দিনের অধীন
কত দিনে আমি তোমার প্রেমের অভিলাষী।।
অঙ্গে শোভে নামাবলি কাধে শোভে ভিক্ষার ঝুলি

লইব করঙ্গা হাতে সাজিব যোগিনী
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো তোমরা সকলে
এগো মরণ সময় নাম শুনাইও দুই কর্ণমূলে।।

সুখ/২৮

।। ৪৯৮।।

রূপ দেইখে মন ভুলে ভুলিলে না ভোলা যায়
সোনার অঙ্গ মলিন আমার হইল গো চিন্তায়
তরা বল সখীগণ চিন্তা কেমনে হয় কারণ
চিন্তা রোগের ওষুধ কই
করো অন্বেষণ, ত্বরাই করিয়ে আন
ঔষধ নহিলে প্রাণী যায়
একদিন জলের ছায় কি রূপ দেখলাম হায়
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রবেশিল গায়
সেই অবধি আমার নিত্য ধরে চিত্ত সর্বদায়
রাধারমণ বলে আমার মরণ কালে
কৃষ্ণ নামটি লেইখ কপালে আমার
বিমল চন্দন তুলসী দিয়া পূজিব রাধার রাঙা পায়।

রা/১৬৫, তুঃ/ গো (২১৩)

।। ৪৯৯।।

রূপ দেখিলাম জলের ঘাটে ভুলাইলে না ভুলা যায়
সোনার অঙ্গ মলিন আমার হইল গো চিন্তায়।। ধু।।
একদিন জলের ছায়ায় রূপ দেখিলাম নদীয়ায়
পূর্ণিমারো চন্দ্র যেমন ঝলক মারে সারা গায়।
দেখা মাত্র সার হইল কাণ্ডা ভিড়া হইল দায়
আমায় ছেড়ে প্রাণবন্ধু ভুলিয়া রইলো মথুরায়।
সব সখী মিলিয়া বস রোগ বারণের চিন্তনায় ---
প্রেম রোগের ওষধ সইগো -- কোন বাজারে পাওয়া যায়
স্বব করিও না নাশ গো তোরা অন্তর জ্বলে যন্ত্রণায়
বৈদ্য আনি দেখাও গো তোরা নইলে আমার প্রাণই যায়

ভাবিয়ে রাধারমণ বলে প্রেম জ্বালায় প্রাণই যায়
বন্ধের কাছে নেও গো মোরে ধরি তোদের রাঙ্গা পায়।

গো (২১৩), তুঃ রা/১৬৫

।। ৫০০।।

রূপে নয়ন নিল গো, শ্যাম কালিয়ার রূপে নয়ন নিল গো।। ধু।।
কুক্ষণে জল ভরতে গেলাম বিজলি চটকের মতো নয়নে হেরলাম
আমায় অঙ্গুলি হিলাইয়া শ্যামে কি কহিল গো।। চি।।
মনে ছিল বড় আশা জন্মাবধি রূপ হেরিলাম যায় না পিপাসা
কাল ননদী বিষমবাদী সঙ্গো ছিল গো।। ১।।
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম সেরূপ নয়নে হেরতাম
পাখা দিতে বিধি কেন বাদী হইল।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঐ রূপ যেন হেরি অন্তিমকালে
মনের আশা মনে রইল।। ৩।।

করু/২

।। ৫০১।।

ললিতে, জলে গিয়াছিলাম একেলা —
ডাকছে নাগর শ্যাম-কালা।।
আর পদের উপর পদ থইয়া
বাজায় কদম-তলা
ওয়রে, দেখছি অনে লইছে মনে—
মন হইয়াছে চঞ্চলা।।
আর কি মহিমা জানে সই গো---
নন্দের চিকন-কালা।
আঙ্খির ঠারে শ্যাম-নাগরে
দিত চায় ফুলের মালা।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
কি হইল যন্ত্রণা ঃ
বৈকণ্ঠ বলে, জলের ঘাটে
আর যাইয়ো না একেলা।।

শ্রী/৩২৮

।। ৫০২।।

তাল—লোভা

শুন গো সই ঐ বাজে গো বাঁশি।। ধু।।
মনপ্রাণ সহিতে টানে লাগাইয়া বরশি।। চি।।
অমিয় বরষণ করে গো নিরলেতে বসি।।
যে নাগরে বাজায় বাঁশি হইতেম চাই তার দাসী।। ১।।
কি মন্ত্র মোহিনী জানো গো বাঁশি কুলবাঁশি
বারি বিনে চাতকিনী হইয়াছে পিপাসী।। ২।।
মোহন মধুর স্বরে গো হইয়াছে উদাসী
শ্রীরাধারমণে বলে কৃষ্ণে অভিলাষী।। ৩।।

রা/৬০

।। ৫০৩।।

তাল-লোভা

শুন মনোচোরের বাঁশি করিরে মানা
মোহন মধুর স্বরে রে বাঁশি আর বেইজনা।। ধু।।
শাশুড়ী-ননদী বৈরী গুরু গঞ্জনা।। চি।।
জ্বালার উপর জ্বালা রে বাঁশি পরানে সহে না।। ১।।
কঠিন হৃদয় বাঁশি লাজ-ভয় রাখ না
অবলা বধিবার লাগিরে বাঁশি বিধাতার সৃজনা।। ২ ।।
যার হাতে পড় বাঁশি কর তার সাধনা
শ্রীরাধারমণে ভনেরে বাঁশি আর বাইজনা।। ৩।।

রা/ ৭৯

।। ৫০৪।।

শুনরে বন্ধুয়ার বাঁশি মধুর স্বরে বেইজনা বেইজো না।। ধু
অবলা বধিতে বিধাতার সৃজনা।। চি।।
যখন গুরুর কাছে বসি তোমি নাম ধরিয়া ডাকো বাঁশি
যেন জাননাহে বাঁশি নারীর বেদনা ।।
কাল নাগিনী ননদিনীর জ্বালায় বাঁচি না।। ১।।

একে ত অবলা নারী কুলভয় লাজে মরি
আর জ্বালাইও না রে বাঁশি আর জ্বালাইও না।।
হিয়ার মাঝে জ্বলছে অনল নিবাইলে নিবে না।। ২।।
দিবানিশি হিয়ার মাঝে প্রেমের অনল জ্বলতে আছে
ধৈর্য মানে নারে বাঁশি ধৈর্য মানে না
শ্রীরাধারমণের আশা নিরাশা কৈর না ।। ৩।।

রা/৬৯

।। ৫০৫।।

শুন শুন ওরে বাঁশি অবলার কুলবিঁাশি
শুন বাঁশি মিনতি আমার।।
তোমার মধুর ধ্বনি মনপ্রাণ উন্মাদিনী
বাঁশি না বাজিও আর ।
ঘরে গুরুজন বৈরী তুমি ডাক নাম ধরি
লজ্জা ভয় নাহিক তোমার।।
এই তো ব্রজনগরে কেবা না পিরিতি করে
কেবা কাকে ডাকে নাম ধরি কার
প্রথম রন্ধ্রের গানে মধুর পরশিল কানে
গৃহকর্ম মনে নাহি আর।।
দ্বিতীয় রন্ধ্রের গানে তনুমন সদা টানে
কেবা পারে ধৈর্য ধরিবার।।
তৃতীয় রন্ধ্রে গানে ঋষি মুনি ভঙ্গা ধ্যানে
কুল নাহি গৃহে থাকা ভার ।।
পঞ্চম রন্ধ্রের গানে উন্মাদিনী কৈরে
ঘটাইলে কলঙ্ক রাধার।
ষষ্ঠ রন্ধ্রের গানে যমুনা বহে উজানে
গৃহে থাকে শক্তি আছে কার।।
সপ্তম রন্ধ্রের গানে গলিত করে পাষাণে

শ্রীরাধারমণে কয় জীবন হইল সংশয়
বাঁশি তুমি না বাজিও আর।।

য/১১৭

।। ৫০৬।।

শুনি বংশী প্রাণসজনী কদম্বে কি বংশী বটে ।। ধু ।।
আত্মা ইন্দ্রিয় মনাকর্ষণ করে প্রাণী আমার নাই গো ঘটে।। চি।।
মোহন মধুর স্বরে মনপ্রাণ উচাটন করে।।
আর রহিতে না পারি ঘরে পড়িয়া কি বিষম সঙ্কটে ।। ১।।
কালার বাঁশি হইল কাল বাঁশিয়ে ঘটাল জঞ্জাল।।
চলাচল সকলে আমায় নিয়ে চল জলের ঘাটে ।। ২।।
ধৈরজ না মানে প্রাণে উন্মাদিনী বাঁশির গানে
শ্রীরাধারমণে ভনে চল যাই শ্যামের নিকটে ।। ৩।।

রা/৮২

।। ৫০৭।।

শুনিয়া মুররী ধ্বনি আইলাম যমুনায়
কোথায় রহিয়াছ বন্ধু দেখা দেও আমায় ।।
শ্যাম বিচ্ছেদের এত জ্বালা করি কি উপায়
ছদ্মবেশে ছায়ারূপে দেও দেখা আমায়।।
শাশুড়ী ননদী ঘরে সদায় জ্বালায়
তারো সাথে পরিপূর্ণ তুমি সে দিলায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনি রাই
ঐ দেখো গো মনোচোরা কদম্বডাল বায়।।

কিরণ/৮

।। ৫০৮।।

তাল—লোভা

শুনিয়া মোহন বাঁশি যমুনা পুলিনে আসি
না পুরিল মনের দুরাশা।
বনভূমি হইল কাল কালো মেঘে আচ্ছাদিল
কথা বন্ধু না পাই তার দিশা।। ২।।
কদম্বে কি বংশী বটে মনে লয় আছে নিকটে
শ্যাম বন্ধে লাগে মর নাসা ।। ৩।।
জলের ছলনা করি পথে নি বন্ধুরে হেরি

আজ ভালে না পুরিল আশা।। ৪ ।।
কলসে ভরিয়া জল শির্ঘে সখী গৃহে চল
আশা পথে হইলাম নিরাশা।। ৫ ।।
শ্রীরাধারমণে কহে মোর মনে হেন লয়ে
নয় সে কাল কুলনাশা।। ৬।।

রা/৯৪, য/১৬৫

।। ৫০৯।।

শোন গো পরান সই তোমারে মরম কই
বাঁশি মোরে করিল উদাসী,
কি ধ্বনি পশিল কানে সে অবধি মোর মনে
উচাটন দিবস রজনী
হেন লয় মোর মনে বাঁশি কোন্ যাদু জানে
গৃহ কর্ম না লয়ে মনে,
এমন দরদী নাই কহিব কাহার ঠাই
বেদনা বুঝিবে কোন জনে।
কুলমান সব গেল গোকুলে কলঙ্ক রইল
পাড়ার লোকে বলে মন্দ
নাম ধরি ডাকে বাঁশি শোনি হাসে প্রতিবেশী
ননদীয়ে সদা করে দ্বন্দ্ব।
কহি গো তোদের ঠাই বল লো আমি কোথা যাই
ব্রজে থাকা হবে না আমার
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে
অস্থি চর্ম হইয়াছে সার।।

হা/১০ (৬), গো (৯৬)

।। ৫১০।।

খেমটা

শ্যামকে দেখবি যদি আয় গো
শ্যামের বাঁশির ধ্বনি শুনা যায়।। ধু।।
বাঁশির ধ্বনি শুনে উন্মাদিনী

আমি মরি পিপাসায়।। চি ।।
বাঁশি প্রাণ লইয়া মর টান দিয়াছে
ধৈর্য ধরা নাহি যায়।।
শ্রীরাধারমণ শ্যামের আশায়
আমার সঙ্গোতে নি নিবায়।।

রা/৫৫

।। ৫১১।।

শ্যাম জানি কই রইল গো
শ্যামরূপে মন নিল প্রাণ নিল।
নিল কোন্ সন্ধানে গো।
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে আনল জ্বলিয়া উঠিল।
প্রেম সায়রে মাঝে বন্ধে ডুবাইয়া মারিল
রূপপানে চাইতে চাইতে রূপ নিহারলু
বিজলী চটকের মতো দেখাদি লুকাইল
ভাইবে রাধারমণ বলে কি হইল কি হইল
একবার আইন্যা দেখাও শ্যামরে
প্রাণী গেল প্রাণ গেল।।

নিধু/১

।। ৫১২।।

শ্যামনটবর বংশী কে যাবে নেইহারিতে ।। ধু।।
চল সখী কে যাবে যমুনায় জল আনিতে ।। চি ।।
উন্মত্ত রথের সারথি মদমত্ত ছয়টি হাতে।।
কৈরে সংহতি যুবতি যায় জল আনিতে
আঁখির ঠারে ভরব বারি রাখব হৃদয় কলসীতে ।। ১ ।।
মনতুলসী ভাবের চন্দন জ্ঞানপুষ্প করিয়া অর্পণ
শ্রীচরণে কৈরে সমর্পণ
যার জলে স্নান করাব মুছব চরণ কেশেতে ।। ২।।
ইন্দ্রমণি বাণের স্বরে বিন্দিল শ্যাম নটবরে কালিন্দ্রির তীরে
নিবিড়ে পাই যদি তারে প্রেমলতায় বেন্দে তারে

রাধারমণ রইল অই আশাতে ।। ৩।।

রা/১১৮

।। ৫১৩।।

শ্যাম না কি বাজায় মোহন বাঁশি গো সখী
ঐ শোনা যায় কদমতলায় সখী।। ধু।।
শ্যামের বাঁশি কুল বিঁশি বাজে থাকি থাকি
জয় রাধা জয় রাধা বলে করছে ডাকাডাকি
শুনি ধ্বনি উন্মাদিনী কেমনে করে থাকি ।
মন গিয়াছে বন্ধের কাছে কেমন করে রাখি।
ভাইবে রাধারমণ বলে সখী সব আও গোচলে,
কদমতলে বন্ধের সনে অইবো দেখাদেখি।

গো (৯৮)

।। ৫১৪।।

শ্যাম বন্ধুরে এ নাম ধরিয়া বাঁশি বাজাইও নারে।
নাম ধরি বাজাও বাঁশি বসি কদম ডালে
কলঙ্কী করিলে মোরে গোকুল নগরে।
বাঁশিটি না বাজাও রে নন্দে মোরে সদায় ঝারে
কলঙ্কী করিলে মোরে এই ব্রজপুরে।
ব্রজপুরে যত নারী চায় যে নয়ন আড় করি
সদায় ঘোষে রাধা কলঙ্কিনীরে।
ভাইবে রাধারমণ বলে নেও আমারে তোমার দলে
নইলে প্রাণে বধ মোরে কলঙ্কী রাখিও না রে।

গো ১৪৭ (২০১)

।। ৫১৫।

শ্যাম বিনে চাতকী হই, আমি নাম শুনে পাগলী হই,
বন্ধের নাম শুনাও গো প্রাণ সই ।। ধু।।
চাতক রইল মেঘের আশে,
তেম্‌নি মত রইলাম গো আমি শ্যামচান্দের আশে,

মনের দুঃখ কার ঠাই কই, আমি হৃদয়ের কথা কার ঠাই কই।
তমাল ডালে বাজাও হে বেণু
তমাল ডালে লাগ্‌ছে গো রাধার শ্যামপদের রেণু,
তমাল ডালে আমার গলে একত্রে বান্ধিয়া থই।
ভাবিয়া শ্রীরাধারমণ বলে,
পড়িয়া গো রহিলাম শ্যামের যুগলচরণ তলে,
শ্যামের দেখা পাব বলে আমি আকাশ পথে চাইয়া রই।

আহো/৩২, শ্রী/১০৮, হা (১৫), গো (২০১)

পাঠান্তর ঃ শ্রী মনের দুঃখ > ও আমার দুঃখ, ভাবিয়া শ্রীরাধারমণ বলে >আর ভাইবে রাধারমণ বলে, আকাশ পথে > আশা পথ। হা ঃ শুনাও গো > শুন গো; আকাশপথে > আশাপথে। গো ঃ তেমনি মত.... চাইয়া রই > আমি রইলাম বন্ধের আশে / মনে থাকে মনের কথা /কার ঠাই মনের দুঃখ কই/ গহিন বনে চরাও ধেনু /তমাল ডালে বাজাও বেণু/ তমাল ডালে পদরেণু /গলে গলে একত্র থই/ ভাইবে রাধারমণ বলে /আশায় থাকি পাব বলে /চরণ দেখা পাব বলে /আশয় পন্থ চাইয়া রই ।

।। ৫১৬।।

শ্যাম রাজ পন্থের মাঝে
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে কিবা কাজে।।
অবলার সঙ্গা রঙ্গা তোমার নি সাজে।
রাস্তা দাও রাধারমণ রাস্তা ছাড়ি কর গমন
আমরা যাই নিজ নিজ কাজে।।
পন্থের মধ্যে বাঁকা ঝুরি আমরা পড়ি লাজে।
গগনে আর বেলা নাই জল লইয়া গৃহে যাই
ঘরে গুরুজনা বৈরী আছে।।
সকলে ঘোষণা করে লোকের সমাজে
কাকে ধরি প্রাণে মরি
ধরিও না শ্যাম বিনয় করি
ধরিও না শ্যাম মনের মাঝে
রাধারমণ বলে ঠেকছ আজি ছাড়ব না সহজে।।

শা/৩

।। ৫১৭।।

শ্যামরূপ আমার নয়নে লাগিল ভুলিতে পারি না
পন্থপানে চাইয়া থাকি বন্ধু বিনে কেউ দেখি না।
যাইতে যমুনার জলে বাঁশি বাজায় কদমতলে
হাসি হাসি বাজায় বাঁশি গৃহে যাইতে প্রাণ চলে না
কারিগরে কোন্ বা কলে গড়ছে রূপ এমন কলে
দেখ্‌লে যায় মন ভুলে ত্রিভঙ্গ কালিয়া সোনা।
ভাইবে রাধারমণ বলে পিরিতে দুর্দশা মিলে
পিরিত ধরি রাখতে পারলে একে লাভ তিনদুনা।

গো ২১৬(২৫১), হা (২৫), তা /৩৫

পাঠান্তর /হা/ ঃ ভুলিতে পারি না > পাশরিতে আর পারিনা; প্রাণ বলে না >মন চাহে না; কারিগরে........ মন ভুলে>না জানি কোন্ কারিগরে গড়িয়াছে রূপ দেখলে মন ভুলে/ এগো তার গলে শোভে বনমালা; পিরিত.... তিনদুনা > এই পিরিতের এই রীতি এই দশা ঘটিল রে। পিরীত করিয়া ছাড়িয়া গেল, এমন পিরীত আর করিও না ।

তী ঃ যাইতে কদমতলে > গিয়াছিলাম জলের ঘাটে, আমায় দেখিয়া বাজায় বাঁশি এই কদমতলে ; হাসি হাসি > নাম ধরিয়া ; কারিগরে.... মন ভুলে > না জানি কোন্ কারিগরে গড়িয়াছে রূপ গঠনা, দেখলে মন ভুলে ও তার গলে শোভে বনমালা। পিরীতে ... তিনদুনা > এই পিরীতের ঐ রীতি এই দশা ঘটে, পিরিত করিয়া ছাড়িয়া গেলা, এমন পিরিত আর হইল না ।

।। ৫১৮।।

শ্যামরূপ নয়নে হেরিয়া
ও রূপে নয়ন হরে নিল গো আমার শুধু দেই থইয়া।।
কুক্ষণে জল ভরতে গো গেলাম একাকিনী হইয়া
যমুনারই স্রোত নিল গো আমার কলসী ভাসাইয়া।।
গৃহে যাইবার না লয় মনে মরি গো ঝুরিয়া।
ঘরের বাদী কালননদী গো থাকে আড়নয়নে চাইয়া
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গো মনেতে ভাবিয়া
কুল গেল কলঙ্ক রইল জগৎ জুড়িয়া।।

সর্ব /৬, করু/২০

পাঠান্তর ঃ করু ঃ শ্যাম রূপ > ও বাঁকা রূপ ; ও রূপে ... দেহ্ থইয়া > মন নিল শ্যাম নটবরে আমার প্রাণ নিল হরিয়া ; কুক্ষণে > কি ক্ষণে ভরতে > আনতে, যমুনারই স্রোত.... আমার > ও রূপপানে চাইতে নিল স্রোতে।।

।। ৫১৯।।

শ্যামরূপ হেইরে আইলাম গো, ওগো প্রাণে মরিগো ঝুরিয়া।।
কুক্ষেণে জল ভরতে গেলাম নিষেধ না মানিয়া গো ।।
একে ত অবলা বালা বাড়ে দ্বিগুণ জ্বালা।।
জলে গেলে দ্বিগুণ জ্বলে নিষেধ না মানিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে , প্রেম জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে।
আমি কুক্ষেণে গো গিয়াছিলাম জলের লাগিয়া।।

য (হু)/১৬৬

।। ৫২০।।

শ্যামরূপ হেরিয়া আইলাম যমুনারই জলে
কতই রঙ্গো শ্যাম দাড়াইয়াছে খেইড় কদমতলে।
রাঙাপদে সোনার নূপুর রুনুঝনু বাজে
কর্ণের কুণ্ডল করে গো ঝলমল, বাঁশিতে রাধা বলে।।
কাঁচা পিরিত কইরো না শ্যাম কালিয়ার সনে
কলির পিরিত প্রেমের আঠা ছাড়ব না প্রাণ গেলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে ভাবিও না রাই মনে
শ্যাম কলঙ্কী হইছি আমি সকলে সে জানে।।

সর্ব/৭

।। ৫২১।।

শ্যামরূপ হেরিয়া আমার প্রাণ কান্দেগো কি হইল বলিয়া।। ধু।।
অয়গো গৃহে রইতে নারি ধৈর্য গো ধরিয়া।। চি।।
যখন যাই যমুনার জলে গো শ্যামরূপ হেরিবার ছলে
ও কাল ননদিনী গো থাকে গো ছাপাইয়া।। ১।।
আমরা তো অবলা নারী আমরা কান্দিয়া পোষাই রজনী
ও প্রাণ চমকিয়া ওঠে গো প্রাণবন্ধের লাগিয়া।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ গো বলে আমার প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে

আমার জনম গেল গো কান্দিয়া কান্দিয়া।। ৩।।

রা/১১৩

।। ৫২২।।

শ্যাম রূপ হেরিয়া গো, ওগো প্রাণে না মানিয়া ঝুরিয়া।
কেন গৃহের বাইর হইলাম নিষেধ না মানিয়া গো।।
কাঁখেতে কলসি লইয়ে কুক্ষেণে গো গিয়াছিলাম জলের লাগিয়া।
শুধু দেহ লইয়ে ফিরে আইলাম প্রাণটি বান্ধা থইয়া।।
চাইয়া রইলাম রূপ পানে পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া।।
যৌবন টানে................
রাধারমণ বলে মন প্রাণ রাখি কি করিয়া গো
ওগো প্রাণে মরি গো ঝুরিয়া।।

য/১৬৭

।। ৫২৩।।

শ্যামরূপ হেরিয়া গো প্রাণে মরি গো ঝুরিয়া
কেনে আইলাম জলের ঘাটে নিষেধ না মানিয়া গো।। ধু।
একে ত অবলা নারী দেখো গো আসিয়া
জলের ঘাটে গেলাম গো সখী আনা জল পালাইয়া।।
শাশুড়ী ননদী বৈরী খাইলো গো জ্বালাইয়া
জলের ঘাটে পাইয়া গো সখী বন্ধে না দিলো আছড়িয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে তোরা দেখ্‌গো আসিয়া
দুই নয়নের জলে আমার বুক ত যায় ভাসিয়া।

গো ১৮৯ (২৭২)

।। ৫২৪।।

শ্যামরূপে নয়ন হইরে নিল গো।
ভুলিতে পারি না আমার কি জ্বালা হইল গো।
যাইতে যমুনার জলে দেখা হইল কদমতলে
আড়ে আড়ে শ্যাম নাগরে চায় গো।
নয়ন নিল রূপ বাণে কর্ণ নিল বাঁশির বাণে

বিষে অঙ্গ জরজর পুড়িয়া হইলাম ছাই গো।
গোসাই রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
মনের মানুষ বিনে আমার কে করিবে ভালো গো।।

তী/৩৬, গো (৯৫), হা (২৭)

পাঠান্তর ঃ গো শ্যামরূপে ...... হইল গো > শ্যামরূপে নয়নে নয়নে লাগিল ভুলিতে না পারি রূপ কি জ্বালা হইল; দেখা হইল > বংশীধ্বনি; আড়ে.... যায় গো> হাসি হাসি বাজায় বাঁশি আমার পানে চাইয়া; নয়ন নিল........ছাই গো> কর্ণ নিল বাঁশীর টানে, নয়ন নিল রূপবাণে শ্যামরূপ ভুজঙ্গ হইয়া দংশিল হৃদয় কোণে/ সে বিষের এমন জ্বালা অবশ হইলাম অবলা /জ্বালা বিষম জ্বালায় প্রাণ আমার অবশ হইল; গোসাই ভাইবে কে করিবে ভালো গো >কে দেবে সবল করিয়া। হা ঃ তী/৩৬-এর অনুরূপ

।। ৫২৫।।

শ্যামরূপের নাই তুলনা।।
ও শ্যামরূপে আমার নয়ন নিল বুঝাইলে মন বুঝে না।।
নবীন ও ত্রিভঙ্গবাঁকা চূড়ার উপর ময়ূরপাখা
সে যে হাইলে হাইলে নাইচে নাইচে কদমতলে করে আনাযানা।।
করেতে মোহনবাঁশি মৃদু মুখে মধুর হাসি
সে যে লাগাইয়া প্রেমের ফাঁসি হেচকা টানে প্রাণ বাঁচে না।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো তোমরা সকলে
এগো অধৈর্য এই প্রেমানলে বুঝাইলে মন বুঝে না।।

আশা/৯

৫২৬।।

শ্যামের বংশীরে এ নাম ধরিয়া মধুর স্বরে
আর বাজিও না রে।।
বাঁশি রে তুই একি করলে আমার কুলধর্ম নষ্ট করলে
দোষী করলে এ গোকুলে জানে সকলে
বাঁশি নিষেধ দিলে নিষেধ বাধা মানে নারে।।
শাশুড়ী ননদী ঘরে লাঞ্ছনা দেয় সদায় মোরে
দোষী করলে ঘরে বাইরে এ ব্রজপুরে

কলঙ্কিনীর কলঙ্কী নাম গেলনা রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে
বাঁশির দোষ নাই কোনো কালে
যার হাতে থাকে বাঁশী তার কথা বলে
আরে রসিক বিনে রসের বাঁশি বুঝে না রে।।

হা /১৯ (১৭)

।। ৫২৭।।

শ্যামের বাঁশি ঐ শুন বাজিল বনে ধ্বনি শুনে রহি কেমনে।। ধু।।
মন হইয়াছে উন্মাদিনী প্রাণে কি আর ধৈর্য মানে।। চি ।।
বিষম বাঁশির কথা ঘরের বাহিরে নেয় মুড়ায় গো মাথা
ব্যথায় হৃদয় দহিছে আগুনে।।
আমি ফুকারি কান্দিতে নারি আমার মন সহিতে টানে।। ১।।
বাঁশি করল প্রাণান্ত অমার জ্ঞান বুদ্ধি হইল ভ্রান্ত গো
প্রাণ শান্ত হয় না তার বিনে।
আমি বাঁশির জ্বালা সহিতে নারি তারে ধরি বল কি সন্ধানে।। ২।।
বাঁশির স্বরে আখি ঝুরে আমার মন নিল আইল না ফিরে
কি করে ভয় লাজ কুলমানে।
শ্রীরাধারমণের আশা আমায় নিয়ে চল শ্যাম যেখানে।। ৩।।

রা/৭৩

।। ৫২৮।।

শ্যামের বাঁশি ঐ শুনা যায়
পাগল করিলায় রে কঠিন শ্যামরায়।
মনোচোরা মোহন বাঁশি রে গৃহে থাকা হইল দায়
দিবানিশি জ্বালায় বাঁশি রে আমি হইয়াছি পাগলের প্রায়।
জান না কালশশী আমি গুরুজনার কাছে বসি রে
আমার মনপ্রাণ সবই দিলাম রে বাঁশি প্রাণ সপিলাম রাঙা পায়।
বাজায় বাঁশি নানান ছলে নারীবধের ভয় নাই মনে
দিবানিশি বাজাও বাঁশি হইয়াছি পাগলের প্রায়।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে অসময়ে বাঁশির গানে
রাধার মন হইরে নিল সময়. থাকিতে কর উপায়।।

নমি/১৩

।। ৫২৯।।

শ্যামের বাঁশি বাজিল বিপিনে।। ধু।।
বাঁশির ধ্বনি উন্মাদিনী প্রাণে কি আর ধৈর্য মানে ।। চি।।
যে নাগরে বাজায় বাঁশি মনে লয় তার হইতেম দাসী
গোকুল মজাইল শ্যামের বাঁশির গানে
বাঁশির তানে শূন্যে তনু প্রাণ থাকে কেমনে।। ১।।
বাঁশির মধু কতই মধু ঘরের বাহির কৈরে নেয় কুলবধূ
শ্যামের বাঁশি কি মোহিনী জানে
কেয়া ফুলের কাঁটার মতো বিন্দিল পরাণে।। ২।।
কেমন গো সই বংশীধারী কেমন তার রূপ মাধুরী
সাধ করে হেরিতে নয়নে
কি অমৃত বাজায় বাঁশি কহে শ্রীরাধারমণে।। ৩।।

রা/৫২

।। ৫৩০।।

শ্যামের বাঁশি মন উদাসী কি মধুর বাজিল কানে
প্রাণসই বাজল বাঁশি গহিন কাননে।।
নূতন বাঁশের বাঁশি নূতন বয়সের কালশশী
নূতন নূতন বাজাও বাঁশি বিষম সন্ধানে।।
আমার মন হইয়াছে উন্মাদিনী
প্রাণে কি আর ধৈর্য মানে।।
পুলিনে যমুনা ঘাটে
কদম্ব কি বংশীবটে
প্রাণে কি আর ধৈর্য মানে শ্রবণে
শ্রীরাধারমণের কথা পূর্ণ হবে কত দিনে।।

গো (৭৭)

।। ৫৩১ ।।

শ্যামের বাঁশি মন উদাসী কি মধুর শোনাইল কানে
বাজলো বাঁশি গহিন কাননে।। ধু।।
যমুনাপুলিন ঘাটে বদনভরে বংশী বটে
বাজলো বাঁশি জলের ঘাটে বিষম সংকটে ;
আমার মন হইয়াছে উন্মাদিনী আর কি প্রাণে ধৈর্য মানে
নূতন বাঁশের বাঁশি নূতন বয়সের কালশশী
নূতন সুরে বাজায় বাঁশী গহিন কাননে;
আমার মন চলে না গৃহে যাইতে লয়ে চলো শ্যাম যেখানে।
শোন গো ললিতা সই তোমার মরম কই
মনে লয় হইতাম দাসী ঐ রাঙ্গা চরণে;
গোসাই শ্রী রাধারমণের আশা পূর্ণ হবে কত দিনে।।

গো (২৭০)

।। ৫৩২ ।।

শ্যামের বাঁশিয়ে কি করিত পারে সজনী
কদম্ব ডালেতে বসি ঠাকুর কৃষ্ণে বাজায় বাঁশি
বাঁশির সুরে রইতে না দেয় ঘরে গো সজনী
কলসীতে নাই গো জল এ কি হল অসম্ভব
একাকিনী যাব আমি জলে গো সজনী
ছোটমুট রাস্তাকিনি হাঁটিতে না পারে ধনী
শ্যাম অঙ্গে লাগিয়া গেল ধাক্কা গো সজনী
ভাইবে রাধারমণ বলে বাঁশির জ্বালায় অঙ্গ জ্বলে
কুল গেলে হইব দেখা শ্যাম কালিয়ার সনে গো সজনী।।

নৃ/১০

।। ৫৩৩ ।।

শ্যামের বাঁশিরে ঘরের বাহির করলে আমারে
যে যন্ত্রণা বনে যাওয়া গৃহে থাকা না লয় মনে।।
যথায় তথায় যাও রে বাঁশি সঙ্গে নিয়ে আমারে
পায় ধরি বিনয় করি লাঞ্ছনা দিয়ো না মোরে।।

ভেবে রাধারমণ বলে শুনগো ললিতে
পাইতাম যদি শ্যামের বাঁশি ভাসাইতাম যমুনার জলে।
যে দুঃখ দিয়াছ বাঁশি আমার অন্তরে
এমন বান্ধব নাই যে গো দেখাব কারে
মনে রইল দেখাব মইলে।।

শ্রী (৩৭৮)

।। ৫৩৪ ।।

শ্যামের বাঁশিরে শ্যাম নাগর কালিয়া
কুলবধূর কুল মজাইলায় বাঁশরি বাজাইয়া।
প্রথম পিরিতের কালে আইলায় নিতি নিতি
এখন বুঝি শুরু কইলায় দুইপরি ডাকাতি।
কেউর পিরিত আইতে যাইতে কেউর পিরিত রইয়া
আর কতকাল রাখ্‌তাম পিরিত লোকে বৈরী অইয়া।
শুকশারী পিরিত করে তমার ডালে বইয়া
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম বনের পাখী অইয়া।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
মনে লয় সঙ্গো যাইব কুলমান খাইয়া।।

গো ১৭৩ (২৫২), হা (৫)

।। ৫৩৫ ।।

শ্যামের মুরলী বাজিল একি মধুর স্বরে গো
শ্যামের বাঁশি কুলবিনাশিনী রইতে না দেয় ঘরে গো।
কি মধুর পশিল কানে কুলমান সহিতে টানে
বাঁশি কি মোহিনী জানে ধরয়ে অধরে গো।
এমন তো শুনি নাই কখন বিষামৃত এমন মিলন
বাঁশি কালভুজঙ্গ যেমন দংশিল আমারে গো।
জলে কি কালিন্দী তটে কদম্ব কি বংশী বটে
বাজল বাঁশি জলের ঘাটে ধীর সমীরে গো
ভেবে রাধারমণ বলে শীঘ্র চল যমুনার জল
ওগো রসরাজ বৈদ্য না হইলে অঙ্গ কে করিবে শীতল।।

য/১২১

।। ৫৩৬।।

শ্রীদাম তুই জানিয়া আয় রে ভাই
কি সুখেতে আছে আমার কমলিনী রাই।। ধু।।
আশা ছিল মোর মনে আসিবে বনেতে রাই
আসলে রূপ হেরিব নিরলে ;
সে আশে বঞ্চিত হইলাম আমি কোথা গেলে তারে পাই।
শ্রীদাম সকাল চল মোরে করিস না ছল
শীঘ্র যা রাই আছে সেখানে, বিলম্বে তোরে বলি
শীঘ্র যারে গুণের ভাই।
সব কুঞ্জে বিচারি চাই তবু তার দেখা না পাই
কোন্ কুঞ্জে রহিল ছাপিয়া
শীঘ্র আইসে বল শুনি প্রাণে শান্তি পাই।
রাধারমণ বলে ভাই তুই বিনে দোসর নাই
শীঘ্র যা আর করিস না দেরী শীঘ্র ফিরি আসি বল
শুনি প্রাণে স্বস্তি পাই।

গো (২৮৪)

।। ৫৩৭।।

সই গো, বলিয়া দে আমায়—
দিবা নিশি ঝুরিয়া মরি কালিয়া সোনার দায়।।
কলসী লইয়া গো রাধে
যেই দিগেতে চায় —
আটিয়া যাইতে ঢলিয়া পড়ে,
সোনা বন্ধের গায়।।
কদমডালে বইয়া গো বন্ধে
বাঁশিটি বাজায় —
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে
সোনা বন্ধের গায়।
ভাইবে রাধারমণ গো বলে —
মইলাম পরার দায়
এগো, পর কি আপনা হয়
ছাল্লাত বুঝা যায়।।

শ্রী/১১১

।। ৫৩৮।।

সখী আমার কি জ্বালা গো হইল
কৃষ্ণ প্রেমে অঙ্গ দহিল।। ধু।।
প্রাণ সই সরল প্রেমে দাগা দিল ।। চি ।।
প্রেম কর গো ব্রজ মাইয়া প্রেম কর মানুষ চাইয়া
প্রাণ সই আখির টানে মন হরিয়া নিল ।। ১।।
প্রেম করে হইলাম কুলটা লোকে মোরে দেয় খুটা
প্রাণ সই এই পিরিতে মন মজিল।। ২।।
প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রাণ সই জীবন থেকে মরণ ভাল।। ৩।।

রা/১৫১

।। ৫৩৯।।

সখী আমি আগে জানি না ঃ প্রেম করা যে এই লাঞ্ছনা।
ওগো প্রেম করে যে হইলাম গো দোষী লোকের মুখে ঘোষণা।।
শাশুড়ী ননদী গো হেথা হেলায় খোচায় তেড়া গো কথা
আমি যে অবলা নারী কিছু প্রমাণিতে পারি না।।
নারীর যৌবন চুনের গো ফোটা গেল যৌবন রইল খোটা
নারীর যৌবনে জোয়ার ভাঁটা গেলে যৌবন আর পাবে না।।
ভেবে রাধারমণ বলে প্রেম কইর না তোমরা সকলে
ওগো প্রেম করিয়া দ্বিগুণ জ্বালা মইলে জ্বালা যাবে না।।

শ্যা/১০

।। ৫৪০।।

সখী বল গো উপায়।। ধু।।
এ বাজে কুলনাশীর বাঁশি গৃহে থাকা হইল দায়।। চি।।
বাঁশি কি অমিয়া নিধি সৃজিল কি বিধাতায়
মন প্রাণ হরিয়া নিল কুল রাখা হইল দায়।। ১।।
ঘরের বাহির হইতে নারি থাকি গুরু গঞ্জনায়
বাঁশির জ্বালা সইতে নারি প্রাণি কণ্ঠাগত প্রায়।। ২।।
কেন গো সে কালাচান্দে নাম ধরে বাঁশি বায়
শ্রীরাধারমণে ভণে তার তো সরম ভরম নাই।। ৩।।

রা/৬২

।। ৫৪১ ।।

সখী যমুনা পুলিনে গো যাবে নি শ্যাম দরশনে।। ধু।।
মন হইয়াছে উন্মাদিনী গো মধুর মুরলীর গানে।। চি।।
বারি ছাড়া চাতকিনী যেন বনপোড়া হরিণী
তেমনি মতো দগ্ধে পরাণি।।
বাঁশির ধ্বনি শুনে উন্মাদিনী গো, অগো বিশখা
মন প্রাণ সহিতে টানে।। ১।।
কাল হইল কালিয়ার বাঁশি, বাঁশি হইল কুলবিাঁশি
বাঁশি মোরে করিল দুষী।।
মনে লয় তার হইতেম দাসী গো অগো বিশখা সখী
নিয়ে চল শ্যাম যেখানে।। ২।।
বাজায় বাঁশি কালশশী উগরয়ে অমিয়া রাশি
কিবা দিবা কিবা নিশি
আমি কৃষ্ণ প্রেমের অভিলাষী গো অগো বিশখা সখী
কহে শ্রীরাধারমণে ।। ৩।।

রা/৭৬

।। ৫৪২ ।।

সখী করি কি উপায় কলঙ্কিনী হইলাম ভবে
না পাইলাম শ্যামরায়।
ঘর সংসার সবই ছিল পরবাসী তার দায়
জীবন যৌবন গেল এখন করি কি উপায়।
তার সনে করি সম্বন্ধ গোকুলের লোক বলে মন্দ
ভাইবন্ধু সবই পর এখন আমার কেউ নয়।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে ঠেকিলাম উল্টা কলে
সব খুয়াইলাম প্রেম চালে তবু না পাইলাম তায়।।

গো ১৬৯ (২৪২)

।। ৫৪৩ ।।

সখী চল গো সুরধনী জলের ছলে দেখিয়া আসি কৃষ্ণ গুণমণি।
কদমতলে বসি কৃষ্ণ বাজায় মোহিনী

আমারে করিল পাগল কর্ণে পশি ধ্বনি।
মুরলী বাজাইয়া বন্ধে কইলো আকুলিনী
ঘরবার করি আমি নিন্দে ননদিনী।
শ্বশুড়ী ননদী নিন্দে আর যত গোপিনী।
আমি তার পিরিতে পাগল কুল কলঙ্কিনী
ভাবিয়া রাধারমণ বলে চল গো সুরধনী
না পাইলে চিকনকালা তেজিমু পরাণি।।

গো /২৮৩

।। ৫৪৪ ।।

দশকুশি—খেমটা

সখী চল চল যমুনার জলে ।। ধু।।
আমার না গেলে না হবে জলে, গ, ।। চি।।
চিত্রে নে বিচিত্রঝারি চম্পকলতায় নেও গো পুরি
রঙ্গদেবী সদেবী মিলে।। ১।।
ইন্দুরে খায়নি তুলসী চন্দন ভঙ্গবিদ্যায় কুসুম চয়ন
কৃষ্ণকেলি কদম্বেরি মূলে।। ২।।
চল গো বিশখা সখী ললিতাকে আনো ডাকি
শ্যামের বাঁশি ডাকে রাধা বইলে।। ৩।।
বাঁশি কি মোহিনী জানে মনপ্রাণ সহিতে টানে
আজি বড় ঠেইকাছি বেকলে ।। ৪।।
শুনিয়া বাঁশির ধ্বনি চলো রাধা বিনোদিনী
উন্মাদিনী শ্রীরাধারমণ বলে।। ৫।।

রা/৯০

।। ৫৪৫ ।।

সখী ললিতা বিশখা শ্রীকৃষ্ণ বিহনে প্রাণ দায় হইল রাখা।। ধু।।
সখী গো — এমন শানে বাজায় বাঁশি দায় হয় ঘরে থাকা
ঘরের বাইর হইয়া বন্ধের নাহি পাই দেখা।
সখী গো — ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো বিশখা —
কইও আমার কথা শ্যামের সনে হইলে দেখা।।

গো (১৫১)

।। ৫৪৬ ।।

সখী শুন গো ললিতে
পরান আমার উচাটন গো কালার বাঁশির সুরেতে।।
গহিন বনে বাজায় বাঁশি আমি তখন ঘরেতে
ঘরের কামে মন বসে না কালার বাঁশির সুরেতে ।।
এমন সুরে বাজায় বাঁশি আঙ্গুল দিয়া বিন্দেতে
রাধা বলি আকুল করে কালার বাঁশির সুরেতে ।।
ঘরের কাজে মন বসে না গঞ্জে হুড়ি নন্দেতে
গঞ্জনা পশে না কানে কালার বাঁশির সুরেতে।।
ভাবিয়া রাধারমণ বসে তরি সখী কোন্ কালে
ঘরের মন বাইরে গেছে কালার বাঁশির সুরেতে।।

গো (১৭০)

।। ৫৪৭ ।।

সখী হেরো রাধার বন্ধুয়ায় অগুরু চন্দন মাখা সোনার নেপুর পায়।। ধু।।
ভালে তিলক কানে কুন্তল চূড়া তার মাথায়
ত্রিভঙ্গ হইয়া শ্যাম মুরলী বাজায়।
শুনিয়া বাঁশির গীত মনপ্রাণ উল্লসিত রাধার মন দিবা নিশি
কদমতলে ধায়।
যমুনা কিনারে ভালা সিনানেতে রাধা গেলা জলে ছিটা দিলা শ্যামে
শ্রীরাধিকার গায়।
গাছের উপরে লতারে লতার উপরে ফুল
শ্যামের পীরিতে রাধার গেল জাতিকুল।
ভাইবে রাধারমণ বলে কি করিব জাতকুলে
জাতকুল গিয়া যদি শ্যামের রাঙ্গা চরণ পায়।।

গো (২১১)

।। ৫৪৮ ।।

সজনী গো নূতন প্রেম বাড়াইয়া নিল প্রাণি।
মুগা দিয়া সুত বলিয়া তেলচুরাদি টোপ গাথিয়া গো
আমায় লোভাইয়া লোভাইয়া নিল প্রাণি গো
পিরিতি করিলাম ভাল, উধান মাধান সন্ধ্যাকাল

আমি হেইচ্চা দিলাম নিশ্চয় গঙ্গাজল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
আমি পিরিত কইরে হইলাম জিতে মরা।।

সুখ /২৩

।। ৫৪৯।।

সজনী বল গো তোরা বাঁশি বাজায় কে
বাঁশির সুরে আকুল কইলো তারে চিনাই দে।। ধু।।
যখন বন্ধে বাজায় বাঁশি তখন আমি রান্ধি
বাঁশির স্বরে মন বাউলা ধুমার ছলে কান্দি
বাঁশিরে নিল মন গো সই বাজোইয়া নিলো প্রাণ
চাউল কইয়া ভাত রান্ধিলাম দিয়া বাক্‌রা ধান গো সই।।
চুয়া চন্দন দিয়া রান্‌লাম রাখি সরষের তেল
বেগুন থইয়া ব্যঞ্জন রান্‌লাম দিয়া পাকনা বেল।
ভুঞ্জন করিতা সইগো আসিলা সুয়ামী
পাত রাখিয়া মাটিত্ ভাত বাড়িয়া দিলাম আমি গো সই।
বিরধো শ্বশুর আইলা তেল দেওগো বধূ
ভাজা সর্ষের তেল থইয়া আনিয়া দিলাম মধু।
দেবর আসিয়া কইন্ দেওগো দিদি জাঠা
কি অইতে কি হুনিয়া আনিয়া দিলাম পাটা।
আরি বাড়ীর প'রি আইলা দিতাম করি সাদা
ধুতরা পাতা দিতে কইন বাউলা কেনে দাদা।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বাঁশি জ্বালায় এই
এমন কেউ কয়না আমি বান্ধব আনিয়া দেই।।

গো (১৬৩)

।। ৫৫০

সন্ধ্যাকালে বাজাও বাঁশি আর কি সময় নাইরে
কালিয়ার সোনা গৃহকর্ম রাখি বাঁশি শুনতে পারি না।। ধু।।
অসময়ে বাজাও বাঁশি সময় চিনো না
দিন শেষে কার্যের ফাঁকে শুনতে পারি না।

শুনতে না পারি বাঁশি কাজেতে মন বসে না
শ্বাশুরী ননদী ঘুংরায় দেখিয়া আন্‌মনা।
বাউল রাধারমণ বলে করি রে বন্ধু মানা
অসময়ে বাঁশি বাজায় দ্বিগুণ জ্বালায় জ্বালিও না।।

গো (৮৬)

।। ৫৫১ ।।

হেইরে আইলাম শ্যামরূপ যমুনা পুলিনে।
দাঁড়াইয়াছে শ্যামবন্ধে কদম্ব হেলানে।
আমার শ্যামের মোহন চূড়া বামে হেলাইয়া পড়ে
চরণে সোনার নূপুর রুনুঝুনু করে বাজে।
নাসিকায় তিলক শ্যামের বনমালা গলে
হস্তে শ্যামের মোহন বাঁশি রাধা রাধা বলে
জল লইয়া গৃহে যাইতে দাড়ায় রাজপন্থে
নারীর যৌবন লুটে নিলা কুলমান সহিতে
ভাইবে রাধারমণ বলে মানের কি ভয় আছে
কুলমান সব দান দিয়াছি তার চরণে।।

কিরণ/১

।। ৫৫২ ।।

আর কি আমার আছে গো বাকি।
চটকে প্রাণ আটকে রাইখে উড়িয়া গেছে প্রাণ পাখী।।
শ্রীকৃষ্ণ রূপের মাধুরী তার তুলনা দিব কি!
তার নাম লইলে হয় প্রেমের উদয়, তারে বা দোষ দিব কি?
বিশখা গো চিত্র পটে মন মজাইলে রূপ দেইখে
শ্যামের বাঁশি হইল কুল বিঁশি, করিল গো কলঙ্কী।
যা হইবার ত হইয়া গেছে, এখন ভাবলে হবে কি ?
গোসাই রাধারমণ বলে প্রাণ দিয়া গো শ্যাম রাখি।।

য/১১

ঙ. অনুরাগ

।। ৫৫৩ ।।

নাগর কালিয়া ও ধীরে ধীরে তুমি যাইও
বন্ধুরে উপরে মেঘের ছটা সঙ্গে শোভে পীতধড়া রে।
দারুণ মেঘের ডাক পাড়া পড়শি জাগেরে
কেমনে যাইবায় গোয়াল পাড়া।
বন্ধুরে নূপুর না দিও পায় দৌড় না দিও তায়
চরণে ফুটিবায় চাইও কাটা।
নূপুরের ধ্বনি শুনি জাগিবে কালননদী
চোরা বলিয়া দিবে খোটা।
সারি শুকে গান গায় আমার কলঙ্ক তায়
পূবেতে উদয় হইল ভানু।
শ্রীরাধারমণে গায় বিদায় হইল কৃষ্ণরায়
রাই কাছে বিদায় মাগে কানু।।

খা/১

।। ৫৫৪ ।।

বন্ধু শ্যামরায় মাথে দিয়া হাত বল শুনি
বন্ধুরে জন্মে জন্মে দাসী করি রাকবায়নি আমারে।।
কপালের তিলক তুমি রে বন্ধু নয়নের অঞ্জন
পরানের পরান তুমি ভুবন মোহন বন্ধুরে।
অগতির গতি তুমি রে বন্ধু চাঁদ মুখে শুনি
অগতি করিল মোরে নীলকান্ত মণি বন্ধুরে।।
আমার বলতে আর কেহ নাইরে বন্ধু গৌরচান্দে বলে
দয়াময়, শ্রীরাধারমণরে রাইখ ও চরণতলে।।

সুখ /৩৭

৫৫৫ ।।

হায়রে বন্ধু নিদারুণ কানাই—
তোমার লাগিয়া আমি যমুনাতে যাই।। ধু।।
দুক্ষের উপরে দুক্ষ দুক্ষের সীমা নাই

কার ঠাঁই কহিতাম দুক্ষ কইবার জাগা নাই।।
ধন দিলাম মান দিলাম আর তো কিছু নাই —
কি ধন আছে কি ধন দিমু কলঙ্কিনী রাই।।
আমি তোমার তুমি আমার আর কিছু না চাই –
জনমের মতো যেন দাঁড়াইবার জাগা পাই।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বন্ধু এইটি চাই —
জিতে না হইলে দেখা মইলে যেন চরণ পাই।।

গো (২৩৩)

চ. আক্ষেপানুরাগ

।। ৫৫৬।।

আখি হইল ঘোর গো সখী নিশি হইল ভোর।
আদরের বন্ধু রইল কত দূর।।
আগে যদি জানতাম বন্ধু নিদয়া নিষ্ঠুর
তেকেনে বাড়াইলাম প্রেম আমি এতো দূর।।
সরছানা মাখনরে বন্ধু লুচিপুরী গুড়
বন্ধুর লাগি ঘরে থইয়া আমি হইলাম চুর।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনী রাই
অবশ্য আসিবা তোমার শ্রীনন্দের কানাই।।

শ্রীশ/৫

।। ৫৫৭।।

আগে না জাইনে গো ললিতে
কুল দিলাম কুল-নাশার হাতে।
আমি নিরবধি চির দোষী, গিয়াছি না (পা)রি ছাড়াতে
দারুণ বিধি আগে জানি না।
প্রেম সুতে টুব গাঁথিয়ে গিলিলে হয় বেদনা।
আমায় উল্টা কলে ধরছে যমে
আশা নাই আর বাঁচিতে।
তোমরা সব থাইক সাবধান
সাধে সাধে প্রেম ফান্দে লোভেতে না দিও প্রাণ।

আমি মরছি একা ভেইসে থাকা, কি লাভ ভবে বাঁচিয়ে
মরণ ভাল আমার মনে লয়
প্রেম যন্ত্রণা আর সহে না, রাধারমণ কয়।
জীবন থাকিতে প্রাণ সপিলাম, পরার হাতে কুল দিলাম
কুল নাশার হাতে।।

য/১৩৫

৫৫৮।।

আগে না জানিয়া এমন প্রেম আর কইর না
প্রেম কইলে সুজনার সনে মনের আগুন নিবে না।।
শুন এগো প্রাণসজনী বলি তারে বিনয়বাণী
মন দিয়ে মন পাইলাম না
নামকুলমান সরম ভরম আর দিলাম লাখের যৌবন
কুল দিয়ে কুল পাইলাম না।।
কতই করে সাধলাম তারে সাধন সিদ্ধি হইল না
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেম কইরো রাই মানুষ চাইয়ে
সুজন ছাড়া প্রেম কইরো না
মরছি মরা প্রাণে জানে এমন মরা মইরো না।।

তী/২৪

।। ৫৫৯।।

আমায় উপায় বলো এগো সই প্রেম করে প্রাণ গেল
এগো আমি ভাবি রাত্রদিনে বন্ধু কোথায় রইলো।। ধু।।
দেহ হতে রসরাজ সিং কেটে প্রাণ নিলো —
জনম ভরা পদ সাধলাম বন্ধে সঙ্গে নাই নিলো।
আমার মত কত দাসী বন্ধের দাসী হইল
সুখের নৌকায় তুলিয়া বন্ধে সায়রেতে ভাসাইল।
জিয়ন হইতে মরণ ভালো মরণ মঙ্গলো —।
জনমভরা কলঙ্ক রাধার জগতে রহিলো —
রাধারমণ চান্দে বলে প্রেম করা কি ভালো
এ জনমের মত বন্ধে আমায় ছাড়িয়া গেলো।

আহো/৩৬, শ্রী ২১৫, [illegible]/৩০, গো (১৫৯)

।। ৫৬০ ।।

আমার দিও চোরা বন্ধের দায় প্রাণী যায়
সই গো কি করি উপায়? ।। ধু ।।
মনের আগুন দ্বিগুণ জ্বলে চলো যাই যমুনার জলে
গেলে জলে তনু জুড়ায়;
আমার প্রাণ বন্ধুরে আনিয়া দেখাও গো।
সখী, আমার বন্ধের বাতাস লাগৌক গায়।
যমুনাতে গেলাম রসে প্রাণবন্ধু দেখিবার আশে
তবু বন্ধের দেখা নাহি পাই
আমার কর্মদোষে হইছে দোষী আমি কান্দিয়া বলছি হায় রে হায়
ভাবিয়া রাধারমণ বলে কেন গো তুই প্রেম করিলে
এখন তোর কি হইত উপায়;
আমি প্রাণবন্ধুরে হৃদয়ে রাখ্‌তাম
আমি পাইলাম না কাল নন্দের দায় ।।

গো (১৪৬)

।। ৫৬১ ।।

আমার মন চোরা তুই হরি,
কোন সন্ধানে কৈলায় রে বিশ্বাসের ঘরে চুরি।
জল ভরিতে গেলাম আমি কাঙ্কে লইয়া ঝারি,
সবে বলে ঐ যায় ঐ যায় কুলকলঙ্কিনী নারী।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু তুই করিবে চুরি,
তবে কেন করিতাম পিরিতি মুই অভাগিনী নারী।
রাধারমণ পাগলে বলে কিসে ধৈর্য ধরি,
শ্রীচরণ ভিখারী রাধা ফিরে বাড়ী বাড়ী ।।

আহো / ৩৮, হা (১১), গো (১১২)

।। ৫৬২ ।।

আমি জানলাম রে নিষ্ঠুর কালা
তোর পিরিতি ।।
আর প্রথম পিরিতি করি,

আইলায় নিতি-নিতি।
ওয়রে, অখন বুঝি করিয়া যারায়
আচম্বিতে ডাকাতি ।।
আর কেওরের পিরিত আইসা-যাওয়া,
কেওরের পিরিত নিতি ।
ওয়রে, কেওরের পিরিত সোনা-রূপা,
কেও কিনিয়া দেয় ধুতি ।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুন গো যৈবতী ;
ওয়রে, ব্রজপুরের মাঝে তোমরা
কয়জন আছো সতী।।

শ্রী ৩৪৭

।। ৫৬৩।

আরে পুষ্প বলি রে তোমারে
রজনী প্রভাতে পুষ্প ভাসাইমু সাগরে।।
আগে যদি জানতাম শ্যামরে নিদয়া নিষ্ঠুর
বুকে কিছু নাইরে তোমার মুখেতে মধুর।।
আগে যদি জানতাম রে শ্যাম যাইবায় রে ছাড়িয়া।
তবে কি করিতাম প্রেম বিনা দড়াইয়া।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুনরে কালিয়া
পর কি আপন হয় পিরিতির লাগিয়া।।

শা/৪

।। ৫৬৪।।

এগো সই প্রাণ কান্দে যার লাগিয়া
অকূলে ভাসাইলা মোরে কি দোষ জানিয়া।।
আমার মন্দিরে ডাকিগো বন্ধুরে মরি গো ঝুরিয়া
দুঃখিনীরে থুইয়া যাইবে কার হাতে সঁপিয়া
আগে যদি জানতাম বন্ধু রে যাইবায় রে ছাড়িয়া
তেনি করিতাম পিরিতরে বিনা দড়াইয়া।।

ভেবে রাধারমণ বলে গো মনেতে ভাবিয়া
পরা কি আপন হয় পিরিতের লাগিয়া।।

য/১৬

।। ৫৬৫।।

ও বন্ধু কঠিন-হৃদয় কালিয়া,
প্রেম কইলাম তার মর্ম না জানিয়া।
এগো, এখন বন্ধে প্রাণে মাইল —
বিশখা প্রেম শিখাইয়া।।
আর আগে যদি জানতাম গো এমন —
ও সই, পিরিতে মন দিতাম না কখন।
এগো, এখন বন্ধে ছাড়িয়া গেল —
কিনা দোষ জানিয়া।।
আর নতুন প্রেমে, নতুন প্রেমে নতুন গো কালা —
ও সই নতুন প্রেমে দিল গো জ্বালা।
ও জ্বালা সইতে গেলে —
উঠে দ্বিগুণ হইয়া।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে —
বন্ধের পূর্বের কথা নাই তার মনে।
এগো পূর্বের কথা মনে হইলে—
আমায় না যায় ছাড়িয়া।।

শ্রী/১২২

।। ৫৬৬।।

কালার সঙ্গে প্রেম করিয়ে গো লাঞ্ছনা তোমার।
এগো কেন গলে দিয়াছিলে প্রেম ফুলহার
পুরুষেরি এমন ধারা আগে প্রেম বাড়াড় গো তারা
হয়ে গেলে মতলব সারা একলা সে হয় পার।।
ঢুলু ঢুলু দুইটি আঁখি তারার পাতা ভার
রাধারমণ বলে শীঘ্র করি প্রাণ রাখ রাধার।।

আছ /৫

।। ৫৬৭ ।।

খাইয়া গরল বিষ ত্যেজিমু পরান রে বন্ধু কইলে অপমান
খাইয়া গরল বিষ ত্যেজিমু পরান ।। ধু ।।
যারজির মতে বন্ধু থাকে এক এক মান
ঘরের বাইর করি তুই কইলে অপমান।
পরান আকুলি সুরে বাঁশিয়ে দিলে সান্
সেই সুরে কর্ণে প্রবেশি আকুল কইলো প্রাণ।
পরান আকুল কর্‌তে ছাড়িয়া শুনো মান
রাধারমণ কুল ছাড়িয়া হইলো অপমান।।

গো (১৭৩)

।। ৫৬৮ ।।

পাইলাম না সই প্রাণবন্ধু রে রজনী হইল ভোর—
স্বপনে দেখিলাম কাছে জাগিয়া দেখি দূর ।। ধু ।।
কঠিন অবলার বন্ধু কঠিন তার হিয়া —
কুলটা বানাইলো মোরে তার প্রেমে মজাইয়া —
মা ছাড়লাম বাপ ছাড়লাম ছাড়লাম সুয়ামী —
ঘরের বাহির করি ফেলি গেলে কই যাই আমি।
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে ভিতরে জ্বলে হিয়া
এমন বান্ধব নাই আনল দেয় নিবাইয়া।
চউখ হইলো আন্ধিয়ারা মাথায় দিলো পাক্
ঘর বাইর দুই খুয়াইয়া খুয়াইছি ঘুর পাক্
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধ্বনি রাই
শ্যামচান্দ বন্ধুরে আমি কোথায় গেলে পাই।।

গো /২২৩

।। ৫৬৯ ।।

পিরিতে আরিলাম মান কুল-গো সই এখন আমি আর যাব কই? ধু ।।
সাধ করে কলঙ্কের ডালি হস্তে তুলি মাথে লই
চুন খাইয়ে মুখ জ্বালিয়ে মইলাম ভেবেছিলাম খাসা দই।
জগতে কলঙ্কী বলুক তাতে মুই লজ্জিত নই

নিন্দার বোঝা মাথে লইয়া যদি বন্ধের দাসী হই।
যার লাগি উদাসী হইলাম সে বা কোথা আমি কই
জগতে কলঙ্ক রইলো দুক্ষ আমি কেম্‌নে সই।
কৃপা করি বল গো তোরা বিনয় করি প্রাণ সই
উদাসী হইয়া ফিরি প্রাণবন্ধু বল গো কই।
তাতে কোন দুক্ষ নাই যদিও কলঙ্কী হই
জন্মে জন্মে যদি জন্মি প্রাণবন্ধের দাসী হই।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে এখন স্বাব কই
সয়াল সংসার ঘুরি বন্ধের নামে উদাসী হই।।

গো /১৬২

।। ৫৭০

বন্ধে পিরিত করি আইল না
প্রাণ বন্ধুরে চউখে দেখলাম না ।।
আর দুধের মাঝে সর-লনী।
মাথার বিষে মইলাম আমি
পাড়ার লোকে বিশ্বাস কইল না।।
আর বাড়ীর কাছায় ডাক্তার থইয়া
বন্ধে ঔষধ লইয়া আইল না
ব' দাদা, বন্ধে ঔষধ লইয়া আইল না।
আগে যে বাড়াইয়া প্রেম
শেষে দেয় জ্বালা।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
পিরিত করি যে জন মরে
দুধের মাঝে ছাই মিশাইছে।।

শ্রী/১৩৩

৫৭১

বলে না ছিলাম গো পিয়ারি অ তুই পিরিত করিছ না
পিরিতি বিষম জ্বালা প্রাণে তো বাঁচবি না।।
বনে থাকে ধেনু রাখে শ্যামকালিয়া সোনা

অবলা রমণীর মরম রাখালে জানে না ।।
কতই না বুঝাইয়াছিলাম শুনেও শুনলে না
নয়নের জল হইল সম্বল সার হৈল ভাবনা।।
রাধারমণ বলে প্রেম করিলে পাইতে হয় লাঞ্ছনা
তাই ভাবিয়া প্রেম না করিয়া আছে বা কয় জনা।।

আছ/৬

৫৭২

মন-চোরা মনিয়ার পাখী রে,
পাখী কে নিল ধরিয়া।
এগো, কুখনে হেরিয়া আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া গো।।
আর আগে যদি জানতাম পাখি রে,
পাখি যাইবায় রে ছাড়িয়া।
এগো, মাথার কেশ দু ফাঁক করি'
রাখিতাম বান্ধিয়া গো।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনোরে কালিয়া ঃ
এগো জয়মণি কয়—
ছাফ কাপড়ে ছাড়ছ দাগ লাগাইয়া।।

শ্রী/১৫৬

৫৭৩।।

সখী উপায় বল না পিরিতি বাড়াইয়া এবে ঘটিল যন্ত্রণা।
সাধে সাধে পিরিত করি এখন তারে পাই না
লোকের নিন্দন তীর বরিষন সহ্য করা যায় না
পাড়ার লোকে কয় অসতী কুল ছাড়া মুই ললনা
কুঞ্জবনে ঘুরিয়া ফিরি তারত দেখা পাই না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে ঠেকিলাম পিরিতের কলে
উল্টা কলে ধরছে টানি ছাড়ার দিশা পাই না।।

গো /২৪৩

ছ. দৌত্য

।। ৫৭৪ ।।

আর তো নিশি নাই গো সখী আর তো নিশি নাই
আইলায় না আইলায় না বন্ধু রঙ্গিয়া কানাই ।। ধু ।।
শ্যাম তো লম্পট সই গো কেবা না জানয়
যার প্রেমে মজে নিঠুর তার কথা কয়।
চাম্পাকলি চন্দ্রাবাসী পাইয়া রসময়
প্রেমে বিভোর করিয়া তারে রাখতে মনে লয়।
জানি গো জানি গো সই শ্যাম তো পরের নয়
ফাঁকি দিয়া প্রাণের পাখী রাখছে মনে কয়।
ত্বরা করি যাওগো বৃন্দে প্রাণে আর না সয়
শ্যাম আনিতে যায় বৃন্দে রাধারমণ কয়।।

গো (২৬৫)

।। ৫৭৫ ।।

চন্দ্রার কুঞ্জে বৃন্দাদূতী শ্যাম চান্দের উদ্দেশে যায়।
কও গো চন্দ্রা সত্য করি রাধার বন্ধু রহিল কোথায়।।
সোনা না হয় রূপা না হয় অঞ্চলে বান্ধিয়া রাখতাম।
পরান বন্ধু চুরি করি কতদিন সামলাই থাকতাম।
ভাইবে রাধারমণ বলে ইহা চন্দ্রার উচিত নয়।
ডিগ্রি জারীর আসামীরে ধরিয়া নিব রাই কোথায়।।

করু/১২

৫৭৬ ।।

চিঠি দিয়া শ্রীরাধিকায় পাঠাইছইন মোরে
শোন শ্যাম গুণধাম নিতে রে তোমারে
প্রেম ডুরি দি বান্ধিয়া নিতে এতে নিষেধ নাই
শ্রীরাধিকার দোহাই যদি মান রে কানাই।
মন্দিরের সামনে গিয়া জিকাইন দুতিরে —
আজিকার রজনী রাধার পোষাইল কেমনে।

সুখের নিদ্রা যাও তুমি চন্দ্রার কুঞ্জেতে
আমি নারী অভাগিনী জাগি নিশি কাটিরে।
ভাইবে রাধারমণ বলে বলি গো ধনি তোরে
পুরুষ সমান নিষ্ঠুর নাই জগৎ সংসারে।।

গো (১৮৮), হা (৫)

পাঠান্তর ঃ হা/ঃ চিঠি > আরে চিঠি; জিকাইন > জিজ্ঞাসইন; আজিকার ... কেমনে > আজিকার নিশিরাত পোষাইলে কেমনে/ আরে যেমনে তেমনে নিশি পোষাইছইন রাধা; আমি নারী... কাটিরে > × × তোরে > রাই ; পুরুষ... সংসারে > পুরুষ পাষাণ নয় গো মাইয়া পাষাণ।

।। ৫৭৭।।

দূতী কইও গো বন্ধু রে।
এগো কাইল নিশিতে একা কুঞ্জে রইয়াছি বাসরে।।
একা কুঞ্জে রই গো সখী দুসর নাই মোর সাথে
এগো কি দুষেতে শ্যামনাগরে ছাড়িয়া গেলা মোরে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে বালিশ লই কোলে
দারুণ তুলার বালিশ, বুলাইলে না বোলে।।

সর্ব/৪

।। ৫৭৮।

বৃন্দে তুই সে প্রাণের ধন
আমায় নি করাবে বন্ধু কৃষ্ণ দরশন।
এপারে বন্ধুয়ার বাড়ি মধ্যে ক্ষীরোদ নদী
উড়িয়া যাইবার সাধ করে পাখা না দেয় বিধি।।
আর আঙুল কাটিয়া কলম দোয়াত করলাম আঁখি
আমার হৃৎপদ্ম কাগজের মধ্যে বন্ধুর সংবাদ লিখি।।
বন্ধনী করিয়া কি করি তারে নিশানা
কার কুঞ্জেতে শুনা যায় তার মুরলী বাজনা।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে শুন বদনী রাই
আসবে গো তোর প্রাণবন্ধু নাগর কানাই।।

করু/১৩

।। ৫৭৯ ।।

শ্যামের প্রেয়সী বিনোদী রাই
হৃদয় বিদারে তোর মুখ চাই।।
কাননে কি বনে যেখানে যাই
সাধিয়া আনিব নাগর কানাই।।
আনিয়া মিলাব ভাবনা নাই
কিশোরী কিশোর দুই এক ঠাঁই।।
নিশীথে গহন কাননে যাই —
রাধারমণ বাসনা যুগল মিলাই।।

য/১২০

।। ৫৮০ ।।

সখী যাও গো মথুরায় আমার খবর কইও গিয়া—
রসিক বন্ধু কালিয়ায়।। ধু
নেওগো প্রেমের মালাখানি প্রেমফুল গাথছি তায় —
আমার কথা কইয়া মালা রাখিয়া দিও বন্ধের পায়।
বন্ধে যদি না চিনে গো কইও কইও আমার দায়
তোমার প্রেমের প্রেমিক একজন প্রেম জ্বরে মারা যায়।
বিনয় করি কইও বন্ধে ওগো প্রভু শ্যামরায়
রাধা নামে তোমার প্রেমিক সদায় কান্দে উভরায়
কান্দি কান্দি কাল কাটায় মতি নাই আহার নিদ্রায়
মরার আগে একবার তোমায় দুই নয়নে দেখ্‌তে চায়।
কইও কইও বন্ধের কাছে যদি বন্ধের মন চায়
জীবনে না পাইলে দেখা মইলে রাধারমণ চায়।।

গো (১৭৭)

জ. অভিসার

।। ৫৮১ ।।

অভাগিনীর বন্ধুরে আন্ধারী দিকেতে তুমি যাইও না রে।। ধু।।
তুমি আন্ধারে গেলে পরে আমি থাকে ঘরে বারে
মুষল ধারে পরে জল ধারারে

যাইতে গোয়ালপাড়া পথে পথে আছে কাটা রে
চরণে ফুটিলে পাইবায় ব্যথরে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বন্ধু যাউকা বেরা পাথারে
রাজপন্থে গেলে খাইবা ধারারে।

গো (১১৬), য/১৩৩

।। ৫৮২।।

তোরা কে যাবে গো আয় শ্যাম দরশনে
আমি যাই নিকুঞ্জ বনে।। ধু।।
মন হইয়াছে উন্মাদিনী যেন মণিহারা ফণী
বিলম্ব আর সহে না প্রাণে।।
হরি অভিসারণ পরম গহণ বন কুসুম
শ্রীরাধারমণ করিতেছি নিবেদন শ্যাম মিলায়

য/৫৪

।। ৫৮৩।।

শুন শুন বিনোদিনী আমার বচন
ঘন ঘন বাজে বাঁশি গহন কানন
চল চল নিকুঞ্জেতে করি গো গমন
লহ লহ বনফুল সুগন্ধি-চন্দন।
হেটে যেতে পথে করে কুসুম চয়ন
নানা গন্ধে সাজাইব কুসুম শয়ন।
সাজ সাজ সব সখী আন আভরণ
সাজ লো শ্রীমতী রাধা মোহিত মদন।
ওগো রাধে বিধুমুখী পৈরো গো বসন
শুভস্য শীঘ্রং কহে শ্রীরাধারমণ।।

য/১১৮

ঝ. বাসকসজ্জা

।। ৫৮৪।।

আইলায় নারে শ্যাম রসময় রসের বিনোদিয়া
অভাগিনী চাইয়া রইছে পন্থ নিরখিয়া।।

চাইতে চাইতে কমলিনীর দিনত গেল গইয়া
আগে যদি জানিতাম যাইবায় রে ছাড়িয়া।।
সারা নিশি পোষাইতাম হৃদয় কমলে লইয়া
গাছের পাকিয়া রইল রে বন্ধু খাইলায় না আসিয়া।।
পানের বিড়ি বানাইয়াছি খাইলায় না আসিয়া
বন্ধু তুমি না খাইলেরে কে খাইবে আসিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পাইলে বন্ধু ধরমু গলে না দিমু ছাড়িয়া।।

ক.ম/১১

।। ৫৮৫ ।।

আইলে বসনচুরা মনোহরা পায়ে লাগাব বেড়ি
তারে হাজির করব কিশোরীর কাছারী।।
ফাটকেতে আটক রাখব মনের মতো শাস্তি দিব
প্রেম শিকলে তারে করিব গ্রেফতারি
ভাইবে রাধারমণ বলে, কি করব তার লোহার শিকলে
আমি কুলবধূর কুল রাখিতে নারি।।

নমি/৩

।। ৫৮৬ ।।

আইলো নাগো প্রাণবন্ধু কালিয়া
মুই অভাগী কলঙ্কের ভাগী হইনু কার লাগিয়া।।
গাঁথিয়া বনফুলের মালা মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা
সয় না প্রাণে মালা দিতাম কার গলে তুলিয়া।।
বহু আশা ছিল মনে মিশিতাম প্রাণবন্ধুর সনে
মুই অভাগী প্রাণে মরি মদন জ্বালায় জ্বলিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
কুঞ্জবিহারী বংশীধারী তোরা দে আনিয়া।।

গো (২৮৯), হা (১৯), তী /৩০

।। ৫৮৭ ।।

আমার জীবনের সাধ নাই গো সখী জীবনের সাধ নাই
দেহের মাঝে যে যন্ত্রণা কারে বা দেখাই।।
নিতি নিতি মালা গাঁথি জলেতে ভাসাই
অতি সাধের চুয়াচন্দন কার অঙ্গে লাগাই।।
একা ঘরে বইসে আমি রজনী পোষাই —
আজ আসব কাল আসব বইলে রজনী পোষাই।।
ভাইবে রাধারমণ বলে কমলিনী রাই
অতি সাধের যুগলচরণ আমি অধমে যে পাই।।

সুখ /১৮

।। ৫৮৮ ।।

আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই রাই গো
আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই।। ধু।।
জাতি যুতি ফুল মালতী বিনা সুতে মালা গাথি গো
আইল না শ্যাম কুঞ্জে আমার কাল গলে পরাই
চুয়া-চন্দন ফুলের অঞ্জন কটরায় ভরি রাখলো গো
দেখলে চন্দন উঠলে কান্দন আমি কার অঙ্গো ছিটাই।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন গো ধনি রাই
পাইলে শ্যামে ধরমু গলে ছাড়াছাড়ি নাই।

গো (২২০)

।। ৫৮৯ ।।

আর বন্ধু নি আমার—
রে নিদায়-পাষাণ বন্ধুরে।।
তুমি যদি হওরে আমার,
সত্য কথা কও সারাসার।
ওয়রে, তোমার লাগি, কতই কইলাম — আর রে।।
বন্ধু যদি যাও রে ছাড়ি —
গলে দিমু কাটালি ছুরি।
ওয়রে তোমার লাগি—

ত্যজিতাম পরান রে।।
আর চুয়া চন্দন থইছি আমি
কটরায়-কটরায় ভরি
ওরে, দেখলে চন্দন উঠে কান্দন —
কার অঙ্গে ছিটাই রে।।
আর কেওয়া পুষ্প, ফুল মালতী—
আমি বিনা সুতায় মালা গাঁথি।
ওয়রে দেখলে মালা উঠে জ্বালা
কার গলে পরাই রে।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে ঃ
ও তার নয়ন জলে বক্ষ যায়—ভাসিয়া রে

শ্রী/৩৪৯

। ৫৯০

আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া
এগো কেন গো রাই কানতে আছ পাগলিনী হইয়া।
জাতিযূথী ফুলমালতী আন গো তুলিয়া
এগো মনোসাধে সাজাও কুঞ্জ সব সখী মিলিয়া।।
আতর গোলাপ চুয়াচন্দন কটরায় ভরিয়া
এগো আমার বন্ধু আইলে দিও ছিটাইয়া ছিটাইয়া।।
লং এলাচি জায়ফল জাতি বাটাতে সাজাইয়া।।
আমার বন্ধু আইলে দিও খিলি মুখেতে তুলিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
এগো আসবে তোমার প্রাণবন্ধু বাঁশিটি বাজাইয়া।।

শ্রীশ/১, হা /২২ (৯), গো. (২৭৬)

।। ৫৯১ ।।

এগো বৃষভানুর মাইয়া কৃষ্ণ সাজায় সব সখীগণ লইয়া।
ফুল বিছানা সাজন করি ফুলের বালিশ ফুল মশারি
তার উপরে চান্দুয়া টানাইয়া।।

দারচিনি মাখনছানা লুচি পুরী বরফি ছানা
সাজাই রাখলাম প্রাণবন্ধের লাগিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো তোমরা সকলে
আমি চাইয়া রইলাম পন্থ নিরখিয়া।।

শা/৬

।। ৫৯২।

কী হইল কী হইল সখী গো সখী কি হইল যন্ত্রণা।। ধু।।
চিত্তে অনল জ্বালাইয়া দিল শ্যাম কালিয়া সোনা।। চি।।
এগো পুরাইয়া লয় মনের সাধ আমার বিড়ম্বনা
সব সখীগণ মিলে তারা গো তারা করে কুমন্ত্রণা।। ১।।
এগো তুষের অনলের মত জ্বলে ঘইয়া ঘইয়া
কেওয়া কেতকী ফুলে গো সাজাইয়া বিছানা।। ২।।
এগো আসব তোমার প্রাণবন্ধু শ্যামকালিয়া সোনা
ভাইবে রাধারমণ বলে গো সখী ভাইবো না ভাইবো না।। ৩।।

সুখ/২৫

।। ৫৯৩।।

কেন কুঞ্জে না আসিল কঠিন শ্যামরায়।। ধু।।
সখী গো তোরা সব সখীগণ যা লো বনে বনে
বৃন্দাবনে যালো বৃন্দে বন্ধু অন্বেষণায়।। চি।।
চেয়ে দেখ প্রাণসই গো শশী অস্ত যায়
বন্ধু বিনে প্রাণ আমার রাখা দায়।। ১।।
সখীগো শুন শুন প্রাণ সই গো মোর নিবেদন
দারুণ বিরহে প্রাণ করে উচাটন।। ২।।
শ্যামনাম লয়ে প্রাণ উড়ে যেতে চায়
মনোচোরা মদনমোহন রয়েছে যথায়।। ৩।।
সখী গো চেয়ে দেখো প্রাণ সই গো নিশি গইয়া যায়
আর কি আসিবে কুঞ্জে নিঠুর শ্যামরায়।। ৪।।
অতি সাধের বকুলমালা বাসি হইয়া যায়
আসিল না প্রাণেশ্বর করি কি উপায়।। ৫।।

দেখ গো কান্দিয়া কান্দিয়া রাই কুঞ্জের বাহির হয়
কুঞ্জবনের তরুলতায় জিজ্ঞাসা করয়।। ৬।।
রাধারমণ বলে রাই কিবা পাগলিনী হয়
সখীরা ধরিয়া রেখে রাধাকে বুঝায়।। ৭।।

সুহা/১১, রা /১০২

।। ৫৯৪ ।।

তোরা দোষিও না গো আমায়ে, প্রেম করা কি জানে রাখালে
ও প্রাণ বৃন্দে জ্বালাইয়া ঘৃতের বাতি, আর সাজাই ফুল মালতী
কুঞ্জ সাজাই অতি যতনে, আমার ফুলের শয্যা বাসি হইল গো
বৃন্দে, বন্ধু আইল না নিশি শেষে
জাতি জুতি ফুল মালতী, আমি বিনা সুতে মালা গাঁথি
গাঁথি মালা অতি যতনে, আমার সেই মালা হইল জ্বালা
গো বৃন্দে, মালা দিলাম না বন্ধের গলে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে, আমার মনের দুঃখ রইল মনে গো
এ তুষের আনলের মত জল দিলে দ্বিগুণ জ্বলে।।

য/১৫৩

।। ৫৯৫ ।।

তোরা শুন গো শ্রবণে ধীর সমীরে বনে গো
বাজে বাঁশি সুমধুর স্বরে।। ধু।।
সকল সঙ্গিনী মিলি বনফুল তুলি গো
সাজাও তো নিকুঞ্জ কুটিরে।।
শরৎ পূর্ণিমা নিশি অতি সুশীতল গো
মনোলোভা হেরি শশধরে।।
প্রফুল্লিত মল্লিকাদি সৌরভ ছড়াইল গো
গন্ধে আমোদিত করে।।
রসে অভিলাষ হরি নিশিতে গহনে গো
ঘন ঘন মোহন বংশীস্বরে।।
সুচিত্র পালঙ্কোপরি বিচিত্র কুসুমে গো
কর শয্যা শ্যাম মনোহরে।।

কুসুমে রচিয়া শয্যা পুষ্পের বালিশ গো
শতদল দিয়া চারিধারে
মাঝে মাঝে কনকচাঁপা চামেলি গো
কহে রাধারমণ কাতরে।।

য/৫৫

।। ৫৯৬।

দুখ কইয়ো গো,
চান্দ-মন্দিরে নিরলে নিয়া।।
আর তাপিনী লো,
তাপে তাপে জনম গেল গইয়া ।।
ওরে, পাইলে কইয়ো —
চিরদিন মরিমু ঝুরিয়া।।
আর লং- এলাচি জায়ফল-জত্রী
বাটায় ভরিয়া —
ওয়রে, বন্ধু আইলে দিয়ো পান
আদর করিয়া।।
আর চাতক রইলা মেঘের আশে
চরণ-পানে চাইয়া —
গো চান্দ মন্দিরে নিরলে নিয়া।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো রে কালিয়া ঃ
পরা কি আপন হইব —
পিরিতের লাগিয়া।।

শ্রী/৩৫০

।। ৫৯৭।।

দূতী তারে কর মানা শ্যাম যে আমার কুঞ্জে আয় না।। ধু।।
নানা জাতি ফুল তুলি সাজাইয়াছি ফুল বিছানা
আসবে বলে প্রাণবন্ধু সারা রাইতে নিদ্রা আয় না।।
নানা জাতি ফুল ফুইটিয়াছে ভ্রমর আইসে মধু খায় না

কত ভ্রমর আইল গেল রাইর কমলে মধু চায় না
ভাইবে রাধারমণ বলে রাইর বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না
আইব গো তোর চিকন কালা পুরাবে মনের বাসনা।

সুখ /৩২

।। ৫৯৮।।

প্রাণ সইগো আমি রইলাম কার আশায়।
পাষাণে বান্ধিয়াছে হিয়া নিদারুণ কালায়।।
মনপবন বহে যায় সুখের নিশি পুষাইয়া যায়।
কৃষ্ণচূড়া ফুলের মালা বাসি হইয়া যায়।
কুহুকুহু রবে কোকিলায় গায়
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
ধৈর্য ধর কমলিনী আসবে শ্যামকালিয়া।।

হা (১৪)

।। ৫৯৯।।

প্রাণ সই রজনী পুষাইয়া গেল প্রাণবন্ধু কই।। ধু।।
প্রাণবন্ধু প্রাণবন্ধু বলে ক্ষণে উঠি ক্ষণে বই।। চি।।
সাজাইয়া ফুলের শয্যা যত্ন করি থই
না আসিল প্রাণবন্ধু কোথায় রইল সই।। ১।।
শুইলে স্বপনে দেখি রসের কথা কই
জাগিয়া উঠিয়া দেখি বন্ধু কই আর আমি কই।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনলো সই
এগো অগ্নিকুণ্ড সাজন কর অনলে পুড়াই।। ৩।।

রা/১৪৮

।। ৬০০।।

বল না বল না সখী কি করি উপায় গো
নিশি গত প্রাণনাথ রহিল কোথায় গো।।
জ্বলতেছে শরীর আমার মদন জ্বালায় গো
কার কুঞ্জে রইয়াছে নিলয় না পাই গো ।।
সাজাইয়াছি ফুলবিছানা আসিবার আশায়

সেই আশা নৈরাশা হইল ভাবে বুঝা যায় গো।
গাঁথিয়া বনফুলের মালা আসিবার আশায়
সেই আশা ভুজঙ্গ হইয়া দংশিল আমায়।
সর্পের বিষ ঝারলে নামে প্রেমের বিষ উজায় গো
এগো বন্ধু বিনে এ সংসারে আমার ঔষধ এ সংসারে নাই গো।।

সর্ব/৩

।। ৬০১।।

বাঁচিবার সাধ নাই গো সখী বাঁচিবার সাধ নাই
দেহার মাঝে কি যন্ত্রণা কারে বা দেখাই।। ধু।।
গাঁথিয়া বনফুলের মালা নিশিটি পোহাই
প্রাণবন্ধু আইলো না গো কার গলে পইরাই।
একা বসি বাসরেতে নিশিটি পোহাই
আজ আসবে কাল আসবে বলে মনরে বুঝাই
আতর গোলাব চুয়াচন্দন কটরায় সাজাই
আইল না মোর প্রাণবন্ধু কার অঙ্গে ছিটাই।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে কমলিনী রাই
অন্তিমকালে শ্রীচরণে পাই যেন ঠাই।

গো (২৩০)

।। ৬০২।।

বাসর শয্যা সাজাই কার আশায়
কই রইল মোর বন্ধু শ্যামরায়
ওগো বিচ্ছেদ আগুন জ্বলছে হিয়ায়
আতর গোলাপ কস্তুরী আনি
পুষ্পশয্যা করি সাজাইবার আশায়
ফুলের শয্যা বাসি আইল না গো কালশশী
আমার বাসি শয্যা ভাসাও যমুনায়
প্রাণ যাবে মোর নিশিগতে তাইতো তোমরা আমার সাথে
অধীন রমণ বলে রাইখ রাঙা পায়।।

মি/১৬

।। ৬০৩ ।।

বাহির হইয়া শুন সজনী, ঐ করে কোকিলায় ধ্বনি
ডালে বসে কোকিলা পাখী, কুহু কুহু রব শুনি
আমার বন্ধু না আইল কুঞ্জে পোহাইল রজনী
গাঁথিয়া বনফুলের মালা মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা
আমার সাধ ছিল ফুলে ফুলে সাজাইতাম রসিকমণি।
ভাইবে রাধারমণ বলে আসবে বন্ধু নিশা কালে
আমার প্রাণবন্ধু আসিলে কুঞ্জে আমি হইতাম যৈবনদানী।।

ক ময়ী/২

।। ৬০৪ ।।

যাও গো দূতী পুষ্পবনে পুষ্প তুলো গিয়া
আমি সাজাইতাম বাসর শয্যা প্রাণবন্ধুর লাগিয়া।।
কাচা কাঞ্চন পুষ্প আন গো তুলিয়া
আন টগর মালী সন্ধ্যামালী বকফুল ভরিয়া।।
বিকশিত ফুলের মধু হই গেল তিতা
কোন্ প্রাণে গেলা বন্ধু পন্থহারা হইয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
অবশ্য আসিবা বন্ধু ফুলের মধু খাইয়া।।

সর্ব/৫, নৃ/৬

পাঠান্তর ঃ যাওগো ....গিয়া > যাওরে ভ্রমর পুষ্প বনে পুষ্প আন গিয়া; কাচ কাঞ্চন....... ভরিয়া > অপরাজিতা, টগর মালি , বকফুল তুলিয়া/ওগো সাজাইতাম বাসরশয্যা সব সখীগণ লইয়া, গাথিতাম ফুলের মালা প্রাণবন্ধুর লাগিয়া; বিকশিত........ তিতা > সন্ধ্যামালী ফুলের মালা বাসি হইয়া গেলো; কোন প্রাণে ....হারা হইয়া > কোন্ পথে গেলা ভ্রমর পথ ছারাইয়া ; মনেতে ভাবিয়া > থাক পুষ্প লইয়া, অবশ্য........ খাইয়া > আসিবা তোমার বন্ধু বাশরী বাজাইয়া।।

।। ৬০৫ ।।

সখী রাত্র হইল ভোর
আইনা না মোর প্রাণ প্রিয়া নিদয়া-নিষ্ঠুর ।। ধু।।

ঘুরে ঘুরে পরে পরে পদ করিলাম খুর
পন্থপানে চাইতে চাইতে আখি কইলাম ঘোর
এক সখীর হস্তে ধরি আর সখী বলে
ঘোর অন্ধকার রাত্রি পদ নাহি চলে।
গাথিয়া মালতীর মালা আহ্লাদে প্রতুল
আইল না প্রাণবন্ধু নিদয়া নিষ্ঠুর।
সর চিনি মাখন ছানা আতর মধুর
কার লাগি আনিলাম করিয়া প্রচুর।
কার লাগি আনিলাম সই গো অইয়া ঘরের চোর
ভাইবে রাধারমণ বলে বন্ধু রৈছেন ব্রজপুর।।
গো (১৩৯)

।। ৬০৬।।

সজনী—সই গো,
আমি রইলাম কার আশায় ঃ
চুয়া-চন্দন- ফুলের মালা—
আমি থইছি কটরায়।।
সজনী — সই গো।।
গাঁথিয়া বনফুলের মালা
আমি দিতাম কার গলায় ঃ
একেলা মন্দিরে ঝুরি—
না আইল শ্যামরায়।
সজনী — সই গো।।
নিশি অন্তন শেষকালে বন্ধু
ডাকছে কোকিলায় ঃ
দারুণ কোকিলার সুরে —
আমার বন্ধে আমায় ছাড়িয়া যায়
সজনী— সই গো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে,
আমি ঠেকিয়াছি প্রেমদায় ঃ

দারুণ আঙ্খির জলে—
আমার ঝিল-মিল করিয়া যায়
সজনী—সই গো।।

শ্রী/২৫২

।। ৬০৭ ।।

সুচিত্রে আমি কার লাগি গাঁথিলাম গো
বিনাসুতে বিচিত্র মালা।
মালা সে কি লো আর দ্বিগুণ জ্বলে
কৃষ্ণপ্রেম বিচ্ছেদের মালা পরাইব প্রাণবন্ধুর গলে।
গাঁথিয়াছি মালতীর মালা বকুলে।
সেই মালা ভুজঙ্গ হইয়া দংশিল মুই অবলে
চুয়া চন্দন গো ঘষে রাখিয়াছি কটরা ভরে
সব সখী মিইল্যা।
সেই চন্দন হইল গো বাসি আইল না গো চিকন কালা
ভাইবে রাধারমণ বলে আইল না গো প্রাণবন্ধু শুন গো সকলে
এগো আসবে আমার প্রাণবন্ধু রাধার মরণ হইলে।।

সুহা/১

।। ৬০৮ ।।

সোনা-বন্ধু কালিয়া,
আইল না শ্যাম কি দোইষ জানিয়া।
বড়ো লইজ্জা পাইলাম—নিকুঞ্জে আসিয়া।।
আর মনে বড়ো আশা করি—
আইল না শ্যাম — বংশীধারী।
কতো চুয়া-চন্দন কটরায় ভরিয়া।।
আর গাঁথিয়া বন-ফুলের মালা—
মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা।
ও মালা নেও, নেও,
দেও মালা জলেতে ভাসাইয়া।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,

প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে ঃ
ও তার নয়নজলে
বক্ষ যায় ভাসিয়া।।

শ্রী/৩৪১

এ. খণ্ডিতা

।। ৬০৯।।

আইল না গো প্রাণবন্ধু মনে রইল খেদ
যামিনী হইল ভোর।
কোকিলায় পঞ্চমে গায় শুনিতে মধুর।।
পিয় পিয় প্রিয় স্বরে ডাকিছে ময়ূর
কার কুঞ্জে গিয়া বন্ধু হইয়াছে বেভোর।।
পুরুষ সব ভ্রমর জাতি নিদয়া নিষ্ঠুর
ভাইবে রাধারমণ বলে কালা মনচুর।।

য/৩

।। ৬১০।।

ঐ নাকি যায় নিষ্ঠুর কালিয়া
ওয়গো আমার প্রাণবন্ধে বাজায় বাঁশি নিরলে বসিয়া।
যদি বন্ধের লাগ পাইতাম চরণে প্রাণ সপিতাম
ওয়গো তারে পান খাওয়াইয়া রাখিতাম ভুলাইয়া।।
পথের মধ্যে ডাকাডাকি সব সখীগণ মিলিয়া
বান্ধিয়া আন প্রাণবন্ধুরে রাধার বসন দিয়া।।
ধর ধর এগো সখী চোরা যায় পলাইয়া
মারিও না গো প্রাণবন্ধুরে বাঁশি লও কাড়িয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
জন্মাবধি রাধার প্রেমে বান্দা চিকন কালিয়া।।

কক/৫

।। ৬১১।।

ও প্রাণ সখী গো নিশিগত প্রাণনাথ আইল না
এগো আইল না গো চিকন কালা আশা পূর্ণ হইল না ।।
লবঙ্গা মালতীর কলি বিনা সুতে মালা গাঁথি গো
আমার গাঁথা মালা হইল বাসি শ্যামগলে দিলাম না ।।
বিদেশেতে যার পতি সে-বা নারীর কিবা গতি গো
এগো দুরন্ত যৌবনের কালে যুবতীর প্রাণ বাঁচে না।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
এগো কুন রমণী পাইয়া শ্যামে আমায় মনে করে না ।।

আশা /১৩

।। ৬১২।।

কই গেলে পাই তারে কই গেলে পাই।
পাইলে শ্যামরে লইয়া কোলে নগরে বেড়াই।।
পাইলে শ্যামরে ধরব গলে ছাড়াছাড়ি নাই।
আত্মীয় জানিয়ে প্রাণবন্ধুরে হৃদয়ে দিলাম ঠাই।।
ছিল আশা দিল দাগা আর প্রেমে কাজ নাই।
জাতিজুঁতি ফুল মালতী মালাটি গাথাই।।
দেখলে মালা উঠবে জ্বালা কার গলে পরাই।
আগর চন্দন উঠে কান্দন কার অঙ্গো ছিটাই।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো ধনি রাই।
চন্দ্রার কুঞ্জে থইয়া বন্ধে দুয়ারে জাগাই।।

হা ১৮ (১৭, গো (২১২)

পাঠান্তর ঃ শ্যামরে > তারে; আত্মীয়....... ঠাই > × × আর > এমন; উঠবে জ্বালা > দ্বিগুণ জ্বালা, আগর.... ছিটাই > থইয়া বন্ধে > আছে বন্ধে; দুয়ারে জাগাই > ভাবনা কিছু নাই।

।। ৬১৩।।

কহ কহ প্রাণনাথ নিশির সংবাদ
কার কুঞ্জেতে বসিয়া বন্ধু কার পুরাইলায় সাধ।
সিন্দুরের বিন্দু দেখি লাগিতে কপালে

মুখকিনি হাসু হাসু চউখ ঝিম্ ঝিম্ করে।
কটিবাস পীতবাস রাখিয়াছ কোথায়
নবীন বেশ পরিধান করিলে কোথায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে রাখিও রাঙ্গা পায়
আমি মইলে বধের ভাগী তুমি নি অইবায়।

গো (১৯২, হা (২২)

পাঠান্তর ঃ লাগিতে > লাগিয়াছে, মুখ কিনি হাসু হাসু > মুখে কেন দুইটি, পরিধান করিলে কোথায় > পরিয়া তুমি আসিয়াছ যেথায়, অইবায় > হইবায়।

।। ৬১৪।।

কি অপরূপ দেইখে আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া।
কালায় রঙ্গে-রঙ্গে বাজায় বাঁশি—
কদম-তলে বইয়া।।
কালা না কালিন্দ্রির জল
চলো দেখি গিয়া।
এগো, কালায় নিল জাতি-কুল-
প্রাণটি না যায় রাখা।।
চন্দ্রাবলী দুচ্চারণী,
জানে বড় টুনা।
এগো, টুনা করি রাইখ্‌ছে আমার
বন্ধু কালিয়া -সোনা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো সজনী ঃ
বন্ধে শঠের মতো কয়গো কথা
জনমের লাগিয়া।।

শ্রী / ৩২৬

।। ৬১৫।।

কি করিতাম তোরে রে পুষ্প কি করিতাম তোরে
রজনী প্রভাত হইল ভাসাইতাম সাগরে।। ধু।।

গোকুলে রহিয়াছে পুষ্প ফুটিয়া সারি সারি
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের মাঝে বিরাজে বংশীধারী।
কেওয়া কেতকী ফুটে আর গন্ধরাজ
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জের মাঝে বিরাজ করে রসরাজ।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনি রাই
চন্দ্রার কুঞ্জে বিরাজ করে শ্রীনন্দের কানাই।।

গো (১৩৭)

।। ৬১৬।।

কোথায় রইলায় কালিয়া শ্যাম পরার বশে
যারে ভাবি রাত্রদিনে সে থাকে তার রঙ্গরসে।
সম্মুখেতে প্রাণনাথে কতই ভালোবাসে
বন্ধু যার কাছে যায় তার কথা কয় রইলাম বন্ধু আশার আশে।
শাশুড়ী ননদী ঘরে যন্ত্রণা দেয় মোরে
আমি অবোধিনী বিরহিণী প্রেম শিখাইলায় কোন্ সাহসে।।
ভাবিও রাধারমণ বলে না ভাবিও মনে
মনমোহিনী বইসা রইছে ঐ পিরিতে ঐ পিপাসে।।

সুখ/১৩

।। ৬১৭।।

গলার হার খুলিয়া নেও গো ও ললিতে ।
এগো হার পরিয়া কি ফল আছে বন্ধু নাই মোর কুঞ্জেতে ।।
ললিতায় নেও গলার মালা বিশখায় নেও হাতের বালা
এগো খুলিয়া নেও কানের পাশা আর আশা নাই মোর বাঁচিতে ।।
হারের কিবা শোভা আছে যার শোভা তার সঙ্গে গেছে
এখন কৃষ্ণনামের হার গড়িয়া পৈরাও আমার গলেতে ।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
এগো কৃষ্ণনামের পুতদেহ ভাসাও নিয়া জলেতে ।।

আশা/১৫

।। ৬১৮।।

গো বিনোদিনী রাই শ্যামবন্ধু কার বাসরে তুমি বল চাই।
আইবো করি কই আমারে রাখিলো লালসাই
সারা নিশি জাগিয়া থাকি উদ্দেশ্য না পাই।
আসিব ছিল না মনে কেন বলল রাই
যা-ও সখী রাখো গিয়া বাসর সাজাই।
সারা নিশি জাগিলাম বাসর সাজাই
অভাগা রাধারমণ না আইল কানাই।।

গো (১৮৫)

।। ৬১৯

চল কুঞ্জে যাই গো ধনী চল কুঞ্জে যাই
কুঞ্জে গেলে প্রাণনাথের দেখা কিবা পাই
চল চল এগো সখী ত্বরিত করিয়া
কুব্জা নারীর প্রেমে শ্যাম রইয়াছে ভুলিয়া
সারা নিশি পাত করলাম পন্থ পানে চাইয়া
এখনো না আইল বন্ধু নিঠুর কালিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পরা কি আপনার হয় পিরিতের লাগিয়া।।

আশা/১৪

।। ৬২০।।

তোরে মানা করি রে বন্ধু নিষেধ করি রে
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তুমি যাইও না
ঘুমাইয়া রইয়াছে আমার রাই কাঞ্চন সোনা।। ধু।।
বৃন্দাবনে সাধন তত্ত্ব পাইয়া বংশীধারী
তুমি কালা কোথায় রইলে পাইয়া কোন্ রমণী;
ভাবে বুঝি রে বন্ধু
ভাবে বুঝি কালাচান্দ উদয় হইল না।
ভঙ্গাভঙ্গা ত্রিভঙ্গা শ্যাম কখন রবে না

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রে বন্ধু তুমি যাইতায় পারবায় না
তুমি যদি যাও রে বন্ধু পন্থ ছাড়ি দিমু না।
দীনহীন বাউলে কয় কথা মিছে নয়
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে তুমি গেছিলা নিচ্চয়
রাধারমণ বাউলে বলে আমার সবের আশা পূর্ণ হইল না।।

গো (২৭৩)

।। ৬২১ ।।

নিদয়া হবে বলি আগেতে না জানি বন্ধু শ্যাম গুণমণি।
আমি তোমার, তুমি আমার ভিন্ন নাই যে জানি।
ওরে, আমায় ছাড়িয়ে ভদ্রার কুঞ্জে পোহাইল রজনী।।
আর তুমি হও রে কল্পতরু আমি হই রে লতা।
ওরে দুইচরণ বেড়িয়া রাখ্‌মু ছাইড়া যাইবা কোথা।
আর ভাবিয়া রাধারমণ বলে, শ্যামাগো রসবতী
ব্রজপুরের মাঝে তোমরা কয় ঘর আছ সতী?

শ্রী (৩৩৮)

।। ৬২২ ।।

পোষাইল সুখের যামিনী বড় বাকি নাই।
বলিয়া দে গো চন্দ্রাবলী রাধার কুঞ্জে যাই।।
নিত্য নিত্য চুরি করি তোমার কুঞ্জে আই—
তোমার মতন রূপেগুণে আর কি মানুষ নাই।
চন্দ্রাবলী হস্তে ধরি বলিলা কানাই
চন্দ্রাবলী বিনে কৃষ্ণের আর তো লক্ষ্য নাই।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনী রাই
মুরলি বাজাইয়া কুঞ্জে চলিলা কানাই।।

শ্রীশ/১০

। ৬২৩ ।।

প্রাণ থাকিতে দেখি বন্ধু আসে কিনা আসে
আসাপথে চাইয়া থাকি মনের অভিলাষে।।

সখী গো দংশিয়া কালনাগে সেকি প্রাণে বাঁচে
সখী বিষে অঙ্গ জরজর বাঁচিব কেমনে।
থাকি গো সাজাইয়া ফুলের শয্যা বন্ধু আসবে বইলে
সোনা বন্ধু ভুইলা রইছেন চন্দ্রার কুঞ্জেতে ।
আসত যদি প্রাণবন্ধু গো বসিতাম নিরলে
কহিতাম জন্মের দুঃখ ধরিয়া চরণে।।
সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো সকলে
আইনে দেখাও প্রাণবন্ধুরে জীবন থাকিতে গো।।

সুখ/১৬

।। ৬২৪।।

প্রাণবন্ধু কই গো সখী নিষ্ঠুর কালিয়া
ধর গো ধর গো তারে চোরা যায় পলাইয়া।।
মাইরো না গো ঐ চোরারে বাঁশি লও কাড়িয়া
পন্থের মধ্যে ব'কা ঝুরি সব সখী মিলিয়া ।
বাইন্দা আন ঐ চোরারে রাধার বসন দিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
তে রাধার প্রেমে বান্ধা চিকন কালিয়া

সুখ /২১

।। ৬২৫।।

প্রাণবন্ধু কালিয়া আইল না শ্যাম কি দোষ পাইয়া
ও বড় লজ্জা পাইলাম কুঞ্জেতে আসিয়া।। ধু।।
প্রাণবন্ধু আসবে করি দোয়ারে না দিলাম দড়ি
ওগো আইল না শ্যাম নিশি যায় পোহাইয়া।।
বুঝি কোন্ রমণীয়ে পাইয়া রাখিয়াছে শ্যাম ভুলাইয়া
এগো রহিয়াছে শ্যাম আমারে ভুলিয়া।।
গাঁথিয়া বনফুলের মালা, মালায় হইল দ্বিগুণ জ্বালা,
ও মালা দিতাম গিয়া জলেতে ভাসাইয়া।।
মনে বড়ই আশা করি আইলা না শ্যাম বংশধারী
রাখিতাম চুয়া চন্দন কটরায় ভরিয়া।।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে রাধার প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
দুইটি নয়ন জলে বুক তো যায় ভাসিয়া।।

আহো/১৫,সুধী/১, হা (১২), গো (১৯৪), ঐ (২২০)

।। ৬২৬ ।।

প্রাণবন্ধু কালিয়া আজ তোমারে দিব না ছাড়িয়া।
ওরে বন্ধু রাখমু তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া।।
আমার আছে শতেক দাবি রাখব তোমায় গিরিধারী
শমন দিয়া দিব ধরাইয়া।।
টেকা পয়সা যত ছিল আফিসা সকলি নিল
হয়রে বন্ধু সাক্ষী দিমু এজলাসে উঠিয়া।।
আইনমতে আদালতে নালিশ করমু তিনধারায়।
হয়রে বন্ধু হাইকুট যাইমু শুধু দেহ লইয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
হয়রে বন্ধু শাস্তি দিয়া একবার আনমু ফিরাইয়া।।

সর্ব/১২

।। ৬২৭ ।।

প্রেম জ্বালা সহে না পরানে গো সখী
শ্যাম রসিক নাগর বিনে।। ধু।।
সখী গো আমি যদি পাখি হইতাম
উড়ি গিয়া বন্ধু দেখতাম গো
আমার বন্ধু কার কুঞ্জে রহিল ।
সখী গো বহু আশা ছিল মনে
মিলিতাম প্রাণবন্ধুর সনে গো
আমার মনের আশা মনেতে রহিল।
সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে
শুন সখী সকলে গো
আমার প্রাণবন্ধু আসিবা সকালে।।

গো (২৬০)

।। ৬২৮।।

বন্ধু বিনোদ রায় অভাগিনী ডাকি বন্ধু
আমায় দেখা দাও
চাতক রইল মেঘের আশে রে বন্ধু মেঘ না হইল তায়
মেঘ না হইলে চাতকিনীর কি হবে উপায়।
ডাকিতে ডাকিতে বন্ধু নিশি গইয়া যায়।
ভ্রমরায় ঝংকারে বন্ধুরে ডাকে কোকিলায়।
কার কুঞ্জে গিয়াছ বন্ধুরে ভুলিয়া আমায়
সরল প্রাণে গরল দিল নিঠুর কালায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে রে বন্ধু হায় মরি হায়
আমারে অসুখী করে শ্যাম রইল কোথায়।।

করুণা/১৪, য১৪১

পাঠান্তর ঃ ডাকি > দয়ার, (দ্বিতীয় চরণে যোগ হবে —তোমার আমার একদিন দেখা রে বন্ধু গিয়া যমুনায়/সেই অবধি মনপ্রাণ হরিয়া নিলায়; মেঘ..... তায় > মেঘ না পড়তায়, মেঘ না ... উপায় মেঘ বিনে চাতকী রাই বাঁচে কি আশায় ; ডাকিতে... কালায় > × × বন্ধু হায় কোথায় > রে বন্ধু পিরিতি বিষম দায় /অকূল সাগরের মাঝে ভাসাইলায় আমায়।

।। ৬২৯।।

বাসর শয্যা কেনো সাজাইলাম গো আমার আদরের বন্ধু আসল না।। ধু।।
সখী গো — বড় আশা ছিলো মনে মিশিব প্রাণবন্ধুর সনে
আমার মনের দুক্ষ মনেতে রহিলো।।
সখী গো—আত্তর গোলাপ ভরি সাজাইলাম পানের বিড়ি
আমার কুঞ্জমোহন কার কুঞ্জে রহিলো।
সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে দন্ধে রাই প্রেমানলে
আমার প্রাণবন্ধু আনিয়া দেখাও মোরে।

গো আ ১৭৫ (২৫৬)

।। ৬৩০।।

বৃন্দে গো আয় গো বৃন্দে শ্যামকে দেখাও আনিয়া
মনপ্রাণ সদায় ঝুরে তাহার লাগিয়া।

সারারাত্রি থাকি আমি পন্থ পানে চাইয়া
কোন্ বিধাতা বন্ধু দাতা রাখিল বান্ধিয়া।
নারী জাতি অল্পমতি ভুলায় বাঁশি দিয়া
আসব বলে গেল বন্ধু না আইল ফিরিয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
সোহাগ মণি ভাবের বন্ধু শান্ত কর গিয়া।

হা/১৫, গো (২৯৩)

পাঠান্তর গো ঃ তাহার > বন্ধের; থাকি আমি > জাগি থাকি; গিয়া > আইয়া।

।। ৬৩১ ।।

ললিতা বিশখা শ্যামকে আনিয়া দেখা
প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়
আমার মরণকালে বন্ধু রহিল কোথায় ।। ধু ।।
হায় হায় প্রাণ যায় বিচ্ছেদের জ্বালায়
পন্থপানে চাইতে চাইতে আর নাহি সহা যায়।
বল সখী কি করি উপায় ফুলের শয্যা বাসি হইয়া যায়
আইল না কালশশী কুহু, রবে ডাক্‌ছে কোকিলায়।
কেওয়া কেতকী ফুল মালতী রঙ্গন বকুল
চুয়া চন্দন রইলো কটরায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যাম রহিয়াছে চন্দ্রার কুঞ্জে
প্রেমের জেলখানায়।

গো (১৫০) /শ্রীশ/২

পাঠান্তর ঃ শ্রীশ /২
হায় হায় ..... জ্বালায় > হায় হায় হায়, যার লাগি বনবাসী হই/ সে-বা কই আর আমি কই/ বল সখী কি করি উপায় ; আর নাহি সহা যায় > ধৈর্য না মানে চিতে; আইল না... কোকিলায় > বন্ধু আসবে বলে বইলা বইলাছে আমায় ; কেওয়া কেতকী.... চন্দ্রার কুঞ্জে > ভাইবে রাধারমণ বলে চন্দ্রাবলি পাইয়া পন্থে বন্ধু রাইখাছে।

।। ৬৩২।।

শুন শুন সহচরী কার কুঞ্জে রইল গো হৃদয় বেহারী।
আমার হৃদয় কইছে খালি কোথায় রইল কালশশী।।
ভাবে বুঝি চন্দ্রাবলী তোর হইয়াছে চতুরালী
যা গ' তোরা কইরে ত্বরা আন গে শ্যাম মনোহরা
নইলে যে পরানে মরি সঙ্কট হইল ভারি।।
দীনহীন রমণ কয় শুন রাই দয়াময়
আইসবা তোমার রসময় থাকগো ধইজ্জ ধরি।।

শ্যা /৭

।। ৬৩৩।।

শ্যাম নি আইছইন গো চন্দ্রা তোর কুঞ্জেতে
সত্য সত্য ক'লো চন্দ্রা দোহাই তোর পায়েতে।
আইছইন বন্ধু খেলছইন পাশা খাইছইন বাটার পান
পুষ্প দিয়া ভরি গেছেন্ বিছনা আধাকান।
অনামা চোরারে আমি ধরলাম আথের বান
ছুটিয়া গেছেগি চোরা দিয়া হেছকাটান্।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শোন গো চন্দ্রাবান
তোর লাগি বন্ধু আলা আমার লাগি আন।।

গো (২৫৩), হা (১০)

পাঠান্তর ঃ হা

সত্য সত্য ক'লো > সত্য কথা কওগো, তোর পায়েতে > দেই তোমারে ; ধরলাম... এছকা টান > ধরিয়াছিলাম হস্তে দিয়া ঝাড়া উঠিয়া খাড়া ফালাই গেল মোরে; চন্দ্রাবান... আন > চন্দ্রাবলী। তোমার বাঁশিতে চান্দের দশা, আমার বাঁশিতে ফণী।

।। ৬৩৪।।

সজনী ও সজনী আইল না শ্যাম গুণমণি।। ধু।
বুঝি পেয়ে তারে রেখেছে কোন্ রমণী।। চি।।
আসবে বলে রসরাজ নিকুঞ্জ করেছি সাজ

বড়লাজ পাইলাম গো রমণী।। ১।।
শয্যায় হইল নিশিভোর ভ্রমরায় করে আকুল
কর্ণে শুনি কুকিলার কুহুধ্বনি।। ২।।
শুন তোরা সখী গণ জ্বালাও গো হুতাশন
অনলে ত্যেজিব পরাণি।। ৩।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যাম বিচ্ছেদে রাই মরিলে
লোকে বলব পুরুষ পাগল রমণী।। ৪।।

রা/১৪৯

।। ৬৩৫।।

সোনাবন্ধে নাকি গো আমায় পাসরিল বল না বল না ।। ধু।।
কি করি কি করি সই গো সংবাদের মানুষ পাইলাম না।। চি।।
চাইয়া থাকি আশাপন্থে আমি পাইলাম না বন্ধুর বাতাস অন্তে
অকূলে ভাসাইয়া বন্ধে এখন আমায় ফিরে চায় না ।। ১।।
কোন্ রমণী পাইয়া মত্ত বন্ধে না করে আমার তত্ত্ব
দারুণ বিধিরে কি দুষ দিব আমার কর্ম্মদুষে সুখ হইল না ।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার জনম গেল দেশ বিদেশ ঘুরে
কাচা পিতল দেখতে সুন্দর পুরা দিলে রং ধরে না ।। ৩।।

রা/১১৭

ট. মান

।। ৬৩৬।।

ও রাই কিসের অভিমান গো শ্যাম আসিয়াছে কুঞ্জবনে।। ধু।।
বিরস বদনে শ্যাম দাঁড়ায় কুঞ্জবনে নয়ন তুলিয়া চাও পিয়ারী
বন্ধুয়ার পানে
গাথিয়া মালতীর মালা অতিশয় যতনে
শ্যাম চান্দের গলে দেও আনন্দিত মনে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মিনতি বচনে
শ্যামচান্দে বিনয় করৈন ধরিয়া চরণে।।

গো (২৫৯)

।। ৬৩৭ ।।

কৃষ্ণ আমার অঙিনাতে আইতে মানা করি।
মান ছাড় কিশোরী।।
যাও যাও রসরাজ এইখানে নাহি কাজ
যাও গি তোমার চন্দ্রাবলীর বাড়ি ।।
চন্দ্রাবলীর বাসরেতে সারা রাইত পোহাইলায় রঙ্গে
এখন বুঝি আইছ আমার মন রাখিবারে।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে দয়া নি করিবায় মোরে
কেওড় খোলো রাধিকা সুন্দরী।।

য/৩০

।। ৬৩৮ ।।

তোরে কে শিখাইলো গো নিদারুণ মান
বারে বারে শ্যামকে ধনি কইলে অপমান।। ধু।।
শ্যাম যদি কান্দিয়া যায় গো হইয়া অপমান
চরণ ধরি বিনয় করি তারে গিয়া আন্
ব্রহ্মা আদি দেবগণে যারে দেয় সম্মান
তার মানে মানিনী হইয়া তোমার এত মান।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে মান কর গো দান
যোগীর বেশে দাড়াইয়াছে শ্যাম কালাচান।।

গো (২৫৭)

।। ৬৩৯ ।

নাগর প্রবেশিও না রাধার মন্দিরে নাগর প্রবেশিও না ।। ধু।।
সারা নিশি জাগরণ করি মান করি ঘুমাইয়াছে প্যারী
রাধারে জাগাইতে নাগর আর বলিও না ।
আমরা হইলাম পাড়ার নারী আমরা দুয়ার রক্ষাকারী
শ্রীরাধিকার হুকুম বিনে কপাট খুলিও না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শ্যাম আসিয়াছে কুঞ্জের ধারে
শ্রীরাধিকা বিনে শ্যামের প্রাণ বাঁচে না।।

গো (২৭৮)

।। ৬৪০।।

বন্ধু সর সর ।
পন্থের মধ্যে বাঁকা ঝুড়ি কেন এমন কর
আমরা তো অভাগী নারী যাই যমুনার জলে
কুলমান হারাইলাম তোমার বাঁশির স্বরে।।
মান করিয়াছে প্রাণনাথ তোমার মান থাক
আমরা অভাগিনী নারী পথখানি ছাড়।।
লজ্জা নাই তোর নিলজ্জ কানাই লজ্জা নাইরে তোর
পথ ছাড় রাধাকান্ত লজ্জা ক্ষমা কর।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন এগো সখী
জল লইয়া ঘরে আইলা রাধা কমলিনী।।

ন/১২

।। ৬৪১।।

ব্রজলীলা সাঙ্গা দিয়া যাই গো শ্রীমতী রাই
তোমার প্রেমে বাঁধা আছে শ্যাম নাগর কানাই।।
মান ভাঙ্গা রাই কমলিনী একবার নয়ন তোল দেখি
জন্মের মতো তোমায় আমি একবার হেরিয়া যাই।।
শ্রীরাধার চরণ ধরি মান সাধিলা গুণমণি
রাইগো শ্যামচান পরাণের বন্ধু ছাড়লে বাঁচন নাই।।
বাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনি রাই
মান ভাঙ্গিয়া কোলে লইলা ঠাকুর কানাই।।

নৃ/৪

।। ৬৪২।।

রাই, কিসের তোমার অভিমান গো—
শ্যাম আইল না কুঞ্জবনে।।
আর আইস বন্ধু বইস কাছে—
খাও রে বাটার পান ।
ওরে, হাসি মুখে কও রে কথা
জুড়াউক পরান গো।।

আর নতুন ফুলের মালা—
নতুন গাঁথুনি।
সেই মালা পইরাই ত
আমার রাধা বিনোদিনী গো।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে
শুনো রে কালিয়া।
ওরে, তুলসী মালা পইরাই দেও
বন্ধের গলে নিয়া গো।।

শ্রী/৩৪৬

।। ৬৪৩।।

শ্যামচান্দ পরানের বন্ধু ছাড়লে উপায় নাই
কেবা না পীরিত করে কার বা এত বড়াই
তোমার মত রূপে গুণে আর কি মানুষ নাই—
কেন যে ঘমট দেখাও তুকাইয়া কারণ না পাই
কত জনে করে পীরিত কার এত জ্বালা
তোমার পীরিতে আমার শরীর অইলো ছাই।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো ধনি রাই
মান করি বসিয়া রইছে নন্দের কানাই।।

গো আ (২৪৩), হা (১)

পাঠান্তর ঃ হা ঃ কেন যে........ পাই > × × কতজনে .... জ্বালা > কেবা না পিরীত করে কার বা এত জ্বালা; ছাই > কালা; রইছে .... কানাই > রইছ কমলিনী রাই।

।। ৬৪৪।।

শ্রীচরণে ভিক্ষা চাই, মান ভাঙ্গো গো কমলিনী রাই।। ধু।।
নয়ন তোল কথা বল গো রাধে জন্মের মতো দেখে যাই।। চি।।
হয়ে থাকি অপরাধী বিচার কর নিরবধি আইনবিধি সবে
মাইনে যাই।
আইনে দণ্ড হইয়া থাকলে দণ্ড নিয়া যাইতে ক্ষতি নাই।। ১।।
চোর্য হৈলে চূড়া বাঁশি হইলেম নবীন সন্ন্যাসী
উদাসী হইয়া বেড়াই।

সোনার অঙ্গে ভুষি মাইখে আমি পাগলের মতো বেড়াই।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মান ভাঙ্গ রাই কমলিনী
হাসি হাসি কৃষ্ণ পানে চায়
তুমি কৃষ্ণ পানে চাইয়া রইলায় গো রাই
তোমার গৃহে যাইবার মন নাই।। ৩।।

মাখ/১

ঠ. বিরহ

।। ৬৪৫।।

অউত যারায় গিয়া—বন্ধুরে, আমার পরানে বধিয়া।
আরে সত্যি করি কও রে বন্ধু; আইবায় নি ফিরিয়া রে।।
আর চূড়া - ধড়া মোহন বাঁশিরে, বাঁশি যাও নিকুঞ্জে থইয়া।
ওরে, অবশ্য আসিবায় তুমি — ওই বাঁশি লাগিয়া রে।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে রে — বন্ধু শুনো মন দিয়া।
ওরে, নারী যদি হইতায় তুমি — জানতায় প্রেমজ্বালা রে।।

শ্রী /১০০

।। ৬৪৬।।

অন্তর ছেদিলো গো সখী, সখী শ্যাম পীরিতের বিষে
বিষে অঙ্গ ঝর ঝর রক্ত নিলো চুষে।। ধু।।
উঝাগুণী নাইগো দেশে ছাইলো প্রেমের বিষে
বিষে অঙ্গা ঝর ঝর উঝা নাই মোর দেশে।
সারা গাছে ফল ধরিয়াছে হিলায় গো বাতাসে
আর কতদিন রাখতাম যৌবন আমার প্রাণ বন্ধের আশে।
ভাইবে রাধারমণ বলে ছাইলো প্রেমের বিষে
সকল দুক্ষ সফল হবে যদি বন্ধু আসে।।

গো (১৪৯)

।। ৬৪৭।।

আজি সখী নিদ্রাভাসে গো সখী
আমি জাগিলাম তরাসে রে শ্যামকালিয়া।।

কোন্ বনে বাজায় গো বাঁশি নিলয় না জানি
সেই অবধি আমার প্রাণে ধইরাছে উজানী।।
যে দেশেতে গেছেরে বন্ধু নিছে আমার প্রাণি
সেই অবধি প্রেমের ক্বিষে ধইরাছে উজানী
ভাইবে রাধারমণ বলে গো বলে মনেতে ভাবিয়া
সোনার অঙ্গা মলিন হইল তোমার লাগিয়া।।

সুখ/১৽

।। ৬৪৮।।

আমায় ফাঁকি দিয়ে গেল গো সখি
শ্যাম নটবর কালিয়া
তারে দেইখছি থনে লাইগছে মনে না যায় পাহরানা।।
হাসিতে মতিতে বন্ধুর স্বভাব দেখি ভালা।।
চলনে মিলনে বন্ধুর স্বভাব দেখি ভালা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন রে কালিয়া
কার কুঞ্জে মন মজাইলায় আমায় পাহরিয়া,
দেশ বিদেশে রিপোর্ট করি পাইলাম না ঠিকানা।।

য/৫

৬৪৯

আমার কি হৈল যন্ত্রণা গো সখী, কি হৈল বেদনা।
কি অনল জ্বালাইয়া গেল শ্যাম কালিয়া সোনা।।
বাসক ফুটে শতেক ডালে, পদ্ম ফুটে জলে
ভোমরা হৈয়া উড়িয়া যাইতাম, মধু লইবার আশে।
এ দেশেতে থাকা যায় না. পাড়ার লোক বিবাদী
এ গো পাড়ার লোক বিবাদী হৈয়া করইন দোষাদোষী।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে, মনেতে ভাবিয়া
নিবিছিল মনের আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া।।

য/৬

।। ৬৫০।।

আমার কৃষ্ণ কোথায় পাই গো বল সখী কোন্ দেশেতে যাই।
কৃষ্ণপ্রেম কাঙালি অইয়া আমি নগরে বেড়াই।।
আর আপনা জানি প্রাণ বন্ধুরে ইদ্‌রে দিলাম ঠাঁই
এগো ভাঙলো আশা দিল দাগা আর প্রেমের কার্য নাই।।
আর সুচিত্র পালঙ্কের মাঝে শইয়া নিদ্রা যাই
এগো ঘুমাইলে স্বপন দেখি শ্যাম লইয়া বেড়াই।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনী রাই
এগো এই আদরের গুণমণি কোথায় গেলে পাই।।

শ্রী /১০৬, হা (৩) , গো (১২২)

পাঠান্তর ঃ হা / গো আ ঃ ভাঙ্গাল আশা > ছিল আশা; আর সুচিত্র..... মাঝে > হিঙ্গাল মন্দির মাঝে ; এগো এই.... গেলে পাই > পাইলে শ্যামকে ধরব গলে ছাড়াছাড়ি নাই।

।। ৬৫১।।

আমার প্রাণ ত বাঁচে না রে রসময় শ্যাম তুমি বিনে •
ওরে দয়া নি রাখিবায় বন্ধু জীয়নে মরণে রে।। ধু।।
আমারে ভুলাইলে বন্ধু নয়নের বাণে
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু প্রাণ বাঁচে কেমনে ?
আশা করি প্রাণ সপিলাম তোমারই চরণে
আমারে নি নিবায় বন্ধু দাসী বানাই সনে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে আশা ছিলো মনে
তোমারে ছাড়িয়া বন্ধু রহিমু কেমনে।।

গো (১৬০)

।। ৬৫২।।

আমার প্রাণবন্ধু কৈগো, সখী বল গো আমারে
ও আমি কৃষ্ণ প্রেমের দেহা দিতাম কারে গো ।। ধু।।
শুনগো ললিতা সখী, পাইয়াছিলাম গুণনিধি গো,
এগো আমায় দিয়ে নিধি বিধি হৈল বাদী গো।

যখন ফুলে মধু ছিল, কতই ভ্রমর আইল গেল গো,
ও ফুলের মধু খাইয়া ভ্রমর যায় উড়িয়া গো।
বৃন্দে গো তোর পায়ে ধরি, আনিয়া দে মোর বংশীধারী গো,
আমি বিনে হরি প্রাণে ঝুরিয়া মরি গো।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে, প্রেম ফাঁসি লাগাইয়া গলে গো,
ও বন্ধে দুঃখ দেয় না মারে পরানে গো।।

আহো /৩৪, হা (১৩) , গো আ (২২৪), ঐ (২৮৮), সুধী /৫

।। ৬৫৩ ।।

আমার প্রেমময়ী রাধারে সুবল দেও আনিয়া।
তুমি না আসিলে রাধা দিবে কে আনিয়া।
যখন আছিলাম রে সুবল রাধা পাসরিয়া
উচাটন করে প্রাণে রাধার লাগিয়া।।
যখন চলিল রে সুবল রাধা আনিবারে
মধুর মধুর রব শুনা যায় রাধারে বুঝাইতে ।।
হীন রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
সোনার অঙ্গা মলিন হইল রাধার লাগিয়া ।।

সুখ/২৯

।। ৬৫৪ ।।

আমার বন্ধু আনি দেও গো তোরা
আমার কালা আনি দেও গো তোরা—
কই ও শ্যাম মনোহরা।।
পোড়া অঙ্গা জুড়াইতে আইলাম গো
তোদেরি পাড়া।
ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না দূতী,
আমি তোদেরি পিরিতের মারা।।
ভাবিয়ে রাধারমণ বলে,
ভাবিয়া তনু হইল গো সারা।
ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না বন্ধু
শ্যাম আছে গোপনের ফাড়া।।

শ্রী /১০৭

॥ ৬৫৫ ॥

আমার শ্যামকে আনিয়া দেও গো তোরা
কই গো তোরা কই গো ও শ্যাম মনোহরা ॥ ধু ॥
পোড়া অঙ্গা জুড়াইতে আইলাম তোদের পাড়া
মনের আগুন জ্বলছে দেখি 'চন্দ্রার' লারা ঝারা।
ব্রজপুরের নারী যারা তারার আছে এমনি ধারা
ভাইবে রাধারমণ বলে আমি তোমার প্রেমের মরা।

গো (১০৬)

॥ ৬৫৬ ॥

আমার শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না গো ললিতে
কে আইনে শ্যাম দেখাবে এমন সুহৃদ নাই জগতে॥
আমার দিনে দিনে তনুহীন ভাবিতে চিন্তিতে
এমন রসের মধু পান করে শ্যাম আমারে নাই তার মনেতে ॥
আমার মন প্রাণ কুল মান সপিয়াছি চরণে
আমার জীবন যৌবন সব বিসর্জন শ্যাম কালিয়ার ঐ পিরিতে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে আমার দিন গেল বিফলে
আমার তাপিত অঙ্গ কর শীতল প্রেমজলধারা বর্ষণেতে ॥

সী /১

॥ ৬৫৭ ॥

আমার শ্যাম শুক পাখী কই গি রৈলায় দিয়া ফাকি
পাখী আয় আয় রে ॥ ধু ॥
দুধ দই সর লনী আছে আমার ঘরে
আমারে থইয়া যারায় পিঞ্জিরার ভিতরে।
অতদিনে পালিলাম পাখী দুধ কলা দিয়া—
যাইবার কালে সোনার পাখী না চাইলায় ফিরিয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন রে সোনার পাখী
মরণ সময় দেখি॥

গো (৯)

।। ৬৫৮।।

আমার সদায় জ্বলে হিয়া গো কার লাগিয়া।। ধু।।
বন্ধের লাগি যতই গো কইলাম পরানে মরিয়া,
মনে লয় মরিয়া গো যাইতাম জলে ঝম্প দিয়া।
কিবা দিবা কিবা নিশি মনটি উঠে গো কান্দিয়া,
মনে লয় প্রাণ ত্যজিতাম গরল বিষ খাইয়া।
পুরুষ ভমরা গো জাতি কঠিন তার হিয়া,
না জানে নারীর বেদন পাষাণে বান্ধে হিয়া।
দিবা নিশি জ্বলে গো হিয়া যাহার লাগিয়া,
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম প্রাণটি তারে দিয়া।
গোসাই রামণচান্দে গো বলে মনেতে ভাবিয়া,
বুঝি দুঃখিনীর জন্ম গো যাবে কান্দিয়া কান্দিয়া।।

আহো /১২, শ্রী/১২৭, গো আ (১৮৯), ঐ (২৩৪), হা (২৮)

।। ৬৫৯।।

আমার সুনা বন্ধের লাগিয়া মনের আগুন উঠে গো জ্বলিয়া।। ধু।।
আমায় থইয়া সুনা বন্ধু তুমি কোথায় রইলায় ভুলিয়া।। চি।।
সখী গো তোমরা সবে প্রেম শিখাইলায় যতন করিয়া
এখন বন্ধে ছাড়িয়া গেলা কি দোষ মানিয়া।। ১।।
সাজাইয়া ফুলের শয্যা রইলাম চাইয়া
নিদয়া নিষ্ঠুর বন্ধু একবারও না চাইল ফিরিয়া।। ২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
এ জনমটি গেল আমার কান্দিয়া কান্দিয়া।। ৩।।

রা/১২০

।। ৬৬০

আমারে ছাড়িয়া তুমি কেমন সুখে আছ
রে শ্যাম - শুকপাখি —
আর হৃৎপিঞ্জিরা শূন্য করি
দিয়া গেলা ফাঁকি ।।
এগো, জনম ভরি পায়ে ধরি—

না করিলায় সঙ্গী;
আর ধন দিলাম, প্রাণ দিলাম,
কুল দিলাম তোর লাগি।
এগো, তেব বন্ধের মন পাইলাম না
হইলাম সর্বনাশী।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে —
শুনো গো প্রাণ সখী ঃ
ওরে, আইনা দে মোর প্রাণ-বন্ধুরে
মরণকালে দেখি।

শ্রী/১৫১

।। ৬৬১ ।।

আমি কারে বা দেখাব মনের দুঃখ গো হৃদয় চিরিয়া।
আমার সোনার অঙ্গ মলিন হইল ভাবিয়া চিন্তিয়া।।
পুরুষজাতি সুখের সাথী নিদয়া নির্মায়া।
তারা জানে না মনের বেদন কঠিন তাদের হিয়া।।
আমি সাদে সাদে প্রেম করিলাম সরল জানিয়া।
আমারে ছাড়িয়া গেল প্রাণনাথে কি দোষ পাইয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
আমার জগতে কলঙ্ক রইল পিরিতি করিয়া।।

ক.ম/১৪, গো (১৪০), করু /৯, যচৌ/১

পাঠান্তর ঃ গো ঃ পুরুষ ..... নির্মায়া > পুরুষ কঠিন জাতি নিদাবরুণ হিয়া; তারা জানে না .... হিয়া > জানে না নারীর বেদন নিদারুণ নিদয়া; আমি .... জানিয়া > বন্ধের হাতে প্রাণ সঁপিলাম আপনা জানিয়া; আমারে ..... পাইয়ে > এখন মোরে ছাড়িয়া গেল কুলটা বানাইয়া; আমার .... করিয়া > দরশন দেও রে বন্ধু অভাগী জানিয়া। যচৌ ঃ আমার জগতে .. .. করিয়া > আসবে তোমার কালাচান্দ শান্ত কর হিয়া।।

৬৬২।

আমি ডাকি বন্ধু বন্ধু আমার বন্ধের বুঝি মায়া নাই
হায়রে মনো— তোমার মনে নাই।। ধু।।

বন্ধু রে তোমার মনে যেই বাসনা আমার মনে নাই
আন তো কাটারী ছুরি বুক চিরি তোমারে দেখাই।
বন্ধু রে ইষ্ট ছাড়লাম কুটুম ছাড়লাম ছাড়লাম সোদর ভাই
তোমার পিরিতে আমি ঘরে রইতে না পাই ঠাই।
বন্ধুরে ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনি রাই—
জিতে না পুরিবে আশা মইলে যেন চরণ পাই।।

গো (১০০)

।। ৬৬৩।।

আমি দুখুনী জানিয়া রে প্রাণবন্ধুরে তোমার মনে নাই।
প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া হইলাম ছাই।।
আর চাও না কেনে নয়ন তুলে কোন্ কামিনীর সনে রে বন্ধু
রইয়াছ ভুইলে।
ওরে তুমি যদি ভিন্ন বাসো আমি দুখুনীর আর কেহ নাই।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে ভমর বয়না শুকনা ডালে
মধু না পাইলে।
ও দীন মদন বলে — ও মৃতকালে আমি যুগল চরণ দর্শন চাই।

শ্রী/১১৫, গো (১৪৩)

পাঠান্তর ঃ গো ঃ প্রেমানলে ... ছাই > × × আর ... ভুইলে > ও বন্ধু রে - চাও না কেন নয়ন তুলে কার প্রেমে ভুলে রৈলে ; আমি .... কেহ নাই > আমি দুক্ষ বলি কার ঠাই; আর... দর্শন চাই > ও বন্ধু রে তুমি বন্ধু সোনা চান তোর লাগি হারাইলাম মান / রাধারমণ কয় মনের আশা মইলে যেন চরণ পাই।

।। ৬৬৪।।

আমি মরিমু পরানেরে ভাই, রাই বিনে।। ধু।।
রাই রাই বলিয়ারে সুবল সদায় উঠে মনে,
মহা বিষের অব্যর্থ ঔষধ পাইমু কেমনে।
পিরিতি বাড়াইয়ারে সুবল কইলায় উদাসিনী,
এখন কেন ছাড় রে তুমি সেই রসবাণী।
পিরিতি বাড়াইয়ারে সুবল ছাড়ি গেলায় মোরে;
কোন্ পন্থে গেলে রে আমি পাইমু তোমারে।

কঠিন তোর মাতা রে পিতা সুবল কঠিন তোর হিয়া,
পিরিত করি যে জন ছাড়ে হয় পাতকিয়া।
বাউল রাধারমণ বলে সুবল কি ভাবিয়াছ মনে,
পাইবায় তোমার রাইকিশোরী গেলে বৃন্দাবনে।।

আহো /৩৩, হা (১৬), গো (১৭৪)

।। ৬৬৫ ।।

আমি রাধা ছাড়া কেম্‌নে থাকি একা
রে সুবল সখা—
আমি রাধা ছাড়া কেম্‌নে থাকি একা।। ধু।।
সুবলরে — গহিন বনে গোচারণে কেতকী ফুল দর্শনেরে
এরূপে সেরূপ আমার হয়েছে উজ্জ্বল রে।
সুবল রে রাধা তন্ত্র রাধা যন্ত্র রাধা আমার মূল মন্ত্র
রাধা আমার সাধন গুরুরে
সুবল রে ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে রে
আমার মনের আগুন জলে দিলে নিবে না রে।

গো (১৫২)

।। ৬৬৬ ।।

আর তো সময় নাই গো সখী আর তো সময় নাই
যে দিন বন্ধু ছাড়া চক্ষে নিদ্রা নাই।। ধু ।।
সখী গো — মনের মত দুক্ষ সুখ কই গো তোমার ঠাই
বন্ধুর লাগাল পাইলে কইও ঈশ্বরের দোহাই।
সখী গো একা কুঞ্জে বইয়া থাকি রজনী পোয়াই —
আইজ আসবো কাইল আসবো বলে মনরে বুঝাই।
সখী গো-অতি সাধের ফুলের মালা জলেতে ভাসাই
অতি সাধের চুয়া চন্দন কার অঙ্গে লাগাই।
সখী গো কণ্ঠগত হইল প্রাণ করো ঘরের বার
মইলে নিও তুলসীতলে আমি যেন গঙ্গা পাই।
সখী গো — ভাইবে রাধারমণ বলে কমলিনী রাই
অতি সাধের যুগল মিলন মুই অধমে দেখতে চাই।।

গো (২২১)

।। ৬৬৭ ।।

উপায় কি করি গো বল মনোচোরা শ্যাম বাদী হইল।
শুধু দেহ থইয়া মনপ্রাণ বন্ধে কুন সন্ধানে ভইরা নিল।।
সর্পের বিষ ঝারিতে নামে প্রেমের বিষ উজান চাল
আমার রসরাজ বৈদ্য আসলে বিষ ঝাইরে যে করবে ভাল।।
চান্দমুখ তুইলে প্রাণ ধইরতে গেলে অধর চান্দ
ধরতে গেলে না দেয় ধরা অদর্শনে প্রাণটি গেল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো তোমরা সকলে
বিনা অফরাদে বন্ধে অভাগীরে ছাইড়ে গেল।।

তী/২৭

।। ৬৬৮ ।।

এ প্রাণ সখী ললিতে কি জন্য আসিলাম কুঞ্জেতে ।। ধু।।
কেন বা মুই কুঞ্জে আইলাম বৃথা আমি বসে রইলাম
শ্যাম বন্ধের আশাতে !
রজনী প্রভাত হইল কুঞ্জে বন্ধু না আসিল
নেও গো ধরো ফুলের মালা ভাসাই দেও নি জলেতে ।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বড়ই দুঃখ রইল দিলে
নেও গো ধরো রত্নমালা পরাইও বন্ধুর গলেতে ।।

গো (২৩০)

। ৬৬৯ ।।

ঐ ছিল কর্মের লেখা রে জোখা ঐ ছিল কর্মের লেখা
প্রেমময়ী মরণ আমার জীবনে আর কি হবে দেখা।
অক্রুরের রথে গেলায় মথুরা যে রাইকে ফেলিয়া একা।
সেই অবধি প্রাণে ধৈর্য নাহি মানে কেনে হইলাম বোকা
কদম্বের তলে বাঁশিটি বাজাইয়ে হইয়ে ত্রিভঙ্গী বাঁকা
ননদীকে বলে জল আনিবার ছলে করিও আমায় দেখা
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো তোমরা আর নি পাই রাইয়ার দেখা
তাহারি চরণে আমার পরানে রহিল প্রেমের রেখা।।

সুখ /২৭

।। ৬৭০।।

ওগো রাই মরিয়াছে আইলে কইও তারে।
আমার মরণ কথা জানাইও বন্ধুরে।।
মরণের আর নাই গো বাকি
তোরা নিকটে আও সব সখী
আমার কর্ণমূলে শুনাও কৃষ্ণনাম গো।।
আমি মইলে ঐ করিও
না পুড়াইয়ো না ভাসাইও
আমায় বান্ধি রাইখ ঐ তমালের ডালে।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
আবার আসবে বন্ধু আমার মরণ হলে।।

সুহা/৮

।। ৬৭১।।

ও প্রাণবৃন্দে প্রাণ যায় বন্ধুয়া বিনে
আমি বন্ধু হারা; জিতে মরা তনু ক্ষীণ দিনে দিনে।
বন্ধু বিনে জিতে মরা আছি যে পাগলের ধারা
আমি পাগল নহি পাগলীর মত।
সারা রাত্রি শুইয়া থাকি বন্ধুরে শিয়রে দেখি
জাগিয়া না পাই চরণতরী
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
পিরিত করি অইলা জিতে মরা।।

গো (১৯০), হা (১২), হী/৪, গো (১৩৭)

পাঠান্তর ঃ হা — তনু ... দিনে > হইয়াছি পাগলের ধারা; পাগলীর মত > পাগলিনীর মত> পাগলিনীর মত পাগলিনীর ধারা ;

গো (১৩৭) - সারা রাত্রি > নিদ্রার ছলে; শিয়রে > স্বপনে; চরণতরী > চিকন কালা;

প্রেমানলে >দেহানলে; পিরিত করি ... মরা > মনের ব্যথা মনেতে রহিল।।

।। ৬৭২।।

ও প্রাণ ললিতে বন্ধু আনিয়া দেখাও গো
মুই অভাগী কলঙ্কের ভাগী কার লাগি হইলাম গো।
এক প্রেম করছে লোহায় কাষ্ঠে আর প্রেম করছে চণ্ডীদাসে
আর প্রেম করছে বিল্বমঙ্গাল চিন্তামণির সাথে।
প্রেম করা যে সে নয় প্রেম করলে কান্‌তে হয়
প্রেম করলে হাসে যে জন সফল সে সাধনাতে।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেম কর্‌লাম হেলার ছলে
এখন বুঝি শ্যামচান্দে ঠেকাইল ফান্দেতে ।।

গো আ (১৯১), হা /২০, তী /২১

পাঠান্তর হা ঃ আনিয়া > আইনে, মুই অভাগী > আমি অভাগিনী, প্রেম করা ... সাধনাতে > হেলার ছলে আনন্দেতে, ঠেকাইল > ঠেকাইলা।।

তী মুই অভাগী... হইলাম গো > আমার মত জন্ম দুখী নাহি গো সংসারে, চিন্তামণির সাথে > চিন্তামণির সনে, ভাইবে ... বলে > গোসাই রাধারমণ বলে, হেলার ছলে > মনানন্দে, ফান্দেতে > ফান্দে।।

।। ৬৭৩।।

ও প্রাণসখী ললিতে কি জন্য আসিলাম কুঞ্জেতে।। ধু।।
কেন বা মুই কুঞ্জে আইলাম বৃথা আমি বসিয়া রইলাম
শ্যামবন্ধের আশাতে
রজনী প্রভাত হইল কুঞ্জে বন্ধু না আসিলো
নেও গো রাধা ফুলের মালা ভাসাই দেও নি জলে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বড়ই দুক্ষে রইলো দিলে
নেও গো রাধা রত্নমালা পরাইও বন্ধের গলেতে ।।

গো (২৩০)

।। ৬৭৪

ও প্রেম না করছে কোন্ জনা গো,
কার লাগি গো এত যন্ত্রণা।
আর আমার বন্ধু পরশমণি—
কত লোহা মানায় সোনা গো।।

আর সকলের জ্বালা যেমন তেমন —
আমার বন্ধের জ্বালা দুনা গো।।
আর বন্ধের লাগি ভাবতে ভাবতে —
আমার শরীর কইলাম কালা গো।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে, —
শুনরে কালিয়া ঃ
প্রেম কইলাম — তার মর্ম না জানিয়া গো।।

শ্রী /১২৬

।। ৬৭৫।।

ও বলি নিবেদন কৃষ্ণ আনি দেখাব প্রিয় সখী
সদ্ উপায়ে আন ত্বরা কইরো না গো প্রবঞ্চন।।
তরা আমার আজ্ঞাধীন আজ্ঞাতে আছ প্রবীণ
তব আমার এত কষ্ট তোমরা কর নিবারণ।।
বিধির ভঙ্গী কইতে জান দেহথনে যায় গো প্রাণ
মনপ্রাণ নিল বন্ধে কেমনে করি সম্বরণ।।
দীনহীন রমণে কয় শুন গো রাই দয়াময়
আইসবা তোমার রসময় না হইও জ্বালাতন।।

শা/৯

।৬৭৬।

ও বিশখা সই গো,
কই গো আমার মন-মোহন কালিয়া।
ও আমায় শান্ত করো—
প্রাণনাথ আনিয়া।।
আর বাসর - শয্যা ত্যজ্য করি
আমরা বসে ছিলাম সব নারী।
আমায় শান্ত করো জলধারা দিয়া।।
আর চুয়া-চন্দন ফুলের মালা,
রাখিয়াছিলাম যত্ন কইরা।
ওয়রে, নতুন যৈবন দিতাম—

আমার সুস্বামী ডাকিয়া।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
আমি ঠেকছি রে কালিয়ার প্রেমে ঃ
আমায় গেল অন্‌নাথ করিয়া ।।

শ্রী/৩৪০

।। ৬৭৭।।

ওরে আর কি গো মনে মনে
আর কত দিন কালার পিরিত রাখি গোপনে।।
আর গোকুল নগরের মাঝে
শ্যামকলঙ্কী নামটি আমার কে না জানে।।
ওরে বলুক বলুক লোকে মন্দ যার যত ছিল মনে
আর বাঁশি বাজাব প্রেমেরি সুরে
কোকিল কোকিলা তারা আইছুন গো বনে।।
ওরে প্রেম শিখাইল মাইর খাওয়াইল
খোটা রাখল জগতে
নবগুণ বাঁশির টানে আমারে লইয়া চল বন্ধু যেখানে
আর কুলমান লজ্জাভরম সব দিলাম তোর চরণে।।
আর ভাবিয়া রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
ওরে পিরিত করি ছাইড়া যাইতে ধারা বহে দুই নয়নে।

য/২১

।। ৬৭৮।।

ওরে একলা কুঞ্জে শুইয়া থাকি পাই না রাধার মনোচোর
সই গো রজনী হইল ভোর।।
সই গো সই ভাবি যারে পাই না তারে সে বড় নিষ্ঠুর।
এগো আমায় ছাড়ি প্রাণবন্ধু রইয়াছেন মথুরাপুর।।
সই গো সই, ফুলের শয্যা বিছানায় লজ্জা দিলাম রে দুর।
কোকিলে কুহুরবে নিশির বুঝি নাই গো জোর।।
সই গো সই,ভাইবে রাধারমণ বলে হইয়া বেভোর।
এগো ঘুমের ঘোরে রইলাম পড়ি ধরব মনোচোর।।

শ্রী/১০৫, আহো (৬), গো (১৭৪), হা (২৮)

পাঠান্তর / আহো ঃওরে > × × রজনী > যামিনী, এগো > × × পড়ি > পড়ি কিসে
গো হা ঃ আহোর অনুরূপ

।। ৬৭৯ ।।

ও শ্যাম রসবিন্দাবনে আও না কেনে আও না কেনে
রসবিন্দাবনে।
যত ফুলে মধু ছিল সকলি শুকাইয়া গেল
ফুল যে মধুহীন প্রাণনাথ জানিস্ কেমনে।
চৌরাশি ক্রোশ বিন্দাবন সেথায় মজিল মন
তাতে ফুল বিকশিত পান করছে আপন মনে।
ভাইবে রাধারমণ ভনে শ্যাম আছে আনন্দমনে
সে যদি আনন্দমনে আমি নিরানন্দ কেনে?

গো আ ২১৪ (২৪০), হা (২৯)

।। ৬৮০ ।।

ও সজনী কও গো শুনি গুণমণি কৈ
শ্যামচান্দের প্রেমাগুণে পুড়িয়া ছালি হই।। ধু।।
মন দিয়াছি নয়নপানে প্রাণ দিয়াছি গানে
বন্ধু বিনে পিন্‌রা থালি কেমনে রই গো।
চিন রে মন গুরুধন দিন গেল রে অকারণ
গুরু বিনে নিদানকালে কে তোমার সহায় হয়।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনী সই।
নিদান কালে সহায় নাই শ্যামচান্দ বন্ধু বই।।

গো (১৮২)

চিনরে মন ... সহায় হয় অংশটি প্রক্ষিপ্ত হতে পারে।

।। ৬৮১ ।।

ওহে কৃষ্ণ গুণমণি মোর প্রতি দয়া ধর জানি অভাগিনী।
অভাগিনী জানি বন্ধু ফিরাও নয়নী
দেখাও স্বরূপ তোমার ভুবনমোহিনী

তুমি ত গুণের ঠাকুর আমি অভাগিনী —
দয়া ধর দয়ার নাথ জানিয়া তাপিনী
তাপিনী জানিয়া বন্ধু কর রে সিঞ্চনী
সিঞ্চাগুণে শীতল অউক তাপিত পরাণি।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে কুলের কামিনী
তোমার পিরিতে মজি অইলাম কলঙ্কিনী।।

গো (১৮৬)

।। ৬৮২।।

কইতে ফাটে হিয়া
দুঃখে বিরহিণীর জনম যায় গইয়া
অবলা সরল জাতি দারুণ বিধি কি নিদয়া
সখী গো যার চরণে জাতি যৌবন দিলাম গো সাধিয়া।
বন্ধে মরে ভিন্ন বাসে কি দুষ জানিয়া
লুকের কাছে কই না লাজে থাকি মনে সইয়া।।
বন্ধে মরে ছাইড়া গেল প্রেম ফান্দে ঠেকাইয়া
সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলেন মনেতে ভাবিয়া।।

/২৮

।। ৬৮৩।।

কত দিনে ওরে শ্যাম আর কত দিনে,
কত দিনে হইব দেখা বংশী বাঁকা ঐ বনে।। ধু।।
বাঁশি দেও সঙ্গে নেও যাও নিজ স্থানে,
দূরে গেলে ঐ দাসীরে রাখবে কি তোর মনে।
শুইলে স্বপনে দেখি রাত্রি নিশাকালে,
নিদাগেতে দাগ লাগাইলে কোন্ কথার কারণে।
রাধারমণ বাউলে বলে শ্যাম চান্দ বিহনে,
ছাড়িয়া গেলায় এ দাসীরে কিসের কারণে।।

আহো /৭, হা (৩০) গো (১১৫)

।। ৬৮৪ ।।

কহ গো ললিতে সই কেন না আসিল গো
প্রাণনাথ নিকুঞ্জ কাননে
দারুণ মুরলীর স্বরে পাগলিনী হইয়া গো
আসিলেম নিশীথে গহনে।।
বন্ধু আসিবার আশে নিকুঞ্জ সাজাইলাম গো
মিলি সব সহচরীগণে
বৃথা হল কুঞ্জ সাজ না আসিল প্রাণনাথ
মনোদুঃখ রইল মনে মনে।।
বাঁশিতে সংবাদ করি অবলা ছলিলা গো
বৃথা হল নিশি জাগরণে
বাসি হল পুষ্পহার কুসুম মল্লিকা গো
প্রাণ যায় প্রাণনাথ বিনে।।
যথা নিশি তথা শশী কুমুদিনী জলে গো
যেই যার লেগেছে নয়নে
কৃষ্ণ প্রেম... এ ব্রজরমণী গো
গুণ গায় শ্রীরাধারমণে।।

য/২৫

।। ৬৮৫ ।।

কাজলবরণ পাখি গো সই ধরিয়া দে।
ধইরাদে ধইরাদে আমার কাজল বরণ পাখি দেগো ধরিয়া।
সোনার পিঞ্জিরায় গো পাখি রূপার টাঙুনী
গলে শোভে শ্যামলবরণ পিঞ্জিরায় ডালুনী।।
একদিন পালছিলামরে পাখি দুধকলা দিয়া
যাইবার কালে নিষ্ঠুর পাখি গেল বুকে শেল দিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আমারে ছাড়িয়া গেল প্রাণনাথ কালিয়া ।।

সুখ /২৪

।। ৬৮৬ ।।

কালা রে তোর রং কালা রং দিলে রং মিশে নারে
প্রাণ দিলে প্রাণ মিশে নারে ।। ধু।।
মাকালের ফল দেখতে ভালো বাইরে লাল ভিতরে কালো
শিমুল ফুলে নাই মধু ভ্রমর তাতে বসে না।
একা ঘরে শুইয়া থাকি প্রাণবন্ধুরে স্বপ্নে দেখি
জাগিয়া পাই না তারে একি যন্ত্রণা।
ভাইবে রাধারমণ বলে দিন গেল আশার ছলে
সন্ধ্যাবেলা যাইবে কোথা উপায় দেখি না ।।

গো (৯)

।। ৬৮৭ ।।

কি করিব কোথায় যাব বিরহে প্রাণ সহে না
আশা দিয়ে গেল শ্যাম ফিরিয়া আইল না।। ধু।।
মন-প্রাণ সপিয়া দিলাম না রইলাম আপনা
মনপ্রাণ হরিয়া নিয়া ফিরিয়া বন্ধু আইল না
প্রেম বাড়াইয়া কঠিন হওয়া কোন শাস্ত্রে দেখি না।
প্রেম জ্বালা বিষম জ্বালা সে জ্বালাতো সহে না।
সোনার কমল ফুটিয়া রইছে সরোবরে দেখ না
কত ভ্রমর মধু লুটে আমার কেবল কান্দনা।
বহুদিন উপবাসী ক্ষুধানলে বাচি না
পাক করিয়া বসিয়া রইলাম কেন কর ছলনা।
ফুল বিছানা বাসি হল মশার কামড় তাড়না
দুক্কে আমার বৃষ্টি ঝরে কেবল তুমি শুন না।
আনন্দেরই গাছতলাতে সদায় থাকতে বাসনা
দয়াল বলিয়া নামটি শুনি দয়ার কিছু দেখি না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে কত করি ভাবনা
সবে দয়া পাইল তোমার আমার শুধু লাঞ্ছনা।।

গো (১৭৯)

।। ৬৮৮।।

কিনা দোষে তেজিলায় আমারে রে বন্ধু
কিনা দোষে তেজিলায় আমারে।। ধু ।।
তুমি রইলায় দূরদেশে আমি রইলাম তোমার আশে
তুমি বন্ধে না চাইলায় ফিরিয়া রে।
তিষ্টিতে না পারি ঘরে কোথা গেলে পাইমু তোরে —
মুই অভাগী মরি যে ঝুরিয়া রে।
প্রাণ কাড়িয়া নিয়া মোর সুখ যদি হয় তোর —
থাক সুখে আমি যাই মরিয়া রে।
প্রেমশেল বুকে দিয়া কি দোষে রইলাই ছাপিয়া —
পাষাণে বান্ধিয়া তোমার হিয়া রে।
তোমার পিরিতের দায় দেশে দশে মন্দ গায়
আমি শুনিয়া না শুনি সেই কথা রে।
নিষ্ঠুর নিদয়া তুমি তোমার আশে রইছি আমি
তোর লাগিয়া সদায় ঝুরি রে
ভাবিয়া রাধারমণ বলে যে জ্বলিয়াছে প্রেমানলে
সে বিনে দুখ অন্যে বুঝে নারে

গো (২৪০)

৬৮৯।।

কি বুঝাও আমারে গো আর কি গো মন মানে।
ঠেকিয়াছি পিরিতের কাছে মনপ্রাণ সদাই টানে।।
অবলার বিচ্ছেদের জ্বালা অন্যেতে না জানে
জল ছাড়া মীনের জীবন রহিবে কেমনে
পূর্বের কথা প্রাণনাথ পাশরিল মনে
কদম্বতরুয়া তলে ছিল কথা দুজনে।।
কইও দুঃখ বন্ধুর কাছে রমণ মইল পরানে
ওগো ত্বরা কইরে যাগো বৃন্দে প্রাণনাথ যেখানে।।

সুখ/১২

।। ৬৯০।।

কি সুখে রহিয়াছো বন্ধুরে
বন্ধু-আমায় পাশরিয়া।। ধু।।
দয়ামায়া নাই তোর মনে নিদয়া হইয়া —
এমন কঠিন রে বন্ধু পাষাণে বান্ধিয়াছো হিয়া।
আগে যদি জানতাম বন্ধু যাইবায় রে ছাড়িয়া –
দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া
ব্রজপুরে ঘুইরে বেড়াই তুই বন্ধের লাগিয়া —
মনে লয় মরিয়া যাইতাম গরল বিষ খাইয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন রে কালিয়া —
নিবিয়াছিল মনের আগুন কে দিল জ্বালাইয়া।।

গো (৯৯)

৬৯১।।

কৃষ্ণ কই গো ও বিশখা সংশয় আমার জীবন রাখা।
হায় কৃষ্ণ হায় কৃষ্ণ বলে প্রাণ যায় গো প্রাণের সখা।।
কৃষ্ণ নাই সুখও নাই মনেতে আনন্দ নাই
কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবন নিরানন্দ কেমনে থাকা
ভাইবে রাধারমণ কয়, মনেতে আনন্দ নয়
এখন আমার এ ছার প্রাণী রাইখে কি ফল বল না।।

য (হু) /১৪৭

।। ৬৯২।।

তাল-লোভা

কৃষ্ণ রূপ আমি কেমনে হেরিব রে দারুণ বিধি
কেনৈ বিধি অবলা করিলে।। ধু।।
মনে লয় উড়িয়া যাইতে পাখা নাহি দিলে।। চি।।
বিধি রে কামিনীমোহন রে কাল, কালরূপ কেমনে গঠিলে
বুঝি অবলা বধিবার লাগি পুরুষ সৃজিলে।। ১।।
বিধি রে কাল যৌবনের কালবারি কালমুরলী এ গকুলে।

কালনাগিনী ননদিনী ঠেকাইলে বিফলে।। ২।।
শ্রীরাধারমণের এই দুঃখ ফাটে বুক শ্যামরূপ না হেরিলে
শ্যামরূপে মনপ্রাণ আকুল কাজ কি মানকুলে।। ৩।।

রা/৮৭

।। ৬৯৩।।

কেন দিলে চম্পকেরি ফুল, রে সুবলসখা।
চম্পকেরি বরণ আমার প্রাণের রাধিকা।।
রাইরে আনলে বাচি নইলে মরি
একবার আনি দেখা রে সুবল সখা।।
ভাইরে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
আমার জিতে না পুরিল আশা মইলেনি পুরিবরে।।

কালি/১

।। ৬৯৪।।

কে বলে পিরিতি ভালা গো সজনী
কে বলে পিরিতি ভালা।
কালার পিরিতি অতি বিপরীত
অর্ন্তরে দ্বিগুণ জ্বালা।।
শুন গো সজনী কি বলিব আমি
হইয়ে অবলা বালা
করিয়ে পিরিতি গেল কুল জাতি
মাথায় কলঙ্ক ডালা।।
সুখের লাগিয়া পিরিতি করিয়া
অন্তরে বাহিরে জ্বালা
এ ব্রজ নগরে কেনা কিনা করে
রাধার কলঙ্ক কালা
প্রেম সরোবরে ছিল কমলিনী
না সহে রাধার জ্বালা।।
শ্যামচান্দ বিনি বাচিনা পরাণে
সহে না বিচ্ছেদ জ্বালা।।

শ্রীরাধারমণে প্রবোধ না মানে
না বুঝি কালার ছলা।।

য/৩১

।। ৬৯৫।।

কে যাবি চল বৃন্দাবনে যারে নাগাল পাই
প্রাণনাথ বন্ধুরে পাইলে অঙ্গেতে মিশাই গো।। ধু ।।
অপার উদয়চাঁদ অঙ্গা শীতল করে
আমার লাগি সে চাঁদ সখী অনল হইয়া ঝরে।
অপারে বন্ধুয়ার বাড়ী মধ্যে সুর নদী
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম পংখ না দেয় বিধি।
শুনো সখী শ্যামের প্রেমে মরলে জীবন পায়
জীবন থাকতে মরলাম আমি এখন কি উপায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে বন্ধু শ্যামরায় —
মইলে আমায় দিও শরণ নেপুর বান্ধা রাঙ্গা পায়।।

গো (১০৭), হা (৩), তী /২৩

পাঠান্তর হা (৩) ঃ অপার উদয় চাঁদ .... ঝরে > আঙ্গুলি কাটিয়া কলম গো সখী, নয়ন জলে কালি /হৃদপত্র কাগজের মাঝে বন্ধের নামটি লিখি/ লেখ লেখ এগো বৃন্দে লেখ মন দিয়া/অবশ্য আসিবা বন্ধু পাইয়া। শুন সখী..... এখন কি উপায় > বনফুল হইতাম যদি থাকতাম বন্ধের গলে / ঝরিয়া ঝরিয়া পড়তাম ও রাঙা চরণে।
বন্ধু শ্যামরায় ... রাঙা পায় > মনেতে ভাবিয়া / প্রাণ বন্ধু ভুইলা রইছে রসমতী পাইয়া। তী /২৩ ঃ হা (৩) এর অনুরূপ।

।। ৬৯৬।।

কৈ রৈল কৈ রৈল আমার শ্যামচান্দ শুকপাখি।। ধু।।
আন্খিয় মাঝে পঙ্খীর বাসা তিলে পলে দেখি
হৃৎপিঞ্জর শূন্য করি আমায় দিল ফাঁকি।
পাখীরে খাইতে দিলাম চিনি দুধ কলা
আর দিলাম রসগোল্লা যৌবনরসে মাখা।

ভাইবে রাধারমণ বলে আশা রইলো বাকী
জিতে না পুরিবে আশা মৈলে নি পুরবো সখী।।

গো (১৫৩)

।। ৬৯৭ ।।

কৈ সে হৃদয়মণি গো প্রাণসজনী
খিবা আশায় বসি রইলাম দিবস রজনী।।
বিচেছদ বিষম গো দাগছে পরানী
দারুণ বিধি কেনে কিলায়া জনম দুক্কিনি
এ ধন যৌবন দিলাম প্রাণবন্ধুয়ার নিছনি
শটের সনে প্রেম করিয়া হইলাম ভিখারিনী
ভাইবে রাধারমণ গো বলে সকল বিবাদিনী
এ দেশে না থাকিমু হইব বিদেশিনী।।

সরো / ১

।। ৬৯৮ ।।

কোথায় রহিল বন্ধু শ্যাম চিকন কালা
তোমার লাগিয়া আমার হৃদয়েতে জ্বালা।। ধু।।
নির্দয় নিষ্ঠুর বন্ধু দয়া নাই অন্তরে
তবুও অবলা পাইয়া ভাসাইলায় সায়রে রে।
জনম দুক্কিণী হইয়া মরিয়া ঝুরিয়া
সব দুক্ষ পাশরিতাম চান্দ মুখ দেখিয়া রে।
কুলের বৈরী কৈলায়রে বন্ধু কৈলায় কলঙ্কিনী
প্রেম শিখাইয়া প্রাণের বন্ধু বধিলায় পরানি রে।
হৃদয়ে রইলো রে বন্ধু অপার বেদনা
আমি তোমায় ডাকি বন্ধু তুমি ত ডাক শুনো না রে।
দেশ খেশ সব বাদী সব হইল পর
তোর পিছে ঘুরি ঘুরি জনম গেল মোর রে।
ভাইবে রাধারমণ বলে বন্ধু নয় আপনা
নইলে এমন দুক্ষ কেনে সোনাবন্ধে বুঝে না রে।।

গো (২৮২)

।। ৬৯৯।।

চরণে জানাই রে বন্ধু চরণে জানাই হিয়ার মাঝে জ্বলছে অনল
কি দিয়া নিবাই।। ধু।।
অল্প বয়সে লোকে ঘোষে কলঙ্কিনী রাই
তুমি যদি ভিন্ন বাসো আমি কোথায় যাই।
তোমার কুলে সর্বত্যাগী কুলে দিলাম ছাই
আমি দোষী সর্বনাশী কান্দিয়া গোকুলে বেড়াই।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে নাগর কানাই
অভিলাষী দাসী আমি জন্মে জন্মে তোমায় চাই।।

গো (১৬০)

।। ৭০০।।

চল রে সুবল রাই দরশনে।
ব্রজের রাখাল সনে ধেনু চরাও বনে বনে
আপন কটরায় মজে যাও রাই গোচারণে।
যে দুক্ষ দিয়াছ সুবল আয়ন ঘোষের স্থানে
বিন্দাবনে যে যন্ত্রণা শ্রীরাধার কারণে।
ভাইবে রাধারমণ বলে চিন্তি মনে মনে
কেমনে বাঁচে প্রাণ বন্ধুয়া বিহনে।।

গো (২৪৬), হা/১২

'আপন কটরায় মজে' অর্থ অস্পষ্ট, অনুলিখনের গোলমাল হতে পারে।

পাঠান্তর ঃ হা /(১২) ঃ চল রে > চল রে প্রাণের ; আপন ... মজে > আপনে কটরায় মেজে; চিন্তি মনে.... বিহনে > ভাবে মনে মনে/ বিরহিণী বিনে প্রাণ বাঁচে কেমনে।

।। ৭০১।।

চাতক রইলো মেঘের আশে তেমনি মতো রইলাম গো আমি
শ্যামচান্দের আশে গো সই আমি মনের দুক্ষ কার ঠাঁই কই ।। ধু।।
তমাল ডালে বাজাও হে বেণু তমাল ডালে লাগছে গো
রাধার শ্যামপদ রেণু ;

তমাল ডালে আমার গলে একত্রে বাধিয়া থই।
ভাইবে রাধারমণ বলে পড়িয়া রইলাম শ্যামের যুগল চরণতলে
শ্যামের দেখা পাব বলে আশা পথ চাইয়া রই।।

গো (১৫৮)

৭০২।।

চিত্ত যায় জ্বলিয়া গো
গেল রাধে কি স্বপন দেখাইয়া
আমার প্রাণ রাই রাই বলিয়া
জয়রাধা শ্রীরাধা বলে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
আর চিত্তের অনল কে দিল জ্বালাইয়া
নিশির শেষে নিদ্রাবেশে রাই আমার কাছে আসে
ও রাধায় কয় কথা হাসিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
আমার সুন্দর মূর্তি কে নিল হরিয়া।।

রা/১৪৬

।। ৭০৩।।

চির পরাধিনী নারীর গো মনে সুক থাকে না ।
আপনার সুকে সুকী জগৎ পরায় সুক বুঝে না
নারীর পরার আশে পরার বশে দুঃখে জীবন যাপনা।
দিবস রজনী ঘরে গুরুর গঞ্জনা।।
নারীর দুল্লব জনম পরার হাতে দুঃখে প্রাণ বাঁচে না।
পাইতে শ্যামের যুগল চরণ গোসাই
রাধারমণের বাসনা।।

তী/৩২

।। ৭০৪।।

জাতি কুল মান হারাইলাম যাহার লাগি
সে নি হবে আমার দুঃখের ভাগী।
রূপে নিল দুই নয়ন বাঁশিয়ে নিল শ্রবণ।

আমি গোকুল নগরে হইলাম দাগী।।
যার গন্ধে নাসা আকর্ষণ স্পর্শে জুড়ায় তনুমন
আমি বিরহিণী কাতরে যামিনী জাগি।।
গোসাই রাধারমণ কয় এ জীবন হইল সংশয় সখী।
তোরা আমারে .... (অসমাপ্ত)

য/৫২

।। ৭০৫ ।।

জীবনে বাসনা ছিল কৃষ্ণ সঙ্গে মিলিতে
পাইলাম না দেখাই তার জীবন থাকিতে
বন্ধু ও বন্ধুরে পাইলাম না দেখা তার জীবন থাকিতে
দেখার পিরিতি এতেক জ্বালা মইলে না ফুরায়
যদি তারে পাইতাম বন্ধু আমার জীবন কালে
তবে আমি থাকতাম বসি জীবন সাগর কূলে
ভেইবে রাধারমণ বলে না পাই বসতি
স্বরূপে প্রকাশ দাও দেখাও মুরতি।।

সুখ /৫৯

।। ৭০৬ ।।

জীবনের সাধ নাই গো সখী জীবনের সাধ নাই
আমার দেহার মাঝে যে যন্ত্রণা কারে বা দেখাই।।
আর নিতিনিতি ফুলের মালা আমি জলেতে ভাসাই
আজ আসব কাল আসব বলে মনেরে বুঝাই।।
একা কুঞ্জে বসে আমি রজনী পোষাই
এমন দরদী নাই গো আমায় ডাকিয়া জিগায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনী রাই
অন্তিম কালে যুগল চরণ অধম যেন পাই।।

ন/১৭

।। ৭০৭ ।।

তোমরানি দেইখাছ শ্যামের মুখ ওগো শারী শুক
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে ফাটিয়া যায় বুক ।। ধু।।

দারুণ বিধি হইল বাদী বিনা দোষে হইলাম দোষী গো
এগো দারুণ বিধি মোর কপালে লেখছে কত দুখ।
আগে কত ধরি প্রেম শিখাইলো হস্তে ধরি গো
এগো প্রেম করিয়া ছাড়িয়া যাওয়া মনে বড় দুখ্।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে গো
এগো তোমরা যদি দেখাও আমি দেখি শ্যামের মুখ।।

গো আ (১৪৫) , (২৬০), তী/২৯ আছ। ৭।

পাঠান্তর ঃ তী ২৯ ঃ তোমরানি দেইখাছ শ্যামের মুখ গো সারি শুক।/প্রেমানলে দহে অঙ্গা যায় মর বুক গো।। কেন বিধি হইল বাদী বিনা দুষে অফরাদি গো।। বিনা দুষে অফরাদি এই যে বড় দুখ।। প্রথমে পিরিতির কালে কত আশা ছিল মনে গো/কি লেইখাছে দারুণ বিধি মর কপালের দুষ। ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে। তুমরা যদি দেখাও আইনে শ্যাম চান্দের মুখ।

আছ /৭—তী--২৯-এর অনুরূপ

।। ৭০৮।।

তোমার মনে কান্দাইবার বাসনা প্রাণনাথ, দুখিনীরে।। ধু।।
প্রথম মিলন কালে, ও বন্ধু গগনের চান্দ হস্তে দিল্লায় রে
এখন কোন্ দেশেতে ছাড়িয়া যাও আমারে রে।
যে যারে বাসনা করে সে কি তারে কান্দাই মারে রে
তুমি গেলায় পরবাসে আমি রইলাম তোমার আশে রে
আমি রইলাম গোকুল নগরে রে।
তুমি বন্ধু সখা যার কিবা দুখ সুখ তার রে
কিবা তার জীবন আর মরণ রে।
বাজাইয়া মোহনবাঁশি মন প্রাণ কইলায় উদাসীরে
বাঁশির সুরে ভুলাইলায় রাধারে রে।
তোমার বাঁশির সুরে ভাটিয়াল নদী উজান ধরে রে
বুক ভেসে যায় নয়নের জলে রে ।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে ঠেইকাছ পিরিতের জালে
ওরে দাসী বানাই সঙ্গো নেও আমারে।।

আহো /২৭, হা (১৬) গো আ (১৫৫), সুধী /২, শ্রী ২৫৬

পাঠান্তর ঃ হা — আসি রইলায় > আমি রইলাম ; ঠেইকাছি > বাধিয়াছি গো/সুধী ঃ- সখা যার > মনা যায়, ঠেইকাছ > ঠেকিয়াছি শ্রী/ তোমার মনে > ওরে তোমার মনে

।। ৭০৯।।

তোরা বল গো সখীগণ , চিন্তা কিসে হয় বারণ।
চিন্তা রোগের ঔষধ যাইয়ে কর অন্বেষণ।।
শীঘ্র করিয়ে আন গো ঔষধ, নইলে আমার প্রাণ যায়।
রাধারমণ বলে, আমার প্রাণ যাবার কালে।।
কৃষ্ণ নাম লেখিয়া দিও আমার কপালে।
বঞ্চিত করিও না আমায়, ধরি তব রাঙ্গা পায়।।

য/১৫২

।। ৭১০।।

দুখী হইলাম প্রাণ সই কালিয়ার লাগিয়া
যে জানে পিরিতির বাও ঘুমাইয়া থাকে চাইয়া
কেশ ধরি জাগায় গো বন্ধে শিয়রে বসিয়া
জাগিয়া না পাইলাম তারে চোরা যায় পলাইয়া
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু যাইবায় রে ছাড়িয়া
মাথার কেশ দুই ভাগ করিয়া রাখিতাম বান্ধিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
কুল গেল, কলঙ্ক রইল জগৎ ভরিয়া।।

সুখ /২০

।। ৭১১।।

দুঃখ সহনো না যায়
যৌবন চলিয়া গেল সখী
প্রিয়া না পাওয়া যায়।। ধু।।
সব নারী প্রিয়া সনে সুখে করে কেলি
মুই নারী প্রিয়া বিনে তাপিত কেবলি

প্রিয়া পন্থ নিরখিয়া তনু হইল ক্ষীণ
বেহুশ হুতাশে যাপি রাত্রি কিবা দিন
আজি কালি করিয়া গো দিন গইয়া যায়
যৌবন থাকিতে সই — না পাইলাম প্রিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
জিতে না পাইলাম তোমায় পাই যেন মরিয়া।।

গো (২২৭)

।। ৭১২।।

দুঃখিনীর বন্ধুনি আমার কবে হবে দেখা।।
প্রথম যুবতীর যৌবন কেমনে যায় রাখা।।
তুমি হইলায় দেশান্তরী আমি রইলাম একা
মধুমাখা মুখখানি তার নয়ন দুটি বাঁকা
মনে লয় উড়িয়া যাইতাম যদি হইত পাখা
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
কাঙালিরে দিও দেখা দুঃখিনী জানিয়া।।

সুখ/১৪,য/১৫০

পাঠান্তর ঃ য/১৫০—বন্ধুনি > বন্ধু, আমার > আর ; প্রথম > প্রথমে; রইলাম > হইলাম যদি হইত > দিল না মোর ভাইবে > গোঁসাই; কাঙালিরে > দুঃখিনীরে, দুঃখিনী > কাঙালী।।

।। ৭১৩।।

ধরিয়া ধরিয়া নেও আমারে গো প্রাণ সখী
চরণ চলে না গৃহে অবশ হইলাম নাকি ।।
প্রাণটি রইল তার কাছে গো শুধু দেওয়া মাত্র বাকি।
এগো মণিহারা ফণির মতো কেমনে গৃহে থাকি।।
জ্বালায় জ্বলিত অঙ্গ গো এগো প্রাণসখী
ওরে এমন বিচ্ছেদের আগুনে আর কত দিন থাকি।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে গো শুন গো প্রাণসখী
এগো হৃদপিঞ্জিরায় পোষা পাখি উড়িয়া গেল নাকি ।।

আশা/৭

।। ৭১৪ ।।

নিদয়া নিষ্ঠুর রে বন্ধু নাই সে দয়া তোর রে —
শ্যাম, প্রেম-জ্বালা কেনে দাও বারে বার।
ওরে, ধৈর্যধরা নাই মানে অন্তরে আমার রে।।
আর পূর্বে আইসবে বলেছিলে,
এখন কার ভাবে তোর মন মজাইলে।
ওয়রে তোমারি কারণে অন্তর
জ্বালিয়া ছার -খার রে।।
আর আগে বন্ধে আশা দিয়া
কত রঙে ঢঙে তার মন মজাইয়া
ও তোর রঙ -যৌবন আর কতই দিন
করিবায় বেহার রে ।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে —
মনের মানুষ পাই না এ সংসারে।
ওয়রে, মনের মতন রসিক পাইলে
হইতাম সঙ্গী তার রে।।

শ্রী/৩৩৭

।। ৭১৫ ।।

নিদয়া পাষাণ বন্ধু রে
বন্ধুরে শুনি প্রাণ বন্ধু তুমি নি আমার রে।
তোমার লাগিয়া বন্ধু রে লোকে মন্দ বলে
এবে দারুণ প্রাণ তোমার লাগিয়া ঝরে।।
তুমি যদি হও রে আমার সত্য করি কও সারাৎসার
সত্য করি প্রাণ সপিলাম তোমারে।।
আমার বন্ধু আছেন তোমার অনুগত রে।
তোমার আছেন শত শত আমার কেবল তুমি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে সঙ্গো করি নেও আমারে
সঙ্গো না নেয় যদি প্রাণ তেজিমু নিশ্চয় রে।।

সুহা/২

।। ৭১৬।।

নিশিতে স্বপন দেখলাম— চান্দ আসিয়া ;
আর স্বপনে দেখিয়া যারে উঠিলাম জাগিয়া-
এগো, জাগিয়া না পাইলাম তারে
আমার নিদ্রা গেল ছুটিয়া—
শ্যাম-চান্দ আসিয়া।।
আর ভাবি যারে -- হয় না দেখা,
সে বন্ধু , মোর রইল একা গো।
এগো, কমলচরণ ইদ্‌রের মাঝে
ও সই, গেল আনল জ্বালাইয়া- -
শ্যাম চান্দ আসিয়া।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো সখী-- তোমরা সবে ঃ
এগো, ধাকধাকাইয়া জ্বলছে আনল
আমার শ্যামবন্ধুর লাগিয়া —
শ্যাম চান্দ আসিয়া।।

শ্রী/১৩২

।।৭১৭।।

নিশির স্বপনে শ্যামের রূপ লাগিয়াছে নয়নে
চূড়ার উপর ময়ূর পাখা হেলাইছে পবনে।। ধু।।
আমি থাকি নিদ্রা ঘোরে স্বপ্নে দেখি রসরাজ রে
পুষ্প শয্যা ছিন্ন ভিন্ন চিহ্ন আছে বসনে।
গলেতে মুক্তার মালা কটিতে কিন্ কিন্ শোভা
রুনু ঝুনু শব্দ করে নেপুর চরণে।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঐ রূপেতে জগৎ ভুলে
ভুবন আলো করিতেছে ঐ রূপ মদনমোহন।।

গো (২০৮), ক/ ৩

পাঠান্তর ঃ ক ঃ চূড়ার ... পবনে নয়নে অঞ্জন বাঁকা রূপ লাগিয়াছে স্বপনে; আমি ... রসরাজরে ছিল রাধা নিদ্র বেশে এসেছিল রসরাজে; কাটতে ... শোভা >

হস্তেতে > কঙ্কনবালা; রুনু ঝুনু... চরণে > চূড়ার উপর ময়ূর পাখা হেলাইছে পবনে ; জগৎ ভুলে > নয়ন ভুলে ভুবন ... মদনমোহন > ভুবনমোহন শ্যাম নটবর লাগিয়াছে স্বপনে

।। ৭১৮।।

পিরিত করি হিয়ার মাঝে গো, ও বন্ধে জ্বালাইয়া গেছে ধুনী,
শুনছ কি গো প্রাণ সজনী।। ধু।।
পিরিতের এতই জ্বালা আগে ত না জানি,
দাহ দাহ করি জ্বলছে অনল গো ও সখী, নিবাও শ্যামেরে আনি।
সকলের প্রেম হইল গো সুরিত আমি কলঙ্কিনী
সকলের দিন সুখে যাবে গো, আমার কান্দিয়া যায় দিবারজনী।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শ্যাম বিনে বাঁচিনী,
প্রাণ থাকিতে আনিয়া দেখাও গো ও আমার হৃদয় রতনমণি গো।

আহো / (২৩), হা (৩৮), গো (২২৫)

।। ৭১৯।।

পিরিতে আমার চাইলো না সখী কালিয়ার সোনা
পিরিতে আমায় চাইলো না। ধু।।
সখী গো— কাঠের সনে লোহার পিরিত জলে ভাসে দুইজনা
জলের সনে মীনের পিরিত জল ছাড়া মীন বাঁচে না।
সখী গো --- চণ্ডীদাস রজকিনী তারা প্রেমের শিরোমণি
তারা এক প্রেমেতে দুইজন মরে এমন মরে দুইজনা
সখী গো -- ভাইবে রাধারমণ বলে কালার প্রেমে চাইল না
তোর সনে মোর সুরীত পিরিত তুই আমারে চিনলে না।।

গো (১০৩)

।। ৭২০।।

প্রাণ যায় যায় গো কালিয়ার বিচ্ছেদ জ্বালায়
ডালে বইসে কালসর্পে দংশিল শ্রীরাধার গায়।
সখী গো সর্পের বিষ ঝারিতে লামে, প্রেমের বিষে উজান বায়
উঝা বৈদ্যের নাই গো সাধ্য ঝারিয়া বিষ লামাইতো চায়।

থাকিগো বৈদ্যের উদ্দেশে আমার সর্ব অঙ্গা বিষে ছায়।
তরা শীঘ্র করি আন গো তারে (নইলে)
শ্রীরাধিকা মারা গো যায়।
ও সখী গো ভাইবে রাধারমণ বলে বলিগো তোমায়
তোমরা মইরোনাগো প্রেমের জ্বালায়
আইব তোমার শ্যামগো রায়।।

সুখ/১৭

।। ৭২১।।

প্রাণসজনী আমারে বন্ধুয়ার মনে নাই
ও প্রাণবন্ধুর লাগি কত দুঃখ পাই
যদি বা থাকিত মনে ডাকিত বাঁশির গানে
আমি সঙ্গোপনে নিরখিয়া চাই
ভেবে রাধারমণ বলে আশায় রইলাম বসে
আমি সারা নিশি কান্দিয়া পোযাই।।

শ্যা/৮

।। ৭২২।।

প্রাণের ভাই রে সুবল রে বন্ধু দেও আনিয়া।
বন্ধু দেও আনিয়া রেসুবল বন্ধু দেও আনিয়া।
দয়া নাই রে বন্ধের মনে রাধার লাগিয়া
দিন যায় রে দুঃখে সুখে রাত্রি যায় কান্দিয়া
আইস বন্ধু বইস কোলে দুঃখিনী জানিয়া
সুখ দুঃখ পাহরিতাম ঐ চান্দ মুখ দেখিয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
শ্রীচরণে রাইখ মোরে আদর করিয়া।।

য/৭০

।। ৭২৩।।

প্রেম কর মানুষ চাইয়া গো মইলে যারে মিলে
মইলে যে জিয়াইতো পারে রসিক বলি তারে।

এক প্রেমেতে ভোলানাথে গো শ্মশানে বাস করে
আর প্রেমেতে দশরথ রামরে দিলা বনে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে সখী মনেতে ভাবিয়া
পিরিত করে ছেড়ে গেলা কি দোষ জানিয়া।।

রা/১৫০, শ্রী/১২৪

পাঠান্তর ঃ শ্রী /১২৪- এক প্রেমেতে — জানিয়া > আর এক পিরিতে মহাজনে/শ্মশানে বাস করে/ এগো কোন পিরিতে দশরাত্রে /পুয়ায় বনাচারে গো।। আর চান্দীদাসের রজকিনী / প্রেম করিয়াছে ঠারে/ এগো আপনার আতের কালি / লাগিয়াছে কপালে গো।। (অসম্পূর্ণ)

।। ৭২৪।।

প্রেম করি মইলাম গো সই বিচ্ছেদের জ্বালায়
সর্ব ঘটে রাজে কালা বাদী কেবল আমার দায়।। ধু।।
বুঝিতে না পারি তার রীতি নীতি ধারা
প্রেমফাঁসি গলায় দিয়া আল্গা থাকি মারিলায়।
আমি তো অবলা নারী কত জ্বালা সইতে পারি
প্রেম জ্বালায় জ্বলিয়া মরি অন্তর কালো তার দায়।
কত আর জ্বালাইবে মোরে ভস্ম হইলাম জ্বলে পুড়ে
কি লাভ মোরে ভস্ম করে নামেতে কলঙ্ক লাগায়।
সবে জানে দয়াল তুমি কি দোষ করিলাম আমি
তবে কেন সোনা বন্ধু অভাগীরে জ্বালারায়।।
চিরজীবী তুমি কালা গলে পরছি তোর প্রেমমালা
জ্বালা সইয়া জীবন গেলো আর কত কাল জ্বালাইবায়।
জীবনে মরণে তুমি পিছা না ছাড়িমু আমি
দেখি তোমায় পাই নি নামী আমি কালিয়া বন্ধু শ্যামরায়।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে জীবন গেল প্রেম জ্বালায়
জিতে না পাইছি যদি মইলে পাইমু শ্যামরায়।।

গো (১৮০)

।। ৭২৫।।

প্রেম করিয়া প্রাণে আমায় কান্দাইলায় গো বিনোদিনী রাই
কোন কথা আছেনি তোমার মনে।। ধু।

রাইগো — তোমার কথা মনে হইল বুক ভাসে নয়ন জলে গো
এগো তিলেকমাত্র না দেখিলে বাচি না পরানে গো
রাইগো — ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকছি বিষম মায়াজালে গো
এগো এ জাল কাটিয়ে আমি যাবো কোনখানে গো।।

গো (১০২)

।। ৭২৬।।

বন্ধু আও আওরে — দরশন দিয়া —
অবলার পরান দেও শীতল করিয়া ।। ধু।।
বন্ধুরে — আমি তোমার দাসের দাস
না কর নৈরাশ, অবলারে দিয়া দেখা — পুরাও মনের আ়শ
বন্ধুরে অবলার বন্ধু হায়রে নির্ধনের ধন
তোমার লাগিয়া আমার ঝুরে দুই নয়ন।
বন্ধু রে — তোমার পিরিতের দায় ছাড়লাম বাপমায়
তন জ্বলে মন জ্বলে জ্বলে সর্ব গায়।
বন্ধুরে — শ্রীরাধারমণ বলে ধরে বন্ধের পায়
তোমার লাগিয়া আমার বেড়ি লাগছে পায়।

গো (১৪৪)

।। ৭২৭।।

বন্ধু আমার জীবনের জীবন না দেখিলে প্রাণ বন্ধুরে
সদায় উচাট করে মন।। ধু।।
বন্ধু আমার নয়নমণি মনেপ্রাণে সদায় জানি
বন্ধুর মুখের মধুর বাণী পরকে করে আপন।
বন্ধু আমার হইলে সাথী মালা দিতাম গলে গাথি
জ্বালায় হৃদে প্রেমের বাতি একসাথে করিতাম শয়ন।
ফুলের মালা পরাইয়া রাখতাম তারে সাজাইয়া —
বন্ধুর লাগি ফাটে হিয়া পাইলাম না বন্ধুর চরণ।
বাউল রাধারমণ বলে আমার মরণের কালে
তোমার যেন দেখা মিলে এই আমার আকিঞ্চন।।

গো (১৭৬)

।। ৭২৮ ।।

বন্ধু গেলায় মোরে ছাড়িয়া রে নিঠুর কালিয়া
এ জগতে কলঙ্কী আমি তোমারই লাগিয়া ।। ধু ।।
আদরে আদরে প্রেম আগে বাড়াইয়া
এখন আমার ভরা যৌবন গেলায় রে ছাড়িয়া ।
কঠিন তোর মাই বাপ কঠিন তোর হিয়া
কেমনে রৈছো রে বন্ধু পাষাণে বুক বান্ধিয়া ।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন রে মন কালিয়া
শান্ত কর অভাগীর মন দরশন দিয়া রে ।।

গো (১৪৭)

।। ৭২৯ ।।

বন্ধু, তুইন বড়ো কঠিন
অন্তরে জাইনাছি বন্ধু — আমায় বাসো ভিন্ ।।
হারে পত্র ছাড়া তমালবৃক্ষ রে—
জল ছাড়া তার মীন ।
ওয়রে, কিষ্ণ ছাড়া শ্রীরাধিকা
বাঁচব কতেক দিন ।।
আর মধুছাড়া কমলপুষ্প রে বন্ধু
ভমরায় বাসে ভিন্ ।
ওয়রে, ছাড়াইলে ছাড়াইতায় পারো —
তোমার অধীন ।।
আর তোর পিরিতের জ্বালা, রে বন্ধু,
সইমু কতেক দিন
ওয়রে, তোমার পিরিতের জ্বালায় —
বন-পোড়া হরিণ
আর ভাইবে রাধারমণ বলে, রে বন্ধু,
কলঙ্কে যায় মোর দিন ।
ওয়রে, কি দোইষের কারণে বন্ধে —
আমায় বাসইন ভিন্ ।।

শ্রী/৩৪৮

।। ৭৩০।।

বন্ধু রে অবলার বন্ধু যাইও নারে থইয়া
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে বন্ধু নদীতে দিলাম বানা
তুই বন্ধুর পিরিতের লাগি মাথুর করলাম মানা।।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু যাইবায় রে ছাড়িয়া
দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া
গোসাই রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
মনে লয় মরিয়া যাইতাম গলে ছুরি দিয়া

আছ/৭

।। ৭৩১।।

বন্ধুরে পরাণের বন্ধু যাই তোমারে থইয়া
সরম-ভরম মানকুলমান সব তোমারে দিয়া
মনে লয় মরিয়া যাইতাম গরল বিষ খাইয়া।।
ননদিনী কাল নাগিনী আছে কান পাতিয়া
দেখলে পরে আর ভুইল না দুঃখিনী জানিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
রাখিও পালন করি তোরে সঙ্গা দিয়া।।
চক্ষের নিমেষে রে বন্ধু গেলায় রে ছাড়িয়া
মনে করলে দেখতে পার হৃদয় খুলিয়া।।

সুখ/১৯

।। ৭৩২।।

বন্ধের লাগি কান্দে আমার মন কান্দি কান্দি জীবন গেল
পাইলাম না তোমার চরণ ধু।।
কত কষ্ট কইলাম আমি চক্ষে চাইয়া দেখলায় তুমি
দয়া মায়া তোমার নাই
আমি ঘুরি পাগলের মতন
তুমি তো বলিয়াছিলে না ছাড়িবে কোন কালে
তবে এত কষ্ট কেন দিলে তোমার দুক্ষে যায় জীবন

তোমার দুক্ষে আমি দুক্ষী তোমার সুখে আমি সুখী
এখন দেখি সব ফাকি ফিরিয়া না চাও এখন
ভাবিয়া রাধারমণ বলে সব খুয়াইলাম ভব জঞ্জালে
কি গতি মোর পরকালে সদায় ঝুরে দুই নয়ন।।

গো (৩২)

।। ৭৩৩।

বিদেশী বন্ধু আমারে রাখিও তোমার মনে।। ধু।।
তোমায় ছাড়া রহিব কেমনে।। চি।।
এতদিন ছিলাম রে বন্ধু বড় কৌতূহলে
দিবানিশি কত খেলা খেলছি তোমার সনে।।
যাহা কিছু ছিল বন্ধু আমার বলিতে
সকলি দিয়াছি বন্ধু তোমার শ্রীচরণে।।
আমার মাথা খাও রে বন্ধু না ভুলো দাসীরে
পদে কিন্তু রেখে থাক যখন যেখানে।।
তোমার বিরহ জ্বালারে বন্ধু ছাই করিল মোরে
রাধারমণ বলে জল ছাড়া মীন বাঁচিব কেমনে।।

ক.ম./৪

।। ৭৩৪।।

বিনদ কালিয়া বন্ধুরে বিনদ কালিয়া
কেমনে থাকিব ঘরে তোমায় না হেরিয়া
শ্যামসুন্দর তনু প্রেমসুতা দিয়া
রাখিবারে মনে করি হৃদয়ে গাথিয়া
বিরহ তাপিনী বন্ধুরে বন্ধু যাঁবে ত্যেগিয়া
আবার মনে হলে রাধারমণ উঠে চমকিয়া
ও মন বলে কালাচান্দেরে হৃদয়ে লইয়া
মন দুঃখে থাকে রাই কান্দিয়া কান্দিয়া।।

সুখ/১৫

।। ৭৩৫ ।।

বিশখে শ্যামসুখেতে আমার মরণ
আমার মরণ জ্বালা হয়না নিবারণ।
আমার মরণকালে থাইকো আমার কাছে গো
আমার কর্ণমূলে শুনাও কৃষ্ণনাম।
আমি মইলে ঐ করিও না পুড়াইও না ভাসাইও
আমারে বাইন্দা রাইখ ঐ তমালের ডালে
তমাল ডালে বান্দিয়া রাইখ কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইও
আমার বক্ষস্থলে লেখিও কৃষ্ণনাম
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
আমার প্রাণ যায় কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।।

সুহা/৭

।। ৭৩৬ ।।

বুক চিরে দুক্ষ কারে বা দেখাব কোথায় যাবো
বুক চিরে দুক্ষ কারে বা দেখাব।। ধু।।
দুক্ষ অন্তরে গাথা বন্ধু বিনে বলবো কোথা
আমার প্রেমের আগুন কি দিয়া নিবাবে।
বন্ধু রইল দূরদেশে আমি রইলাম আসার আশে
আমার আশা কবে মিটিবো।
আসবে বলে প্রাণের কালা বিনা সুতে গাথি মালা
মালা বাসি হইলে কার গলে পরাবো?
সখী মথুরায় গিয়া এ সংবাদ আসো জানিয়া—
আমার মরণকালে চরণ নি পাইবো?
না দেখিয়া যাই মরিয়া তমাল ডালে বান্ধো নিয়া
রাধারমণ মরিয়া গেছে বন্ধুরে বলিব।।

গো (১০৬)

৭৩৭

ভোমর কইও গিয়া
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদে রাধার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।
ও ভোমর রে কইও কইও আরে ভোমর কৃষ্ণরে বুঝাইয়া।।

ওরে ভোমর রে না খায় অন্ন না খায় জল নাহি বান্দে কেশ
ঘর থাকি বাইর হইলা যেমন পাগলিনীর বেশ।।
ও ভোমর রে উজান বাঁকে থাকোরে ভোমর
ভাইটাল গাঙে থানা
চোখের দেখা মুখের হাসি কে কইরাছে মানা।।
ও ভোমর রে ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
নিভিয়া ছিল মনেরই অনল কে দিল জ্বালাইয়া।।

হী/৩

।। ৭৩৮।।

মইলাম বন্ধু তোর পিরিতের দায় পিরিতে কলঙ্ক রইলো
পিরিতে না ভুলা যায় ।। ধুয়া
মনে যারে লাগে ভালো সে কিবা সাদাকালো
চউখে আন্ধি লাগিয়া গেলো কলঙ্ক রাখিল মাথায়।
প্রেমের প্রেমিক হইয়া তোর পানে রইলাম চাইয়া
একে তুমি দিছো কইয়া প্রেমিক অইলে একদিন পাইবায়।
পিরিতের শেল যার বুকে দিনরজনী যায় তার দুকে
তোমারে পাইলে বুকে আনন্দে থাকিতাম সদায়।
সদায় থাকিতাম সুখে ভাল ভাল বলতে লোকে।
সুখী হইতাম দুই লোকে খ্যাতি রইতো দুনিয়ায়।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে কুপ্রেমে দিন যায় চলে
সুপিরিত কোথায় মিলে ভাবতে ভাবতে জীবন যায়।।

গো (১২০)

।। ৭৩৯।।

মনচুরা বন্ধুরে আজ কুনু মতে পাইনা দেখা
প্রাণ ললিতে ধৈরজ না মানে চিত্তে প্রাণনাথের বিরহেতে
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে আমি রেখেছি সব জমা করে
বিরহিণীর খাজতে
আমার জমা খরচ মিলন করে বাকি বুঝি রইল শেষেতে
আদালতে আশ্রয় নিব এক তরফা ডিগ্রি পাব
বাহির করব গিরিপতারি ত্বরিতে

যেখানে তার সন্ধান পাব এনে রাখব হৃদয় জেলেতে
রাখিব প্রেম কারাগারে বান্দিব অনুরাগের ডুরে
দুইটি নয়ন প্রহরী তার সঙ্গেতে
রাধারমণ বলে সঙ্কেতে শ্যাম বান্ধা রাধার প্রেমের ডুরেতে।।

য/৮২

।। ৭৪০।।

মনদুখে মইলাম গো সখী কী হবে আর জানি না।
এগো গোকুল নগরের মাঝে গো সখী কলঙ্ক হৈল রটনা।।
যার কুলেতে কুল মজাইলাম তার কুল আমি পাইলাম না
পিপাসায় চাতকী মইল গো সখী জল পিপাসা গেল না।।
মন পারণ বলে আশা দিয়ে গো প্রাণনাথ আর আইল না
মন প্রাণ দিলাম গো যারে সে করে গো ছলনা।
আসব বলে আশা দিয়ে গো প্রাণনাথ আর আইল না ।।
ত্বরাই সখী দেখাও দেখি শ্যাম বিনে প্রাণ বাঁচে না
শ্রীরাধারমণে বলইন গো সখী প্রেম জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না।।

তী/ ২০, হা (১৯), গো (২০২)

।। ৭৪১।।

মনাগুনে দগ্ধ হইয়া আমি মরি রে সুবল সখা,
ব্রজেশ্বরী রাধা। ধুয়া
সুবলরে আমি মইলে ঐ করিও রাখিও রে তমালে,
জলের ছলে আসবা পেয়ারী আমাকে দেখিতে।
আমি মইলে ঐ করিও না পুড়াইও না ভাসাইও জলে
আমারে লটকাইয়া থইও তমালের ডালে।
ভাই বলি তোমারে রে সুবল দাদা বলি তোরে,
ব্রজেশ্বরী রাই কিশোরী আনিয়া দেও আমারে।
হাত দিয়া দেখরে সুবল আমার শরীরে
দাহ দাহ করি জ্বলছে অনল ঐ দেহার মাঝারে।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে আমার না পুরিল আশা,
বিধিয়ে যদি দয়া করে পুরব মনের আশা।।

আহো১৮, হা (২৬), গো (২৯৬), সুধী/৩

।। ৭৪২।।

মনের দুঃখ রইল মনে, আমার এ দেশে দরদি নাই,
সই গো বন্ধুরে যদি পাই।। ধু।।
সই গো সই তোমার পিরিতের জন্য পুড়ে হইলাম ভস্ম ছাই,
আন ত কাটারী ছুরি বুক চিরি তোমারে দেখাই।
সই গো সই জন্মিয়া কেন না মরিলাম, বেঁচে আর সাধ নাই,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই মনেতে চক্ষে আর নিদ্রা নাই।
সইগো সই তোমার পিরিতের জন্য ছাড়িলাম বাপ মাই
আমি ডাকি প্রাণবন্ধুরে বন্ধের বুঝি দয়া নাই ?
ভাবিয়া রাধারমণ বলে ও দেশে দরদি নাই;
অন্তিমকালে দয়াল গুরু চরণতলে দিও ঠাঁই।

আ (১২), গো (১০৪), হা (৩৭) শ্রী,/১৯৬, সুধী/৮

।। ৭৪৩।।

মনের দুঃখ রইল মনে ওরে সুবল ভাই।। ধু।।
আমি যার জন্য কলঙ্কী হইলাম সুবল
তারে গেলে কোথায় পাই।। চি।।
আমি চৌদিকে অন্ধকার দেখি রে সুবল
যে দিকে নয়ন ফিরাই
সুবল রে রাধা ছাড়া বৃন্দাবনে ব্রজের শোভা নাই।। ১।।
সুবলরে গিয়া যদি রাধার লাগাল পাই
(আমার) অন্তরের দুঃখ রে সুবল বলব প্রাণের রাধার ঠাই।। ২।।
সুবল রে ভাইবে রাধারমণ বলে আমার কেহ নাই
আমার জিতে না পুরিল আশা মইলে যেন চরণ পাই।। ৩।।

কি / ১০

।। ৭৪৪।।

মিছা কেন ডাক রে কোকিল মিছা কেন ডাক।
এগো ভাঙ্গিয়াছ রাধার বিছানা তোমরা সুখে থাক।
আঁমডালে থাক রে কোকিল নিম ডালে বাসা
এগো শূন্যে উড়, শূন্যে পড়, তোমার কি তামাশা।।

অঙ্গ কালা বস্ত্র কালা, শিরে জটাজুটা
এগো তেকেনে করিলাম পিরিতি রাধা জিতে মরা।
স্থির করো মন গো রাধে শান্ত কর মন
এগো কাগজে আঁকিয়া কৃষ্ণ দেখাইমু এখন।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
এগো আমি রাধা মরিয়া যাইমু কৃষ্ণহারা হইয়া।।

হা (১), গো (১৯৬)

পাঠান্তর ঃ গো — বিছানা > ঘর, জটাজুটা > কালা জটা এগো — এখন > কালার সনে পিরিত করি ভবে রইল খুটা ভাইবে ... হইয়া > শ্রীরাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া/ কলঙ্কিনী মরি যাইমু, কৃষ্ণহারা হইয়া।

।। ৭৪৫ ।।

যাই যাই বলিও না রে প্রাণনাথ বন্ধুয়া, যাই যাই বলিও না।
যাবার কথা শুনিলে, অবুঝ প্রাণে ধৈরজ মানে না রে প্রাণনাথ।
পুরুষ কঠিন হিয়া নারীর বেদন ত জানে না ।
নারী হইলে জানিতে পার বিচ্ছেদের যন্ত্রণা।।
দয়াময় নামটিরে বন্ধু জগতে ঘোষণা।
কাতরে কয় রাধারমণ , নামে কলঙ্ক রাখিও না।।

য/১৬৪, নৃ /১২

পাঠান্তর ঃ নৃ/১২ ঃ দয়াময় ... ঘোষণা > ছাই দিয়াছি কুলে রে মানিক এ ছার গৃহে রব না; কাতরে কয় > ও ব্রহ্মানন্দ কয়।।

।। ৭৪৬ ।।

যে সুখে রাখিয়াছ প্রাণনাথে গো —
সে দুঃখ আর বলব কি ? ধু।।
যারে কইলাম যৌবন দান তার কিসের কুল মান
দেখি তারে পাই কি না পাই গো।
কান্দি আমি দিবানিশি, এই মনে অভিলাষী,
দেখি তারে পাই কি না পাই গো

আমি যারে ভালবাসি সে ত জ্বালায় দিবানিশি;
বুঝি তার পাষাণের হিয়া গো
মনের দুঃখে রমণ বলে এই শেল রহিল দিলে,
এই শেল খসিব রমণ মইলে গো।।

আ ১৭, হা (২৬), শ্রী/১৩৭

।। ৭৪৭।।

রাই বিনে প্রাণ যায় না রাখা
যা রে সুবল আইনে দেখা।
সুবল রে বসিয়া তরুতলে রৌদ্র যায় ব্রজপুরেতে
পত্র দিও রাধিকার ঠাঁই।
বল রে তোমার জন্য মারা হইয়াছে ত্রিভঙ্গ বাঁকা।।
সুবলরে রাধার কথা মনে হইলে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
আমি মরতে গেলে যাই না মারা রাই প্রেমে প্রাণ আছে গাথা।।
সুবল রে ভাইবে রাধারমণ বলে
বস সখা তরুতলে পাবে দেখা প্রেমময়ী রাধা
আমি অধম জেনে অন্তিমেতে দিও আমায় যুগল রেখা।।

হা (১৪)

।। ৭৪৮।।

রাধানি আছইন কুশলে কও রে সুবল সারাসার
রাধা বিনে কে আছে আমার।
সুবলরে রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা গলার হার
রাধার জন্য আমি থাকি দিবানিশি অনাহার
সুবলরে রাধা আমার প্রেমের গুরু আমি শিষ্য তার
রাধা প্রেমের প্রেমঋণ আমি কি দিয়ে শুধিতাম ধার।
সুবল রে ভাইবে রাধারমণ বলে এইবার
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম হইবে নি রে আর।।

সুহা/১৪

।। ৭৪৯ ।।

রাধার উকিল হইও কুইল রাধার উকিল হইও।
এগো শ্যাম বিচ্ছেদে জ্বাইলাছে অনল শ্যামেরে পাইলে কইও।।
যেথায় গেছেন শ্যামরায় তথায় চইলে যাইও
অভাগিনী রাই কিশোরীর সংবাদ জানাইও।
বৃন্দাবনে গিয়া কুইল মুক্ত প্রণাম করিও
ওরে তমাল ডালে বইসে কুইল রাধার গুণ গাইও।
ভাইবে রাধারমণ বলে ভাবিও না রাই মনে
কুইলে নি আইনতো পারে রাধার প্রাণবন্ধুরে ।।

য/৯৭

।। ৭৫০ ।।

রাধার জীবনান্তকালে ললিতে গো কর্ণে শুনাও কৃষ্ণনাম
জাহ্নবীর তীরে নিয়ে গঙ্গাজল মৃত্তিকা দিয়ে
রাধার অঙ্গেতে লিখিও কৃষ্ণ নাম।
শতদল তুলসী দিয়ে মালা গাইথা গলে দিও
রাধার সিঁথিমূলে লিখিও কৃষ্ণনাম।
রাই, রাধারমণ বলে, দেহ থইয়া প্রাণী চলে
আমার কৃষ্ণ আইনে পুরাও মনের কাম।।

সুখ/৪৭

।। ৭৫১ ।।

রাধার দুঃখ বুঝি রহিল অন্তরে গো জীবনভরা
ভালো মন্দ তার সম্বন্ধে জীবন করলাম সারা।।
শ্যামে জানি কার কুঞ্জে রইল কার আশা সে পুরাইল গো
তোমরা সবে পাইলায় কৃষ্ণ আমি কৃষ্ণহারা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
থাকতে না পুরিল আশা মরলে যেন পুরে গো

রা/১৩৮

।। ৭৫২।।

রাধার দুঃখে জনম গেল গো
কাজ কি জীবনে আমার।।
পরকে আপনা জানি সার করিলাম ব্রজের হরি
মনে করি দিয়াছি সাতার।।
কণ্ঠাগত হইল প্রাণি জীবনের আর কতই বাকি
মইলে আশা পুরব নি আমার।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
উপযুক্ত না হইলাম সেবার।।

শ্রীশ/৪

।। ৭৫৩।।

রে ভমর, কইয়ো গিয়া —
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।।
ভমর রে, কইয়ো কইয়ো, হায় রে ভমর,
প্রাণ বন্ধের লাগ পাইলে —
আমি রাধা মইরে যাব কৃষ্ণহারা হইয়া।।
ভমর রে, সারা নিশি পোসাইলাম
ফুলের শয্যা লইয়া —
সেই শয্যা হইল বাসি, — দেও জলে ভাসাইয়া।।
ভমর রে, না খায় অন্ন, না খায় জল,
নাহি বান্ধে কেশ,
তোমার পিরিতের লাগি রাধার পাগিলিনীর বেশ।
ভমর রে, ভাইবে রাধারমণ বলে
কান্দিয়া কান্দিয়া
নিবি ছিল মনেরি আগুইন — - আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া।

শ্রী /১১৯

।। ৭৫৪।।

ললিতে বিনয় করি বলিগো শ্যাম নাম আর লইও না।
সে বড় কঠিন অতি নিদারুণ নারীবধের ভয় রাখে না।।

যেমন কুমারের ফণী ভিতরের অগ্নি বাইরে কেউ দেখে না
হৃদয় চিরিয়া দেখ গো সজনী জল দিলে তবু নিবে না
গোকুল নগরে কেবা না পিরিত করে কার পিরিতে
এতই লাঞ্ছনা
সুজনের পিরিতি বাড়ে নিতিনিতি যেমন সোয়াগেতে
মিশে সোনা
শ্রীরাধারমণের বাণী শুন গো সজনী শ্যাম পিরিতে
আমারে চাইল না।।

সুখ/২

।। ৭৫৫ ।।

শুন গো প্রাণসজনী কিঞ্চিৎ দুঃখ কাহিনী
পিরিত বড় বিষম জ্বালা।
সরল পিরিত মোর গরল হইল সই—
বুঝি মোরে বিধি বিড়ম্বিলা।।
সুখের ভরসা কৈরে ডুব দিনু প্রেমসাগরে
কর্ম ফলে সাগর শুষিলা।
জল ছাড়া মীনের মত হিয়া জ্বলে অবিরত
সোনার বরণ হৈল কালা।।
সাধের পিরিতি মোর দিবানিশি চিন্তাজ্বর
দিনে দিনে হইল দুর্বলা
শ্রীরাধারমণ বাণী, শুন রাধা বিনোদিনী
ধৈর্য ধর না কর উতলা।।

য/১১৩

৭৫৬।।

শুনগো ললিতা প্রাণনাথ কোথা
সুখের যামিনী যায়
বিশাখা আনিতে গেল প্রাণনাথে
কেননা আনিল তায়।।
নিশিগতপ্রায় ডাকে কোকিলায়
শুনে কি শুননা তায়

আসিবে বলিয়ে গেল গো চলিয়ে
পিপাসে পরান যায়।।
আগে না জানিয়ে পাছে না জানিয়ে
পিরিতি দিয়েছি দায়
কালার পিরিতি নিল কুল জাতি
গৃহে থাকা হল দায়।।
অন্তরে প্রবেশি করেছ উদাসী
বাঁচি কিনা বাঁচি তায়
টানিলে দ্বিগুণ করে গো বেদন
ছিঁড়িলে ছিঁড়া না যায়।।
কর গো মন্ত্রণা না সহে যন্ত্রণা
জীবনসংশয় প্রায়
প্রাণনাথ বিনে জীব কি পরাণে
শ্রীরাধারমণে গায়।।

য/১১৪

।। ৭৫৭।।

শুন গো ললিতা সখী মরণ কালে ওই করিও
আমার নিকটে বসিয়া তরা গো কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইও।
প্রাণি কণ্ঠাগত হইলে কৃষ্ণনাম শুনাইও কর্ণমূলে
কখনো দেহ জলে না ভাসাইও।।
আমায় তুলসীর নিকটে নিয়ো গো তোমরা সকলে
কৃষ্ণনামের ধ্বনি করিও।।
প্রাণি বাহির হইয়া গেলে কৃষ্ণনাম লিখিও বক্ষস্থলে
পদরেণু অঙ্গোতে মাখাইও।।
আমায় অনলেতে না পুড়িও গো তোমরা সকলে
শ্যামবিলাসের দেহ।।
যখন আসব গুণমণি তোমরা ইঙ্গিতে বলিও বাণী
প্রাণনাথকে দুঃখ দিবায় চাইও।।
রাধারমণের প্রাণ গত হইলে গো
অন্তিমে সহায় লইও।।

সুহা/৪

।। ৭৫৮।।

শোনগো সখী ললিতে আমার কৃষ্ণ প্রেমের লাঞ্ছনা
বন্ধে আমার দুক্ষ বুঝলো না।। ধু।।
আমি যারে ভালবাসি ভিন্ন বাসে সেই জনা
বুঝি আমার কর্মদোষে বন্ধের দয়া হইল না
কাঠের সনে লোয়ার পিরিত জল ছাড়া মাছ বাঁচে না।
মা'য়ার পিরিত নয় লো হুরিত মাইয়া যে জনা
মাইয়া অইলে বুঝতে পারে পুরুষেরই বেদনা।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে জানিয়া তোমরা জান না
পিরিতি পিঞ্জিরার পাখী ছুটলে ধরা দিব না।।

গো (১১৪)

।। ৭৫৯।।

শ্যামকালিয়া আইনে দেখা, বন্ধু বিনে প্রাণ যায় না রাখা।
শুধু মুখের কথায় প্রেম করিলাম নয়নে না হল দেখা।।
সখী গো গিয়াছিলাম জল আনিতে
বন্ধের দেখা পাব বলে একদিন মাত্র হয়েছিল দেখা।
ঘাটে কেউ ছিল না কেউ ছিল না সে ছিল আর আমি একা।।
সখী গো, বন্ধু যেদিন ছিল ব্রজে আমি সাজি কত সাজে।
(এখন) কুঞ্জে বসে থাকি একা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে উড়িয়া যাইতাম বিধি যদি দিত পাখা।।

হী/৫, হা (২৩), গো (১৯৯)

পাঠান্তর গো : ভাইবে .... পাখা > ভাইবে রাধারমণ বলে ব্রজে আমি যাইতাম চলে দারুণ বিধি যদি দিত পাখা।

৭৬০।।

শ্যামকালিয়া সুনাবন্ধু রে তুমি আমার আদরের ধন।
তুমি আমার আমি তোমার জানে সর্বজন।।
কত কোটি আরাধনায় যে বন্ধু পাইয়াছি তোমারে
এস আমার হৃদমাঝারে কর প্রেম জ্বালা নিবারণ।

তুমি যদি ছাড় বন্ধুরে আমি না ছাড়িব
তোমার চরণ ধরি ত্যেজিব পরান।।
ভেবে রাধারমণ বলে রে শান্ত কর মন
তোমারে লইয়া কোলে হয় যেন মরণ।।

নমি /১৫, গো (২৭৫)

পাঠান্তর গো ঃ তুমি আমার > বন্ধু; কত কোটি >বহু তোমারে > এখন; এস .....
হৃদমাঝারে> ওরে আইস আমার হৃদ মন্দিরে, তুমি যদি... পরান > × ×
শান্ত কর মন > বন্ধু পাইয়াছি এখন।

।। ৭৬১ ।।

শ্যামচান্দ কলঙ্কের হাটে কেউ যাইও না সই
পিরিত সুখ মিলে না সেথা সুখ নাই কলঙ্ক বই।। ধু।।
তোরে দেখি শ্যামচান্দ যাইবগি রে থই
চলি গেলে শ্যামচান্দ পিরিত রইব কই।।
প্রেমবাজারে ছয়জনা আপনা নয় পর বই
তুই যে যাইবে প্রেমের টানে ছয়জন যাইব উল্টা লই।।
প্রেমবাজারে যাইও না রে শ্যামনামের কিরা থই
শ্যামের নাম লই না মুখে নিদ্রা যাই শ্যাম লই।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে ঘুমাই শ্যাম কোলে লই।
জাগিয়া না পাই তারে শ্যাম কই আর আমি কই।।

গো (২০৩)

।। ৭৬২ ।।

শ্যাম দে আনিয়া বৃন্দে গো শ্যাম আনিয়া বৃন্দে
মনপ্রাণ আঁখি ঝুরে তাঁহার লাগিয়া
মাইয়া জাতি অল্পমতি ভুলায় শ্যামের বাঁশি দিয়া
সারা রাতি শয্যা পাতি কান্দি বন্ধের লাগিয়া
চিন্তার বাজার বসাইয়াছি কলিজা চিরিয়া
গোসাই রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আজি আইসব কাইল আইসব করি
গেল ফাঁকি দিয়া।

য/১১৯

।। ৭৬৩।।

শ্যাম বিচ্ছেদে অঙ্গা আমার জ্বলে গো ললিতে।
আমি কি করি কোথায় যাব শান্তি নাই মনেতে।
সরলসুন্দরী জেনে মোহন মুররীর গানে গো
আমি প্রাণ তার চরণে মজিলাম প্রেমেতে।
কুল গেল মান গেল কৃষ্ণপ্রেমে এই করিল গো
শ্যাম কলঙ্কী নামটি আমার জগতে ।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে গো
আমায় আইনে দেখাও প্রাণবন্ধুরে
মরিব এখনে গো ও ললিতে ।।

সুহা/৫

৭৬৪।।

শ্যাম বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না মইলো গো রাই কাঞ্চা সোনা।। ধু।।
আমি রাইয়ের বৃন্দাদূতী তোমায় নিতে আসিয়াছি
যাবে কিনা যাবে বলো না
রাধার দেইখে আইলাম দশম দশা দেহেতে প্রাণ আছে কিনা।
নন্দরানী কেন্দে অন্ধ হারাইয়ে প্রাণ গোবিন্দ —
নন্দরাজা নয়ন মেলে না
ব্রজের গাভীগুলি তৃণ খায় না ফুলেতে ভ্রমর বসে না।
মথুরাতে হইয়ে রাজা কুব্জার সনে ভালবাসা
রাধার কথা কিছুই মনে নাই
রাধারমণ বলে বৃন্দাবনের কিছুই তো স্মরণ হয় না।।

ক / ২১, গো (১৬৭)

।। ৭৬৫।।

শ্যামের পীরিতে সুখ হইল না হৃদয় জ্বলি অঙ্গার হইল
তবু তার মন পাইলাম না।। ধু।।
দিয়া আশা দিল দাগা প্রতিজ্ঞা তার ঠিক রইলো না
আশা দিয়া নিরাশ কইলো বাড়াইল যন্ত্রণা।

কত আর সহিব দুখ্ দুক্ষে ফাটে মোর বুক
আগে যদি জানিতাম জীবন যৌবন দিতাম না।
দুক্ষে দুক্ষে জনম গেলো শ্যাম বন্ধু না আসিলো
জীবন থাকিতে বুঝি তারে পাবো না।
কিবা দোষে হইলাম দোষী কি ভাবেতে তারে তুষি
গুরু আমার কল্পতরু শিক্ষা দেও না।
ভাইবে রাধারমণ বলে দুক্ষের জ্বালায় পরান জ্বলে
সইতে নারি দুক্ষী আমি দুক্ষের যন্ত্রণা।।

গো (১৮২)

।। ৭৬৬।।

সই গো আমি রইলাম কার আশায়
পাষাণে বান্ধিছে হিয়া দারুণ কালায়।
আসব আসব আসব বলে সরল কথা কইয়া যায়
সারা নিশি জাগি রইলাম আইল না শ্যামরায়।
মলুয়া পবন বয় ডাকে পিক রায়
কুহু কুহু পিক রবে আগুন জ্বলে কলিজায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে নিশিগত প্রায়
কি দোষে কুঞ্জে আইল না নিদয়া শ্যামরায়।।

গো (১৯৯), হা (৩১), তী /৩১

পাঠান্তর ঃ হা/ঃ বলে .... যায় > বলিয়া নিশি গইয়া যায়; সারা.... শ্যামরায় > সুখের নিশি গত হইল বন্ধু রইল কোথায়। ডাকে পিক রায় > ডাকে বায়সায়; কুহু ....কলিজায়> কুহু কুহু কুহু রবে ডাকে কোকিলায়; কি দোষে.... শ্যামরায় > কি > দোষে প্রাণবন্ধুর দয়া হইল না আমায়।

।। ৭৬৭।।

সখী উপায় কি করি প্রেম বিরহে অঙ্গা জ্বলে আর কতো বা ধৈর্য ধরি।। ধু।।
হাসিমুখে প্রেমসুধা খাইলাম গেলাস ভরি
না জানিতাম এত জ্বালা সুধার মাঝে আছে করি।
সুধায় যে গরলের কার্য আগে কেমনে আন্দাজ করি

হাসিমুখে খাইয়া এখন যন্ত্রণা হইয়াছে ভারী।
কি হইয়াছে ওগো বধূ জিগায় ননদ শাশুড়ী
কি কই, আর কই না কেমনে যন্ত্রণা অসহ্য ভারী।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে না বাঁচি না মরি —
সুখের লাগি দুখ্ বাড়াইলাম এখন উপায় কি করি?

গো (১৭১)

।। ৭৬৮।।

সখী কি করি উপায় যার লাগি বৈরাগী হইলাম
তারে পাই কোথায়? ধু।।
মাইবাপ ছাড়িলাম ছাড়লাম সোদর ভাই
তবু না তারে পাই।
তার কারণে জীবন যৌবন সকল খুয়াই
সর্ব অঙ্গো লইছি দাগ কলঙ্কে লাগাই।
কলঙ্কিনী হইয়া আমি নগরে বেড়াই
প্রেমের অনলে পুড়ি যৌবন হইল ছাই।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বল গো ধনি রাই
সোনাচান্দ প্রাণবন্ধু কোথায় গেলে পাই।।

গো (১৮৫)

।। ৭৬৯।।

সখী করি কি উপায় শ্রীনন্দের নন্দন কানু রহিল কোথায়। ধু।।
আমায় ত্যেজিয়া বন্ধু রহিল কোথায়
চরণ ধরি বিনয় করি আনি দেওগো তায়।
ঘরে বাত্তি সারা রাত্তি কান্দি কান্দি যায়
এত কান্দার রোল শুনি না আইলো শ্যামরায়।
পিরিত করি কলঙ্কিনী হইলাম আমি দুনিয়ায়
কলঙ্কের লাগিল দাগ ধুইয়া না ছাড়ানো যায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে কান্দি কান্দি জনম যায়
তবুও কঠিন বন্ধে একবার না ফিরিয়া চায়।।

গো (২৩৯)

।। ৭৭০।।

সখী বল কি উপায় প্রাণ প্রিয়ে বিনে হিয়া ধরনে না যায়।। ধু।।
কামশেল হানিয়া বুকে লুকি দিয়া যায়
ব্রজাঙ্গনা সব সখী কান্দে উভরায়।
নিষ্ঠুর হইয়া প্রিয় — দূরদেশে যায়—
ব্রজপুরের সব সখী করে হায় হায়।
হায় হায় করিয়া তারা পিছে পিছে যায়
বড়ই কঠিন শ্যাম ফিরিয়া না চায়।
ভাইবে রাধা রমণ বলে পাইবা শ্যামরায়
ভক্তি দিয়া পড়ো গিয়া শ্রীগুরুর রাঙ্গা পায়।।

গো (২২৬)

।। ৭৭১।।

সজনি আমি পাই না ধৈর্য ধরিতে —
শ্যাম পিরিতে করিয়াছে উদাসিনী।
হয়রে বন -পোড়া হরিণীর মতন
জ্বালায়ে জ্বলিয়া মরি।।
সখী, তোরা কইরে গো মন্ত্রণা
শ্যাম-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না, সহে না।
সাধ কইরে মনপ্রাণ সঁপিলাম —
হইয়াছিলাম কলঙ্কিনী।।
ভাইবে রাধারমণ বলে,
প্রেম কথাটি রইল গোপনে জগতে
ওয়রে, মরণ জীওন সমান —
কৃষ্ণ প্রেমের কাঙালিনী।।

শ্রী ৩৩৪

।। ৭৭২।।

সজনী গো, আমারে বন্ধুর মনে নাই
আমি সারা নিশি কান্দিয়া পোষাই।।
বন্ধুর লাগিয়া যতই গো করলাম

মনপ্রাণ কুলমান সবই গো দিলাম
আমার এ জীবনের আর ত লক্ষ্য নাই।।
ভাইবে রাধারমণ গো বলে
শ্যাম কমলিনী নামটি রহিল জগতে
হায় আমার কলঙ্কী নাম কি দিয়া মুছাই।।

ন/১৯, গো (২২০)

।। ৭৭৩।।

সজনি প্রাণবন্ধুরে কইও বুঝাইয়া
আমি মইলে ক্ষতি নাই কলঙ্কিনী হইয়া।
মরণকালে প্রাণবন্ধুরে দেখাইও আনিয়া
হাতে ধরলাম পায়ে ধরলাম প্রাণ দিলাম সপিয়া।
তবু তার মন পাইলাম না সদায় জ্বলে হিয়া
গোসাই রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
এগো ক্ষুধা তৃষ্ণা না লয় মনে প্রাণবন্ধের লাগিয়া।।

য/১২৮

।। ৭৭৪।।

সজনি সই বল গো তোরা কই গেলে কোথায় পাই
প্রাণ বন্ধু মনোচোরা।। ধু।
না জানি সে লোকটি কেমন কেমন তার স্বভাব ধারা
প্রেম শিখাইয়া কুলবধূ ঘর হইতে বাহির করা।
বাঁশিটি বাজাইয়া বন্ধে করি পাগল পারা
মজাইয়া কুলবধূ সরিয়া যাওয়া কেমন ধারা।
নিয়ায় বিচারে অইবা দোষী কুল না জানি কেমন ধারা
আস্থিঠারে ভুলাইয়া ঘরের বন্ধু বাইরে আনা।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে উপায় গো সই কি করা
কই গেলে বন্ধুরে পাই অসহ্য নন্দের লারাঝারা।।

গো (২৩১)

।। ৭৭৫।।

সহিতে পারি না বিরহের যাতনা
আইল না শ্যাম গুণমণি
বুঝি পাইয়া তারে রখিয়াছে কোন্ রমণী।
আসবে বলে রসরাজ নিকুঞ্জ করিয়া দি সাজ
বড় লাজ পাইলাম প্রাণ সজনী।।
বাসি হইল শয্যাফুল ভ্রমরায় করে রোল
আমি কর্ণে শুনি কোকিলার ধ্বনি।।
তোমরা সব সখীগণ শীঘ্র জ্বাল হুতাশন
বিসর্জন দিব গো পরানী।।
কৃষ্ণছাড়া বৃন্দাবন অবলা বাঁচিবে কেমন
আমায় বৃন্দাবনে বলবে সবে কলঙ্কিনী।।
জিতে কি বাসনা আর মরণ করিয়াছি সার
নিয়ে তার পিরিতের নিছনি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যামবিচ্ছেদে মরিলে
আমায় লোকে বলিবে পুরুষ পাগল রমণী।।
সর্ব/২

।। ৭৭৬।।

সুবল বলনা রে আমি কি করি এখন শ্রীরাধার মাধুর্যগুণে
হরিয়া নিল মন ।। ধু।।
রাধা আমার প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন
তিলে পলে না হেরিলে এ চন্দ্রবদন।
শুইলে স্বপনে দেখি সদা উদ্দীপন —
চিন্তামণি কমলিনী সাধনেরই ধন।
শীঘ্র যাইয়া করো ভাই রাধা অন্বেষণ
রাধাকুণ্ডের তীরে যাইয়া ত্যেজিব জীবন।
রাধাকুণ্ডের পারে গিয়া করো পুষ্পাসন
বাঁশির সুরে কমলিনী ডাকে ঘন ঘন।
শুনিয়া ধ্বনি কমলিনী চমকিত মন —
রাধারমণ বলে আশা হবে কি পূরণ।।

গো (৭৬)

।। ৭৭৭।।

সুবল বল বল চাই, কেমন আছে কমলিনী রাই,
রাই কারণে বৃন্দাবনের সুবল আমি সদায় কান্দিয়া বেড়াই।। ধু ।।
গিয়াছিলাম মন সাধিতে,
সাধলাম রাইয়ার চরণার্বিন্দে
নয়ন তুলে চাইল না গো রাই;
আমার ছিল আশা দিল দাগা রে সুবল
আমার আর পিরীতের কার্য নাই।।
রমণের মন পিয়াসা — শুনরে সুবল সখা
চল মোরা ব্রজপুরে যাই;
আমার প্রাণ থাকিতে রাই আনিয়া দেরে সুবল —
আমি জন্মের মত হেরিয়া যাই।।

আ/(৫), হা (৩৪), সুধী-৪, গো (১৫৪)

পাঠান্তর ঃ গো ঃ গিয়াছিলাম জল আনিতে .... হেরিয়া যাই > সুবল রে প্রাণ থাকিতে আনিয়া দেখা/ নইলে প্রাণ দায় রাখা / দেখলে বাঁচি নইলে মরি রে / সুবল উপায় নাই/সুবল রে ভাইবে রাধারমণ বলে / যাও রে সুবল শীঘ্র চলে / রাইকারণে দিবানিশি জ্বলে পুড়ে হইছি ছাই।

।। ৭৭৮।।

সুবল সখা পাইনা রে দেখা, কইও রাধারে।
বহু দিনের পরে রে সুবল রাধা পড়ে মনে
বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে অনল হিয়ার মাঝারে।।
রাধা তন্ত্র রাধা মন্ত্র রাধা কর্ণধার
রাধা বিনে এ সংসারে কে আছে আমার।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
অন্তিমকালে শ্রীরাধারে দেখাইও আনিয়া।।

সুখ/২৬

।। ৭৭৯।।

সোনাবন্ধে মোরে ভিন্নবাসে কেরে
সই গো জিজ্ঞাসিও লাগাল পাইলে তারে।। ধু।।

আমার বাড়ীর সামনা দিয়া—মোহনবাঁশি বাজাইয়া —
নিতি নিতি আসা যাওয়া করে জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা
নয়াইয়া যায় মাথা আমার সঙ্গো রাও নাহি করে।
যখন ছিল ভালবাসা প্রাণে প্রাণে মিলামিশা
রাখিয়াছিল অতি যতন করে গেল সেই ভালবাসা
আমারে কৈল নিরাশা তনু খিন সদায় আখি ঝুরে।
ভাইবে রাধারমণ বলে সোনাবন্ধের চরণতলে
দাসী বলি রাখিও আমারে অধীনী জানিয়া রে
রাখিও সুয়াগ ভরে জ্বালাইও না আর বাঁশির সুরে।।

গো (২২৯)

।। ৭৮০।।

সোহাগের বন্ধুয়া তুমি রে বন্ধু তোমায় নিবেদন করি
সোহাগে সোহাগে তোমায় নিবেদন করি।। ধু।।
তোমার সোহাগে বন্ধু রে সোহাগিনী বলে
শ্যাম সোহাগী নামটি আমার গোকুল নগরে।
তোমার সোহাগে বন্ধু সোহাগ মিশয়
সোহাগের অনুরাগে একই অঙ্গা হয়।
তোমার সোহাগে বন্ধু সোহাগিনী হইয়া —
শ্বশড়ী ননদী দিল কুলটা বানাইয়া —
ভাইবে রাধারমণ বলে সেদিন কি আর পাবো
বনফুলে নয়ন জলে চরণ পুজিবো।।

গো (২৭৬)

।। ৭৮১।।

হইয়ে শ্যাম অনুরাগী লাগল কলঙ্কের দাগী
পিরিতের কি ঐতই দুর্দশা
পিরিত সুখের অনল জলেতে না হয় শীতল
বাড়ে দ্বিগুণ চিত্তের লালসা।।
পিরিত পরম রতন তুচ্ছ জাতি যৌবন ধন
আঁখির পলকে তার বাসা

শুইলে স্বপনেতে দেখি পাসরা না যায় গো সখী
বাড়ে সদায় চিত্তের পিপাসা।।
পিরিত পরম সুনিধি তাহে ভুলাইলেক বিধি
কুলবতীর কুলধর্মনাশা
মনোসাধে প্রেমজলধি ডুবিয়ে থাকি নিরবধি
শ্রীরাধারমণের এই আশা

য/১০১

ঙ. মিলন

।। ৭৮২।।

আইস ধনী রতন মন্দিরে
ভাবে পুলকিত ধনী পাইয়া বন্ধুরে।
রতি রাধা রসবতী বিভোর শ্যামের কুলে
কমলের মধু যেন লুটিয়া ভ্রমরে।
মেঘের সুন্দর সৌদামিনী দিবার সুন্দর ভানু
কুমুদিনীর চন্দ্র সুন্দর রাধার সুন্দর কানু।
প্রেমসাগরে দুই কান্ডারী ভাইসা ফিরে জলে
তাহে ধইরা রসরাজ, আনন্দে সাঁতারে।
ভাইবে রাধারমণ বলে দেখ গো সকলে
রাই কুলে শ্যাম, শ্যাম কুলে রাই শোভা করিয়াছে।।

সুখ/৩৪

।। ৭৮৩।।

আর তো দেরী নাই গো সখী
বিদায় দাও গো প্রাণবন্ধুয়া রাই।।
দেও গো আমার চূড়াধড়া হাতে দেও মোর বাঁশি
দেখলে রাধার খুশিবাসী প্রাণেতে হই খুশী
ভাইবে রাধার খুশিবাসী প্রাণেতে ভাবিয়া
পরান দিয়া পরান নিব গো হায় গো পিরিতের লাগিয়া।।

ন/৯

।। ৭৮৪ ।।

একাসনে রাইকানু প্রেমে ভাসিয়া যায়
একজনের গায়ের বসন আরেক জনের গায়
কে রাধা কে কৃষ্ণ চিনন না যায় ।।
শ্যামের বামে রাইকিশোরী বইছইন দুইজনে
পুষ্পবৃষ্টি করে তারা সব সখীগণে।
দুবাহু তুলিয়া শ্যামে ধরেন রাইর গলায়
চন্দ্রগ্রহণ লাগিয়াছে ভাবে বুঝা যায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে দেখো সখীগণে
যুগলমিলন হইল আজি রস বৃন্দাবনে ।।

নৃ/১

।। ৭৮৫ ।।

ও বন্ধু নবীন রসিয়া
কেমনে বঞ্চিমু গৃহে তোমা ছাড়া হইয়া
নয়নজলে বুক ভাসিয়া যায়, না চাইলায় ফিরিয়া
তুমি এতো পাষাণবুকী আগে জানিনা
না জানিয়া পিরিত করি এতেক যন্ত্রণা ।।
চাতক রইল মেঘের আশে মেঘ না হইল তায়
জল বিনে যুবতী রাধা কি হইবে উপায়
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
এতদিনে পাইছি বন্ধু না দিব ছাড়িয়া ।।

ক ম /৮

।। ৭৮৬ ।।

কত আদরে আদরে
শ্যাম সুয়াগী রসিক নাগর মিলিল দুইজনে।
কত ভঙ্গী করি দাঁড়াইয়াছে একই আসনে।।
শ্যামকুলে রাই রাইকুলে শ্যাম, শ্যাম রাইর কুলেতে
কী আনন্দ হইল আজি নিকুঞ্জ বনে।।
মেঘের কোলে সৌদামিনী উদয় গগনে

কত পুষ্পচন্দন ছিটাইয়াছে সব সখীগণে
ভাইবে রাধারমণ বলে, আমায় রাখিও কমল-চরণে।।

আশা/২৬

।। ৭৮৭ ।।

(রাধার বারমাসী)

কান্দে রাধা চন্দ্রমুখী দিবসরজনী
গোবিন্দ ছাড়িয়া গেলা মুই অভাগিনী।
চৈত্রমাসের দিন নিদ্রার আবেশ
আমায় ছাড়িয়া (ঠাকুর) কৃষ্ণ রইলা কোন দেশ।
কোন দেশে রইলা কৃষ্ণ নিলয় না জানি
গোকুলে কান্দিয়া বেড়ায় রাধা বিনোদিনী।
বৈশাখ মাসের দিন বিরহিত হইয়া
শীতল চন্দন রাধে অঙ্গোতে লাগাইয়া।
শীতল চন্দন অঙ্গো লাগাও সখীগণ
বন্ধু দরশন বিনা বাঁচে না জীবন।
জ্যৈষ্ঠ মাসের দিন ফুটে নানান ফুল
রাধার বন্ধু কুঞ্জে নায় রমণীর পুড়ে বুক।
আষাঢ় মাসের দিনে আশা ছিল মনে
আসিবা ঠাকুর কৃষ্ণ রথযাত্রা দিনে।
শ্রাবণ মাসের দিনে দেখিলা স্বপন
শিয়রে গোবিন্দ বইছইন প্রভু নারায়ণ।
ভাদ্রমাসের দিনে ধাদা ছিল মনে
ভাণ্ড ভাঙ্গিা মাখন খাইব গোয়ালের বাথানে।
আশ্বিন মাসের দিনে উদ্ধবরে জিজ্ঞাসে
যাইবা নি রে প্রাণ উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে—।
একথা শুনিয়া উদ্ধব করিলা গমন
শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উদ্ধব দিলা দরশন।
উদ্ধবরে দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে কুশল
কুশলে নি আছইন্ আমার রমণীসকল।
কার্তিক মাসের দিনে উদ্ধব আইল দেশে

কান্দিয়া কান্দিয়া রাধা উদ্ধবরে জিজ্ঞাসে।
কহ কহ আরে উদ্ধব কহ রে কুশল
কুশলেনি আছইন আমার শ্রীমধুসুধন।
অঘ্রাণ মাস হইল শেষ পৌষের তিন দিন
এবো তো না ঠাকুর কৃষ্ণের দেশে আইবার চিন
মাঘ মাসের দিন ভীম একাদশী
স্নান করিতে চলিলা রাধা তীর্থ বারাণসী।
সোনা না হয় রূপা না হয় অমূল্য রতন
সধবা থাকিতে রাধার বিধবা লক্ষণ।
ফাল্গুন মাসের দিন দোল পূর্ণমাসী
আসিলা ঠাকুর কৃষ্ণ আবিরের বৃষ্টি।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন সখীগণ
রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল রসবৃন্দাবন।।

সর্ব/১

।। ৭৮৮।।

কি অপরূপ লীলা দেখবি যদি আয়
শ্যাম অঙ্গো রাইর অঙ্গা দিয়া রাইধনী ঝুলায়।
শ্যামের মাথায় মোহনচূড়া বাতাসে হিলায়
রাইয়ার মাথায় মোহনবেণী ভুজঙ্গা খেলায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে সময় গইয়া যায়।।
এমন সুযোগ সখী আর কি পাওয়া যায়।।

সুহা/১৫

।। ৭৮৯।।

কুঞ্জবনে রাধার মদনমোহন চলে গো
ধীর ধীর গমনঁ।
হালিয়া ঢলিয়া পড়ে চলে না চরণ।।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে করিলা গমন
শ্রীরাধার মন্দিরে গিয়া দিলা দরশন।
সিন্দুরের ইন্দুবিন্দু ললাটে চন্দন

কে খাইয়াছে কমলমধু শুকাইয়াছে চাঁদবদন
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন সখীগণ
পুরুষ ভ্রমরা জাতি দোষ কি কারণ।।

সুখ/৩৩,ক / ৩৯

পাঠান্তর ঃ ধীর ধীর গমন > এর পর যোগ হবে — শ্রীরাধার মন্দিরে যাইতে করিলা গমন; শ্রীরাধার .... দরশন > এর পরে যোগ হবে—কালা চান্দের কালা অঙ্গ কালা আভরণ / শ্রীমুখে কপূরের বাস দরশনে পরশন।

।। ৭৯০।।

চলনা চলনা মাধব নিশি যায় পোষাইয়া
কিবা ধনী শুইয়া আছে কপাট লাগাইয়া
মন্দিরের সামনে গিয়া হস্তে দিলা তালি
আপনি খসিল রাধার কপাটের খিলি
মন্দিরে ঢুকিয়া কৃষ্ণ চতুর্দিকে চাইন
শিয়রে বসিয়া কৃষ্ণ রাধারে জাগাইন
কৃষ্ণের মুখে মুচকি হাসি রাধার মুখে চায়
কেবা কৃষ্ণ কেবা রাধা চিনন না যায়।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ বাঁশিত দিলা টান
একটানে উড়াইয়া দিলা শ্রীরাধিকার পরান
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনি রাই
চক্ষু মেলি দেখ তোমার আসিয়াছইন কানাই।।

ক / ৭

।। ৭৯১।।

ছাড়িয়া না দিব বন্ধুরে ছাড়িয়া না দিব
তুমি যদি ছাড় বন্ধুরে আমি না ছাড়িব।
ওরে সুনারো পুতুলার মত হৃদয়ে রাখিব।।
তুমি হইবায় কল্পতরু রে বন্ধু আমি হইব লতা
ওরে দুই চরণে বান্ধিয়া রাখিমু ছাড়িয়া যাইবায় কোথা।
ভাইবে রাধারমণ বলে রে বন্ধু মনেতে ভাবিয়া
অভাগীরে সঙ্গো নেও নিজ দাসী জানিয়া।।

রা/১৪২

।। ৭৯২।।

ছাড়িয়া যাইবার না লয় মনে আমরা বিদায় হই।
জন্মের মতো প্রাণনাথরে আবার দেখিয়া লই।।
থাক থাক ওরে বন্ধু বৃন্দাবন জুড়িয়া।
কাকুতি মিনতি করইন চরণে ধরিয়া।।
দয়া নি রাখবায় বন্ধু অধম জানিয়া
ভাবিয়া রাধারমণ বলে শুন গো ধনী রাই
পাইবায় তোমার ঠাকুর কৃষ্ণে কোনো চিন্তা নাই।।

আশা/১২

।। ৭৯৩।।

দেখ দেখ গো সখী দেখ নয়ন ভরি
বিপুলায় শ্যামকে দেখে খৈ বরিষণ করি।
খৈ ছিটায় মুষ্টি ভরি মুখে বলে হরিহরি
আনন্দে নৃত্য করে শ্যামাপ্রদক্ষিণ করি।
বিপুলায় হর্ষ করে ঘুরি ঘুরি শ্যাম নেহারে
মনানন্দে উছলে পড়ে শ্যাম ধরি কি ধরি।
ভাইবে রাধারমণ বলে আয় গো সবে কৌতূহলে
জয় রাধাগোবিন্দ বলে নাচ নাচ উল্লাস ভরি।।

গো (২৯৯)

।। ৭৯৪।।

বাজে গো চাইর আতে এক বাঁশি
বৃন্দাবন চইলে যায় আনন্দেতে ভাসি।
শ্যাম আমার চিকন কাল আমাবস্যার নিশি
রাই আমার বিদুমুখী পূর্ণিমার শশী।
গাথিয়া ফুলের মালা যতেক রূপসী
শ্যামের গলে দেয় মালা মৃদু মৃদু হাসি।
ময়ূরায় নৃত্য করে তমালেতে বসি
ভেইবে রাধারমণ বলে হইতাম শ্যামের দাসী।

সুখ/৭

।। ৭৯৫ ।।

বাঁশি কে বাজাইয়া যায় —
এমন সুখের বাঁশিয়ে রাধারে জাগায়।।
আর রাস্তায় চলিয়ে কিষ্ণে
বাঁশিয়ে দিলা টান।
ওয়রে ঘরে থাকি শ্রীরাধিকার
উড়াইলা পরান।।
আর মন্দিরে সামাইয়া কিষ্ণে
চারিপানে চায় ঃ
ওয়রে হাতের বাঁশি ভূমিত থইয়া
রাধারে জাগায়।।
আর ঘুম ঘুম করিয়া কিষ্ণে
মুখে দিলা পান।
ও রাধারমণ বলে,
শ্রীরাধিকায় যৈবন কইলা দান।।

শ্রী/৩৪৪

।। ৭৯৬ ।।

মধু বৃন্দাবনেরে রাই মিলিল গিরিধারী
উচ্চ পুচ্চ তুলে নাচে ময়ূর ময়ুরী
আমরা যেন নিতই নিতই শ্যামরূপ হেরি
তরুয়া কদম্ব ডালে ডাকে শুকশারি।
প্রেমানন্দে সখীবৃন্দে দেয়রে করতালি।
রাধাশ্যাম মিলন হইল বলো হরি হরি।
ভাইবে রাধারমণ বলে সদায় চিন্তিয়া মরি —
জন্মবধি কইলাম চিন্তা পাইলাম গো শ্রীহরি।।

গো (৩০০)

।। ৭৯৭ ।।

মধুর মধুর অতি সুমধুর মোহন মুরলী বাজে
দেয় করতালি, ব্রজের নাগরী মঙ্গাল আরতি মাঝে।। ধু।।

শঙ্খ ঝাঞ্জরী পাখোয়াজ খঞ্জরী কেহ কেহ বীন বাজে।
তা ধৃক তা ধৃক তা — তা তা থৈয়া মধুর মৃদঙ্গা বাজে।
ধূপ দীপ লইয়া মধুর আনন্দে ললিতা বিশাখা সাজে
ময়ুরা ময়ুরী নাচে ঘুরি ঘুরি রাই কানু থইয়া মাঝে।
কহে প্রেমানন্দে মনের আনন্দে আর কি এমন হবে
শ্রীরাধারমণ যুগল চরণ কবে সে দেখিতে পাবে।।

গো (১২৪)

।। ৭৯৮।।

মিলিল মিলিল মিলিল রে
আজ কুঞ্জে রাধা কানাই মিলিল রে।
শ্রীরাধিকার প্রেমরসে বিচিত্র পালঙ্ক ভিজে
কানাইর মাথার চূড়া হালিল রে।
শ্যামকুঞ্জের জল অতীব সুশীতল
মকর কুঞ্জে কানাই শোভিল রে
ভাইবে রাধারমণ কয় রাধা কানাইর মিলন হয়
মধুর বৃন্দাবন আজ প্রেমরসে ভাসিল রে।।

সুখ/৩৫

।। ৭৯৯।।

শুনগো কিশোরী বাজে গো বাঁশরী
নিকুঞ্জ কানন বনে
শুক পিক সব করে কলরব
মধুর মুরলী গানে।
মনের বেদনা বিচ্ছেদ যাতনা
এত যাহার কারণে
আসিল সেজন করগো যতন
মিলোগো তাহার সনে।।
মেলিয়া নয়ন করিয়া দর্শন
পুলক আনন্দ মনে
করিয়া আদর পুষ্পশয্যা পর

বসিলেন দুইজনে।।
শ্রীরূপ মঞ্জুরী .. অধিকারী
ললিতাদি সখীগণে
যতেশ্বরীগণ আনন্দে মগন
কহে শ্রীরাধারমণে।।

য/১১২

।। ৮০০।।

শুনগো সখী রাধার মন্দিরে বাজে বেণু
আইজ বুঝি শ্রীরাধিকায় পাইয়াছে কানু।। ধু।।
রাধারে লইয়া হরি আছে কত রঙ্গ করি
রঙ্গো রঙ্গিলা শ্যামনু
কুঞ্জের ফুলের বাসে ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর আসে
সুগন্ধ মোহিত ফুলের রেণু।
কুঞ্জশোভা মনোহর দেখ কত রং ধরে
চক্ষে ভাসে যেমন রামধনু
চল সখী শীঘ্রগতি দেখি রাধা কেমন সতী
রতি করে কুঞ্জে লই কানু।
কানু কয় এস পিয়ারী দুইজনে ছল করি
দুই অঙ্গো হই এক তনু
রাধারমণ বলে কলঙ্ক ভঞ্জন করে
রাই অঙ্গো মিশি গেল কানু।।

গো (২৯৮)

।। ৮০১।।

শ্যামের সনে রাই মিলিল গো মিলিয়া মিশিয়া
তোরা দেখ গো আসিয়া
নানা জাতি মালা গাঁথি যতন করিয়া
শ্যাম গলে দিতাম মালা গো ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া।
চুয়াচন্দন রাখি কটরায় ভরিয়া

শ্যাম অঙ্গো দিতাম চন্দন ছিটাইয়া ছিটাইয়া
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আমারে নি করবায় দয়া শ্রীমতী জানিয়া।।

ক.ম /৩

।। ৮০২।।

সখী দেখো রঙ্গো কেলি কদম্বতলায় নাচে রাধাবনমালী।। ধু।।
দুই তনু এক করি করে তারা কেলি বামেতে রাধিকা দেখো
ডানে বনমালী।
দুই রূপ এক হইয়া উঠিছে উজলি বিদ্যুৎ তরঙ্গা খেলে
করে ঝলমলি।
ব্রজাঙ্গানা মোহিত দেখি রাধা বনমালী
আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া হাতে দেয় তালি।
ভাইবে রাধারমণ বলে কুলে দিয়া কালি
নামেতে যোগিনী অইয়া না পাইলাম বনমালী।।

গো (২৯৭)

৮০৩।।

সুখের নিশিরে বিলয় করি প্রভাত হইও না
তুমি নারী হইয়ে নারীর কোন বেদন জান না ।।
ও নিশি রে আমার একটা কথা রাখ আঁধার হইয়া থাক
প্রভাত কালে যাবে ফেইলে কেনো নিশিরে।
তুমি যদি হও রে প্রভাত আমার বুকে দিয়ে আঘাত
তুমি নারী বধের পাতকিনী হবে রে।
ও নিশি রে রাত্র প্রভাতকালে কোকিলায় পঞ্চম বলে
বিনয় কইরমু কোকিলার চরণে নিশিরে।
ভাইবে রাধারমণ বলে রাই ধইরাছে শ্যামের গলে
আমি কেমনে তোরে করিতাম বিদায় রে।।

সুখ/৩৬

ঢ. সহজিয়া

।। ৮০৪ ।।

অকূলে ভাসাইয়া তরী ও রইলায় রে লুকাইয়া।। ধু।।
ভবনদীর ঢেউ দেখিয়া ও গুরু প্রাণ ওঠে কান্দিয়া।। চি।।
সারে তিন হাত লম্বা তরী বাইনে বাইনে চুয়ার পানি
নাই কান্ডারী মরি গো ঝুরিয়া।। ১।।
কত তরীর ভরা খাইছে মারা
ও নদীর ফাঁকেতে পড়িয়া।। ২।।
নদীর নাম কামিনী সাগর উথলিয়া উঠে লওহর
হইলাম পাগল তরঙ্গা দেখিয়া।। ৩।।
রাধারমণে কয় ভাঙ্গা তরী...
ও তরী কেমনে যাই বাইয়া।। ৪।।

রা/১১০

।। ৮০৫ ।।

অধর চান্দ ধরবে যদি নিরবধি রাই করে মন
দুই নয়ন পারা।। ধু।।
গুরুবাক্য ঐক্য কর হৃদে ধর না যাইও কামিনীপাড়া।। চি।।
সত্যেতে লাগাইয়া নিশা ত্রেতাতে নেহারা।
দ্বাপরেতে শেষভাগে উদয় গোপীর মনচোরা।।
অসাধ্য সাধিতে পার হও যদি মরা।
মরায় জিতায় হইলে রঙ্গা নাহি ভঙ্গা অনঙ্গা সাগরে ভুরা।
প্রভু রঘু কহেন উল্টা তন্ত্রে মন্ত্রে না যায় ধরা
সাপের মাথায় ভেক নাচে, ভয়াল আছে
রাধারমণ রে তুই হও হুসিয়ারা।

য/১

।। ৮০৬ ।।

আপন মন তোর কে আছে ভাব কৈরা দেখ দেহার মাঝে
ভাই তো আপনার নয়রে একই রক্তের কায়া
পরের নারী ঘরে আইলে ছাড়ইন ভাইয়ের মায়া।।

স্ত্রী তো আপনা নয়রে পুরুষেরে কাপাই খায়
কটু মুখে কইলে কথা রাঢ়ী হইতো চায়।।
ঘরের পিছে এক ঝাড় বাঁশ সে তো সহোদর
কাটলে হবে ঘরের পালা মইলে সঙ্গো যায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে নদীর কূলে বইয়া
পার হইমু পার হইমু বলে দিন তো যায় মোর গইয়া।।

সুখ/৪৪

।। ৮০৭।।

আপন মনের মানুষ নইলে গো মনের ভাষা কইও না।
কথা জাগুইলে মনে কেউরির ফাকিত পড়িস না
অসতের সঙ্গা ছাড়ি সদাই সাধুসঙ্গা কর
আগু কাজে বেকুল হইও না।
ছাওয়াল অইতো পারে আগলা তালে তাল ধরিয়া রঙ্গো নাইচো না।
অসতী এমন ধারা দুরের নাওয়ে সাধুর পাড়া
কতশত খাইছে মারা মইলে জাগে না।।
শিমুল ফুলের রূপ দেখিয়া ধাপ্পা দিওনা
পুর্বজন্মের পূর্বফলে যদি মনের মানুষ মিলে
দেখাইতাম দাম চলিয়া লইতাম কিনারা
রাধারমণ বলে এবার ভবে মানুষ পাইলাম না।।

সুখ/৪৩

।। ৮০৮।

আমার গউর নিতাই জগৎ ভাসইলায় রে কোন্ কলে।। ধু ।।
জগৎ ভাসাইলায় রে আমার প্রাণ হইরে নিলায় কোন্ কলে।। চি ।।
আকাশেতে গাছের গোরা জমিতে তার ডাল
ডাল ছাড়া পাতা, পাতা ছাড়া ফল রে কোন্ কলে।। ১ ।।
গাছের নাম চম্পক লতা রে পাতার নাম তার নিল
এক ডালে তার রসের খেলা আর ডালে তার প্রেম, রে কোন্ কলে।।২।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনরে সাধু ভাই
হাত নাই জনে পাড়ে ফল, মুখ নাই জনে খায়, রে কোন্ কলে।। ৩।।

রা/৯৫

।। ৮০৯ ।।

আমার দিন বড়ো বেকলা দেখি —
আকুল গেছি খাইয়া গো
ও সই, মাতি না ডরাইয়া ।।
আর সার-শুয়া দুইটি পঙ্খী
রাখিয়াছি ধরিয়া।
ওরে, দু-দিলা হইলে পাখী
যাইব রে উড়িয়া গো ।।
আর এমন যতনের পাখী
কে দিব ধরিয়া।
এগো, বিনা দর্মায় করমু চাকরী —
এই জনম ভরিয়া গো ।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে —
শুন রে কালিয়া ঃ
এগো, নিবি ছিল মনেরি আনল
কে দিল জ্বালিয়া গো ।।

শ্রী /১৫৩

।। ৮১০ ।।

আমার দেহতরী কি দিয়া গড়িলায় গুরুধন।
আমি ভুতের বেগার খাইটে মইলাম পাইলাম না
শ্রীগুরুর চরণ ।।
নায়ের আছে ষোল গুড়া মধ্যে মধ্যে আছে জোড়া
ওবা গুরুধন।
নায়ের হাইল মানে না গুণ বলে না মন মাঝি ভাই
পাই না দর্শন ।।
পার হৈতাম গেলাম ধাইয়া সে পারে পাষাণের মাইয়া
ওবা গুরুধন।
মাইয়ায় পার করে না, কূলে বৈসা ভাবতে আছে রাধারমণ ।।

সুখ /৪

।। ৮১১।।

আমার দেহতরী কে করলো গঠন
মেস্তরি কে চিননি রে মন।। ধু।।
ঐ যে নায়ের গুড়া আছে ছোট বড় সব দিয়াছে
কে কৈলো গঠন গো নায়ের কে কৈলো গঠন
লুআ ছাড়া তক্তার জোড়া বেশ করিয়াছ পাটাতন।
ঐ যে নায়ের গরা আছে গরায় গরায় মাল আছে
কে কৈলো ওজন গো নায়ের কে কৈলো ওজন
ছয় জনাতে চালায় তরী কে হইয়াছে মহাজন?
ভাইবে রাধারমণ ভানে মিছা ভবে আইলাম কেনে
না কৈলাম সাধন গো আমি না কৈলাম সাধন
হেলায় হেলায় দিন গয়াইলাম কুন কাজেতে দিয়া মন।

গো আ (৫১), সুখ /৫৮

পাঠান্তর সুখ ঃ এই যে দেহতরী কে করিল সুগঠন/মেস্তরিরে চিনলায় না রে মন।। ঐ যে নাওয়ের আছে জোড়া/জোড়ায় জোড়ায় গিলটি মারা/কে করিল গঠন।। লোহা ছাড়া তক্তা মারা/ কিবা শুভা পাটাতন ।। এই যে নাওয়ের যোল্লতোলা/খুল্লায় নারে ও মন ভোলা ঘুমে অচেতন।। তালা খুলবে যখন দেখবে তখন/মোহর মারা আছে ধন।। মছ্তুলে দিয়ে বাত্তি /রংমলেতে করে জ্যোতি/ একবার খুলে দেখ রে নয়ন/রাধা বলে দিল ,কালা তর /জন্ম হইল অকারণ।

।। ৮১২।।

আমার ভবজ্বালা গেল না, সৎ পিরিতি হইল না,
এগো সৎ পিরিতি হইতে পারে মাটির দেহা টিকবে না।
মুখের মাঝে অমৃত ভরা তাতে ছাই দিও না,
এগো দুধের মাঝে ছাই মিশাইলে দুধের বর্ণ রবে না।
মধুপুরে কাল ভমরা সদায় করে আনাযানা,
এগো শুকাইলে কমলের মধু আর ত ভমর আসবে না।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে প্রেম জ্বালায় ত বাঁচি না,
পড়িয়া রইলাম ঘুমের ঘোরে ভমরারূপ দেখলাম না।

আহো /১, গো (৩০), সুধী /১০

।। ৮১৩।।

আমার যেমনের বেণী তেমনি রবে চুল ভিজাব না।
আমি সিনানে যাব সিনান করিব না
আমি খাইতে যাব খাইতে পারব গেলাস নিব না ।
শুইতে যাব শয়ন করব বিছানা করব না।
আমি শুইতে যাব শয়ন করব ঘুমাইব না।
মশায় খাবে গা মুছিব মশারী টাঙ্গাইব না।
গুরু ধরব নাম বিচারবো পন্থ ছাড়রো না
ভাইবে রাধারমণ বলে ইহাই আমার কল্পনা ।।

গো (৪৫), হা (৮)

।। ৮১৪।।

আশা নি পুরাইবায় গুণমণি রে দীনের নাথ বন্ধু
আশনি পুরাইবায় গুণমণি।। ধু।।
ত্রিভুবন ভর্‌মনা করি না পাইলে তোমারে —
বাউল মনায় বিন্ধা করি ঘুরাস কত ঘুরনি রে।
আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নৌকা মনুয়া যে কান্ডারী
হৃদনগরে আছে হাট হুস মাঝি বেপারীরে।
শিশুকালে দেখা দিয়া — যৌবন কালে ঘুম
উদাসী করিলা দিয়া কুঁটানারকের চুম রে।
কামক্রোধ ছাড়ি দিয়া হইয়া আউল
আশাপূর্ণে দিশা রাখে রমণ বাউলরে।।

গো (৪২)

।। ৮১৫।।

আসল ধনের নাই ঠিকানা মন কর তার উপাসনা।
কামনদীর মদন বাণে ভাঙ্গিয়া নিল চাঁদের কোণা
মাইয়ার হাটে গেলে পরে সকলে তার ভাও জানে না।।
মাইয়ার সাধন বিষম যেমন মন বিকায় দেড়াদুনা
যেমন রাহু আইসে চন্দ্র গ্রাসে প্রাণ করিয়া নেয় ষোল আনা।
ভাইবে রাধারমণ বলে রসিক জেনে কর দেনা
অনুরাগের নিক্তি দিয়া মাফ্‌তে আছে খাঁটি সোনা।।

শ্যা/৫

।। ৮১৬।।

উপায় বল রে বেভুলার মন, ভবসমদুর তরিবার।। ধু।।
মায়াতে মগন হইয়া অসারকে জানিছ সার,
গুরুভক্তি নাই অন্তরে, স্ত্রীপুত্রের হইছ বেগার।
ভাঙ্গা নাও সওয়ারী মনা, মস্তুল কইলাম সার,
'অজপারে' সাধন কৈলে নামের গুণে হবে পার।
বাউল রাধারমণ বলে গুরুর চরণ কর সার
গুরুর চরণ সাধন কইলে ডঙ্কা মারি হবে পার।।

আ/৩, গো (২২), সুখী/১৪, হা (৩২)

।। ৮১৭।।

খেমটা

এই তো মহাজনের মত
যার প্রেমে স্বয়ং কৃষ্ণ দিয়াছেন প্রেমের খৎ।। ধু।
মাইয়ার সুখে সুখী জগৎ মাইয়ার অনুগত ।। চি।
দাসখতের এই অর্থ দেহ আত্মেন্দ্রিয় যত
মাইয়ার সুখে অনুরত সে বড় কঠিন ব্রত
রাধা প্রেমে ঋণী কৃষ্ণ তমসুকে দস্তখত।। ১।।
হরিহরের যেই মর্ম মাইয়ার সাধন মুখ্য কর্ম
আপনি আচরি ধর্ম দেখাইলেন জীবকে সহজ পথ
শ্রীরাধারমণে ভনে মাইয়া ভজে সৎ।। ২।।

রা/১৩

।। ৮১৮।।

এমন মধুর নামে রতি না জন্মিল রে
নির্বলের বল বন্ধু কেবল হরি।
নাম যজ্ঞ মহামন্ত্র উপাসনা কর হে
যদি নাম নিরলে নিতে পার
পাপ তাপ দূরে যাবে মধুর হরির নামে রে ।।
পঞ্চ দিয়া পঞ্চ ধর আরেক পঞ্চ সাধন কর রে

পঞ্চ দিয়া পঞ্চকে উদ্ধারো —
পঞ্চ লইয়া চল সাধুর বাজারে রে।।
মাইয়ার অনুগত হয়ে প্রেম সাধনা করো হে
মাইয়া যে হয় অনঙ্গা মঞ্জরী
মাইয়ার প্রেমে উদয় হয় কিশোর কিশোরী রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার বন্ধু কেবা আছে
ভব নদী দিতে চাও পাড়ি
ভব নদীর পাড়ি দিতে শ্রীগুরু কান্ডারী রে।।

কি / ৬

।। ৮১৯ ।।

ও দম গেলে আইবার নাইরে আশা —
ওই দম লইয়া কি ভরসা।।
আর ইদ্রের মাঝে থাকো পাখি,
তনের মাঝে বাসা;
ও আমি বুঝিতে না পাইলাম তার রে
ওয়রে পাষাণ মন,
ও আমি চিনলাম না তায় রইবার বাসা।।
আর হৃদপিঞ্জিরায় থাকো পাখি
মোহন ডালে বাসা;
ওরে, তিন ডালে তার পালা পালিছ —
হায় রে পাষাণ মন,
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা।।
আর ভাইবে রাধারমণ বল —
শুনো রে কালিয়া ঃ
পাখী পিঞ্জিরা ছাড়িয়া যাইতে রে
হায় রে পাষাণ মন,
তোরে আইল রাখি, অসারের ধন।।

শ্রী/১৫২

।। ৮২০।।

ও পাষাণ মন কোন্ সাধনে যাবে বৃন্দাবন।
কোন্ মানুষ ইন্দ্রের কোলে সে ধরে চতুর্দোলে
কোন্ মানুষ ত্রিপুন্নীর জলে বিনয়ে করছে ভ্রমণ।
ছাইয়ার কাছে পা না দিলে মুখের কথায় কি চৈতন মিলে
গাছে গোড়ায় ঠিক না থাকিলে অকালে হয় তার মরণ।।
ভাবিয়ে রাধারমণ বলে গোবর্ধনের অন্তরালে
আছে মানুষ নির্ব্বিরলে ধেয়ানে পায় যোগিগণ।।

য/২০

।। ৮২১।।

কপালের দুষ দিমু কারে সকলই কপালে করে
সুখের সাথী জগৎ ভরা দুঃখের সাথী নাই সংসারে।।
আগে যদি জানতাম ভাই রে ডাকাইতে ডাকাতি করে
ফাঁকি দিয়া নেয় গো মোরে বান্ধিয়া দেয় জেলের ঘরে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেইকলাম ভবের মায়া জালে
ভাইরে এ ভবের বাজারে গিয়ে লুহা কিনলাম সুনার দরে।।

য/২৩

।। ৮২২।।

(তাল-খেমটা, রাগ মনোহরসাই)

কৃষ্ণ প্রেম সিন্ধু মাঝে থাক মইজে
হইয়ে গোপীর অনুগত।।ধু।।
গোপীর বিশুদ্ধ ভক্তি সজল রতি
প্রেম রসে উনমত
যেমন জল ছাড়া মীন জলের অধীন
জল বিনে মীন হয় নিহত।। ১।।
গোপীর ভাব চাতকিনী উন্মাদিনী
মেঘের আশে পিপাসিত
পান করে না অন্য বারি প্রাণে মরি বিনে
নবঘনের সুধামৃত।। ২।।

কালাচান্দ মদনমণি অনঙ্গা জিনি
মন্মথের মন্মথ
রাধারমণের কথা হৃদয় গাথা
মন হইল না মনের মত।। ৩।।

রা/৬

।। ৮২৩।।

(খেমটা)

কৃষ্ণ ভজ না কেন মন সুদিন যায় রে
তুমি মিছা মায়ায় ভুলিয়াছ রে মন।। ধু।।
চক্ষুকর্ণ নাসিকাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ
সুপথেতে হয় না রত বাদী ছয় জন।। ১।।
এ রূপলাবণ্যধন তনু নয়ে আপন
যৌবন বারিষার জল নিশির স্বপন ।। ২।।
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য না হইল যাপন
মন হইল না মনের মতন কহে শ্রীরাধারমণ।। ৩।।

রা/২২

।। ৮২৪।।

(খেমটা)

কৃষ্ণ ভজো না কোন্ কাজে দিন যায় রে।
তুমি অসার আশে রইলে রে মন ।। ধু।।
অজন্তর রাখ্যতম মনুষ্যজীবন।
হেলায় হেলায় গেল বেলা নিকটে শমন।। ১।।
জনম সফল কৃষ্ণপদে যার মন
আত্ম সুখের সুখী হইলে না হয় সাধন।। ২।।
স্ত্রী-পুত্র-ভাই-বন্ধু কেহ নয় আপন
কেহ না হবে সঙ্গোর সঙ্গী কহে শ্রীরাধারমণ।। ৩।।

রা/২১

।। ৮২৫ ।।

কেনে ভবে আইলাম রে, নিতাই চৈতন্যের হাটে মাইর খাইলাম।
রঙ্গো আইলাম, রঙ্গো গেলাম, রঙ্গো ভুইলা রইলাম।
রঙ্গো রঙ্গো মহাজনের তফিল ভাঙ্গিয়া খাইলাম।।
উল্টা আইলাম, উল্টা গেলাম, উল্টা কলে রইলাম।
উল্টা কলে চাপি দিয়া তালা না খুলিলাম।।
এক সমুদ্রের তিনটি ধারা, তারে না চিনিলাম ।
গঙ্গার জল ত্যজ্য করে কুজল খাইয়া মইলাম।।
গোসাই রাধারমণ বলে, এই বারই এই বার।
মনুষ্য দুল্লভ জনম না হইব আর।।

য/১৪৮

।। ৮২৬ ।।

ঘরের মাঝে ঘর বেঁধেছে আমার মনোহরা
জাগা হয় না ঘরের মাঝে সে থাকে না ঘর ছাড়া।। ধু।।
বায়ান্ন গলি তিপান্ন বাজার ঘরের মধ্যে পোরা
মূল কোঠায় মহাজন বসে নামটি ধরে সে অধরা।
ঘরে কেবা ঘুমায় কেবা জাগে কেবা দেয় রে পাহারা।
ছয় চোরায় চুরি করে পবন দাস দেয় পাহারা
সংসার জুড়ি ঘর বেধেছে থাকিয়া সে মরা
ধরমু করি জনম গেল না হইল ধরা
ভাইবে রাধারমণ বলে ডুবিল মূলের ভরা
ঘরে থইয়া ধরতে আমি না পারিলাম অধরা।।

গো (৫৫)

।। ৮২৭

চৈড়ে মনোহারী ভবের গাড়ি আয় কে যাবে বৃন্দাবন ।। ধু।।
বৈসে থাক রূপ নেহারে স্বরূপে রূপ কইরে মিলন।। চি।।
নয়ন রেলে ভাবের গাড়ি কানেতে চাক যোগান করি
রাগ অনুরাগ অনল বারি পূর্বরাগ কইরে দাহন।। ১।।

কাম কলেতে টিপনি দিয়ে চালায় প্রেমের ইঞ্জিন
হাওয়ার আগে চলে তিলে পলে ঘুইরে আসে চৌদ্দ ভুবন ।। ২।।
প্রথম টিকেট ব্রজপুরী স্টেশনমাস্টার বংশীধারী
সব সখীগণ সহায়কারী ভাব গাড়ির মহাজন
ভাবনা মূলে আমার টিকেট কাটে বিশাখা সখী
সখীর অনুগত হইয়ে থাকা করে তনুমন আত্মসমর্পণ।। ৩।।
তিছরা টিকেট গোবর্ধনগিরি স্টেশন মাস্টার রাই কিশোরী
রসের কুঠায় রূপমঞ্জরী অষ্টাদশ দণ্ড টাইম নিরূপণ
উদ্দীপন বংশীধ্বনি প্রেম সেবা আলম্বন
শ্রীরাধারমণে ভনে প্রেমের কথা রেইখ গোপন।। ৪।।

রা/৮

।। ৮২৮।।

তারে তারে গো সই খোজ করিও তারে
মনের মানুষ বিরাজ করে হৃদয় মণিপুরে ।। ধু।।
যং রং লং বং যং রং লং বং
সদাই ঝংকারে এক তারে বাজাইলে বাজে বাহাত্তর হাজারে।
রসের নাগর সে কালাচাঁদ আছে সহস্রারে
পাইলে সুযোগ করিও সংযোগ সে যমুনার পারে
ভাইবে রাধারমণ বলে আমি পাইলাম না রে
বৃথা জীবন কাটাইলাম যমুনারই পারে।

গো (২১)

।। ৮২৯।।

তোরা দেখ রে আসি নগরবাসী প্রেমরসের ফুল।
ফুলের গন্ধে অন্ধ মকরন্দ মধু লোভে প্রাণ আকুল।
ও কিশোরীর প্রেম ব্রজধামে সে ফুলের মূল
সজল উজ্জ্বল রসে মিলে উদয় সুরধনীর কূল।।
ও প্রেম রসের কমল টলমল মহিমা অতুল
যার পরশে পাষাণ ভাসে লুণ্ঠন করে সোনার মূল।
যার কপাল মন্দ মায়ায় মুগ্ধ সৎ সঙ্গো তার ভুল

গোসাই রমণ বলেন মানুষ বিনে লাগছে প্রেমের হুলাহুল।

তী/৪, য/১৫২

পাঠান্তর ঃ লুণ্ঠন করে > লোহা ধরে, গোসাই... হুলাহুল > রাধারমণ বলে মানুষ লীলে লাগছে প্রেমের হুলস্থুল।

।। ৮৩০।।

দিন গেলে তুই কাঁদবে রে বইসে
তোদের কান্দন কেউ শুনবে না
মন রে দেহার গৌরব করিও না।। ধু।।
মন রে হীরার দামে চিরা কিনা
আসলে উসুল মিলে না।।
ওরে অন্ধের হাতে মাণিক দিলে যত্ন জানে না ।
মন রে একদিন দুইদিন যাবে রে সুখে
চিরদিন সমান যাবে না ।।
ভবনদী তরিবারে কর সাধনা
মন রে ভবনদীর পারে ভুজঙ্গা নদীর থানা
এগো সাধু যায় হাসিখুশি পাপী যাইতে মানা
মনরে ভাবিয়া রাধারমণ বলে শ্রীগুরু চরণ ভজনা
এগো শমন আসি ধরবে যখন ছাড়িয়া দিবে না ।।

য/৫৭

।। ৮৩১।।

(তাল—লোভা)

দেহার সুখে কেন প্রেমের মরা মর্লেমনা
প্রেমের মর্ম জানলে না।। ধু।।
মরা হইয়ে অধর ধরা রসিকের ভাব শিখলেম না।। চি।।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ রিপু ছয়জনা
ছয়জনা ছয়দিকে টানে মাঝির টিপ মানে না।। ১।।
মেঘের আশে চাতকিনী বৈসে থাকে একমনা
প্রাণ যদি যায় জল পিপাসায় অন্য জল পান করে না।। ২।।
কালাচান্দ রাসমোহন তিলকচান্দ ঠিকানা
প্রভু রঘুনাথের প্রেমের কারণ রাধারমণ সাধলে না।। ৩।।

রা/৯

।। ৮৩২।।

ধরবে যদি রসের মানুষ নেহারে
সহজ ভাবেরি ঘরে
ভাবের গুরু কল্পতরু মনপ্রাণ যে হরে।
দেহরতি কর শূন্য গুরুরতি কর পুণ্য
কামশূন্য শুদ্ধ নির্বিকারে
মরা হয়ে অধর মরা চিন্তামণি পুরে।
অধর মানুষ সহজ রসে বিরাজ করে ঢাকার শ'রে।
সে মানুষ ত্রিপুন্নীর নীরে
অধর চান্দের রসের খেলা মদনগঞ্জের চকবাজারে।
চল রে মন মুসুদাবাদ
খিল জমির কর আবাদ উদয় চান্দ শ্রীরূপনগরে।
গোসাই শ্রীরাধারমণের আশা পুরে কিনা পুরে।।

য/৬০

।। ৮৩৩।।

নবদ্বীপ প্রেমের বাজার লাগিয়াছে।। ধু।।
কলি ধন্য শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়াছে।। চি ।।
শুন ভাই হাটের বিবরণ পুরুষ নারী দুইজনে একমন
কাছে প্রেমের রসের বেচাকিনি নয়ন... তৈল ধরিয়াছে।।
যাইয়ে সুরধুনীর ঘাট রসিকজনার প্রেমের হাট
রঙ্গো জিনিষ নিয়ে নিতাই চান্দ দোকান পাইতে বৈসেছে
শুন মন ভাই প্রেমের হাটে যাওয়া বিষম দায়
পাষণ্ডের মুণ্ড ভাঙ্গো অদ্বৈতচান্দে রাধারমণ বইলেছে।।

য/৬৩

৮৩৪।।

নিশীথে যাইও ফুলবনে রে ভ্রমরা ।।
নয় দরজা করে বন্ধ লইওরে ফুলের গন্ধ
নিরলে বসিয়া রে মন ভ্রমরা।।
একটি গাছের ডাল পাতা নাই তার কোনো কাল

বেটু ছাড়া ধরছে ফুলের কলি রে মন ভ্রমরা।।
ডাল আছে পাতা নাই এ ফুল ফুটিয়াছে সই
পদ্ম যেন ভাসে গঙ্গার জলেরে ভ্রমরা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঢেউ উঠিল আপন মনে
সে গান ভাবিক ছাড়া বুঝবে না পণ্ডিতেরে।।

ক. খ/৯

৮৩৫।।

পাশরিতে পারি না ও শ্যামরূপের নমুনা।।
চক্ষের মাঝারে রূপে করে আনা জানা।।
পন্থে বসি বালাম কানা, তিনে তিন আমার মিলে না
পাইলে তারে হৃদ মাঝারে রাখিতে পারি না।
যোগী ঋষি মণি গণে পায় না তারে ধিয়ানে
মূলাধারে সহস্রারে শ্যাম ধরা হইল না।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেম জ্বালায় অঙ্গা জ্বলে
শ্যাম ধরা হইল না।।

য/১৫৮ (হু আলী)

।। ৮৩৬।।

প্রাণ পাখীরে — আমারে ছাড়িয়া যাইও না।। ধু।।
তুমি মাটির পিঞ্জিরায় এতদিন থাকিলায়
ছাড়িয়া যাইতে তোমার মায়া লাগে না।
তোমায় ঘৃত চিনি খাওইলাম যতনে রাখিলাম
শুইবার দিলাম ফুলের বিছানা।
তুমি যখন যা চাইলায় তখন তা পাইলায়
ছাড়িয়া যাইতে করো মনে বাসনা।
আমি পাখী ধরিবার ছলে থাকি ঐ নিরলে
আশাতে বঞ্চিত করিও না।
ভাইবে রাধারমণ বলে থাকি রংমহলে
নাসিকের পথে তোমার আনাগোনা।।

গো (৬১)

।। ৮৩৭ ।।

প্রাণ সখী গো — অন্তিমকালের উপায় দেখিনা।। ধু।।
বেপার করিতে আইলাম একে দ্বিগুণ দুনা
ছয় ঠগে ঠগিয়া নিলো মূলের এখন নাই ঠিকানা
হেলায় খেলায় জনম গেল খেয়াল কিছু কইলাম না
কামের সনে পিরিত করি প্রেমের কাছা ভিড়লাম না
কাম সাগরে সাতার দিয়া কিনার তাহার পাইলাম না।
মাঝখানে ডুবিয়া মইলাম শেষের উপায় কইলাম না
ভাবিয়া রাধারমণ বলে উপায় কিছু দেখি না
গুরুর কৃপা বিনে আমার ঘট্‌বো বিষম লাঞ্ছনা।।

গো (৩৫)

৮৩৮।

প্রেম পবন লাগলো যাহার গায় দিবানিশি সদায় খুশী
কেবল বলে হায় রে হায়।। ধু।।
প্রেম পবনে যারে ধরে সদায় থাকে প্রেম বাজারে
রসিক জনে চিনতে পারে অরসিক চিনা দায়।
রসে রসে রসিক হইয়া অরসিকে তেয়াগিয়া
তবে পারো লইতে চিনিয়া রসিক চিনা বিষম দায়।
রসিক জানে রসের ধর্ম অরসিকে নয় তা কর্ম
রসিক কুলে লইলে জন্ম অভাবে না স্বভাব যায়।
জলের মাঝে মিশে না তেল কুল গাছে ধরে না বেল
খেজুর গাছে তাল ধরে না মরা বীজে অঙ্কুর না গজায়।
গাধা কখনো হয় না ঘোড়া পিঠে দিলে হাজার কোড়া
বাচালের মুখ বন্ধ হয় না কথা বলতে না পারে বোবায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনের মত রসিক পাইলে
পড়ে থাকবো চরণ তলে যদি না ঠেলে রাঙ্গা পায়।।

গো (১২১)

।। ৮৩৯ ।।

(তাল—খেমটা, রাগ — মনোহর সাই)

প্রেমরসের ফুলবাগানে সঙ্গোপনে কুসুমকলি ফুটিয়াছে।। ধু।।

কমলের গন্ধে অন্ধ মকরন্দ মধু লোভে খুঁজতে আছে।
যে ফুল নহে বাসি দিবানিশি সৌরভে ভুবন মাতিয়াছে।। ১।।
কমলের মূল সূত্রধর রসিক কারিগর রসের কমল গঠিয়াছে।
রসের নাই পারাপার শুকনায় সাতার অনুরাগের বাতি
জ্বলতে আছে।। ২।।
গিরি গুহার অন্তরালে বিদ্যুৎ খেলে চান্দের উপর
চান্দ শোভিয়াছে
রাধারমণের কথা হৃদয় গাথা আটচল্লিশ চান্দ ফুলের কাছে।। ৩।।

রা/৪

।। ৮৪০।।

প্রেম সরোবরের মাঝে রসেরি তরঙ্গা।
কোন্ ভাগ্যে কার দৈবযোগে সে রসের প্রসঙ্গা।।
সরোবরে প্রেমের জোয়ার হয় সেই কালে
কত মণি অমৃতাদি তিনধারায়ে চলে
সে জল পান করিলে বিধির কলম ভঙ্গা।।
আনন্দ চিন্ময় রস সর্বরসের সার
কাননুগা শুদ্ধভক্তি ব্রজ গোপিকার
সে জলে ডুব দিয়াছে রসরাজ গৌরাঙ্গা।।
যথা সিদ্ধি রসস্পর্শে তাম্র হয় কাঞ্চন
সজল প্রেমভক্তি কীটের মতন
গোসাই রাধারমণ মাগইন গোরাচান্দের সঙ্গা।।

তী/১৬

।। ৮৪১।।

প্রেম সরোবরে সইগো প্রেম সরোবরে,
প্রেম সরোবরে নামিলে ধরব বুকে নিদয়া কুম্ভীরে।। ধু।।
এমন নির্মল জল ঝল্‌মল্ করে গো সই ঝল্‌মল্ করে,
এগো মনে লয় মরিয়া যাইতাম ঝম্প দিয়া জলে,
বন্ধের লাগি ভাবতে ভাবতে রসনা ভিজল জলে,
মনে লয় মজিয়া রহিতাম চরণ কমলে।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে আশা ছিল মনে,
জিতে না পুরিল আশা মরিলে যেন পুরে।।

আ/৩৯ (২১), শ্রী (১০৯) গো (১১২), হা (১১)

পাঠান্তর ঃ শ্রী ঃ বুকে > × × ঝম্প > ঝাম্পু রসনা > রসনা > বস্ না, যেন > কি
গো ঃ ধরব বুকে > ধরিবে ; রসনা ভিজল > বুকে ভিজিল,
হা ঃ ধরব... কুম্ভীরে > ধরব নিয়া কুম্ভীরে

।। ৮৪২।।

ফুটিয়াছে রূপরসের কলি প্রেমসিন্ধু মাঝে
মন চল চৈতন্যের দেশে।। ধু।।
ফুলের গন্ধে ভাসাইল অবনী এসে।। চি।।
অদ্বৈত পারের খেয়ানী পার করি নেয় কাঙাল জানি
ধনীমানীর না আশে পাশে।
ভক্তিসূর্য সুপ্রকাশি তিমিরান্ধ বিনাশি
যে দেশের বসতি যারা হিংসা নিন্দা বৈষ্ণব ছাড়া
জিতে মরা প্রেমানন্দে ভাসে।।
সে দেশের রাজা শ্যাম আনন্দ চিন্ময় রাস
গুরুবাক্য করি বিশ্বাস সাধুসঙ্গো কর বাস
দিন গেল মন রিপুর বশে
শ্রীরাধারমণে ভনে কি উপায় শেষে।।

য/৭২

।। ৮৪৩।।

বসে ভাবছ কি রে মন মনবেপারী।
সামাল সামাল ডুবল তরী, আরে সামাল সামাল
ডুবল তরী।
মন রে প্রবঞ্চনের জিনিস ভরি নৌকা করলাম ভারী
সারা দিন ঘাটে বসি সন্ধ্যাবেলা ধরছি পাড়ি।।
মন রে ভবনদীর তরঙ্গ পালায় দশজন দাড়ি
দয়াল গুরু হয় যদি কান্ডারী
আমি পাড়ি দিতে ভয় কি করি।।

ভাইবে রাধারমণ বলে শুন রে মনবেপারী
জয় রাধা নামের বাদাম কৃষ্ণের নামে গাওরে সারি।।

ক ম /১০

।। ৮৪৪।।

ভবে জন্মিয়া কেন মইলাম না, গুরুর চরণ সাধন হইল না।। ধু।।
লাভ করিতে আইলাম ভবে — দিনে দিনে তহবিল টুটে,
আসলে উশুল মিলে না;
বুঝি আমার কর্মদোষে রে মন বিধির কৃপাবিন্দু পাইলাম না।
একটি নদীর তিনটি নালা রসিক যারা বুঝবে তারা,
অরসিকে বুঝতে পাইলাম না;
বুঝি আমার কর্ম দোষে রে মন আমার সাধন সিদ্ধি হইল না।।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে— ঠেকিয়া রইলাম মায়া জালে,
গুরু কি ধন চিনতে পাইলাম না,
বুঝি আমার কর্ম দোষেরে মন আমার সাধন সিদ্ধি হইল না।

অ (১৬), হা (৩৩) গো (৬৪), সুধী /১৫

পাঠান্তর ঃ গো আ ঃ দিনে .... পাইলাম না > দিন গেল বেপথ বেসেবে / বুঝি আমার কর্মদোষে/সাধন সিদ্ধি হইল না বেচলাম জিনিষ নগদ বাকি / লইয়া গেল সব দিয়া ফাঁকি/আর কতদিন বসে থাকি / আসল উসল হইল না; বুঝি আর ..... হইল না > × × ঠেকিয়া > পড়িয়া ; আমার সাধন... হইল না > ঘাটে যাওয়া হইল না।

।। ৮৪৫।।

মন তুই কার ভরসে রইলে বসে
আশার আশে দিন তো গেল।। ধু।।
যায় রে সুদিন না হইল দিন
দুঃখের যামিনী আইল।
ছাড় মন খুটিনাটি ময়লা মাটি
খাঁটি হইয়ে পথে চল।।
মায়াফল কর ছেদন যাই বৃন্দাবন
সাধের তরী ঘাটে রইল।

থাকতে জোয়ার হও হুশিয়ার
সাধের তরী বাইয়ে চল।।
গাইয়ে নামের সারি ... ধর পাড়ি
তৈরে যাবে গহিন জল।
অনুরাগ বাতাসে পাইলে শ্রদ্ধা পালে
যারে প্রেম সিন্ধু কূল।।
রাধারমণ বলে উলটা কলে কলে
প্রেমনগরে চল।
প্রভু রঘু কহেন পষ্ট না হয় কষ্ট
বুঝব রাধা নামের ফল।।

য/৮৩

।। ৮৪৬।।

মনবেপারী ধরছে পাড়ি, রংপুরের হাটে
লোভের পুঞ্জি নিল ছয় জনায়ে লুইটে।।
রঙের নাও রঙের বৈঠা তাতে দিলাম মাঝি ছটা।
উজান বাতাস পাইলে নাও যায় ছুইটে।।
রঙের হাট রঙের বানা রঙের কারবার
রঙের পসার কিনে রঙিলা হাটে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জীবন যায় বিফলে
পারের কান্ডারী নিতাই বসিয়া আছে ঘাটে।।

আশা/২

।। ৮৪৭।।

মন যদি যাবে বৃন্দাবন ছাড়বে কুমতির সঙ্গ
সুসঙ্গো করবে গমন।। ধু।।
যার দর্শনেতে আনন্দ বাড়ে রে অ পাষাণ মন
করে কৃষ্ণপ্রেমের উদ্দীপন ।। ধু।।
সচ্চিদানন্দ হরিপুরে রসের কুটা ঢাকা শহরে
আনন্দ মদন।।
আনন্দ চিন্ময় রস রে ও পাষাণ মন কেলি
গিরি গোবর্ধন ।। ১।।

কামানুগা রসের গতি — চব্বিশ গুরুর চব্বিশ বতি
উলটা গতি উলটা সাধন
ঠিক থাকে যেন — নিক্তির কাটা বেকলে
অকালে হবে মরণ।। ২।।
মণিকুটা মণিপুরে — অর্ধচন্দ্র বিরাজ করে
ত্রিপুর্ণীহত তিনধারে এক মিলন।
নদীর ধারে চিনিয়া — দিও পাড়ি রে পাষাণ মন,
কহে শ্রীরাধারমণ ।। ৩।।

রা/৭

।। ৮৪৮।।

মনের মানুষ না পাইলে
মনের কথা কইয়ো না —
প্রাণ-সজনি, না না না।।
কুসঙ্গীয়ার সঙ্গা ছাড়ো,
হায় রে, সদায় গুরুর সঙ্গা ধরো গো।
ওরে রঙ্গোর গুটি চালান কইরে
বন্ধ কইরো না।।
যদি তোমার ভাগ্যে থাকে—
হায় রে, মনের মানুষ পাইবে বসে গো।
ওরে, অসময়ে চলতে গেলে
কেও তো চলবে না।।
ভাইবে রাধারমণ বলে,
হায় রে, মনের মানুষ ধরতে গেলে গো —
ওরে, মনের মানুষ ধরতে গেলে
ধরা দিব না।।

শ্রী /৩১৭

।। ৮৪৯।।

মনের মানুষ পাবি নি গো ললিতে বল না
মানুষ মিলে মন মিলে না, হায় গো
মনের মানুষ পাইলাম না।

আমার উপায় বল না কার ঠাইন বলিব সখী চিত্তের বেদনা
সুখের সময় সবাই সুহৃদ দুঃখের দুঃখী দেখি না।।
কারে সখী করি আপনা ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সামান্যে জ্বলে না
আত্মসুখে সুখী জগৎ পরার দুঃখ বুঝে না।।
মানুষ সাধন হইল না এ দেশেতে মনের মত মানুষ পাইলাম না ।
মানুষে গো প্রাণ সঁপিব রাধারমণের এই বাসনা।।

য/৮৫

।। ৮৫০।।

(তাল—লোভা)

মাইয়া কি তায় চিনলে না রে মন।। ধু।।
মাইয়ার অনন্ত গুণ জ্বলন্ত আগুন মাইয়াতে জন্মমরণ।। চি।।
করেন মাইয়ার সাধন নন্দের নন্দন দ্বাপর যুগে বৃন্দাবন
মাইয়ার মান ঘুচাইতে জুড়হাতে মাঘে রাইর চরণ সাধন ।। ১।।
মাইয়ার প্রেমরসে ভাসে পেয়ে উজ্জ্বল রসের আস্বাদন।
মাইয়ার রূপেতে স্বরূপ মিশাইয়ে শ্যাম অঙ্গ হয় গৌরবরন।। ২।।
দেবের দেব মহাদেব জানেন মাইয়ার যতন
নিয়ে উরে হৃদি শিরে নারী করে কৃষ্ণযোগ সাধন ।। ৩।।
আছে রসিক দ্বাদশ গোস্বামী মাইয়ার প্রেমে মহাজন
আমি বামন হইয়ে চান্দ ধরতে আশা কহে শ্রীরাধারমণ।। ৪।।

রা/১০

।। ৮৫১।।

(খেমটা)

মাইয়া কৃষ্ণভজনের মূল মাইয়ার প্রেম পাথারে
সাতার দিয়ে অনায়াসে মিলবে কুল ।। ধু।।
মন হরিয়ে নেয় মনোহারী হরিহরে সমতুল।।
সত রজ তম মাইয়া জগৎ মাইয়ার অনুকূল।। ১।।
হরিহর জানেন যে মাইয়ার মর্ম, মাইয়া প্রেমরসের ফুল
মাইয়া যার পানে চায় আড় নয়নে তার কি রাখে জাতিকুল।। ২।।

কামিনীর কামসাগরে কামকুম্ভীরে গণ্ডগোল
তুমি সহজ মাইয়ার সঙ্গো কর শ্রীরাধারমণের কুল।। ৩।।

রা/১৪

।। ৮৫২।।

(লোভা)

মাইয়া তো নয় সামান্য লোক যার প্রেমে আপনি কৃষ্ণ
দিয়াছেন প্রেমের তমসুক।। ধু।।
নিরানন্দে যাবে সরে হেরে মাইয়ার মুখ।। চি।।
মাইয়ার কাছে জগৎ খোরে কেহ তো তারে চিনতে নারে
মাইয়া যারে কৃপা করে যে জানে তার মনে কি সুখ।।
পাতলা লোকে মাতাল বলে এই যে বড় দুখ।। ১।।
গঙ্গাধরে চিনে তারে গঙ্গা রাখে শিরোপরে
চৈড়ে আছে মরার মত, মাইয়াকে পাতিয়া দিছে বুক
রাধারমণ ভণে মাইয়ার কাছে আছে সুখদুখ।। ২।।

রা/১২, য/৩৫

পাঠান্তর ঃ মাইয়া তো নয় > এতো নয়, নিরানন্দ.... মুখ > × ×, মাইয়া ... কি সুখ > মাইয়ার যারে দরকার সে জানে তার মনে কি সুখ। গঙ্গা ধরে.. মড়ার মত > মাইয়া চিনইন মহেশ্বরে মাইয়ার চরণ ধরইন শিরে আরেক মাইয়া হৃদি পরে। রাধারমণ ভণে... সুখ দুখ > গোসাই রাধারমণ বলে মাইয়ার কাছে থাকলে বড় সুখ।।

।। ৮৫৩।।

মাইয়া সামান্য তো নয়, মাইয়াতে উৎপত্তি সৃষ্টি
মাইয়াতে উৎপত্তি প্রলয়।। ধু।।
অনন্তগুণ মাইয়ার কাছে সর্বশক্তিময়।। চি।।
মাইয়া জানেন মহেশ্বরে মাইয়ার চরণ ধরে শিরে।
আরেক মাইয়া হৃদি পরে উলঙ্গা হইয়া রয়।
মাইয়ার কাছে বস্তু আছে সাধনেতে সিদ্ধ হয়।। ১।।
মাইয়ার প্রেমে বান্ধা হরি দাসখতে দস্তখত করি।
সাধলেন মাইয়ার চরণ ধরি সে মাইয়া কে সামান্য কয়।

দেবদানব গন্ধর্ব মানব সে মাইয়ার বশে রয়।। ২।।
স্ত্রীরত্নধন বহু কষ্টে যদি কারো ভাগ্যে ঘটে
মরে ভূতের বেগার খাইটে না পাইয়ে মাইয়ার পরিচয়।
রসিক জানে মাইয়ার মর্ম, রাধারমণ কয়।। ৩।।

রা/১১, গো (১৮)

পাঠান্তর ঃ মাইয়াতে ... সৃষ্টি > মাইয়াতে সৃষ্টি স্থিতি; মাইয়ার কাছে .. হয় > মাইয়ার কাছে শক্তি আছে সাধিলে সিদ্ধি হয়; সে মাইয়া কয় > সে সামান্য মাইয়া নয়; না পাইয়ে ... পরিচয় > সুপুত্র মাইয়ার পরিচয়; মাইয়ার মর্ম > মাইয়ার কদর।।

।। ৮৫৪।।

মানুষ তারে চিন রে ভাইবে দেখ তোর দেহায় মাঝে বিরাজ করে কে ?
আট কুঠরী ষোল তালা মধ্যে হীরার দ্বার
দেহার মাঝে গুরু থইয়া শিষ্য হইলায় কার।
বৃন্দাবনে তিনটি কমল একটি কমল সাদা
এক কমলে কৃষ্ণচন্দ্র আর কমলে রাধা
ভাইবে রাধারমণ বল্লে এইবার এইবার
জপিলে অজপামন্ত্র হইবে নিস্তার।।

গো (২৬১)

।। ৮৫৫।

মুখে একবার হরি বল ওরে মন দিন বিফলে গেল
সাধের মানব জনম দুর্লভ জনম আর নি
ভবে হবে বল।।
দশ ইন্দ্রিয় না হলে বশ, মন আমার বাউল
কামক্রোধ রত্নধন সমর্পণ যে দিল
আসল সহিতে ভরা শুকনায় ডুবিল।।
ভেবে রাধারমণ বলে মন আমার বাউল
জিতে না পুরিল আশ মরিলে কি পুরিব।।

য/৮৭

।। ৮৫৬।।

যাবে নি রে মন সহজ ভাবের বাজারে।। ধু।।
মদনগঞ্জের বেচাকিনি করবে দরে।। চি ।।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা করি ছেদন কর কর্মডুরি
তিমিরান্ধ দূর করি
অপার ভবের কান্ডারী অদ্বৈত নিতাই পার করে।। ১।।
গুরুবাক্য কর বিশ্বাস শ্রদ্ধাজলে ভাবের প্রকাশ
হওরে গুরুর দাস
গুরুশিষ্য একাত্মা হইলে যাইতে সে পারে।। ২।।
সে হাটের বাজারী যারা প্রেম দিয়ে রস খরিদ করা
সহজের ধারা
রাধারমণ ভনে বেচাকিনি রসিক দোকানদার ।। ৩।।

য/৯০

৮৫৭।।

যাবে যদি মন সহজ ভাবের দেশে।। ধু।।
অধর মানুষ বিরাজ করে সহজ রসে।। চি।।
হিংসা নিন্দা খুটিনাটি কৈতবাদি ময়লামাটি
ছেড়ে হও খাটি
ত্যেজে গরল হও রে সরল রিপু ইন্দ্রিয় নেও বশে।। ১।।
সহজ রসে অধর ধরা সহজের ফুল জিতে মরা
হইলে হয় সারা
দেহতরী শ্রদ্ধা পালে অনুরাগ বাতাসে।। ২।।
সহজরস আনন্দ চিন্ময় সহজ ভাবে নারী প্রেমের উদয়
সাধলে সিদ্ধ হয়
রাধারমণ বলে মন রে রইলে কার আশে।। ৩।।

য/৯১

৮৫৮।

যারে দেখলে নয়ন যায় ভুলে,
ভাবের মধু কে দিল ঢেলে।। ধু।।

ভাবের মানুষ রূপে চিনা যায়

ছয় জন গো দাড়ে বইয়া নয় জনে দাড় বায়,

তার উল্‌টা কুরা, উলটা জোড়া, উলটা বাদাম যায় ঠেলে।

একখানা চরকার ষোলখানা পাতি,

দুই ধারে বসাইয়া দিছে প্রধান দুই খুটি

তালে মানে এক হইলে ঘুরব চরকার সামালে।

ভাবিয়া রাধারমণ বলে,

ভাব ছাড়া হইলে তারে মানুষ কেটা বলে,

ভাব ছাড়া মড়া কাষ্ঠ ভাসাই দেও নি গভীর জলে।।

আ (২৪)

।।৮৫৯।।

যারে মনপ্রাণ দিলে ত্রাণ পাইতে পারি কৈ।। ধু।।

যে দেশে অধর মানুষ তার দেশের দেশী

হইলেম কৈ ।। চি।।

শুনিয়াছি সাধু শাস্ত্রেতে দূরে নয় নিকটে আছে

তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা শ্রীগুরুর কাছে

রসিক জানে রসের মর্ম তার রসে ডুবে দেখলাম কৈ ।। ১।।

সে দেশে যাওয়া বিষম দায় মধ্যে মায়া জলধিপ্রায়

তার ওপারে প্রেমের সাগর দেখ লহর উঠতেছে

তার ওপারে রসের মানুষ তারা বাতাস পাইলে শীতল হই।। ২।।

অষ্টাদশ ডাকুয়া পথে আর কত অনুচর আছে

যে গুরু বাক্য দিয়াছে ভয় কি তার আছে

গুরু পথের কান্ডারী শ্রীরাধারমণ কই।। ৩।।

য/৯৪

।।৮৬০।।

রস ছাড়া রসিক মিলে না জল ছাড়া মীনের জীবের মরণ

রসিক চাইয়া ডুবল রাধার মন।

সখী গো যে ঘাটে জল ভরতে গেলাম সে ঘাটে

ইংরেজের কল

এগো কলসীর মুখে ঢাকনি দিয়ে সন্ধানে ভরিব জল।।
সখী গো দলে দলে অষ্টদলে শতদলে বৃন্দাবন
এগো কুন ফুলেতে ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রেমের গুরু মহাজন
এগো দস্তা পিতল একই রকম মিশে না গো কী কারণ
এগো সোনায় সোহাগা মিশে মন মিশে না কী কারণ
রসিক চাইয়া ডুবল রাধারমণ।।

জ/১

।। ৮৬১।।

(তাল—খেমটা, রাগ—মনোহর সাই)

রাধার প্রেমসিন্ধু মাঝে রসরাজে পাতিয়াছে
প্রেমরসের খেলা।। ধু।।
সাগরের তিনটি নদী নিরবধি প্রেমরসে
হয় উথালা।
যাইয়ে প্রেমসরোবর উঠেছে লহর তিনপদ্মে
ত্রিপিনির মেলা।। ১।।
সাগরের রাশি করে রূপনেহারে রসে ঠেসে
কদমতলা।
কামিনীর কামতরঙ্গো মদমাতঙ্গো চরণতলে
শঙ্কর ভুলা।। ২।।
রসের উলটা গতি অটল রতি উলটকমল
উলটা তালা।
রাধারমণের মত রঘুনাথ রসেশ্বরী
চান্দের মেলা।। ৩।।

রা/২

।। ৮৬২।।

(রাগ-মনোহর সাই, তাল—খেমটা)

রাধার প্রেমসিন্ধু মাঝে রসে মইজে কালাচান্দ নবীন গৌরা ।। ধু।।
কামানুগা রসের গতি পঞ্চরতি ভেদ করিয়ে সাধন করা।
রাগের চব্বিশ গুরু কল্পতরু বেদবিধি সিদ্ধান্ত ছাড়া।। ১।।
দৈবযোগে নিশাকালে সুযোগ পাইয়ে নিসখিকায়ে নেহার কড়া।

হইয়ে মড়ার মত ধীর শান্ত কালভুজঙ্গের লেঞ্জে ধরা।। ২।।
ভুজঙ্গের মাথে মণি চিন্তামণি মণির সুধা মূলে ধরা।
রাধারমণ বলে সুধাপানে ক্ষুধাতৃষ্ণা বারণ করা।। ৩।।

রা/১

।। ৮৬৩।।

রূপ সাগরে নিত্য-কমল ফুটিয়াছে নির্মল কায়
হায়রে মন মানুষ ধরা দায়।। ধু।।
দলে উৎপত্তি মৃণাল, রূপে রসে ডগমগি অমৃত রসাল।
উল্‌টা দলে বালামখানা, রসিকজনা জানে তায়
চন্দ্র সূর্যের গতি না চলে, গিরি গুহার অন্তরালে
নিবৃত্তি স্থলে।
প্রেম বাতাসে উতলা , চটকে দামিনী প্রায়
প্রভু রঘু বলে পথ-নিশানা, ডুবছে যদি ডুবে থাক
আখি তুইল না।
তার সাক্ষী আছে পঞ্চানন, শ্রীরাধারমণে গায়।।

য/৯৮

।। ৮৬৪।।

লোভে লবেনিরে নগরবাসী বিশ্বাসে আকাশের এক ফুল।। ধু।।
দেব ঋষি না পায় ধ্যানে, সে ফুল মহাদেবের অনুকূল।। চি।।
ফুলের মূল যে দেশে, থাকে শূন্য আকাশে
বিন্দুমধ্যে আছে আকাশ, আছে বিন্দু আকাশে
লোভেতে অঙ্কুর ফুলের সুদৃঢ় বিশ্বাসে যার বাড়ে মূল।
অতি শুদ্ধ সুনির্মল, ফুলের নাহি টলাটল
সাধু সঙ্গো বাড়ে লতা, পাইলে শ্রবণাদি জল
ফুলের গন্ধে মকরন্দ, রামানন্দ আদি অলিকুল।
কহে শ্রীরাধারমণ, সজল উজ্জ্বল বরণ
ফুলের মাঝে বিরাজ করে আনন্দ মদন।
ফুলের মধু সুধাসিন্ধু গৌর নিতাই সুরধনী কূল।।

য/১০০

।। ৮৬৫ ।।

(খেমটা)

শুন মাইয়ার পরিচয় ।। ধু ।।
অনন্ত মাইয়া দেখ চাইয়া এক মাইয়া সৃষ্টি প্রলয়। চি।
এক মাইয়া অনন্তজীবে প্রধানা প্রকৃতি হয়
আরেক মাইয়া শিবহৃদে উলঙ্গো দাঁড়াইয়া রয় ।। ১ ।।
আরেক মাইয়া নিত্য দেশে অখণ্ডমণ্ডলে রয়।
যে মাইয়া কৃষ্ণলীলায় শতকোটি রাধা হয় ।। ২ ।।
সমঞ্জুসা সাধারণী আত্মসুখের চিন্ময় রয়
যে মাইয়া নব কৃষ্ণ ভজে সে মাইয়া তো মাইয়া নয় ।। ৩ ।।
মাধুর্যে সমর্থা মাইয়া গৌণমুখ্য পাঁচ ভেদ হয়
কৃষ্ণ সুখে দেহ রেখে আহার নিদ্রা মৈথুন ভয় ।। ৪ ।।
শুদ্ধ মাইয়ার পঞ্চশত গুণ আটচল্লিশ লক্ষণা হয়
ঐ চরণের অভিলাষে শ্রীরাধারমণে কয় ।। ৫ ।।

রা/১৫

।। ৮৬৬ ।।

(তাল — খেমটা, মনোহরসাই)

শ্রীরাধার প্রেমবাজারে নিষবিকারে উজ্জ্বল রসের বেচাকিনি ।। ধু ।।
হইয়ে সিন্ধুমথন অমূল্যরতন কতই চান্দের হয় আমদানি।
এ যে সজলরসে ঢাকা দেখো মদনগঞ্জে হয় রপ্তানি ।। ১ ।।
যে হাটের মূল মহাজন মদনমোহন তৈল সারা করে কামিনী
রসের আশি ওজন কীটের মতন কাম রেখে হইয়ে নিষ্কষিনী ।। ২ ।।
ধীর শান্ত ধীর ললিত পায়ের খেয়ানী
অকূল গঙ্গাসাগর উঠেছে লহর শ্রীরাধারমণের বাণী ।। ৩ ।।

রা/৩

।। ৮৬৭

সজনী, আমি ভাবের মরা মইলাম না, —
স'জ পিরিতি হইল না।

সহজ পিরিতি হইতে পারে —
দুইজন হইলে একমনা।।
মধুর লোভে কাল ভমরে
করছে আনা-যানা।
শুকাইলে কমলার মধু
ফিরে ভমর আস্‌বে না।।
আর ভাইবে রাধারমণ বলে —
মনের ওই বাসনা।
সহজ পিরিত সিংহের দুধ
মাটির বাস্‌নে টিকে না।।

শ্রী/১৩৯

।। ৮৬৮।।

সজনী পিরিত কি ধন চিনিলায় না, পাতল স্বভাব গেল না।
রূপ দেখিয়া নয়ন পাগল গুণের পাগল ময়না,
হৃদয় পিঞ্জিরার পাখি সয়াল ঘুরে বেড়ায় দেখ না।
পিরিতি অমূল্য ধন, যত্ন শূন্য থাকে না,
কাল নদীতে সাঁতার দিলে সাধনের বল থাকে না।
একটা নদীর তিনটি নালা বাইতে পাইলাম না ,
সেই নদীতে ডুব দিলে তন্ত্রমন্ত্র লাগে না,
ভাবিয়া রাধারমণ বলে সাধন ভজন হইল না,
পড়িয়া রইলাম ঘুমের ঘোরে গুরু কী ধন চিনলাম না।।

আহো/১০ (৫), শ্রী/২৩৭, হা (৩১), গো (২৩) , ঐ (৫০)

পাঠান্তর ঃ হা ঃ তিনটি নালা বাইতে পাইলাম না > তিনটি নাল যাইতে পারলাম না।

গো ঃ গুণের পাগল ময়না > গুণের পাগল অইলায় না, মনেতে মন পাগল বনে পাগল ময়না; সয়াল ঘুরে বেড়ায় দেখ না > সয়ালে বেড়ায় দেখ না; যত্ন শূন্য > রতন শূন্যে ; কাল নদী > কাম নদীতে; তিনটি নালা.... পাইলাম না তিন ধারা চিনতে পারলাম না; ডুব দিলে চিনতে পারলে; পড়িয়া রইলাম ঘুমের ঘোরে > বেভুলেতে দিন গয়াইলাম।

।। ৮৬৯।।

সহজ সাধন রে মন গুরু ভজনা রইল না।। ধু।।
গুরু কৃষ্ণ রূপে রে মন শাস্ত্রে ঠিকানা।। চি।।
মন জন্ম গুরু কল্পতরু, দীক্ষা শিক্ষা গুরু
গুরু কল্পতরুরে মন, তার কি নাম না।
গুরু নিঃশ্বাসেতে মুক্ত রে মন ভব বন্দনা ।
মন শ্রীরাধারমণের গাথা, শুনিয়ে ভগবদ্ গীতা
সাধু সঙ্গো কৃষ্ণ রে মন ভক্তি- সাধনা।।

য/১২৯

।।৮৭০।।

তাল-খেমটা

হরি বল রে বদনে, শ্রবণে শুন রে কৃষ্ণনাম
ত্বরা পুর্ণ হবে মনস্কাম ।। ধু।।
মন রে হরিনাম প্রভুর মর্ম,
ধন্য কলিকালে ছয় গোস্বামীর ধর্ম
তারা হইয়ে জীতে মরা সাধিয়া গেছে অধর ধরা,
রসিকের করণ বিষয় জীবন ডুইবে থাকা অভিরাম।।
মন রে নামের মূল্য চৈতন্য দেশে
শ্রবণাদি চৌষট্ট্যাঙ্গা ভক্তিরসে
বাড়ে ভক্তি কল্পলতা
অনুরাগ ভালোভাবে পাতা
ভক্তি লতায় প্রেমের কলি ফুল ফুটে তার অবিরাম।।
অজপাতে রেল বসাইয়ে
নামের গাড়ি নিষ্ঠা চাকে যোগান দিয়ে
চালায় নিঃশ্বাসের ইঞ্জিন পাপের কয়লায় কামের আগুন
শ্রীরাধারমণে বলে অত জলে সাঙ্গা হরে কৃষ্ণ নাম।।

য/১০৩,তী/১২

পাঠান্তর ঃ হরি বল রে প্রভুর মর্ম > শ্রবণে শুন রে কৃষ্ণনাম/ ও তোর পূর্ণ হবে মনস্কাম/ হরি বল রে বদনে হরির নাম তিন প্রভুর মর্ম অধর ধরা >

অধম ধরা, রসিকের.. ডুইবে বসিয়ে ধরম বিষম করণ বসে উইঠে; অনুরাগ >..পাতা অনুরাগ ডাল ভারের পাতা; চালায়.. ইঞ্জিন > বিশ্বাসের ইঞ্জিন ; পাপের > কামের; অতজলে সাঙ্গা > শতদল শব্দ।

।। ৮৭১।।

হরি বল রে সুজন নাইয়া, হরি বল হরি বল।।
কাঁচা ডালে ধরছে মধু, শুকনা ডালে ফল।
আলগা থাকি পাড়িয়া আনে যার আছে আকল।।
আগাপাছা ছয়জন মাঝি মধ্যে নিত্যানন্দ
মস্তুলেতে শ্রীচৈতন্য ডঙ্কা মারিয়া চল।।
বিষম ডাকাতির ঘাটে করছ চলাচল
ঘুমাইও না চেতন থাকিও ঘুমাইলে বেকল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন রে অজ্ঞান মন
মিছা আইলাম এ সংসারে মায়াতে পাগল।।

ক ম /১

ণ. মালসী

।। ৮৭২।।

আশ্বিনে অম্বিকা দিলেন সুদেখা
জীবের উদ্ধারে
যেই ভাগ্যবান করবে পূজন
সপ্তমী বাসরে।।
হেরি মা-র শোভা অতি মনোলোভা
আনন্দ সাগরে।
দীন দুঃখী জনে অতি শ্রদ্ধা মনে
অন্নদান করে ।।
দৃঢ় ভক্তি ভাবে যেই জন ডুবে
বাঞ্ছা পূর্ণ করে।
দীন দয়াময়ী ত্রিভুবন জয়ী
বিদিত সংসারে।।
মায়ের চরণ যে নেয় শরণ
দুঃখ যায় দূরে।

হয় অট্টালিকা বালক বালিকা
ধন জন বাড়ে।।
মহর পয়সা পিতল কাঁসা
তাতি ঘোড়া চড়ে।।
তারা মনোমত দান যজ্ঞ ব্রত
করছে সকাতরে।।
দুর্গা নাম গুণে হলাহল পানে
বিশ্বনাথ না মরে।।
সুরথ রাজার হইল নিস্তার
গোদাবরী নীরে।।
রামচন্দ্র রাজা করিয়া পূজা
বসিয়া সাগরে।
রাক্ষস বংশ করিলা ধ্বংস
উদ্ধারে সীতারে।।
ঐ দ্বাপর যুগে গোপী অনুরাগে
মা-র ব্রত কৈরে।।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গো করেছেন কেলি
গোপিকা নিকরে।।
মা এই মিনতি করে গো প্রণতি
অধম কাতরে।
শ্রীরাধারমণ অতি অভাজন
ডাকে মা কাতরে।।

য/১২

।। ৮৭৩।।

এই মহামায়া যুগল মালা
লীলা ব্রজপুরে।
ঐ মাখন চুরি করিয়ে আয়
গোপীঘরে।।
জগৎ মাতৃ জগৎ ধাত্রী
বিদিত সংসারে।
এসে অবনীতে জীব তরাইতে

গিরিরাজপুরে।।
মা গো দশভুজা অতিশয় তেজা
ভুবন আলো করে।
সবাই সমান নাথি অন্য জ্ঞান
ভুবন মাঝারে।।
মার কোলতল অতি সুশীতল
জননী উদরে।
রাধারমণ বলে বিপদ কালে
ডাকি তোমারে।।
দীনে দয়া কর মনদুঃখ হর
বস গো কাতারে
শ্রীহরি শ্রীহরি নামে যাত্রা করি
যাব ব্রজপুরে।।

য/১৫

।। ৮৭৪।।

এস মা জগজ্জননী দুর্গে দুর্গতিনাশিনী
ভব ভয় বিপদ নাশিনী।
কালী ভৈরবীবাসা সারদা নিভা শিবানী
মা কাত্যায়নী কার্যরূপিণী।
সঙ্গো লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক শ্রীগণপতি
এসো গো মা মৃগেন্দ্রবাহিনী
তুমি সত্ত্ব রজঃ তমঃ ক্ষিতিতেজ মরুৎব্যোম
তুমি গঙ্গো পতিত পাবনী।।
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি মা জগৎ আর্য
দেবদেব হরের ঘরণী।
তুমি মা ব্রহ্মসাবিত্রী তুমি মা বেদগায়ত্রী
স্বাহা সদা প্রণবরূপিণী।।
তুমি দিবা নিশা কাল তুমি নক্ষত্রমণ্ডল
তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।
শ্রীরাধারমণের আশা মা না করিও নিরাশা
অন্তে দিও চরণ দুখানি।।

য/১৭

।। ৮৭৫ ।।

ঐ অষ্টমী তিথি অতিপুণ্যবতী
মহাষ্টমী গনি।
যাগ যজ্ঞ ধর্ম জপ তপ কর্ম
করে ঋষি মুনি।।
কেহ চণ্ডী পাঠে আর কেহ ঘাটে
কুলবন্দন আনি
নব বেল পত্র করি মন্ত্রপূত
দিতেছে অমনি।।
অষ্টমী গতে এই নবমীতে
কম্পিত মেদিনী।
ঢেলে যজ্ঞে ঘৃত নব বোম্যপত্র
জ্বলন্ত আগুনী।।
হল পূজা সাঙ্গা করল মন ভঙ্গা
এল ত্রিশূলপাণি।
কাল দশমীতে ঐ ভবের সাথে
যাবেন ভবানী।।
শুনি নন্দী কথা ঐ শিবের বার্তা
দুঃখের কাহিনী।।
ভজন নয়ন তারণ রানী উমা কুশল
বিদরে পরানী।।
দিন দিন তার দিলেন উধার
দেব শূলপাণি।
রাধারমণ ভনে ভাবতেছো কেনে
শুন গো কাহিনী।।
মা যে তোমার তুমি মায়ের
পরানের পরানী।
আস গো ফিরে প্রতি বৎসরে
মনে অনুমানি
হল কবি সাঙ্গা অতি সুপ্রসঙ্গা
বর্ণনা না জানি।

যা ছায়া লিখায় শ্রীতারিণী সায়
তা লিখে লেখনী।।

য/১৯

।। ৮৭৬।।

জগজ্জননী ভবদারা আসিয়াছে।। ধু।।
তপ্ত কাঞ্চন রূপের কিরণ ভুবন আলো করিয়াছে।। চি।।
শুকনামা সুকেশিনী ত্রিভঙ্গা বাঁকা ত্রিনয়নী
ওষ্ঠাধর বিম্ব জিনি দশভুজে বেড়িয়াছে
ইন্দ্রধনু জিনি ভুরু যেন রামে রম্ভা-উরু
শ্রীচরণ পল্লব কল্পতরু একশ্চন্দ্রে শোভিয়াছে
কী শোভাবাসা চন্দ্রিমা জগতে নাই তমসা
হরিহরের মনোরমা সিংহোপরি দাঁড়াইয়াছে
সঙ্গো লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক আর গণপতি
রাধারমণের এই মিনতি অন্তে যেন রেখ কাছে।।

য/৫০

।। ৮৭৭।।

তুমি ঋতু অবর্ণমাস তুমি পঞ্চ ভয় ত্রাস
মরণকালে কাল গণি
আশ্চর্য তোমার লীলা গিরিগর্ভে জপমালা
প্রকাশিত ভক্তির কাহিনী।
অপার ভবের পাড়ি জীর্ণতরী কি তরি
ডুবে মরি সাঁতার না জানি।
আমি যদি মরি ডুবে নামেতে কলঙ্ক রবে
অপযশ রহিবে অবনী।।
তরঙ্গা আকুল নদী তুমি পার কর যদি --
সাঁতার দিয়াছি নাম শুনি---
দুর্গা মামে দুঃখ যায় অন্ত যেন কৃষ্ণ পায়
শ্রীরাধারমণের এ বাণী।।

য/৫৩

।। ৮৭৮।।

দেবাদিদৈত্য মানব কীটপতঙ্গাদি যত
যক্ষগন্ধর্বাদি প্রসূতিনী
তুমি কল্প তরুলতা পল্লবাদি পুষ্পলতা
তুমি ধাত্যস্বত স্বরূপিনী।।
তুমি তুল্য তুলসী তুমি গয়া তুমি কাশী
বৃন্দাবনে যশোদা নন্দিনী
তুমি রাধা তুমি রাম তুমি কৃষ্ণ বলরাম
শ্রীরাম তারিণী তারা শুনি।।
অবতার অবতারি সৃষ্টিস্থিতি ভঙ্গাকারী
তুমি গো মা অনন্তরূপিণী
নিরাকারে বটপত্র তাহে স্থিতি পথনেত্র
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড প্রসৃতিনী।।
শ্রীরাধারমণ আশা মা না করিও নিরাশা
অন্তে দিও চরণ দুখানি।।

য/৫৯

।। ৮৭৯।।

নমস্তে তারিণী কৈলাসবিলাসিনী ত্রিনামী ত্রিপদগামী
ত্রাহিমাং পতিত জনে ।। ধু।।
অনন্তরূপিনণী গো মা কে জানে তোমার মহিমা
বেদাগমে না পায় সীমা জানে গো পঞ্চাননে।
সাধনভজন ছিল নাহি বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান নাহি
ভক্তি প্রেম রস রক্ষ মাং রাধারমণে।।

য/৬৫

৮৮০।

পতিতপাবনী মা তারা ভবদারা ব্রহ্মময়ী গো।
অজ্ঞান বালকে ডাকি ভববন্ধন বিমোহিত করুণাময়ীগো।
আমি অনিত্য সংসারে সুখে মত্ত
ভুলে ভুলে দিন যায় স্ত্রী পুত্রধনের মায়ায়

মোহের মদিরা পানে না চিন্তিলেম পরমতত্ত্ব
ত্রিতাপে তাপিত অঙ্গা অনুষঙ্গা হইল মা
মা গো মা বিনে সন্তানের দুঃখ কার কাছে কহি গো।।
মিছে মায়ামোহে দেহ পরিপূর্ণ
এ তনু আপনা নয় রিপুর বশে রয়
আত্মবশে হইয়ে মাগো না চিন্তিলেম ধন
কহে শ্রীরাধারমণ এই নিবেদন মা
মাগো মা বিনে সন্তানের দুঃখ কার কাছে কহি গো।।

য/৬৮

।। ৮৮১ ।।

হইল বর্ষাগত শরৎ আগত
আশ্বিন যামিনী
অতি মনোরঙ্গো নারীপুত্র সঙ্গো
মহানন্দ ধরণী।।
এল দেবীপক্ষ অতিশয় মুখ্য
বিচিত্র বাখানি
যার ভক্তি যেমন করেরে চয়ন
পূজিতে জননী।।
তারা মনোমত দান যজ্ঞব্রত
করছে যত ধনী
কায়মনোবাক্যে অতি মন সুখে
দ্রব্যের আমদানি।।
এল সপ্তমী তিথি উমা ভগবতী
উদয় অবনী
হেরি মার শোভা অতি মনোলোভা
হরের ঘরণী।।
বিষ ওড়াইতে এই অবনীতে
মৃগেন্দ্রবাহিনী
দেখিতে যেমন তপ্ত কাঞ্চন
চটকে দামিনী।।

তাতে দুশভূজা অতিশয় তেজা
হেরি অশ্রুপানি
সঙ্গে দুটি কন্যা জগৎ ধন্যা
বৈকুণ্ঠ বাসিনী।।
দুইজন শিশু একটির পশু
মূষিক অনুমানি
দেখিতে যেমন রূপের কিরণ
জনক জননী।।
করে মার পূজা রামচন্দ্র রাজা
শঙ্খঘণ্টাধবনি
খোল করতাল অমৃত মিশাল
রাধারমণবাণী।।

য/১০২

ত. বিবিধ

।। ৮৮২।।

(ত্রিনাথ বন্দনা)

আইল নতুন রসেরি সারাৎসার রে
ঠাকুর তিননাথ অবতার।।
রসে রস মিশাইয়ে রসে দেও সাঁতার
কলির জীব সামান্য অতি জীবের অল্প আয়ু অল্প বুদ্ধি রে
উদয় হইল কলির জীব তরাইতে রে
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠাকুর তিননাথ হেরি পদকমল রে
তিননাথ অন্তিমকালে দিও চরণতরী রে।।

রা/১৫৫

৮৮৩।

(বিয়ের গান — বাদ্যকর বরণ)

আইলারে বাজনিগুষ্টি বইলা বারবাড়ি।
শব্দ শুনি জামাইর মায় পাঠাইলা বারবাড়ি।।
ঘর গজে উঠিতে রে জামাইর মায় দিলা বানা।

বিছানায় বিছাইয়া দিলা জামাইর মার চারখানা।
চাটি দিলা পাটি দিলা আর দিলা গালিচা।
তামাক খাইতে দিলা বেলোয়ারি হুক্কা।।
বালিশ দিলা গির্দ্দক দিলা চান্দুয়া মশারি
পান খাইতে দিলা নারায়ণগঞ্জী থালি।।
বানা নিলা বাজনিগুষ্টি ঘরগজে যাইয়া।
রমণ বলে, বিদায় কর জামাই মারে দিয়া।।

শা /১০

।। ৮৮৪ ।।

(ত্রিনাথ বন্দনা)

আও হে গাইঞ্জা লাগাইয়া বসিয়াছি।
যশোর হইতে নতুন গাইঞ্জা কাইল কিনিয়া আনিয়াছি।।
ধোও হে গাইঞ্জা গোলাপজলে বীজ ফালাইয়া পাকুড়ি তুলে
হাতে তুলে নয় টিপ দিয়ে কলকি সাজাইয়াছি রে।।
গাইঞ্জা খাও রে যত সখা একবার এসে দাও রে দেখা
গাইঞ্জায় দম দিতে নাই লেখাজোকা দমসাধন করিয়াছে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শম্ভুনাথের পদকমলে
ঠাকুর তিননাথ বইলে এ জগতে বাদশাহী করিয়াছি।।

রা/ ১৫৬

।। ৮৮৫ ।।

বিয়ের গান—সতুর (শত্রু) কাটা

আজি উদয় দিনমণি রামচন্দ্রের সতুর কাটে।
কৌশল্যারানী নীল শাড়ি পৈরে রানী ঘুমটা দিলা মাথে
সুবর্ণের ছুরিখানি তুইলা লইয়া হাতে।।
দাওটায় সতুর কাটইন ভূমিচ্ছেদ করিয়া
সাক্ষাতে ময়ুর নাচে ঘুরিয়া ঘুরিয়া।।
সতুর কাটা সমাপন ব্রজনারী
শ্রীরাধারমণ বলে, স্নান করাও হরি।।

ন/ ১

।। ৮৮৬ ।।

রাধা বন্দনা

এই আসরে এসে কর দয়া গো রাধা বিনোদিনী
একবার যুগলবেশে দাঁড়াও এসে নিরখি জুড়াই প্রাণী
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি রাধাকানু
তুমি রাধা আদ্যাশক্তি চৈতন্যরূপিণী।।
ভাইবে রাধারমণ ভনে এই বাসনা মনে
মরণকালে দয়া করে দিও চরণতরী।।

ন/৮

।। ৮৮৭ ।।

(সমসাময়িক ঘটনানির্ভর)

কিমাশ্চর্য প্রাণসজনী দেখবে আয় ত্বরিতে
এরোপ্লেন উড়িয়া আইল বিস্কুটেরি ক্লাবেতে।
নীচে চাকা পৃষ্ঠে পাখা ইংলিশ লেখা তাহাতে
পাখির মতো উড়ছে যেমন কলের ইঞ্জিন হাওয়াতে
দশবাজিতে কলিকাতাতে উঠিল বিমান রথেতে
বারোটাতে বিপ্রি সাহেব নামল লংলার বাংলোতে
তারের বেড়া গড় পাহারা — পড়ল যখন ভূমিতে
হাতে ছড়ি লাল পাগড়ি ঘেষতে না দেয় কাছেতে
বাঙালি কাবুলি কুলি ধাইল পবন বেগেতে
ঘুরঘুর শুনি ঘর গৃহিণী বাহির হইল মাঠেতে
ভাইবে রাধারমণ বলে ভাবিয়া মনেতে
পাঁচ মিনিটে পাঁচশ টাকা উড়াইল সখ মিটাইতে।।

রা/১৫২

।। ৮৮৮ ।।

(রামায়ণ অবলম্বনে)

চল সখী রঙ্গ হেরি মিথিলা ভুবন।
আসিয়াছইন রামচন্দ্র কৌশল্যা নন্দন

কাঞ্চনে জড়িত রথ অধিক সাজন।
মণিমুক্তা প্রবালাদি ফানুষ লেন্টন।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বাজিছে বাদন
ঠিকারা নাগাড়ার ধ্বনি স্থির না হয় মন।
অপ্সরীয়ে নৃত্য করে গন্ধর্বের গায়ন
রথ হইতে ভূমিতে করিলা পদার্পণ
ভুবনবিজয়ী রাম, বলিছে রমণ।।

শা/২

।। ৮৮৯ ।।

(বিয়ের গান—পানখিলি)

তরা দেখ সখীগণ।
ভালোমতে কাটে গুয়া দেবের নারীগণ।।
মঙ্গলজুকারে গুয়া আনিলা তখন।
প্রথমে ব্রাহ্মণী স্মরিলা নারায়ণ।।
সুবর্ণের সর্তায় গুয়া কাটিলা তখন।
জিরা কাটি সব রমণী আনন্দিত মন।।
জামাইর মায়ে কাটইন গুয়া দেখিতে সুন্দর
রমণ বলে পান খিলির হইল শুভক্ষণ।।

শা/১

।। ৮৯০ ।।

(ত্রিনাথ বন্দনা)

দয়াল তিননাথ আও
আমার আসরে চলিয়া আও।।
বসিতে আসন বা দিব দয়াল তিননাথ
মস্তক উপরে বা তিননাথ।।
ও যথায় তথায় যাও বা তিননাথ
আসিও সকালে ও বা তিননাথ।।
ও শ্রীরাধারমণের আশা দয়াল তিননাথ
উড়াইয়া আসিও বা দয়াল তিননাথ।।

রা/১৫৪

।। ৮৯১ ।।

(তাল—লোভা)
(বংশী বন্দনা)

ধন্য ধন্য রে বাঁশি কি পুণ্য তোমার।। ধু।।
কৃষ্ণ অধরামৃত পান কর অনিবার ।। চি।।
কৃষ্ণহস্তে থাক বাঁশি কর শ্রীমুখ নেহার
কৃষ্ণ প্রিয় তোমার মত নাহি দেখি আর ।। ১।।
কৃষ্ণ সঙ্গো কৃষ্ণ কথা কর অমৃত উদ্ধার
কৃষ্ণামৃত রসে করতেছ বিহার।। ২।।
বাঁশের বাঁশি কৃষ্ণ পাইল সফল জনম তার
রাধারমণের অবসর জীবন অসার।। ৩।।

রা/৮৯

।। ৮৯২ ।।

বিবাহসংগীত
(পাশাখেলা)

বন্ধু শ্যামকালিয়া ও পাশা খেলিব আজ নিশি।। ধু।।
বন্ধু ও প্রতিজ্ঞা করিয়া খেলা আমি যদি হারি খেলা
শ্রীচরণে হব তোমার দাসী।।
তুমি যদি হারো খেলা দিবায় তোমার বনমালা
আরো দিবায় মোহনচূড়া বাঁশি।।
বন্ধু ও খেলা যে আরম্ভ হইল এমনি দান মারিয়া দিল
জিনিল জিনিল রাই রূপসী।।
শ্রীরাধারমণ কয় ভাবছ কী শ্যামদয়াময়
আজি রাই প্রেমে ঠেইকেছেন কালশশী।।

নিধু /৩, গো (২৭৪)

পাঠান্তর ঃ গোআ — বন্ধু শ্যামকালিয়া > শ্যামকালা প্রতিজ্ঞা করিয়া খেলা > × × আমি .... খেলা > আমি যদি হরিখেলা শুনছে ... চিকনকালা; দিবায় তোমার বনমালা> গলে দিবে বনমালা ; আরো... বাঁশি > চিরতরে রাখব প্রেমে বাঁধি; এমনি... দিল > হাতের গুটি হাতে রইল; ভাবছ কী শ্যাম দয়াময় > ভাবছ কীরে দয়াময় ; আজি....কালশশী > আজি কাড়িয়া রাখিব বাঁশি।

।। ৮৯৩ ।।

(শিববন্দনা)

ববম ববম কমলপদে দণ্ডবৎ ও কাশীনাথ
ও সমুদ্র মন্থনকালে বিষ উঠে উথাইলে।।
সেই বিষ ও করিলায় পান ও কাশীনাথ
ও বিষ ও খাইয়া বেভোর হইয়া পার্বতী কুলে লইয়া
সেই ধরে নীলকণ্ঠ নাম।।
লঙ্কাতে রাবণ দুষ্ট মদ মাংস খাইয়া তুষ্ট
সেও তো আছিল তোমার দাস
রাম যারে সংহারিল বৈকুণ্ঠে চলিয়া গেল
তাহারে তরাইলায় নিজ গুণে।।
সিংহ ব্যাঘ্রেরে থুইয়া বিল্বডালে উঠ বাইয়া
শিবরাত্র চতুর্দশী দিনে
ভাইবে রাধারমণ বলে শম্ভুনাথের পদকমলে
অন্তিমকালে দিও চরণতরী।।

রা/১৫৭

।। ৮৯৪ ।।

(বংশীবন্দনা)

বাঁশি রে কইরেছিলে কতই পুণ্য
বাঁশি রে তুই ধন্য ধন্য, কৃষ্ণ বিনা কভু থাকো না।। ধু।।
তোর মত কৃষ্ণপ্রীতি জগতে আর দেখি না।। চি ।।
বাঁশি রে কুন সাধনে ওরে বাঁশি কৃষ্ণ করকমলে বসি
দিবানিশি কর আলাপনা।। ১।।
বাঁশি দেবাদিগন্ধর্ব
ঋষি মুনি যার করে ভাবনা।। ২।।
বাঁশিরে জানো কি মোহিনী সদা উন্মাদিনী

বাঁশির ধ্বনি কর্ণে যায় শোনা।। ৩।।
বাঁশি ত্রিজগতের মন আকর্ষি
তোর গুণের নাই তুলনা।। ৪।।
বাঁশিরে বাঁশি কি অমিয় নিধি রাখে না কারো বলবুদ্ধি
কোন্ বিধি করিল সৃজনা।। ৫।।
বাঁশি হইতাম চাই সঙ্গের সঙ্গী
রাধারমণের এই বাসনা।। ৬।।

সুহা/১৩

।। ৮৯৫।।

(সংসার ভাবনা)

মন রবে না রে চিরকাল, নারীর
যৌবন যমুনার জোয়ার।
নারী জাতি অল্পমতি সন্ধানে
করাইছে পিরীতি,
কামরতি দিয়া মন ভুলায়।
শুকনা ফুলের মধু খাইয়া
ভ্রমর ঠাঠ খানে রাখছে সংসার।
ভাইবে রাধারমণ বলে
কেন গো তুই প্রেম করিলে
ও নারী ছাইড়া গেলে
দিবে গালি রে
মন বলবে পাছে হায় রে হায়।।

য ১৬৩ /সুখ/৪৫

পাঠান্তর ঃ সুখ — করাইয়াছে > বাড়ায়, কামরতি > কামারতি ; শুকনা . . . সংসার > রস পাই ফুলের মধু যেমরে ঠাঠ টানে রাখছে সংসার, কেনগো.. করিলে > কেম নে তুই এমন হৈলে ; ও নারী ... হায় রে হায় > এখন নারীর কি হবে উপায়। নারী ছাড়িয়া গেলে দিবে গালি /পাছে বলবে হায় রে হায়।।

।। ৮৯৬ ।।

(বিয়ের গান - রূপসীব্রত)

মিলিয়া সব সখীগণে
ভৈনালা করিতে আইলা রূপসীর সনে ।।
জল দিয়া শ্রীচরণ করিয়া মার্জ্জনা
ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা দিলা জনে জনে ।
চিড়াগুড়া খৈ ডিম্ব আনিলা যতনে
সযতনে আনি দিলা রূপসীর স্থানে ।।
তাম্বুল কর্পূর চিড়া আনিলা যতনে
গলাগলি করিয়া বদল করিলা দুইজনে ।।
দণ্ডবৎ করিয়া বর সাজাইন সখীগণ
রমণ বলে মনের বাঞ্ছা হবে রে পূরণ ।।

ন/২০

।। ৮৯৭ ।।

(গৃহপ্রবেশ, রামায়ণ)

সখি চল যাই অজধ্যাতে
রামসীতা যাইতা আজি নবীন গৃহেতে ।।
শুভক্ষণ লগ্ন পাইয়া বশিষ্ঠ বসিলা
স্নান করি পরে রাম-জানকী চলিলা ।।
অবিলম্বে লইয়া রামসীতা সঙ্গো করি
জানকী অনিলা জল সর্ব্বকুম্ভ ভরি ।।
ব্রহ্মা আসিলা দেখ দেবগণ লইয়া
বারিক ধানের মচা রঘুনাথে লইয়া ।।
অর্গভাগে আইল মুনি রামসীতা পশ্চাতে
খইদই হিচিয়া তারা আসিয়া গৃহেতে ।।
রমণ বলে কি আনন্দ আজি অজধ্যাভুবন
সুমঙ্গাল জয়ধ্বনি হইল এখন ।।

শা/৫

।। ৮৯৮ ।।

(বিয়ের গান)

হের না হের না সখীরে হের নয়ন ভরি।
ঘাটের কূলে বিপুলারে প্রদক্ষিণ করে
বাঁকে বাঁকে খৈ বরিষণ করে।।
সঙ্গো লইয়া সাতবার প্রদক্ষিণ সাতনমস্কার
বর বুইলা শতবৃক্ষ শ্রীহরির সম্মান।।
রাধারমণ কয় গো ধনী শুন এ বচন
ধীরে ধীরে কন্যা লইয়া করয়ে গমন।।

হা/(৫)

পরিশিষ্ট

ক. নন্দলাল শর্মা সংকলিত রাধারমণ গীতিমালা থেকে গৃহীত কতিপয় গীতি

।। ১।।

জানিয়া পার কর
দয়াল গুরুজী —
মোরে কাঙ্গাল জানিয়া পার করো।

দয়াল গুরুজী —
বানাইয়া রংমহল ঘর
অঙ্গে অঙ্গে জুড়া
নব কুঠার জ্বলছে বাত্তি
ষোল জন তার পারা।

দয়াল গুরুজী —
লাভ করিতে আইলাম ভবে
লইয়া সাধের ধন
পড়িয়া কামিনীর ফেরে
হারাইলাম রতন।
দয়াল গুরুজী —
কত কত সাধু জনা
গাঙ্গে বাইয়া যায়
রঙ্গের নিশান পাল্ টাঙ্গাইয়া
প্রেমের বৈঠা বায়।

দয়াল গুরুজী —
সর্প হইয়া দংশো বা গুরু
উঝা হইয়া ঝারো
মরিলে জিয়াইতে পারো
যদি দয়া ধরো —

দয়াল গুরুজী —
কহে হীন রাধারমণ
অঙ্গ ঝর ঝর
ভবার্ণবে তরী বাইতে
কিঞ্চিৎ দয়া ধরো।

।। ২।।

প্রভু তোমায় ডাকি আমি হরিবল বলে
দয়া করি নেও আমারে তোমার নায়ে তুলে।
দীন জনে পার কর গুরু ঠেকছি ভবের জঞ্জালে
ভবের মায়ায় কাল কাটাইলাম নেও দয়ার ছলে।
ভবের ঘাটে দিছ খেওয়া দয়াগুণে আনা নেওয়া
পার কর দয়াল গুরু দীনহীন কাঙ্গালে।
মনমাঝি হয়ে বেভুল নাশ কইলো বিভব অতুল
এখন আর দেখিনা কূল তাই ডাকি দয়াল বলে।।
দয়া করি নেও মোরে ঠেকিয়াছি ভব সায়রে
শ্রীরাধারমণের আশা ঐ চরণ তলে।।

৩

আমার একী বিপদ ঘটলো গো
গুরুর নামটি নিবার আমার সময় নাই
আমি পড়িয়াছি ঘোর বিপদে
তরাইয়া লও আমায়।
ভাই বল বন্ধু বল সময় দেখে পলাইল গো
স্ত্রী বল পুত্র বল সঙ্গের সাথী কেহই নাই।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকলাম ভবের মায়াজালে
আমি চাইয়া দেখি সব বিদেশী
আপন দেশের কেহই নাই।।

।। ৪

হরির নাম লও রে মন লও কৃষ্ণ নাম
এই নাম জপিলে পূর্ণ হবে মনস্কাম।।
হরির নাম বল রে বদনে বল হরির নাম
হরির নামের পার হব জগৎ, যাব নিত্যধাম।।

অনিত্য সংসারে আমার ডুবে আছে মন
হরির নামে চালাও বৈঠা চল বৃন্দাবন।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জন্ম যায় বিফলে
আমি অন্তিমকালে লইতে যেন পারি হরির নাম।।

।। ৫ ।।

দেহতত্ত্ব

অতি সাধের ঘর ভাঙ্গিয়া নিল এক দিনের তুফানে
এগো ভক্তিভাবে লাগাও পালা যে কোন সন্ধানে।।
ছয় ইন্দুরায় ভিটার মাটি কুড়ে রাত্র দিনে
এগো মাড়ইশ পালা যাহা ছিল সবেই খাইল ঘুণে।।
ছুটিল লাহুতের নদী কমতি হইল বল
বত্রিশ বান্দের ঘরখানি এক দিনে খসিবে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
আর হবে না মানব জনম ভাঙলে মাথা পাষাণে।।

।। ৬ ।।

এই যে দেহতরী কে করিল সুগঠন
মেস্তরিরে চিনলায় নারে মন।।
ঐ যে নাওয়ের আছে জোড়া জোড়ায় জোড়ায়
গিলটি মারা
কে করিল গঠন।।
লোহা ছাড়া তক্তা মারা, কিবা শোভা পাটাতন।।
এই যে নাওয়ের যোল্লতালা
খুল্লায় নারে ও মন ভোলা ঘুমে অচেতন।।
তালা খুলবে যখন দেখবে তখন
মোহর মারা আছে ধন।।
মছতুলে দিয়ে বাত্তি রংমলেতে করে জ্যোতি
একবার খুলে দেখ রে নয়ন।।
রাধারমণ বলে দিল কালা তোর
জন্ম হইল অকারণ।।

।। ৭ ।।

বসে ভাবছ কীরে মন ভোমরা
ছয় চোরায় ডুবাইল তোমারে।
দিন গেল বেপথ বেসেবে, বুঝি আমার কর্মদোষে
আমার সাধন সিদ্ধি কিছুই হইল না রে।।
একটি গাছের ডাল পাতা নাই তার কোনো কাল
বেটু ছাড়া ধরছে ফুলের কলি রে মন ভোমরা।
ডাল আছে পাতা নাই এ ফুল ফুটিয়াছে সই
পদ্ম যেন ভাসে গঙ্গার জলে রে ভোমরা।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঢেউ উঠিল আপন মনে
যে গান ভাবিক ছাড়া বুঝবে না পণ্ডিতেরে।।

।। ৮ ।।

সজনী গো গুরু কী ধন চিনলাম না
অমূল্য ধন গুরুর চরণ ভজন হইল না।।
বেচলাম জিনিস নগদ বাকী, লইয়া গেল দিয়া ফাঁকি
আর কতদিন বসে থাকি আসল উসল হৈল না।।
আমার মনেতে মন পাগল, বনে পাগল ময়না
হৃদয় পিঞ্জিরার পাখি সয়ালে বেড়ায় না।
কামনদীতে তিনধারা চিনতে পারলাম না
সেই নদী চিনতে পারলে তন্ত্রমন্ত্র লাগে না।
শ্রীরাধারমণ বলে আমার ঘাটে যাওয়া হইল না
বেভুলেতে দিন গয়াইলাম গুরুর চরণ ভজলাম না।।

।। ৯ ।।

ওরে পাষাণ মন রে জনমে হরির নাম ভোইল না।
ঐ হরির নাম লইলেরে শমনের ভয় আর রবে না।।
যখন্ ছিলে মা-র উদরে মহামায়ায় দামোদরে
মহামায়ার মায়ায় পড়ে গুরু কী ধন চিনলায় না।।

মহামায়ায় ছলে কেন রে মন ভুইলে রলে
এ দেহা প্রাণান্ত হলে ঘৃণায় কেহ ছবে না।।
ধন যত সব রবে পড়ি সিন্দুকে সব রবে পড়ি
লইলে নিবে কড়ার কড়ি আম্রকাঠ দুইচার খানা।।
তীক্ষ্ণ আনল দিবে জ্বাইলে তার মাঝে পালাইয়ে
যতসব মায়া চাইলে সম্পর্কে কিছুই রবে না।।
যে নামে কাল শঙ্কা যাবে তারে কেন ভোইলাছ রে
মিছে পরবাসে করতে আছ কালযাপনা।।
কালগত যবে হবে দারাসুত কোথায় রবে
ভাইবে রাধারমণ বলে সঙ্গের সঙ্গী কেও হবে না।।

।। ১০ ।।

কৃষ্ণনাম লও রে মন দুরাচার
কৃষ্ণ বিনে সকলি অসার।।
পানি উঠে ভাঙ্গা নাওয়ে কার ভরসায় বৈঠা বাও রে
নৌকা আস্তে আস্তে তল অইলো রে।।
যখন নৌকা অইল তল অখন করো কার বল রে
ভাইবন্ধু সবই রইলা চাইয়া রে।।
সঙ্গে নিলাম মাঝি বেটা সে ফালাইয়া গেল বৈঠা
শুধু নৌকা ফিরে ঘাটে ঘাটে রে।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
জীবন নদীতে অইবায় পার।।

।। ১১ ।।

তুমি চিনিয়া মানুষের সঙ্গ লইও
পাষাণ মন রে বুঝাইও
যদি হয় সে সুজন, তার কাছে না যাইও মনরে
তুমি নিদাগেতে দাগ লাগাইবার চাইও।।
ভাইবে রাধারমণ কয়, শুন মন মহাশয়রে
তুমি রসিক পাইলে রসের কথা কইও।।

।। ১২ ।।

দেহের মাঝে আছে রে মন গোলোক বৃন্দাবন
দেহের বাতি জ্বালাইয়ে দেখরে যুগল মিলন।।
মন রে
এ দেহ করিয়া শুচি বৈষ্ণব হৈল রুহিদাস মুচি
পেয়ে কৃষ্ণধন
পঞ্চপাণ্ডব এক হইয়া রুহিদাসকে করায় ভোজন।।
মন রে
দাতাকর্ণ পদ্মাবতী গুরুপদে কইরে মতি
তারা দুইজন,
তারা আপন পুত্রের মুণ্ড কেটে
ব্রাহ্মণে করায় ভোজন।।

।। ১৩ ।।

পাষাণ মন রে জীবনে হরির নাম ভুল না
হরির নাম নিলে রে মন যাবে রে ভবের যন্ত্রণা।।
মন রে, যখন ছিলে মার উদরে ভজব বইলে দামোদরে
মিছা মায়াতে পড়ে সে কথা তোর মনে নাই
গনার দিন ফুরাই গেলে সেদিন আর আসবে না।।
মন রে যখন তোমার কফ অসিরে, ক্রমে উর্ধ্বশ্বাস বহিবে
ঘরের বাহির কইরা দেবে আরত ঘরে রাখবেনা।।
মনরে ভাইবন্ধু প্রতিবেশী শিয়রেতে কাঁদবে বসি
তখন তোমার প্রাণপ্রিয়সী চউখ তুলে চাইবে না।।
মন রে মরলে নিবে শ্মশানঘাটা রইবে দালানকোঠা
বিষয় বিত্ত কোন কিছু সঙ্গে যাবে না।।
মন রে যত সব টাকাকড়ি সিন্দুকেতে রবে পড়ি
সঙ্গে নিবে পাঁচ কড়ি আম্র কাষ্ঠ দুচার-খানা।।

।। ১৪ ।।

যার মুখে হরিকথা নাই, মন তার কাছে তুমি যাইও না।
মন রে, একাই এসেছ ভুবন মাঝারে
অবিলম্বে কর যাহা করিবারে
দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরাবে অনন্ত সাগর মাঝে।
মন রে হরিনাম গাও, হরিনাম লও
হরি নামে সদা সুখে স্বও হও
হরিনামে গীত গাও অন্য গীত গাইও না।।

।। ১৫ ।।

রে মন কী রসে ভুলিয়াছো
অসার সংসারে আশা
ভরসা করিয়াছো।।
দেহকে আপন জেনে
যতন করিয়াছো
তুমি নি তোমার মন রে
আপন জানিয়াছো।।
যাইবার বেলা সঙ্গে সাথী
কেবা করিয়াছো
ভাই বন্ধু সুতদারা
আপনা জানিয়াছো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে
মনেতে ভাবিয়া
ব্রহ্মানন্দের দেহতরী
শুকনায় ভাসাইয়া।।

।। ১৬ ।।

সহজ সাধন রে মন গুরু ভজনা রইল না।
গুরু কৃষ্ণ রূপে রে মন শাস্ত্রে ঠিকানা।।

মন জন্ম গুরু কল্পতরু, দীক্ষা শিক্ষা গুরু
গুরু কল্পতরু রে মন, তার কি নাম না।
গুরু নিঃশ্বাসেতে মুক্ত রে মন ভব বন্দনা।
মন শ্রীরাধারমণের গাথা, শুনিয়ে ভগবদ্‌গীতা
সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ রে মন ভক্তি - সাধনা।।

।। ১৭ ।।

সোনার ময়না ঘরে থইয়া বাইরে তালা লাগাইছে
কোন্ রসিকে পিঞ্জিরা বানাইছে।।
মন রে দীক্ষা লইলাম গুরুর কাছে, শিক্ষা লইতাম কার কাছে
গুরুর হাতের চাবি নিয়ে দেখ না তালা খুলে।।
মনরে একটি নদীর দুইটি ধারা উজান ভাটি হইতেছে
সেই নদীতে স্নান করে কত সাধু সন্ত তরিয়া গেছে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে, মানবজনম যায় বিফলে
আর হবে না মানবজনম ভাঙলে মাথা পাষাণে।।

।। ১৮ ।।

হরি বল রে মনরসনা শুনরে কৃষ্ণ নাম
ও তোর পূর্ণ হবে মনোবাঞ্ছা লও হরিনাম।
হরি বল রে বদনে, হরির নাম তিন প্রভুর মর্ম
এক মনে ভাবনা কর ছয় গোস্বামীর ধর্ম।।
নামের তুল্য ধন কী আছে গৌর নাচে নিতাই নাচে
কাষ্ঠতরী হইল সোনা পাইয়া কৃষ্ণনাম
বদন বলে হরিবল নাম জপ রে অবিরাম
শ্রীরাধারমণে বলে জপ হরে কৃষ্ণ রাম।।

।। ১৯ ।।

আমার প্রাণ কান্দে গো প্রাণসখী
গৌর বিনে সদায় দুঃখী

চরণ পাব পাব বলে আশাতে প্রাণ কয়দিন রাখি।
যদি গৌরার লাগাল পাইতাম, হৃদয়ে ছাপাইয়া রাখতাম
শ্রীচরণে দাসী গো হইতাম।।
চরণ কেশ দিয়া মুছাইতাম অগুরু চন্দন মাখি
ভাব কল্পতরু মুলে সুরধনী নদীর কূলে
দুই রঙে ফুটিয়াছে একটি ফুল
প্রেম গাছে ফুল ফুটেছে নিত্য নতুন স্বর্ণমুখী
ফুলের গন্ধে জগৎজোড়া পেয়েছে রসিক যারা
প্রেমানন্দে উঠছে এক লহরী
ভাইরে রাধারমণ কয়, গৌরচরণ পেলাম কই
আর পাব কি ?

।। ২০ ।।

সুরধুনীর তীরে গো সোনার গৌর উদয় হইয়াছে
দেখবে যদি আয় গো তোরা, কী শোভা ধরেছে গো।।
অঙ্গো শোভে নামাবলী আনন্দে দুই বাহু তুলি
হরি বল হরি বল বলি প্রেমানন্দে নাচে গো।
যতই দেখি সাধ মিটে না, এ জগতে নাই তুলনা গো
আমার মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম
আমার কপালে যা আছে গো
ভাইরে রাধারমণ বলে আমি গৌর পদে সপিব গো।

।। ২১ ।।

রাধারানীর প্রেমের আশ্রয়
রসিক নাগর শ্যামরসময়
কলির জীবের ভাগ্যে গৌরা
নদীয়াতে হলেন উদয়।।
ব্রজলীলা করে সাঙ্গা

রাধাপ্রেমে হয় উদাসী
চূড়াবাঁশি ত্যাগ করিয়া
হলেন নবীন সন্ন্যাসী।।
গৌরচান্দে ধরিয়াছেন
নবীন কৌপীন করঙগ
যেই জনের কর্মভার
লয় আসি এই সাধুসঙ্গা।।
প্রেমবাজারে বিকিকিনি
হাটের রাজা রাধারানী
রঘুনাথ প্রেমধনে ধনী
রাধারমণের নাই আশ্রয়।

।। ২২ ।।

অয় গো সখী অন্যে জানে কেমনে
গৌরপ্রেমের ঢেউ উঠিয়াছে যার মনে।।
সে তো অধর চান গৌরা তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা
অয় গো সখী ধরা দেয় রে আপনে।।
সে তো তোর কৌপীনধারী পিরিতের ভিখারী
গোপীর মন করল চুরি —
সেজে রাধা রাধা রাধা বইলে ধারা বয় দুই নয়ানে
গৌরপদে মজাও রে মন কয় শ্রীরাধারমণে।।

।। ২৩ ।।

গৌরচান তোমায় পাব আর কতদিন বাকি
তুমি একবার না দিলায় দেখা জন্মভরা ডাকাডাকি ।
যখন ছিলাম যার উদরে গৌরচান কতই না বলেছ আমারে
এ জনমে হবে দেখাদেখি।
আমারে পাঠাইয়া ভবে ও গৌরচান তুমি কোথায় দিলায় লুকি
এখন জন্ম নিলাম ভূমণ্ডলে মনুষ্য উত্তম কূলে

তোমার ভুলে আর কতদিন থাকি
ভাইবে রাধারমণ কয় যদি গৌরার দয়া হয়
চরণ তলে আশ্রয় দেও দেখি।।

।। ২৪ ।।

গৌরচান দয়া কর দেখি
তুমি পতিত পাবন তোমার নামে উদ্ধারিবে নাকি ।।
আমি না জানি সাধনভজন কোন্ গুণে তোমায় ডাকি ।
আমি বনে বনে কান্দি বেড়াই মন হইতেছে চাতক পাখি।।
পুষ্পচন্দন হৈতরে গৌর অঙ্গো মাখিয়া রাখি
আমার মনে লয় শুধু গৌর নয় রাইর প্রেমে মাখামাখি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে, ঝুরে দুটি আঁখি
তুমি পতিত পাবন গৌর দয়াময় পতিতকে উদ্ধারো নাকি।।

।। ২৫ ।।

গৌরচান পরার অধীন বানাইলা আমারে
সুরধনীর তীরে তীর্থে গৌরচান নৃত্য করে
গৌরা আঁখি টেরে ভুলাইলা আমারে।।
গৌরা যারে কৃপা করে অনায়াসে তরাইতে পারে
তুমি ভবযন্ত্রণা দিও না আমারে।
ভাইবে রাধারমণ বলে রেখো গৌর চরণ তলে
তুমি চরণ ছাড়া কইর না আমারে।।

।। ২৬ ।।

গৌরচান্দ রাইকিশোরীর ভাবসাধিকে
প্রেমরসে ভাসাইল রে অবনী।।
প্রেমরসের গুরু কল্পতরু
অনন্ত প্রেমধনের ধনী।।

কলির জীবের ভাগ্যে হইয়ে সদয়
ব্রজ হইতে শ্যামরায় নদীয়ায় উদয়
উদয় শচীর গর্ভসিন্ধু মাঝে
পতিত পাবন নামটি শুনি।।
পতিত পাষণ্ডী যে ছিল
পাপী তাপী তরিয়ে গেল
কলির জীবের কারণ নাম ধরিয়াছে
পতিত পাবন কর্ণে শুনি।।
রাধারমণ মরলে তবে
নামেতে কলঙ্ক রবে এ ভবে
আমি নরাধমকে তরাইলে
পতিত পাবন নামের গুণ বাখানি।।

।। ২৭ ।।

গৌরনামে চলছে গাড়ি যাবে বৃন্দাবন
দয়া করে তুলে নেও মুই অতি অভাজন।
নিষ্ঠাকাষ্ঠে যোগান বারি, ভক্তির অনল প্রেমবারি
কাজে কয়লা হয়না দাহন
দিবারাত্র বিরাম নাই, কলের কোঠায় রূপসনাতন
দমকলেতে চাপি দিয়া চালায় তারে মহাজন
দোকানদার চতুষষ্ঠী কেনাবেচায় রসিকজন
পলকে পলকে চলে গাড়ি বসে দেখে রাধারমণ।।

।। ২৮ ।।

জয় গৌরার নামে বাদাম তুঁলি দেও ডঙ্কায় বাড়ি
বিপদকালে নাম জপ শ্রীগৌর হরি।।
গৌরা তোর কপিন ধারণ করি হরিনাম বিলাইছে
দয়া করি সঙ্গে নিবায় পারে যাইবার কালে
ও মাঁঝি রে অকূলে ধইরাছ পাড়ি তুফান উঠ্যাছে

এই নিবেদন রক্ষা কর পারে যাইবার কালে।
ভাইবে রাধারমণ বলে, গৌর তোমার চরণে পড়ি
অন্তিম কালে চরণধূলি দিও দয়া করি।।

।। ২৯ ।।

গউর রূপের ফান্দে ঠেকাইল আমায় গো, ও নাগরী।।
য়গো রূপে দাসী কইরে সঙ্গো লিতো চায় গো।।
আমি গিয়াছিলাম সুরধুনী আমি হেরলাম গৌরচান্দ গুণমণি
এমন রসের খনি না দেখি জগতে গো।।
জুড়-ভুরু দুটি আখি গৌরায় বাকা আখি রাখে গো
গউরার আখির ঠারে কারে না ভুলায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে তাহারে পাইতাম যদি কোন কলে গো
আমার প্রাণ জুড়াইতাম রাখিয়া হিয়ায়।।

।। ৩০ ।।

নাম নিয়ে ভাই নইদে আইল নিতাই গুণমণি
সেই অবধি হরির নাম নবদ্বীপে শুনি।
এমন দয়াল দেখি না ভাই দয়ার শিরোমণি
ওরে আনিয়া গোলোকের প্রেমধন বিলাইল আপনি।
পাপীতাপী যত ছিল তারা হইল ধনী
আপনার কর্মদোষে বঞ্চিত হইলাম আমি।
শ্রীরাধারমণ বলে আইল গৌরমণি
পথিককে করুণা করি মাইর খাইল আপনি।

।। ৩১ ।।

দেইখে আইলাম শ্যামকালা গো সজনী
জলের ঘাটে কদমতলে মধুর রূপ খানি।।
শ্যামের মাথায় মোহন চূড়া গলায় বনমালা

মোহন বাঁশি হস্তে লইয়া দাঁড়ায় কদমতলা।।
শ্যামের পরণে শোভিয়াছে নীলাম্বরী শাড়ি
শ্যামের পদেতে শোভিয়াছে পঞ্চ কাঠিখাড়ি।।
ঝুনুর ঝুনুর বাজে খাড়ি মধুর ধ্বনি শুনি
গোসাই রমণচান্দে বলে জলে যাও গো ধনি।।

।। ৩২ ।।

শুন গো সই ঐ বাজে গো বাঁশি।।
মনপ্রাণ সহিতে টানে লাগাইয়া বরশি।।
অমিয় বরষন করে গো নিরলেতে বসি।।
যে নাগরে বাজায় বাঁশি হইতেম চাই তার দাসী।।
কি মন্ত্র মোহিনী জানো গো বাঁশি কুলবিনাশী
বারি বিনে চাতকিনী হইয়াছে পিপাসী।
মোহন মধুর স্বরে গো হইয়াছে উদাসী
শ্রীরাধারমণে বলে কৃষ্ণ অভিলাষী।।

।। ৩৩ ।।

সজনী জলে গিয়াছিলাম একেলা
রাখছে না গো শ্যাম কালা
একাকিনী পাইয়া বন্ধে গো
করিয়াছে রসের খেলা।।
জল ভরিতে গিয়াছিলাম আমি এক অবলা
এগো পরাণে বন্ধু রঙ্গে রসে গো
বন্ধু মনচোরে করে উতলা
রখেছে নাগো শ্যাম কালা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো অবলা
এগো তোরে নিষেধ করি ও নাগরী
যাইছ না জলে একেলা।।

।। ৩৪ ।।

অনুরাগ

আমি পাগলিনী হইলাম যার লাগিয়া গো রূপ দেখিয়া
এগো সে জনারে একেবারে এনে দেখাও না আনিয়া।।
নয়নে দেখিলাম চাইয়া জলের ঘাটে শ্যাম কালিয়া
সে যে স্থিরে বসি বাজায় বাঁশি হাসিয়া হাসিয়া
হেন কালে শ্যামনাগরে বাঁশি থইয়া আমার ধারে গো
এগো কলসীখানি ভেসে গেল প্রেমের ঢেউ লাগিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনের আশা রইল মনে গো
রূপ দেখিয়া প্রেমের লাগি কাঁদে আমার হিয়া।।

।। ৩৫ ।।

আমার বন্ধু দয়াময়, তোমারে দেখিবার মনে লয়
আরে তোমারে না দেখলে রাধার জীবন কেমনে রয়।।
কদম ডালে বইসারে বন্ধু রঙ্গো ঢঙ্গো আগা
শিশুকালে প্রেম শিখাইয়া যৌবন কালে দাগা।।
তমাল ডালে বইসারে বন্ধু বাজাও রঙ্গোর বাঁশি
সুর শুনিয়া রাধার মন হইল উদাসী
ভাইবে রাধারমণ বলে মনের কথা কয়
কৃষ্ণ প্রেমে রাধার মন প্রেমানলে দয়।।

।। ৩৬ ।।

আমার মন মজিল গো সই কাল চরণে
আর নীলাম্বরী পীতধড়া হাতে বাঁশি মাথে চূড়া
এগো চূড়ার উপর ময়ূর পাখা ঝলকে।।
আমি থাকি রূপবাণে সে থাকে তার অন্য ভানে
ও নিষেধ মানে না মানে গো আমার পরাণে
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো রাধা বিনোদিনী
এগো আসবে কালা দিবে জ্বালা আমায় এখনি।।

।। ৩৭ ।।

কী হেরিলাম প্রাণসখী শ্যামরূপে ধিকিধিকি
রূপের কথা বলব কত বিজুলি চটকের মতো
দাঁড়াইয়াছে কদম্ব তলায়।
কাজল বরণ কালা গলে শোভে বনমালা
মোহন বাঁশি আছে কার কপালে।
মেঘেতে বিজুলির ন্যায় রূপকে কেমন দেখা যায়
রূপের ছটায় যুবতীর মন ভুলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে স্থান দিওনা কর্ণমূলে
সবে মিলে করুক কানাকানি।।

।। ৩৮ ।।

কে তোরে শিখাইল রাধার নামটিরে শ্যামের বাঁশি
রাধা রাধা বলে মন করলায় উদাসীরে।।
যখন শ্যামে বাজায় বাঁশি যমুনাতে কাঙ্কে কলসী রে
জল ভরা তো হইল না মোর ভেসে যায় কলসী রে।।
তাঁর বাঁশিতে মধু ভরা মন প্রাণ করিল সারারে
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম ঘরের বাহির হইয়ারে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে রে
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম চিরদাসী হইয়ারে।।

।। ৩৯ ।।

জলে যাইও না গো রাই
আইজ রাধার জলে যাওয়ার জাতের বিচার নাই
মায়ে পিন্দইন যেমন তেমন ভইনে পিন্দইন শাড়ি
শ্রীমতী রাধিকায় পিন্দইন কৃষ্ণানীলাম্বরী।
ভাইবে রাধারমণ বলে শোন গো ধনী রাই
কালার লাগি হইছুইন পাগল, কমলিনী রাই।।

॥ ৪০ ॥

জলের ঘাটে চল গো সখী জলের ঘাটে চল
কালার রূপ হেরিব নয়ন ভরি, চল গো সখি চল।
আমি নয়ন ভরি হেরব সেরূপ দাঁড়াইয়া জলে
বনফুলে মালা গাঁথি দেব বন্ধের গলে॥
ঐ বাজে মোহন বাঁশি শুন গো শ্রবণে
প্রাণ হরিয়া নিল কালা ঐ বাঁশির টানে॥
ভাইবে রাধারমণ বলে, করি জলের ছল
কাল রূপ দেখিতে জলের ঘাটে চল গো সখী চল॥

॥ ৪১ ॥

প্রাণবন্ধু দাসীরে ফিরিয়া চাইও
অবলা রাধারে বন্ধু মনেতে ভাবিও।
নিতি নিতি চুপে আইসা যাওয়া কোন্ রূপেরে
ওগো ননদীর ডরে বন্ধু আমায় না ছাড়িও।
মুই যাইমু যমুনার জলে, ও বন্ধু তুমি যাইও কোন ছলেরে
এগো কদমডালে বসিয়া বন্ধু বাঁশিটি বাজাইও।
তুমি আমার প্রাণপ্রিয় আমায় শান্ত কর দেখা দিয়া রে
আমার বিষাদ সংকটের কালে যুগল চরণ দিয়ো গো।
দীনহীন কাঙগাল আমি ঠেকিয়া রইমু মায়াজালে রে
ওগো শ্রীরাধারমণে বলে দুঃখ দিলে দুঃখ সইও॥

॥ ৪২ ॥

বাজায় বাঁশি ঘনাইয়া ওগো
নিগূঢ় কদম্বতলে বাঁশি বাজায় রাত্রিদিনে গো
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম নাচিয়া নাচিয়া গো
কী সুন্দর বাজায় গো বাঁশি, মনে লয় তার হইতাম দাসী

পাইতাম যদি রাখতাম বাঁশি কাড়িয়া কাড়িয়া গো
ভাইবে রাধারমণ বলে, দণ্ডবৎ পিরিতের পদে
এগো মনে লয় তারে যৌবন দিতাম
যাচিয়া যাচিয়া গো।

।। ৪৩ ।।

যাব না আর জলে সই গো আর যাব না জলে
জলের ঘাটে শ্যাম নটবর দেখছি কদম তলে।।
কদমতলে বসি শ্যামে বাজায় যখন বাঁশি
ধুমার ছলে কান্‌তে থাকি যখন রানতে বসি।।
সব সখি লৈয়া সঙ্গো জল ভরিতে গেলাম রঙ্গো
কালার রূপ দেখিয়া ভুলে রৈলাম কালা কদম তলে।
ভাইরে রাধারমণ বলে কালা আছে রাইয়ের ছলে
কদম তলে বাজায় বাঁশি রাধা রাধা বলে।।

।। ৪৪ ।।

শুন এগো প্রাণ ললিতা কি বলব বাঁশির কথা
ধ্বনি শুইনে গৃহে থাকা দায়।
শুনিয়া বাঁশির ধ্বনি, মন হৈয়াছে পাগলিনী
তারে না হেরিলে প্রাণ যায়।
যত নারী আছে ব্রজে সবাই থাকে গৃহকাজে
আমি গৃহে রহিতে না পারি।
ঘরে গুরুজনের জ্বালা তার উপরে বাঁশির জ্বালা
এত জ্বালা সহিব কেমনে
ধরি সখি তোদের পায় কোথা শ্যামে বাঁশি বাজায়
রাধারমণ বলে চল যাই সেথা যাই চলে
যেথায় শ্যামে বাঁশিটি বাজায়।।

।। ৪৫ ।।

দেবর আসিয়া কইন্ দেওগো দিদি জাঠা
কি অইতে কি হুনিয়া আনিয়া দিলাম পাটা।
আরি বাড়ির প'রি আইলা দিতাম করি সাদা
ধুত্রা পাতা দিতে কইন বাউলা কেনে দাদা।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে বাঁশি জ্বালায় এই
এমন কেউ কয় না আমি বান্ধব আনিয়া দেই।।

।। ৪৬ ।।

নাগর জিজ্ঞাসি তোমারে
কহ তোমার মনের কথা ভালবাসো কারে।
মনে বড় বাঞ্ছা হয় তাহা শুনিবারে
না জানি কী ধন দিয়া ভুলাইয়া তোমারে।
প্রাণপ্রেয়সী রাখি তুমি আইলায় কেমন করে
তোমারে না দেখিয়া যদি সেই রমণী মরে।
ধর্মের দোহাই দিয়া তোমায় বলি বারে বারে
আমার মত প্রেমানলে পুড়িও না তারে।।
সারা নিশি গত করি আসিয়াছ ভোরে
রমণ বলে নিভাইল আগুন জ্বালাই ও নারে।।

।। ৪৭ ।।

শ্যামচাদ আমার মন নিল কাড়িয়া
জলের ঘাটে গিয়েছিলাম জলের লাগিয়া।
শ্যামে নষ্ট করল জাতিকুল, তার জন্য মন বেয়াকুল
শ্যামের জ্বালায় মরি সই গো কান্দিয়া কান্দিয়া।।
প্রাণটা বান্ধা শ্যামের কাছে, শ্যাম যায় চলিয়া
আমি পাগলিনী হইয়া বেড়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে কি কাজ আর জাতিকুলে
দাসী হয়ে সঙ্গে যাব কুলমান ত্যেজিয়া।।

দৌত্য

।। ৪৮।।

চন্দ্রার কুঞ্জে বৃন্দাদূতী শ্যামচাঁদ তাল্লাসে যায়
বইলা দেগো চন্দ্রাবলী রাধার বন্ধু পাই কোথায়।
দেইখা চন্দ্রা কর গো বৃন্দা শ্যাম আমার কুঞ্জে যায়
প্রেমময়ী শয্যা আজি সাজাইয়াছেন রাধিকায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে চন্দ্রাই তো ভালা নায়
শিখাই বুঝাই পরার বন্ধু আর কতদিন রাখিবায়।।

।। ৪৯ ।।

আইল না শ্যাম প্রাণবন্ধু কালিয়া
বৃথা গেল জীবন আমার নিকুঞ্জ সাজাইয়া।।
আসবে বলে বংশীধারী আশান্বিত হইয়া
রাখিলাম চুয়াচন্দন কটরায় ভরিয়া।।
শোন গো তোরা সব সখী এখন উপায় করি কী
কার কুঞ্জে রইল বন্ধু আমায় পাশরিয়া।।
লবঙ্গা মালতীর মালা সাজাইলাম গো শ্যাম কালা
এগো দেও নি মালা জলেতে ভাসাইয়া।।
অমঙ্গালের চিহ্ন যত, ঝরিতেছে অবিরত
শ্রীরাধার নয়ন জলে বসন যায় ভাসিয়া।।
সই গো তোমরা উপায় বল, সুখের নিশি গত হইল
রাধার বন্ধু রৈল পাশরিয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে দুক্ষেতে অন্তর জ্বলে
আনও নিবাও গো সখী প্রাণবন্ধু আনিয়া।।

।। ৫০।।

কার কুঞ্জে নিশি ভোর রে রসরাজ রাধার মনচোর
সারা নিশি জাগরণে আঁখি হইল ঘোর।
হাসিয়া ঢলিয়া পড়ে যেমন নিশা ঘোর

কোন্ কামিনী দিল তোমার কপালের সিন্দুর।
নিশি ভোরে আসিয়াছ নিদয়া নিষ্ঠুর
পথ হারা হইয়া নাকি আইলায় এত দূর।
মিটি চণ্ড বন্ধু রাধার মনচোর
রমণ বলে রাধার হাতে বিচার হবে তোর।।

।। ৫১ ।।

না আসিল মনচোরা নিশি হইল ভোর
পুরুষ ভ্রমর জাতি নিদয়া নিষ্ঠুর।।
কোকিলার রব শুনিতে মধুর
কুহু কুহু রব করি ডাকিল ময়ুর।।
বাসি হইল ফুলের মালা তাম্বুল কপূর
আসা পথে চাইয়া থাকি দুইটি আঁখি ঘোর।।
মনের আশা মনে রইল হিয়া জ্বলে ঘোর
রাধারমণ বলে সে ত হয় না ঘটের ঠাকুর।।

।। ৫২ ।।

বন্ধু, যদি যাও রে ছাড়ি' —
গলে দিমু কাটালি ছুরি।
ওয়রে তোমার লাগি —
ত্যজিতাম পরান রে।।
আর চুয়াচন্দন থইছি আমি
কটরায় — কটরায় ভরি
ওরে, দেখলে চন্দন উঠে কান্দন —
কার অঙ্গে ছিটাই রে।।
আর কেওয়া পুষ্প, ফুল মালতী —
আমি বিনা সুতায় মালা গাঁথি।
ওয়রে দেখলে মালা উঠে জ্বালা
কার গলে পরাই রে।।

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
ও তার নয়ন জলে বক্ষ যায় — ভাসিয়া রে।।

।। ৫৩ ।।

কুঞ্জ সাজাও গিয়া, আসবে শ্যাম কালিয়া
মনোরঙ্গে সাজাও কুঞ্জ সব সখি মিলিয়া।
জবাকুসুম সন্ধ্যামালী আন রে তুলিয়া
মনোসুখে গাঁথা মালা কৃষ্ণ নাম লৈয়া।।
সব সখি সাজাই কুঞ্জ থাক রে বসিয়া
সুখের নিশি গত হয় আসে না বিনোদিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে সখি না কান্দ বসিয়া
নিশিভোরে আসবে শ্যাম বাঁশরি বাজাইয়া।।

।। ৫৪ ।।

বন্ধু আইলায় না আইলায় না আইলায় না রে
দারুণ কোকিলার রবে বুক ভাসিয়া যায় রে।
এক প্রহর রাত্র বন্ধু আউলাইল মাথার কেশ
বন্ধু আসিলে বলি ধরি নানান বেশ।।
দুই প্রহর রাত্র বন্ধু বাটা সাজাইল পান
বন্ধু আসিবে বলে পাইলাম অপমান।
তিন প্রহর রাত্র বন্ধু গাছে ফুটল ফুল
নিশ্চয় জানিও বন্ধু গন্ধে ব্যাকুল।।
চাইর প্রহর রাত্র বন্ধু সাজাই ফুলের শয্যা
বন্ধু আসিবে বলি পাইলাম বড় লজ্জা।
পঞ্চপ্রহর রাত্র বন্ধু শীতল বাতাস বয়
নিশ্চয় জানিও বন্ধু তুমি আমার নয়।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া।
অভাগিনী চাইয়া রইছি পন্থ নিরখিয়া।।

।। ৫৫ ।।

যাও রে ভ্রমর পুষ্পবনে পুষ্প আন গিয়া
আজ রাতে আসবে কুঞ্জে বন্ধুশ্যাম কালিয়া।।
অপরাজিতা টগরমালী, গোলাইব ফুল তুলিয়া
ওগো সাজাইতাম বাসকসজ্জা সব সখী লইয়া।।
গাঁথিতাম ফুলের মালা প্রাণবন্ধুর লাগিয়া
সন্ধ্যামালী ফুলের মালা বাসি হইয়া গেলা
কোন পথে গেলা ভ্রমর পথ ছাড়াইয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আসিবা তোমার বন্ধু বাঁশরী বাজাইয়া।।

।। ৫৬ ।।

ওরে আজ কেন রে প্রাণের সুবল রাই এলো না যমুনাতে
আমি রাই অপেক্ষায় বসে আছি হাতে নিয়ে মোহন বাঁশি রাই এলো না।।
সুবলেরে বল বল সুবল সখা কত দিনে হবে দেখা, রাধার কথা বল রে গোপনে
আমি রাই আসিলে জিজ্ঞাসিবো না আসিলে সময় মত।।
সুবলরে না জানি রাই কি কারণে বিচ্ছেদ ভাবিয়া মনে
মান কইরাছে বিনা অপরাধে আমি রাই সুখেতে প্রাণ ত্যজিব
পারলাম না রাইর মান ভাঙ্গাতে।।
সুবলরে মনের দুঃখ মনে রইল সকল দুঃখ বরণ বর
সকল দুঃখ রইল রে অন্তরে।
রাধারমণে কয় ওরে সুবল কাজ নাই আমার এ পিরিতের।।

।। ৫৭ ।।

নিশি শেষে কেনে এসে দেও রে কালা যন্ত্রণা
তুমি যে শ্যাম চন্দ্রার বন্ধু ডাকি আমি জানি না।
মুখে বল রাধার বন্ধু অন্তর তোমার ভাল না
জানতাম যদি রাই রঙ্গিনী তোমায় প্রাণ সঁপতাম না।।

মান করে রাই কমলিনী কালরূপ আর হেরব না
এবার বন্ধু পড়লে মোরে কাঁদলে মান আর ভাঙবো না।
ভাইবে রাধারমণ বলে কেন কর ভাবনা
কাজ তোমার আছে রাইর পায়ে কেন ধর না।।

।। ৫৮ ।।

বিশখা গো সখা আমার কুঞ্জে আইল না
আমি কার লাগি বিছাইলাম ফুলের বিছানা।।
আইলাম গো কাল শশী গাঁথামালা হইল বাসি
বাসি মালা পালাও যমুনা
এগো কেনে আইলাম অরণ্যেতে
মন মানুষের মন পাইলাম না।।
হাতের পুলা চুয়া চন্দন, এসব দেখে আসে কান্দন
আমার বিলাস কুঞ্জে বিলাস হইল না।।

।। ৫৯ ।।

মান ভাঙো রাই কমলিনী চাও গো নয়ন তুলিয়া
কিঞ্চিৎ দোষের দোষী আমি চন্দ্রার কুঞ্জে গিয়া।।
এক দিবসে রঙ্গো ঢঙ্গো গেছলাম চন্দ্রার কুঞ্জে
সেই কথাটি হাসি হাসি কইলাম তোমার কাছে।।
আরেক দিবস গিয়া খাইলাম চিড়া পানের বিড়া
আর যদি চাই চন্দ্রার কুঞ্জে দেও গো মাথার কিরা।।
হস্তবুলি মাথে গো দিলাম তবু যদি না মান
আর কত দিন গেছি গো রাধে সাক্ষী প্রমাণ আন।।
নিক্তি আন ওজন কর দন্দলে বসাইয়া
অল্প বয়সর বন্ধু তুমি মাতি না ডরাইয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আইজ অবধি কৃষ্ণ নাম দিলাম গো ছাড়িয়া।।

।। ৬০ ।।

শ্যাম কালা পাশা খেলবি আজ নিশি।
আমি যদি হারিখেলা শুনছে চিকন কালা
শ্রীচরণে হইয়া থাকব দাসী।।
তুমি যদি হারো খেলা, গলে দিব বনমালা
চিরতরে রাখবে প্রেমে বাঁধি।
খেলাও আরম্ভ হইল, হাতের গুটি হাতে রৈল
জিনিল কিনিল রাই রূপসী।।
শ্রীরাধারমণ কয়, ভাবছ কী রে রসময়
আজি কাড়িয়া রাখিব মোহনবাঁশি।

।। ৬১ ।।

আমায় পাগল করল শ্যাম কালিয়া রূপে আমায়
কুক্ষণে জল ভরতে গেলাম, বিজলী চটকে শ্যাম নয়নে হেরলাম
আমার অঙ্গুলে হিলাইয়া শ্যামে কি বলিল গো।।
হায় বিধি যদি পাখা গো দিত ; উইড়া গিয়া দেখতাম শ্যাম জীবনের মত
আমার শ্যামের সঙ্গে দেখা যদি না হইল গো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জন্ম যায় বিফলে
এবার আমার মনের ব্যথা মনে রইল না।।

।। ৬২ ।।

আমার নিত্যি জলে যাইতে হয়
জল ভরা তো সহজ ব্যাপার নয়
জল ভরা যেমন তেমন যন্ত্রণাটি সইতে হয়।।
যখন আমি যাই গো জলে, সে থাকে তো আড়ে আড়ে
সে যে আড়াল থেকে তীর মারিল গো সই
ও আমার কলসীখানা ছিদ্র হয়।।
যখন জল লইয়া আসি ননদীয়ে কয়

তুমি কী করিয়া কলসী ভাঙলায়
হাতে ছিল থালাবাটি ঠেস লাগিয়া ছিদ্র হয়।।
ভাইবে রাধারমণ কয় কৃষ্ণপ্রেমে অঙ্গা দয়
কৃষ্ণ দরশনে রাধার জলে যাইতে হয়।।

।। ৬৩ ।।

আমার মন করে আকুল
আমার প্রাণ করে আকুল
রূপে আমার লি জাতিকুল।
আমি গৃহে যাইতে আর পারি না মাথে ধরে তুল।।
আঁখি ঠারে কয় গো কথা মন করে আকুল
আমি ত্রিজগতে আর দেখি না বন্ধের সমতুল।
আমার প্রাণবন্ধুর মুখের হাসি যেমন গোলাপ ফুল
ভাইবে রাধারমণ বলে আমার হইল ভুল
আমি অন্ধের হাতে মানিক অইয়া
পাইলাম না তার কুল।।

।। ৬৪ ।।

আমার শ্যাম জানি কই রইলো গো শ্যামরূপে মনপ্রাণ নিল
আমার মন নিল প্রাণ নিল বন্দে নিল কোন্ সন্ধানে
রূপ পানে চাইতে চাইতে রূপ নেহারিল
এগো রূপ সাগরের মধ্যে বন্দে আমায় ডুবাই মারল।
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদের অনল জ্বলিয়া উঠিল
এগো শ্যাম জল আইনা নিভাও অনল
আমার প্রাণ গেল প্রাণ গেল না।
ভাইবে রাধারমণ বলে ; কি হইল কি হইল
বিজলি চটকের মত ঐ রূপ নয়নে লাগিল।।

।। ৬৫ ।।

আমায় উপায় বলো এগো সই প্রেম করে প্রাণ গেল
এগো আমি ভাবি রাত্রদিনে বন্ধু কোথায় রইলো।।
দেহ হতে রসরাজ সিং কেটে প্রাণ নিলো —
জনম ভরা পদ সাধলাম বন্ধে সঙ্গো নাই নিলো।
আমার মত কত দাসী বন্ধের দাসী হইল
সুখের নৌকায় তুলিয়া বন্ধে সায়রেতে ভাসাইল।
জিয়ন হইতে মরণ ভালো মরণ মঙ্গালো —
জনমভরা কলঙ্ক রাধার জগতে রহিলো — ।
রাধারমণ চান্দে বলে প্রেম করা কি ভালো
এ জনমের মত বন্ধে আমায় ছাড়িয়া গেলো।

।। ৬৬ ।।

আমি প্রাণ বন্ধুরে পাইলাম না গো বিরহে জ্বলিয়া
দুক্কিনীর জনম নি যাবে কান্দিয়া কান্দিয়া।।
পুরুষ কঠিন জাতি নিদারুণ হিয়া
না জানে নারীর বেদন নিদারুণ নিদয়া।।
বন্ধের হাতে প্রাণ সঁপিলাম আপনা জানিয়া
এখন মোরে ছাড়িয়া গেল কুলটা বানাইয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
আসবে তোমার কালাচান্দ শান্ত কর হিয়া।।

।। ৬৭ ।।

আমি রব না রব না গৃহে বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না
বন্ধু আমার চিকন কালা নয়নে লাইগাছে ভালা
বিষম কালা ধইলে ছাড়ে না।
বন্ধু বিনে নাইযে গতি কিবা দিবা কিবা রাতি
জ্বলছে আগুন আর তো নিভে না।

এমন সুন্দর পাখি হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি
ছুটলে পাখি ধরা দেবে না।
হাতে আছে স্বরমধু গৃহে আছে কুলবধূ
কী মধু খাওয়াইল জানি না।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
জ্বলছে আগুন আর তো নিভে না।।

।। ৬৮ ।।

আমি রাধা ছাড়া কেমনে থাকি একা রে সুবল সখা
ব্রজেশ্বরী রাইকিশোরী একবার এনে দেখা।।
রাখার কথা মনে পড়লে বুক ভেসে যায় নয়ন জলে
রাধা ছাড়া গোচারণে কেমনে থাকি একা
রাধা আমার প্রেমের গুরু মনবাঞ্ছা কল্পতরু
রাধা আমার হস্তের বাঁশি বলে রাধা রাধা।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মানব জনম যায় বিফলে
রাধা ছাড়া গোচারণে ঘুরি একা একা।।

।। ৬৯ ।।

ঐ যমুনায় ঢেউ দিলে বিন্দু উঠে একই সাথে
বিন্দুর সাথে শ্রীনন্দের নন্দন সখী রে
ঢেউ বড় হইয়াছে কাল হারাইলাম নন্দলাল
এখন আমি করি কি উপায় সখী রে
আর কদম্ব ডালেতে বসি বাজায় বাঁশি দিবানিশি
বাজায় বাঁশি বইলে শ্যামরায় সখী রে
ভাইবে রাধারমণ বলে ঢেউ দিও না জলে
কলসী ভাসাইল রাধিকায়।।

।। ৭০ ।।

ঐ শুনা যায় শ্যামের বাঁশির ধ্বনি গো
এই বাঁশির সুরে আমার প্রাণ করল উদাসী গো।।

কদম ডালে বসি শ্যামে বাজায় মোহন বাঁশি
শ্যাম যে আমার চিকন কালা, শ্যাম গলার মালা
তারে দেখতে গেলে জলের ঘাটে বাড়ে দ্বিগুণ জ্বালা।
ভাইবে রাধারমণ বলে পড়ি শ্যামের চরণ তলে
বাঁশির জ্বালায় ঘরে থাকা দায় গো প্রাণসজনী।।

।। ৭১ ।।

ঐ শোনা যায় মোহন বাঁশির ধ্বনি গো প্রাণ সজনী
ঐ শোনা যায় মোহন বাঁশির ধ্বনি।।
গকুল নগরের মাঝে আর কয় জন সখী আছে গো
কাল জলে পাব নি তার দেখা গো প্রাণ সজনী,
ঐ শোনা যায় মোহন বাঁশির ধ্বনি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যামের বাঁশি কি মহিমা জানে
কুলমান লইয়া করে টানাটানি গো প্রাণ সজনী।।

।। ৭২ ।।

ও প্রাণ বিশখে ললিতে গো কহ গো মরে।।
মোহন বাঁশি কে বাজায় ওগো সখী কালিন্দীর তীরে।।
কেমনে চিনিল বাঁশি অভাগিনীরে।
রাধা বইলে বাজায় বাঁশি গো সুমধুর স্বরে।।১।।
পঞ্জর ঝরঝর গো মর রহিতে নারি ঘরে।
মন হইয়াছে চাতকিনী গো সখী উড়তে সাধ করে।।২।।
কোন্ জাতি কেমন যুবতী, কথায় বাস করে
রাধারমণ বলে বাশের বাঁশি গো সখী পুর নব জলধরে।।

।। ৭৩ ।।

ও আমার প্রাণকৃষ্ণ কই গো বল গো আমারে
ও আমি কৃষ্ণ সেবায় দেহ দিতাম কারে।।
মনে হয় যোগিনী হইতাম কর্ণেতে কুণ্ডল বসাইতাম
ও আমার বিধি যদি দিত পাখা যাই দেশ দেশান্তরী।।
শোন গো চম্পকা দিদি পাইয়াছিলাম গুণনিধি গো

ও গুণনিধি পেয়ে হইল আজ বাদী গো।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে গো
ও আমি অভাগিনী কর্মদোষে আমার বিধি হৈল বাদী গো।

।। ৭৪ ।।

ও বিশখা গো
আমার মত জনম দুক্ষী নাহি গো সংসারে
রসিকচান্দে প্রেমডোরে বান্ধিয়াছে মোরে।।
বন্ধে আশা দিয়া রাধিকারে ভাসাইল সাগরে
এখন বন্ধু আইল না গো রৈল চন্দ্রার বাসরে।।
আমি নিদ্রার ছলে শুইয়া থাকি
স্বপনে বন্ধু রে দেখি গো
এগো জাগিয়া না পাই চিকন কালারে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকিয়াছি বরির কলে
বন্ধু অভাগিনী জানি মোরে দরশন দেওরে।।

।। ৭৫ ।।

ও শ্যামে বিচ্ছেদ লাগাইল
এগো একা কুঞ্জে রাধা থইয়া মধুপুরে গেল।।
মধুপুরে গিয়া শ্যামে কী না মধু পাইল
অবলা পাইয়া শ্যামে অনাথ করিল।।
এসো কংসের দাসী কুব্জারে বামেতে পাইল
জটা হইল মাথার কেশ মলিন রাধার বেশ
হায় কৃষ্ণ হায় কৃষ্ণ বলে পাঞ্জর হইল শেষ।।

।। ৭৬ ।।

কারে দেখাব মনের দুঃখ গো আমি বুক চিরিয়া
অন্তরে তুষেরই অনল জ্বলে গইয়া।।

কার ফলন্ত গাছ উগারিলাম, পুত্রশোকে গালি দিলাম গো
না জানি কোন্ অভিশাপে এমন গেল হইয়া।।
ঘর বাঁধলাম প্রাণ বন্ধের সনে কত কথা ছিল মনে গো
ভাঙ্গিল আদরের জোড়া কোন্ জন বাদী হইয়া
কথা ছিল সঙ্গো নিবো সঙ্গো আমায় নাহি নিলো গো
রাধারমণ ভবে রইল জিতে মরা হইয়া।।

।। ৭৭ ।।

কালায় প্রাণটি নিল বাঁশিটি বাজাইয়া
আমারে যে থৈয়া গেল উদাসী বানাইয়া।।
কে বাজাইয়া যাও রে বাঁশি রাজপথ দিয়া
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম কুলমান ছেদিয়া।।
অষ্ট আঙ্গুল বাঁশের বাঁশি মধ্যে মধ্যে ছেদা
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশি কলঙ্কিনী রাধা।।
বাঁশিটি বাজাইয়া বন্ধে থৈল কদমতলে
লিলুয়া বাতাসে বাঁশি রাধা রাধা বলে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
নিভিয়াছিল মনের আগুন কে দিল জ্বালাইয়া।।

।। ৭৮ ।।

কী দিয়া শোধিতাম প্রেমঋণ গো
রাই আমার সেধন নাই।
রাধা অনুরাগে আমল জ্বলছে হিয়ার মাঝে
জল দিলে ও নিবে না রে অনল জ্বলে দ্বিগুণ তেজে।।
রাধারমণ বলেগো ধনী আমি তার ঋণী
ঠেকিয়াছি বিষম দায়।
দাসখতে নামটি লিখি আর কী ধন আছে বাকি
আমি প্রাণ দিয়ে ঋণমুক্তি চাই।।

।। ৭৯ ।।

কারে দিতাম মালা গো সখী কারে দিতাম মালা
সখী গো যার লাগি আয়োজন পাইলাম তার দরশন

নরম হলে মরণ গো ভাঙ্গা গো সখী।।
সখী গো বাসি পুষ্প গোলাপে জলে ভাসি কীরূপে
হইল না শ্রীরূপের মেলা সখী গো
সখী গো মন রাধারমণ বলে, তাপিত অঙ্গ জ্বলে
স্থান যেন পাই অন্তিম কালে।।

।। ৮০ ।।

কুলনাশা বাঁশির স্বরে কুলমান মজায়
শীঘ্র চল শ্যাম দর্শনে সময় গইয়া যায়
বাঁশির সুরে মুগ্ধ হয়ে কলসী ভাসাই জলে
কালার রূপে মুগ্ধ আমি কার কলসী কেবা আনে।
পাইয়া তারে পাইলাম না গো আপন কর্ম্মদোষে
এমন দরদী নাই আমারে জিজ্ঞাসে।।
জলের ঘাটে যাওগো রাধে রাধারমণ কয়
জলে গেলে হবে দেখা বাঁশি হাতে শ্যামরায়।।

।। ৮১ ।।

কে যাবে শ্রীবৃন্দাবন যার লাগাল পাই
দুক্ষিনী রাইর দুঃখ বন্ধুরে জানাই।।
আঙ্গুলি কাটিয়া কলম গো সখি নয়ন জলে কালি
হৃৎপত্র কাগজের মাঝে বন্ধের নামটি লেখি।।
লেখ লেখ এগো বৃন্দে লেখ মন দিয়া
অবশ্য আইবা বন্ধু লেখন পাইয়া।।
বনফুল হইতাম যদি থাকতাম বন্ধের গলে
ঝরিয়া ঝরিয়া পড়তাম ও রাঙ্গা চরণে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
প্রাণবন্ধু ভুলিয়া রইছে রসমতী পাইয়া।।

।। ৮২ ।।

কোথা গেলে কৃষ্ণ আমি পাই গো রাই
আপনা জানি প্রাণ বন্ধুরে হৃদে দিলাম ঠাঁই।।

এগো ছিল আশা দিল দাগা, আর প্রেমে কাজ নাই
হিঙ্গল মন্দির মাঝে শুইয়া নিদ্রা যাই।।
শুইলে স্বপন দেখি শ্যামকে লইয়া বেড়াই
কৃষ্ণ কোথা পাই গো আমি কৃষ্ণ কোথা পাই
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনি রাই
পাইলে বন্ধে ধরব গলে ছাড়াছাড়ি নাই।।

।। ৮৩ ।।

কোকিলা মানা করি তোরে
হৈছি আমি বন্ধুহারা আর ডাকিও না শোক স্বরে।
যেই পন্থে আসরে সেই পন্থে যাও
অভাগিনীর কর্মদোষে ফিরিয়া না চাও।
কাক কালা কোকিল কালা কালা প্রাণের হরি
খঞ্জনের বুক কালা এই সে দুঃখে মরি।
আম ধরে ঝুপাঝুপা তেঁতুল ধরে বেকা
দেশের বন্ধু বিদেশ গেলে আর নি হবে দেখা।।

।। ৮৪ ।।

খুলি নেও গলার হার গো ললিতে
ললিতায় নেও গলার মালা বিশখায় নেও হাতের বালা
সুপ্রিয়া নেও কানের সোনা নাই আশা।।
আমি মৈলে ঐ করিও না পুড়িও না গাড়িও
আমাদের বান্ধিয়া থুইও মগডালে।
নিষ্ঠুর আইলে জিজ্ঞাসিবে রাই মরিল কি জন্য
তোমরা বলিও মরিছে প্রেম জ্বালায়।

।। ৮৫ ।।

জলের ঘাটে পাইলাম দেখা বন্ধু শ্যামরায়
এমন নিষ্ঠুর বন্ধু রাধাকে জ্বালায়।।
হৃদয়েতে ছেল বসাইয়া জ্বালায় প্রেমের বাতি

আমার মনপ্রাণ হরি নিল করিল কলঙ্কী।
সাজাইয়া ফুলের মালা রইলাম আশা পন্থে
আসবে নিশো প্রাণবন্ধু অবলার প্রাণ থাকতে।।
একে তো বসন্তের জ্বালা, জ্বালায় শ্যামরায়
বাঁশি বাজল কোন বনে সইগো জাইনে আয়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুন গো ধনি রাই
বন্ধের সঙ্গে দেখা হবে কদম্বের তলায়।।

।। ৮৬ ।।

ডাকিও না রে শ্যামের বাঁশি জয় রাধা বলিয়া
অয়রে শ্যামচান্দের বাঁশি কই বিনয় করিয়া।।
পুরুষ ভ্রমরা জাতি কঠিন তারও হিয়া
নারী তো সরল গো জাতি উঠে রইয়া রইয়া।
একঘেরে শুইয়া থাকি নিশি গত হইয়া
শুইলে স্বপন গো দেখি হৃদয় বন্ধুয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
গোপনে করছিলাম পিরিত দিলায় প্রকাশিয়া

।। ৮৭ ।।

ধরিয়া দে গো প্রাণসজনী ঐ যায় মনচোরা
এগো সুতলি কাইটা গেল পাখি পিঞ্জিরা ভাঙ্গিয়া।।
কোন্ বা দেশে গেল বা পাখি না আসল ফিরিয়া
রাধারানীর পোষা পাখি মক্ষুরাতে খাইল ধরা।।
আর দেবো না পিরিতি করে জগৎ জুড়িয়া
ও পিরিত করছে যেজন মরছে সেজন পিরিত না করছে জন।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
মনে লয় তার সঙ্গে যাইতাম কুলমান ত্যজিয়া।।

।। ৮৮ ।।

পিরিতি বিষম জ্বালা সয় না আমার গায়
কুল নিল গো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায়।।

ঘরে বাইরে থাকে বন্ধু ঐ পিরিতের দায়
কালা তো সামান্য নয় রাধার মন ভুলায়
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ললিতায়
কুল নিলগো শ্যামের বাঁশি প্রাণ নিল কালায়।।

।। ৮৯ ।।

পিরিতে মজাইল মোরে বন্ধু শ্যামরায়
বন্ধের বাঁশির ডাকে আমার ঘরে রওয়া দায়।।
বন্ধু আমার হংস রূপে জলেতে ভাসিয়া যায়
আলগা থাকি কাল নাগে ছুব মারিল রাঙা পায়।।
সর্পের বিষ ঝারিতে লামে প্রেমের বিষে উজান ব্যায়
উজা বৈদ্যের নাইরে সাধ্য ঝারিয়া সে বিষ লামায়।।
এক উঝায় লাড়েচাড়ে আর উঝায় চায়
ঝারিতে না লামে বিষ ফিরিয়া উজান বায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে এখন আমার কি উপায়
বিষে অঙ্গা ঝরঝর প্রাণ রাখা হইল দায়।।

।। ৯০ ।।

প্রথম যৌবন কালে কে বা না পিরিতি গো করে
সেই পিরিতি নিত্যি গঙ্গার জল গো প্রাণ সই।
যখন আমি ডাকি বন্ধু বন্ধু পার কইরা দাও ভবসিন্ধু
বন্ধের মনে ডুবাইবার বাসনা।।
এখন কলসী বান্দিয়া গলে ঝাঁপ দিব যমুনার জলে
কলসী ভাসাইয়া নিব স্রোতে।।
যদি বন্ধু আপন হইত স্রোতের কলসী আনিয়া দিত
পরান বন্ধে বইসা রঙ্গা চায়।।

।। ৯১ ।।

প্রাণ নিল গো প্রাণসজনী মুরলী বাজাইয়া মধুর স্বরে
বাঁশির সনে মনপ্রাণ নিল উদাসীন কইরে

তথায় বিপিন বিহারী বিপিনে বিহারে
ত্বরাই করে কর বেশ শীঘ্র যাই জল ভরিবারে
ভাইবে রাধারমণ বলে শীঘ্র যাই গো জলে
কইমু গো মরম কথা বিধি যদি মিলায় তারে।।

।। ৯২ ।।

প্রেম করি ডুবিলাম গো সই মনে বিষম জ্বালা
দেখা দেয় না প্রাণনাথ শ্যামচাঁদ কালা।।
তার নয়নে অঞ্জন আঁকা রূপ লাগিয়াছে স্বপনে
চূড়ার উপর ময়ূর পাখা হেলাইছে পবনে।।
ভুবন মোহন শ্যাম নটবর রূপ লাগিয়াছে নয়নে
বিবাগী করেছে আমায় সেই প্রেমের মহাজনে।
বন্ধু আমার সোনাচান তার লাগি হারাইলাম মান
রাধারমণ কয় মনের আশা পাই যে নরে শ্যামকালা।।

।। ৯৩ ।।

প্রেম করি মইলাম গো সই বিচ্ছেদের জ্বালায়
সর্ব ঘটে রাজে কালা বাদী কেবল আমার দায়।।
বুঝিতে না পারি তার রীতি নীতি ধারা
প্রেমফাসি গলায় দিয়া আলগা থাকি মারিলায়।
আমি তো অবলা নারী কত জ্বালা সইতে পারি
প্রেম জ্বালায় জ্বলিয়া মরি অন্তর কালো তার দায়।
কত আর জ্বালাইবে মোরে ভস্ম হইলাম জ্বলে পুড়ে
কি লাভ মোরে ভস্ম করে নামেতে কলঙ্ক লাগায়।
সবে জানে দয়াল তুমি কী দোষ করিলাম আমি
তবে কেন সোনা বন্ধু অভাগীরে জ্বালারায়।
চিরজীবী তুমি কালা গলে পরছি তোর প্রেমমালা
জ্বালা সইয়া জীবন গেলো আর কতকাল জ্বালাইবায়।
জীবনে মরণে তুমি পিছা না ছাড়িমু আমি

দেখি তোমায় পাই নি নামী আমি কালিয়া বন্ধু শ্যামরায়।
ভাবিয়া রাধারমণ বলে জীবন গেল প্রেম জ্বালায়
জিতে না পাইছি যদি মইলে পাইমু শ্যামরায়।।

।। ৯৪ ।।

বন্ধু আমার হৃদয় রতন
করছি আশা অন্তিম কালে করিও পূরণ।
সুধা ভাবি গরল আমি
করিছি ভক্ষণ
সে জ্বালায় অন্তর আমার
জ্বলিয়া ছাই সর্বক্ষণ।
কানু কলঙ্কিনী নাম
দয়াল জুড়ি প্রচারণ
শ্বশুড়ী ননদী গঞ্জে
মুই কি করি এখন।
গঞ্জনার ভয় রাখি না
নাম লইলে ভয় নিবারণ
যোগীঋষি পায়না যারে
কেমনে পাই সে মহাজন ?
গুরু মুখে শুনিয়াছি নাম
পতিত পাবন
পদাশ্রয়ের আশ রাখে
বাউল রাধারমণ।

।। ৯৫ ।।

বন্ধু রে অবলার বন্ধু যাইও না রে থইয়া
ঝাড়ের বাঁশ কাটিয়া রে বন্ধু নদীতে দিলাম বানা
তুই বন্ধুর পিরিতের লাগি মাথুর করলাম মানা।।
আগে যদি জানতাম রে বন্ধু যাইবায় রে ছাড়িয়া
দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া

গোসাই রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
মনে লয় মরিয়া যাইতাম গলে ছুরি দিয়া।।

।। ৯৬ ।।

বিদায় হইলাম গো রাই কমলিনী তোমার চরণে
আমি শুইলে স্বপনে দেখি গো রাধে
দেখি না তুমি বিনে।।
রাধে গো
গোষ্ঠ আচরণে যাই, রাই বইলে বাঁশরী বাজাই
বাঁশির স্বরে ডাকিগো তোমারে
বাইর হও বাইর হও রাধে দেখি তোমায় পরান ভরে।
রাধে গো
ছাড়িয়া যাই জনমের মত দিয়া যাই দানপত্র গো
চূড়া বাঁশি দিয়া যাই তোমারে রাধে
ঐ রাঙ্গা চরণে।।

।। ৯৭ ।।

বাঁশি বাজায় গো শ্রীকান্তে
রাধা রাধা রাধা ধ্বনি পাইলাম শুনতে।।
একদিন গিয়েছিলাম যমুনায় জল আনতে
রূপ দেখিয়ে অইলাম পাগল
আইলাম কানতে কানতে
গাঁথিয়া ফুলের মালা চাইয়া রৈলাম পন্থে
আসবে নি শ্যাম কালা এ দেহে প্রাণ থাকতে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মৈলাম কালার পিরিতে
একজ্বালা শ্যামবিচ্ছেদ আর জ্বালা বদন্তে।।

।। ৯৮ ।।

বিশখে গো শোন শ্রবণে
ও নিশাতে বন্ধুয়ার বাঁশিয়ে আমায় ডাকে কেনে।
প্রতি অঙ্গ জরজর মুরলীর টানে
শুনিয়া মুরলীর ধ্বনি মন টানে যাই বলে

ঘরে বাইরে হইলাম দোষী বাঁশির কারণে।।
কুপিত সাপিনী যেমন গরুড় উৎকারে
রাধারমণ বলে ধনি কী ভাব হইল মনে
শীঘ্র চল ও বিশখে প্রাণবন্ধু দর্শনে।।

।। ৯৯ ।।

ভুবনমোহন রূপের দিকে রৈলাম সখি চাইয়া
কালিন্দীর স্রোতে আমার কলসী গেল ভাইয়া।।
কদমতলে বাঁশি বাজায় শ্যাম নাগর কালিয়া
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমার প্রাণ নিল হরিয়া।।
সখীরে কুলমান সবই নিল নয়ন পানে চাইয়া
আমার অন্তরে তুষের অনল জ্বলে গইয়া গইয়া।।
প্রেমের জ্বালায় সখি মরি গো জ্বলিয়া
কোন্ বিধি গড়ে দিল কতই রূপ দিয়া।।
সইগো আমার প্রাণ কান্দে শ্যামরূপ হেরিয়া
আমার প্রাণমন কাইড়া নিল রসের বিনোদিয়া।
ভাইবে রাধারমণ বলে শ্যামের দিকে চাইয়া
প্রেমের ফাঁসি লাগলে গলে আগুন জ্বলে গইয়া।।

।। ১০০ ।।

মদন শ্রীকান্ত বিনে আমার পরানে যায়
গিয়াছিলাম জলের ঘাটে দেইখে আইলাম শ্যামরায়।।
মেঘবরণ চিকণকালা বিনাসুতে গাঁথি মালা
ত্রিভঙ্গা হইয়া শ্যাম মুরলী বাজায়।
জীবন থাকতে মরি আমি শ্যামের বাঁশির জ্বালায়
কদমতলে থানা বসাই বাঁশি বাজায় শ্যামরায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে আর একা যাইও না জলে
জলের ঘাটে যৌবন লুটে একলা পেয়ে শ্যামরায়।।

।। ১০১ ।।

মানা করি রাই বঙ্গিনী আর যমুনায় যাইওনা —
কালো রূপ লাগিয়ে অঙ্গো হেমাঙ্গী রবে না।।

হেরিবারে সদায় যারে কর গো রাই ভাবনা —
সে যে তোমার কুলের কালি তারে কি রাই জানো না।
ঘরে বাদী ননদিনী বারে পরিজনা —
ছাড়ো ধ্বনি রাই কমিনী কালার প্রেমে বাসনা।
ভাইবে রাধারমণ বলে — ছাড়া বিষম যন্ত্রণা
প্রেমের আঠা বিষম লেঠা ছাড়াইলে তো ছাড় না।।

।। ১০২ ।।

মনের দুঃখে পরান যায় ফাটিয়া
প্রাণবন্ধু আইল না গো কী দোষ পাইয়া।।
সখী গো বন্ধের হাতে প্রাণ সপিলাম আপন জানিয়া
এখন মোরে ছাড়িয়া গেল কুলটা বানাইয়া।।
রসিকচান্দে প্রেমে ডোরে বন্ধন কৈরাছে মোরে
বন্ধে সাগরে ভাসাইয়া মাইল আমায় আশা দিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে ঠেকিয়াছি বরির কলে গো
দরশন দেওরে বন্ধু অভাগী জানিয়া।।

।। ১০৩ ।।

রাধার নামে কে বাজাইল বাঁশি রে
বাঁশির ধ্বনি শুইনে আমি হইলাম উদাসী রে।।
শুনিয়া তোমার বাঁশির ধ্বনি জল ভরিতে আসি আমি
ঘরে আছে কাল ননদী আমায় বানায় দোষী রে।।
মনে লয় শ্রীচরণে হৈতাম তোমার দাসীরে।
কাল ননদীর ভয়ে মোর প্রাণটি কাঁপে থরে থরে
বলে ছলে জল ঢালিয়া কাঙ্কে লই কলসী রে।।
ভাইবে রাধারমণ বলে তুমি কি আর জান নারে
ওরে তুমি বিনে প্রাণ বাঁচেনা তুমিই বিশ্বাসীরে।।

।। ১০৪ ।।

শ্যাম কালা কোথায় পাই গো, বল গো সখী
কোন্ বা দেশে যাই।
কালা থাকে কালার ভাবে
আমি পুইড়ে হইলাম ছাই গো।।

বল গো সখি কোন্ বা দেশে যাই
আপ্ত মাইনে প্রাণ বন্ধুরে হৃদে দিলাম ঠাঁই।।
ছিল আশা দিল দাগা আর প্রেমের কাজ নাই।।
ফুলেরই পালঙ্কে আমি শুয়ে নিদ্রায় যাই
মুজলে নয়ন দেখা স্বপন শ্যাম লইয়া বেড়াই গো।
ভাইবে রাধারমণ বলে শুনগো ধনী রাই
পাইলে বন্ধের খবর গলে ছাড়ছাড়ি নাই।।

।। ১০৫ ।।

শান্তি না পাই মনে গো নিদ্রা নয়নে গো
সদায় কান্দে মন গো বন্ধুয়ার লাগিয়া।
সখী গো একা কুঞ্জে বসে আমি পথ পানে চাইয়া
নড়িলে গাছের পাতা উঠি চমকিয়া।
শুইলে স্বপনে দেখি প্রাণবন্ধু আসিয়া
শিয়রে বসিয়া ডাকে কেশে হাত দিয়া।
জাগিয়া না দেখি তারে চারিদিকে চাইয়া
নয়নের জলে আমার বক্ষ যায় ভাসিয়া।
আশায় আশায় জনম গেল পন্থপানে চাইয়া
রাধারমণ কয় প্রাণ না ত্যেজ গরল খাইয়া।।

।। ১০৬ ।।

শ্যাম তোমারে করি মানা মোহন বাঁশি বাজাইও না
সন্ধ্যাকালে বাজিয়ে বাঁশি নারীর মন করলায় উদাসী
তুমি পুরুষ কুলে জন্ম নিয়া নারীর বেদন বুঝ না।।
রাত্র নিশি দিবাকালে বাঁশি বাজায় রাধা বইলে
আমি ঘুমের ঘোরে চমকি উঠি কান্দি ভিজাই ফুল বিছানা।
ভাইবে রাধারমণ বলে রাধা বলে বাঁশি বাজে
আমি পুরুষ হয়ে যেতে পারি নারী হয়ে দেয় যন্ত্রণা।।

।। ১০৭ ।।

শ্যামরূপ হেরিলাম তরুমুলে
যমুনার কাল জলে সৌদামিনী জ্বলে।

কী সুন্দর মাধুরিয়া কেমন সুন্দর বদন চন্দ্রিমা
শ্যামরূপের নাই কোন তুলনা জগৎ মণ্ডলে।
শ্যামরূপে জ্বলে আঁখি বাহির হল পরান পাখি
তবু না ধরিতে পারি সময় যায় নানা ছলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে না জানি কি আছে ভালে
লেখছে বিধি রাই মনে যে আগুনে হিয়া জ্বলে।।

।। ১০৮ ।।

শ্যামরূপ হেরিলাম গো কদম্বের তলে
তুষের অনলের মত অঙ্গা মোর জ্বলে।
মজিয়ে বাঁশির সুরে বইসে থাকি সারাদিনে
যার বাঁশি তারে ডাকে রাধারাধা বলে।।
ইচ্ছে হয় প্রাণ বন্ধুয়ারে হৃদয়ের মাঝে রাখি
তৈলের ভাণ্ডে ঘৃত আনি সাজাইয়া রাখি।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
বন্ধের হাতের বাঁশির জ্বালা যাবে আমি মৈলে।

।। ১০৯ ।।

শ্যামের বাঁশি মন মজাইল
মন নিল শ্যাম নটবরে আমার প্রাণ নিল।।
শ্যামের বাঁশির মোহন সুর মনেতে বাজিল
ভুলিতে না পারি তারে একী জ্বালা হইল।।
কর্ণ নিল বাঁশির টানে নয়ন নিল রূপবানে
শ্যামরূপ ভুজঙ্গা হইয়া দংশিল হৃদয় কোণে।।
সে বিষের এমন জ্বালা অবশ হইলাম অবলা
বিষম জ্বালায় প্রাণ আমার অবশ হইল।।
ভাইবে রাধারমণ বলে কে করিবে ভাল
শ্যামরূপ হেরিয়া রাধার পরান জুড়াইল।

।। ১১০ ।।

শ্যামরূপে নয়ন আমার নিল গো
তারে আমি ভুলিতে না পারি

আমার কী জ্বালা হইল গো।।
যাইতে যমুনার জলে বাঁশি বাজায় কদম তলে
আড়ে আড়ে শ্যাম নাগরে আমার পানে চাইল গো
শ্যামনাগর ভুজঙ্গ হয়ে দংশিল আমার অঙ্গো
আমার জীবন সংশয় হইল বিষে অঙ্গা ছাইল গো
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গা জ্বলে
মনের মানুষ বিনে অনল কে নিভাইতে পারে।।

।। ১১১ ।।

শ্যাম বরণ বংশীবদন হেরলে নয়ন ফিরে না, ও গৃহে রব না
একদিন দেইখাছি যারে সুরধুনীর কিনারে
তারে দেখছি অনে লাগছে মনে
পাশরিতে পারি না, গৃহে রব না
কদম্ব ডালেতে বসি বাজায় শ্যাম দিবানিশি
শ্যামের চূড়ায় করে ঝিলমিল ঝিলমিল
বাঁশিয়ে বলে জয়রাধা
ভাইবে রাধারমণ বলে কথা রাইখো এচরণে
আমি শ্রীচরণের হব দাসী মনে ছিল কামনা,
ও গৃহে রব না।।

।। ১১২ ।।

শ্যামের নাগাল পাইলে বন্ধন করি ভাসব যমুনায়
ললিতা বিশখা সখী আয় গো তোরা আয়
যমুনার ঘাটে গিয়া হাতের কলসী ভুসে থৈয়া
নিরখিব শ্যামরূপে তার দিকে তাকাইয়া
বাঁশির সুরে প্রাণ বিদরে রইতে নারি ঘরে
কুলবধূর কুল মজাইল শ্যামের বাঁশির টানে
যারে দংশে শ্যামের বাঁশি নাহি বাঁচে জান
ভাইবে রাধারমণ বলে আয় গো সখী আয়
ধরতে গেলে পাইনা নাগাল সে কোন্ দেশে যায়।

।। ১১৩ ।।

শ্যামের মোহন রূপ গো সই ভুলিতে পারি না
মোহন বাঁশির জ্বালায় আমার প্রাণ বাঁচে না।।

না জানি কোন্ কারিগর গড়িয়াছে এরূপ
দেখলে মনে আগুন জ্বলে সইতে পারি না।
এই পিরিতের এই রীতি এই দশা ঘটিল রে
পিরিত করিয়া ছাড়িয়া গেল এমন পিরিত কইর না।।
সই গো জলের ঘাটে গিয়াছিলাম কলসী কাখে লৈয়া
কালাচান্দে বাজায় বাঁশি রাধার নাম লৈয়া।।
পিরিতের এই দশা প্রাণে তো আর সহে না
রাধারমণ বলে এমন পিরিত আর হইল না।।

।। ১১৪ ।।

শ্যামের সঙ্কেত মুরলী বাজিল গো সই
ঐ শুন বাজিল গো নিকুঞ্জ কানন বনে।।
শ্যামের মোহন রূপ আমার লাগিল নয়ানে
বাঁশির জ্বালায় অন্তর পুড়িল আগুনে।।
আমি রৈলাম বন্ধের আগে বন্ধু রৈল কই
মনে থাকে মনের কথা কাটাইল দুক্‌খ কই।।
শ্যামে গহীন বনে চরায় ধেনু তমাল ডালে বাজায় বেণু
ভাইবে রাধারমণ বলে আশায় থাকি পাব বলে
চরণ দেখা পাব বলে আশায় পন্থ চাইয়া রই।।

।। ১১৫ ।।

সই আমি বসে রৈলাম করা আশায়
কালার সনে পিরিত করি ঠেকলাম বিষম দায়।।
ছাই দিয়েছি কুলেরে মানিক গৃহে থাকা দায়
কথা দিয়েও কুঞ্জে আমার আয় না শ্যামরায়।।
আসব আসব আসব বইলা নিশি গইয়া যায়
সুখের নিশি গত হইল বন্ধু রইল কোথায়।।
কুহু কুহু কুহু রবে ডাকে কোকিলায়
কী দোষে প্রাণ বন্ধুর দয়া হইল না আমায়।
ভাইবে রাধারমণ বলে ব্রজে আমি যাইতাম চলে
দেহমন সপিয়া দিতাম কালার রাঙ্গা পায়।।

।। ১১৬ ।।

সখী বল বল গো উপায়।।
এ বাজে কুলনাশীর বাঁশি গৃহে থাকা হইল দায়।।
বাঁশি কি অমিয়া নিধি সুজিল কি বিধাতায়
মন প্রাণ হরিয়া নিল কুল রাখা হইল দায়।।
ঘরের বাহির হইতে নারি থাকি গুরু গঞ্জনায়
বাঁশির জ্বালা সইতে নারি প্রাণি কণ্ঠাগত প্রায়।।
কেন গো সে কালাচান্দে নাম ধরে বাঁশি বায়
শ্রীরাধারমণ ভনে তার তো সরম ভরম নাই।।

।। ১১৭ ।।

কী আনন্দে কুঞ্জ সাজায়
সখী গো
যাতি যুতি লং মালতী
রঙ্গান গাঁথি মধু মালতী দিয়া
আমি নাম জানি না
কী হইল ফুলের মহিমায়।।
সখী গো
রজত কাঞ্চন অঙ্গোরই ভূষণ
মণিমুকুতার মালা
ফুলের মশারী বালিশ ফুলে
রত্ন সিংহাসন তায়।।
সখী গো
কুঞ্জ হেরিতে আইল
প্যারী প্রেমে মন মজিল
আসিল মোর প্রাণনাথ
জয় প্রভু রঘুনাথ
গন্ধে বেভুল গোপিকায়।।

।। ১১৮ ।।

পূর্ব দিকে চেয়ে দেখ আর তো নিশি নাই
জয় রাধিকা জাগো শ্যামের মনমোহিনী
বিনোদিনী রাই।
রাই জাগো গো জাগো শ্যামের
মনমোহিনী বিনোদিনী রাই।।
বাসি ফুল দাও ভাসিয়ে আবার আনো ফুল তুলিয়ে
মন সাধে যুগল সাজাই।।
শ্যাম অঙ্গা অঙ্গা দিয়ে কী সুখে আছো ঘুমিয়ে
লোক নিন্দার ভয় কি তোমার নাই।।
ভাইবে রাধারমণ বলে যুগলে যুগল মিশিয়ে
যুগল বিনা অন্য গতি নাই।।

।। ১১৯ ।।

জল ধামাইল

আমি বিনয় করি বলি রে শুক পাখিয়া
সোনা বন্ধের খবর আনি শীঘ্র দেও আনিয়া
শুক পাখিয়া বিনয় করি জলে যাব জল খেলাব
সব সখী মিলিয়া
হিয়ার মাঝে জ্বলছে অনল প্রাণ বন্ধের লাগিয়া।।
পুরুষ তো ভ্রমরা জাতি নিষ্ঠুর নিদয়া
জানে না নারীর বেদন কঠিন তার হিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে মনেতে ভাবিয়া
পিরিত কইয়া ছাইড়া গেল কী দোষ জানিয়া।।

।। ১২০ ।।

জল ধামাইল

কে যেন জল ভরতে যায় তোরা দেইখে আয়
কাঙ্খেতে সোনার কলসী মুখে যেন মুচকি হাসি

আমার পরাণ যে লইয়া কারিয়া।।
নদীর জল দেখতে ভাল স্নান করিতে লাগে ভাল
আমার সোনার অঙ্গা মলিন হইয়া যায়।।
কে যেন জল ভরতে যায়, পায়ে সোনার নূপুর বাজে সদায়
আমার নীলাম্বরী বাতাসে উড়ায়।।
ভাইবে রাধারমণ বলে যাইও না তোমরা সকলে
ঘরে থাক জাত কুলমান লইয়া।।

।। ১২১ ।।

নদীয়া নগরে আজি মঙ্গাল জুকার
ভিক্ষার কারণে গেলা জননীর নিকট।
ভিক্ষা দেহি ভিক্ষাং দেহি বসিতে লাগিলা
ফল তন্তুল দিয়া ভিক্ষা জননীয়ে দিলা।
রজত কাঞ্চন দিলা ঝুলিতে ঢালিয়া
ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেলা গুরুরও সদনে।
গুরুকে দক্ষিণা দিলা ধরিয়া চরণে
পুর্নবার যাও বাছা ভিক্ষার কারণে।
ভিক্ষাহেতু চলিয়া গেলা গৃহেরও দারে
স্বর্ণথাল ভরিয়া ভিক্ষা জননীয়ে দিলা।
ফলমূল দিলা মায়ে ডালারে ভরিয়া
ভগিনীয়ে দিলা ভিক্ষা যতন করিয়া।
তারপরে দিলা ভিক্ষা ব্রজবাসিগণ
ভিক্ষা লইয়া ব্রহ্মচারী আশ্রয়েতে গেলা।
ভাইবে রাধারমণ বলে বামনের চরণে
অন্তকালে তরাইও প্রভু নারায়ণে।।

।। ১২২ ।।

অধিবাসের গান

রানী ডাক রে ব্রজের মাইয়া
শ্যাম সুন্দরের অধিবাসের সুন্দা বাট যাইয়া।।
শীতল ও পাথরখানি মধ্যে করি লইয়া

সারি সারি সব রমণী এক বিছানায় বইয়া।।
শিলোপরি বইছে ধরি হস্তে হস্তে লইয়া
আস্তে আস্তে কমল করে নিরেখ করে বসিয়া।।
সুন্দা বাটিয়া সব যুবতী খুশিবাসি হইয়া
স্বর্ণ কাঁবুল পূর্ণ করি থইছে নিয়ে ভরি
রমণ বলে অধিবাসের বিছানা কর যাইয়া।।

।। ১২৩।।

গউর এ যে প্রেম করিল যে রসে কেউ ডুবে না।।
শ্রীরূপাদি ছয় গোস্বামী চণ্ডীদাস আর রজকিনী।
পাঁচ রসিকের জানা।।
নামেতে প্রেম অনুপাম দিয়ারে গউর রাধাভাবে মগনা।।
স্বরূপ রামানন্দ চিনেছে প্রভুর মর্ম কেও তো বুঝে না।।
গৌরপদ পঙ্কজে মজোরে রাধারমণের এই কামনা।।

।। ১২৪।।

তোমার মনে কী বাসনা রে অবলারে কান্দাইয়া
তোমার প্রেমের বাণে আমার অঙ্গ যায় জ্বলিয়া।।
চাও না কেনে নয়ন তুলি কার প্রেমে রৈলে তুমি
আমি দুঃখের কথা বলি গো খুলিয়া।।
প্রথমে পিরিতির কালে কত আশা ছিল মনে
কী লেইখাছে দারুণ বিধি আমার লাগিয়া।।
ভাইবে রাধারমণ বলে প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে
মনের ব্যথায় জ্বলি গো মরিয়া।।

পরিশিষ্ট

৬. খ রাধারমণের বংশলতিকা

(শ্রীযুক্ত রাধারঞ্জন দত্ত পুরকায়স্থ প্রেরিত তথ্যানুসারে)

নরহরি দত্ত (খৃঃ দশম শতাব্দী , মহীপালদেবের সভাচিকিৎসক)

নরোত্তম নারায়ণ

ভানু দত্ত চক্র দত্ত (চক্রপাণি)

উমাপতি মহীপতি মুকুন্দ

বিশ্বনাথ

শ্যামসুন্দর

শিবসুন্দর

বাসুদেব

পুরন্দর

বলরাম

গোপাল

মদন

বামন

কল্যাণ কন্দর্প

দিবাকর বঙ্গদত্ত বড়দত্তখান দত্তখান প্রাণ প্রভাকর

রুদ্রদাস

জগন্নাথ

জগন্নাথ
শম্ভুদাস
গৌরীদাস
রামদাস
লক্ষ্মণদাস
কৃষ্ণদাস
কেশবদাস
মুকুন্দ দাস
রাজেন্দ্রদাস
রূপরায়
রামগোবিন্দ (অচ্যুতানন্দ)
রঘুনাথ
রামজীবন
ধনরায়
জয়গোবিন্দ
গোকুলরাম
মুলুকচান্দ
দুর্লভরাম
কৃষ্ণরাম
শিবপ্রসাদ
রাধামাধব
রাধানাথ
রাধামোহন
রাধারমণ
রামমোহন
সুরেন্দ্রমোহন
রুক্মিণীমোহন
ভুবনমোহন
রাসবিহারী
নদীয়াবিহারী
বিপিনবিহারী
রসিকবিহারী
নিকুঞ্জবিহারী
রাধারঞ্জন
নিরঞ্জন
নিস্তাররঞ্জন
নিখিলরঞ্জন
নিশীথরঞ্জন
নভেন্দুশেখর
রণজিৎ
বিশ্বজিৎ

৬. গ রাধারমণকৃত আত্মপরিচায়ক ত্রিপদী

দক্ষিণরাঢ়েতে ধাম নাম তার সপ্তগ্রাম
পূর্ব্বত্তর সুরধনী ধার।।
অতি সুপ্রসিদ্ধ নাম গুণ অতি অনুপম
চক্রদত্ত খ্যাত সংসার।। ১।।
গয়ার মুকুন্দ দত্ত নরোত্তম ভাগবত
ভগবত ভক্তির আধার।।
গৌরাঙ্গের প্রিয় ভক্ত মহন্ত মধ্যে গণিত
সাধু শাস্ত্রেতে আছে প্রচার।। ২।।
আপন রচিতগ্রন্থ নাম তার চক্রদত্ত
দৈব ঔষধ চিকিৎসার।।
নিদানাদি নাড়িজ্ঞান রোগনাশে অনুপম
পরিমিত ব্যবস্থা তাহার।। ৩।।
ঐ চক্রদত্ত জাত দক্ষ বড় দক্ষ খ্যাত
বৈদ্য শাস্ত্রে পূর্ণ অধিকার।।
কৃত সাধ্য বৈদ্য যুত জাতিতে পূর্ণ কায়স্থ
ধন্য ধন্য নদীয়া মাঝার।। ৪।।
গৌড় দেশে পুরাতন গৌড় গোবিন্দ রাজন
স্ত্রী জল দয়িতে সবাকার।।
দেশে নাই কবিরাজ মরণের নাই ব্যাজ
লক্ষণেতে করিয়া বিচার।। ৫।।
নদীয়ার রাজা স্থানে লিপি লিখে ততক্ষণে
পাঠাইতে দত্তের কুমার।।
অতি বৃদ্ধ চক্রদত্ত দূরে চলিতে অশক্ত
রাজআজ্ঞা যায় নদীয়ায়।। ৬।।
পুত্র দিতে মনদুঃখী রাজ-আজ্ঞা কিসে রাখি
মনে ভাবি বারংবার।।
বড় দত্ত খাঁ সত্তর যেতে হবে দেশান্তর

স্ত্রী চিকিৎসা করিতে রাজার।। ৭।।
ভাল হইলে মিলবে রাজ্য টাকা পয়সার কার্য
রাজ আজ্ঞা কর্তব্য স্বীকার।।
দত্ত খাঁ দেন উত্তর যাব দুই সহোদর
এ বাঞ্ছা হইয়াছে আমার।। ৮।।
কোন্ দিকে গৌড় দেশ পন্থ কহ সবিশেষ
যাব পিতা আদেশে তোমার।।
কদূর পূর্বসীমানা উত্তর দক্ষিণ জানি না
দীর্ঘে প্রস্থে কতই বিস্তার।। ৯।।
লোকে কথোপকথন রাঢ় গৌড় বৃন্দাবন
প্রত্যুত্তরে জান সারাসার।।
প্রত্যুত্তরে নিবেদন গৌড়রাজ্য বিবরণ
যাহাতে অদ্বৈত অবতার।। ১০।।

এই স্থির করি মনে তিনভাই এক স্থানে
ত্রুটি হবে নিজ ব্যবসার।। ২৬।।
সুলগ্নে অতি সত্বরে আতুযান কেশবপুরে
চলিলেন স্থান দেখিবার।।
নিকটেতে রাজধানী বিজয় সিংহ নৃপমণি
ব্রহ্ম বংশে জন্ম তাহার।। ২৭
নিত্য নব জলে স্নান পূজা সন্ধ্যা জ্ঞান ধ্যান
সৎচরিত্র সদ্ ব্যবহার।।
স্থান অতি মনোরম মৎস্য দুগ্ধে সুগম
যজ্ঞভূমি কৃষি ব্যবসার।। ২৮।।
আম কাঠাল ছন বাঁশ অতি উত্তম গোগ্রাস
ব্রাহ্মণ ভদ্র বহু চতুর্ধার।।
হেরি দত্ত প্রভাকর কেশবপুর করি ঘর
হইয়ে রাজনিধিস্থাধার।। ২৯।।
সেই বংশে সম্ভ্রান্ত যে রাধামাধব দত্ত
বহু তত্ত্ব গ্রন্থে অধিকার।।

জয়দেব পাণ্ডবগীতা　　জ্যোতিষাদি ভ্রমরগীতা
মনসা পুরাণের পয়ার।। ৩০।।
তাল রাগ অনুবন্ধ　　দ্বিপদী ত্রিপদী ছন্দ
মূলকবি শ্লোকার্থ অনুসার।।
সুবর্ণে মণিমুকুতা　　অতি সুকোমল গাথা
কবিতা মাধুর্য চমৎকার।। ৩১।।
কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ　　গুরুবাক্যে প্রাণে পণ
সদা সাধু সঙ্গ সদাচার।।
ঐ কৃষ্ণভক্ত জাত　　আমি অতি অপদার্থ
শ্রীরাধারমণ দুরাচার।। ৩২।।
এ বংশে পূর্বাপরে　　যজ্ঞ বিজ্ঞ ভক্তি রে
লিখিতে গ্রন্থ সবিস্তার।।
গতানুশোচনা নাস্তি　　শুনিলে না হবে প্রীতি
বর্তমানে লিখি সারাসার।। ৩৩।।
প্রসন্নকুমার দত্ত　　স্থির দান্ত খেমাবন্ত
অতি যত্ন টাকা পয়সার।।
যতনে রতন মিলে　　পাকাঘাটে জলস্থলে
পাকা টিন ঘর বিছানার।। ৩৪।।
তবু নাহি মিটে আশা　　সতত ধন পিপাসা
সুসন্তান না হয় তাহার।।
সৎকার্যে আছে মন　　তীর্থধামে পর্যটন
সৎ সঙ্গা সদ্ ব্যবহার।। ৩৫।।
বাবু অভয়চরণ　　দত্ত পতি বিচক্ষণ
অনুপম জ্ঞান বুদ্ধি যার।।
অল্প বয়সে উন্নতি　　উত্তম পদেতে স্থিতি
ডিষ্টি কমিশন সিরিস্থাধার।। ৩৬।।
সদা সৎ অনুষ্ঠান　　যোগ্য পাত্রে কন্যাদান
বাসাবাড়ি করিয়ে শিলচার।।
অমরচন্দ্র মাষ্টার　　দুই এক সহোদর
একত্রেতে বাস দুষ্কার।। ৩৭।।
বাবু আনন্দ কিশোর　　দত্ত সরকারী ডাক্তার

পিতা নবকিশোর পেশকার।।
অতিব্যয়ী লোক শক্তিমন্ত্র উপাসক
মার পূজা ষোড়শোপচার।। ৩৮।।
বহু ধন উপার্জন সৎকার্যে বিসর্জন
গুরু ঋণ করি পরিষ্কার।।
জগতে রহিল কীর্তি এই মত গুরুভক্তি
গুরু সেবা জীবের উদ্ধার।। ৩৯।।
অল্পকাল লোকান্তর কৃষ্ণকিশোর মাষ্টার
জেঠাত্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার
পুরাণাদি বেদব্যাস সর্ব শাস্ত্রে সক্ষম
পঞ্চ ব্যাকরণে অধিকার।। ৪০।।
পঞ্চ ভাষা ছিল জ্ঞাত পণ্ডিত মধ্যে গণিত
প্রকাশিত জিলার মাঝার।।
সামান্য উপায়ী যারা প্রলাপে কম্পিত তাঁরা
সিংহ রাশি সিংহের হুংকার।। ৪১।।
সিংহ বীর্য অন্য পুত্র জ্ঞানেন্দ্রকুমার দত্ত
পুলিশ ইন্সপেক্টার।।
ইহার জেঠাত্ব ভাই গুণের তুলনা নাই
অতি শান্ত প্রকৃতি তাহার।। ৪২।।
যেন কুম্ভে পূর্ণ জল শব্দ নাহি কাম কল
সুগভীর চরিত্র উদার।।
ব্রজেন্দ্রকুমার নাম গুহ্য জ্ঞান গুণধাম
মোনসিফির সিরিস্তাধার।। ৪৩।।
নিকটে মাতুলাশ্রম স্থান অতি মনোরম
বর্তমানে মৌলবী বাজার।।
আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রমোহন দত্ত
হেডপণ্ডিত পঞ্চ ভাষার।। ৪৪।।
আমার ঔরসজাত এক পুত্র ধীর শান্ত
যাহা লিখন ব্রহ্মার।।
পেয়ে শ্বশুর সম্পত্তি হয়ে রাজ চক্রবর্তী

বৈসে সিংহাসনে মথুরার ।। ৪৫।।

আছেন পরম সুখে ভালোবাসে প্রজালোকে
যেন পিতাপুত্র ব্যবহার।।

সেন শিবানন্দ দৌহিত্র বিপিনবিহারী দত্ত
খ্যাত পুরকায়স্থ প্রচার।। ৪৬।।

তস্য পুত্র মম পৌত্র নিকুঞ্জবিহারী দত্ত
বিন্দু আদি সপ্ত ভগ্নী তার।।

যেন বৃন্দাবন শূন্য মথুরা হইল ধন্য
কৃষ্ণলীলা বুঝা অতি ভার।। ৪৭।।

চিরস্থায়ী কিছু নয় চন্দ্র হ্রাস বৃদ্ধি হয়
দিবানিশি সেই তো আকার।।

এক বিনে নাম নিত্য আর যত লীলামাত্র
স্থিতি ভঙ্গা আছে সবাকার।। ৪৮।।

কোথা সেই হনুমান কোথা লক্ষ্মণ শ্রীরাম
কোথা শোভা গেল অযোধ্যার।।

শূন্য লঙ্কা লঙ্কেশ্বর শূন্য কাশী বিশ্বেশ্বর
কোথা ইন্দ্র রাজা দেবতার।। ৪৯।।

ইন্দ্রপদ ব্রহ্মপদ তুচ্ছ এ সুখ সম্পদ
জম্বু দ্বীপে যম অধিকার।।

এই বংশে বিখ্যাত দর্পনারায়ণ দত্ত
পাটোয়ারী উপাধি যাহার।। ৫০।।

কালেক্টরী কাগজেতে নাম লিখা দস্তখতে
আছে শ্রীহট্ট জৈন্তা কাছাড় ।।

শ্রীহট্ট নগর মাঝে প্রথম কম্পাস কাজে
ইনি নেটিব সারভেয়ার।। ৫১।।

গিরিশচন্দ্র তস্য নাতি ধনউপার্জনে মতি
টিন ঘরসমুহ তাহার।।

হরি শঙ্কর মাষ্টার যজ্ঞবিজ্ঞ প্রাজ্ঞবর
সদা মনে পরোপকার।। ৫২।। .....

পরিশিষ্ট

৬. ঘ স্বরলিপির নমুনা, গীত সংখ্যা—৩২

কাঙাল জানিয়া পার কর

কথা ও সুর — রাধারমণ দত্ত স্বরলিপি- সত্যব্রত ভট্টাচার্য

১ ০

মা - পা পা -	- ৷ - ৷ মা পা	গা মা মা গা
কা ০ ঙ্গা ০	০ ল্ জা ০	নি ০ য়া ০
রা সা - ৷ - ৷	রা সা সা - ৷	- ৷ - ৷ গা ৷
পা ০ ০ র্	ক ০ র ০	০ ০ রে ০
সা রা রা গা	সা রা সা না	সা গা মা পা
দ ০ য়া ল	গু ০ রু ০	জ গ ত উদ্
মা পা মা গা	- ৷ - ৷ - ৷ - ৷	- ৷ - ৷ (সা ন্৷) } গা মা
ধা র ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ (গু রু) } গু রু
- ৷ - ৷ - ৷ - ৷	- ৷ - ৷ - না সা	সা সা গা - ৷
০ ০ ০ ০	০ ০ আ কা	০ শে তে ০
সা রা - রা - গা	সা রা রা ন্৷	সা গা গা মা
থা ০ ক ০	গু রু অ বার্	পা তা লে তে
গা মা - ৷ - ৷	মা পা মা পা	মা পা মা পা
ধ র ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০
মা গা - ৷ - ৷	- ৷ - ৷ গা মা	মা পা মা পা
০ ০ ০ ০	০ ০ আ মি	বু ০ ঝি ০
পা - পা পা মা	পা না না ধা	ধা - ৷ পা - ৷
তে ই না ০	পা ০ রি ০	গু ০ রু ০

পা না না না	না র্সা র্রা -া	র্সা -া র্সা র্রা
০ ০ বু ঝি	০ তেই না ০	পা ০ রি ০
র্সা না না -া	র্সা -া র্সা -া	র্সা -া নধপা া
গু ০ রু ০	ম ০ হি ০	মা ০ অ০০ ০

পা ধা ধা পা	ধা পা মা গা
পা ০ র ০	রে ০ ০ ০

-া -া -া	-া -া না সা	-া সা গা -া
০ ০ ০	০ ০ স র্প	০ হই য়া ০

সা রা রা গা	সা রা সা না্	সা গা গা মা
দং ০ শ ০	গু ০ রু ০	ও ঝা হইয়া

গা মা -া	মা পা মা পা	মা পা মা পা
ঝা ড় ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০

মা গা া া	া া া া	া া মা পা
০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ র ম

পা পা পা মা	পা ণা ণা ধা	ধা পা পা মা
০ নী হ ০	ই ০ য়া ০	গু ০ রু ০

া া না না	া র্সা র্সা া	র্রা া র্রা র্গা
০ ০ র ম	০ নী হ ০	ই ০ য়া ০

র্রা র্সা র্সা না	না র্সা র্সা া	র্সা র্সা ণধা পা
গু ০ রু ০	পু ০ রু ০	যে রু ম০ ন্

পা ধা ধা পা	ধা পা মা গা
হ ০ র ০	রে ০ ০ ০

| া া া া | া া মা পা | পা পা না া |
| ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ভাই বে | ০ রা ধা ০ |

| না র্সা র্সা র্সা | র্সা া র্গা র্রা | সা না না না |
| র ০ ম ণ্ | ব ০ লে ০ | ০ ০ অ সা |

| র্সা র্সা র্রা র্সা | সা র া া | া া র্গা র্রা |
| ০ র সং ০ | সা র ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| র্সর্রা র্সা া া | া া না না | না না না না |
| ০০ ০ ০ ০ | ০ ০ তু মি | জ ০ গ ৎ |

| র্সা -া গা র্রা | র্রা র্রা র্রা গা | র্রা র্সা র্সা না |
| কে ০ ত ০ | রা ই লা য়্ | গু ০ রু ব |

| র্সা -র্সা র্সা রা | র্সা র্সা ণধা পা | পা ধা ধা পা |
| আ ০ মি ০ | র ই লা০ ম্ | পা ০ রা ০ |

| ধা পা মা গা |
| রে ০ ০ ০ |

পরিশিষ্ট

৬. ৬ শব্দার্থ

অইবা — হবেন
অইলা — হলেন
অইলে — হলে
অউক — হোক
অউত —এইতো, এখন
অজন্তর রাখ্যতম — ?
অনে — থেকে, এখন
অন্নাথ — অনাথ
অফরাদী — অপরাধী
অর্গ — অগ্র

আ' — কথা বলা
আইনে — এনে
আইবায় — আসবে
আইবার — আসবার
আইসব — আসবে
আউটান — জ্বাল দিয়ে ঘন করা
আউয়া — বোকা
আগুলে — আগলে
আচানক — আশ্চর্য
আছইন — আছেন
আটতে — হাঁটতে
আত —হাত
আদমপুরায় —?
আনাযানা — আসা যাওয়া
আফিসা — অফিসের (office)
আর — আড়, আড়াল
আরি — প্রতিবেশী
আরিলাম — ছাড়লাম
আলো শিরের —?
ইদয়ের—হৃদয়ের
ইলে — হিলে, হেলে
উপারিয়া, উগারিয়া — উপড়ে ফেলে
উধানমাধান — অবেলা, দুপুরে
উনক্কা — উটকো?
উবাই — দাঁড়িয়ে
উলামেলা — মেলামেশা, রঙ্গতামাসা
উষ্টা — হোঁচট, লাথি
এগেনা বেগানা — অপরিচিত
এছকা টান — হেঁচকা টান
এবো — এখনও
ওতন — রতন, মূল্যবান বস্তু
ওয়রে — ওরে
কইলাম — করলাম
কইলো — করল
কটরা — কৌটো
কথাঁয় — কোথায়
কথা রে — কোথা রে
কবুতো — কভু তো
করবায় — করবে
করলায় — করলে
করি — বুঝি, বলে, জন্যে
কলিজা — কলজে, প্রাণ
কলে — কৌশলে
কাঞ্ছা — কাছ, নিকট
কান — খান, খানা
কাপাই — কাঁপিয়ে
কিনি — খানি
কিলায়া — কি লাগি

কুইল — কোকিল
কুটরে — কোঠরে
কুটা নারকের — কূট, নারকীয় (?)
কুদাম — ধমক
কুপয়া—অপয়া
কেঅ, কেয় — কেউ
কেউরির— কারো
কেউরে—কাউকে
কেয়ছা তেরা— কেমন বাঁকা
কেয়ড় — কপাট্
কেরে— কেন
কৈলায় — করলে
খাপু — খ্যাপা
খারি — ঝুড়ি, সাজি
খিবা — কিবা
খুটা — খোঁটা
খুসিবাসী — হাসিখুশী
খেইড্ডু — খেলা
খেমা — ক্ষমা
গইয়া, ঘইয়া — ধীরে পার হয়ে
গনার — গোনার
গরা, গুড়া — গোড়া
গে'—গিয়ে, গেল
গিরিপতারি — গ্রেফতারি
গিরে —গৃহে
গুয়া — গুবাক, সুপুরি
ঘইয়া — ধীরে ধীরে
ঘড়ি — সময়
ঘমট — অহং
ঘরগজ — বারান্দা, চাতাল
ঘাঘরী, ঘাঘুরী — গাগরি
ঘুংরায় — গজগজ করে, গুমরে ওঠে
চাইল না — ফল ভালো হল না
চারখানা — তোষক, সতরঞ্চি
চুকা — টক
চুরা —চুড়া, চোর
ছটক — চমক, চটক
ছফাই — সাফ
ছবে — ছোঁবে
ছাইয়া — ছায়া
ছাপাইয়া, ছাপিয়ে — লুকিয়ে
ছাল্লাত — পরামর্শে, কুপরামর্শে
ছেল — শেল
জড়ে পেড়ে— মূল শুদ্ধ
জাইনে — জেনে
জারা — সময়, একটুখানি
জিগাইন — জিজ্ঞাসা করেন
জিগায় — জিজ্ঞাসা করে
জিঞ্জির — শেকল
জিতে — জীবিত থাকতে
জিলে -- জীবিত থাকলে
জিয়াইতায় -- জীবিত করতে
জিয়াইতো — ঐ
জুণী — যোনি
জ্বালারায় — জ্বালাচ্ছ
ঝম্প — ঝাঁপ
ঝুড়ি — ঝুঁটি
টপকা —ডপকা (বাদ্য যন্ত্র বিঃ)
টিপ — লক্ষ্য
টুনা — যাদু
টুপ — টোপ
ঠাইন, টাইন — কাছে
ঠাওরানী — ঠাহর, ইশারা

ঠাটা — বাজ, বজ্র
ঠার — ঠাহর, ধারণ, ভঙ্গী
ঠেইকালাম — ঠেকিলাম
ঠেইকাছি — ঠেকেছি
ডাটা — দৃঢ়, কিংকর্তব্যবিমূঢ়
তড়ে — তটে, তাড়াতাড়ি
তদের —তোদের
তনে — থেকে
তফিল — তহবিল
তর — তোর
তরা — তোরা, ত্বরা
তুইন — তুই
তুকাইয়া — খুঁজে
তেকেনে — তবে কেন
থই — রেখে
থইয়ে — থুয়ে, রেখে
থুড়াত — অল্পেতে
দড়াই —দর করে, দৃঢ় করে
দঢ়ো — দৃঢ়
দাগা — আঘাত
দায় —জন্যে, দায়িত্ব, বিপদ
দাহ দাহ করি — ধিকি ধিকি করে
দিরং — দেরী
দুইপরি — দ্বিপ্রাহরিক
দুনা — দ্বিগুণ
দুষ্কিনি — দুঃখিনী
দেওয়ানা — বাউল, বাতুল
দেশবেশ — দেশবাসী
দৌড়দিগি — দৌড়ে গিয়ে
ধইজ্জ — ধৈর্য
ধইয়া — ধুয়ে
ধরের — ধরছে
ধাকধাকাইয়া — ধিকি ধিকি করে
ধামিনী — দামিনী
ধুড়ি — খুঁজি
নন্দের — ননদের
নায় — নয়, নৌকায়
নি — কি
নিকট্টে — নিকটে
নিখমান —নিকট
নিদুবনে — নিধুবনে
নিয়ায় — ন্যায়
নিরলে — নিভৃতে
নিলগি —নিয়ে গেল
নীলুয়া — লীলায়িত
পইল —পড়ল
পরতিজ্ঞা — প্রতিজ্ঞা
পরি — প্রতিবেশী
পাড়া — পা (ফেলা)
পাতল, পাতলা — লঘু
পারবায় — পারবে
পারাদার — পাহারাদার
পারৈমু — পার হব
পালা — খুঁটি
পালাই —পালিয়ে, ফেলে
পাহরনা — ভুলে যাওয়া
পিনরা — পিঞ্জর
পুয়া — পুত্র
পৈরা — পরে
পোষাই — কাটাই
প্রেমমহী — প্রেমময়ী
প্রেমারিণী — প্রেমঋণী

ফণী — পণি (কুমারের)
ফাড়া — পাড়া
ফান — ফাঁদ
ফালাও — ফেলো
ব', বা — ও, ওহে
বইছইন — বসেছেন
বইয়া — বসে
বইলমু — বলব
বইলে — বলে
বন্ধে — বন্ধুতে
বরি — বড়শি
বলইন — বলেন
বলিয়া — বাঁধে
বলৌক — বলুক
বাইনে — বাঁধে
বাইবে — ভেবে
বাকাঝুরি — বাঁকাঝুঁটি
বাচের —বাঁচছে
বাজোরিয়া — বাজিয়ে
বাড়ি — আঘাত, লাঠি
বাত্তি — বাতি
বানা —বন্ধন
বানাই — বানিয়ে
বানাইত — বানাতে, বানাত
বান্ধাইল— বাঁধানো
বাসইন — বাসেন
বায় — দিকে, বয়, বাজায়
বায়সায় — কাকে
বারে — বাইরে
বালাম — পাল
বাহার—বাইর
বিঝাড়া — বেয়াড়া
বিড়ি — খিলি
বিদুরে — বিদরে
বিনমূলে — বিনামূল্যে
বিনাইল — বিলাপ করল
বিয়ানে — সকালে
বিয়ালে — বিকালে
বুইলা — বলে
বুলাইলে — বলাতে চাইলে, ভুলালে
বেইজনা — বেজোনা
বেইল — বেলা
বেকলা — বিকল
বেকুল — ব্যাকুল
বেজাতি — বিজাতীয়, বিষধর
বেটু — বৃন্ত
বেড়িয়া — ঘিরে
বেদিশা — দিশাহীন
বেধুয়া — অধ্রুব, অস্থির
বেপার — ব্যাপার, ব্যবসায়
বেভুল — বিহ্বল, ভোলা
বেরা — জটিলতা
বেরাজাল — বেড়াজাল
বেরা পাথারে — বিপথে
বেসেবে — অসুবিধেয়
ভরমনা — ভ্রমণ
ভরমিলাম — ভ্রমিলাম
ভরা — বোঝাই নৌকা
ভাইয়া — ভেসে
ভাইসো — বাঁশীতে, ভেসে
ভাও — দাম
ভাণে — ভনে

ভাবিক — ভাবুক
ভালা — ভালো
ভির্ন্ন — ভিন্ন
ভুইলে — ভুলে
ভেওরা — ভেলা, ভরা
ভেশে — বেশে
ভৈনালা — বোন পাতানো
মইলাম — মরলাম
মইলে — মরলে
মচা — ঠোঙ্গা
মছতুল — মাস্তুল
মনা — মন (আদরে)
মনি — মুনি
মর — আমার
মরে — আমাকে
মস্তুল — মাস্তুল
মাইর — মার
মাইলায় — মারলে
মাঘে — মাগে
মাঙ্গইন — মাগেন
মাজন — মহাজন
মাতি — কথা বলি
মাথিয়াছে — মত্ত হয়েছে
মাফ্‌তে — মাপতে
মিন্নতি — মিনতি
মুরবী — মুরলী
মেস্তরী — মিস্ত্রী
যাইতায় — যাবে
যাই বগি — চলে যাবে
যাদু টুনা — যাদু, বশীকরণ
যার জির — যার যার
যারায় — যাচ্ছ
যোগোযোগে — যুগে যুগে
রংমল — রঙমহল
রাও — কথা
রিদের — হৃদয়ের
রিপোর্ট — রিপোর্ট, খোঁজ নিয়ে জানানো
লওয়াইবায় — নেয়াবে
লংলা — স্থান বিশেষ (শ্রীহট্ট)
লনী — ননী
লবণ টান — লবণ বেশী
লরাধারী — (?) দুর্বল (লরাধাইয়া)
লাই — জলক্রীড়া বিঃ
লাইগল — লাগল
লাউল — বাউল, ভবঘুরে
লাখের — লক্ষ্যের (?)
লাগ, লাগাল — নাগাল
লাঙ — উপপতি
লাচাড়ি — নৃত্যচার, রঙ্গ
লামাইতো — নামাতে
লামে — নামে
লারজানি — কুকাণ্ড
লারাঝারা — চাপল
লালসাই — লালসা জাগিয়ে
লিলুয়া — লীলায়িত
লুকি — লুকোনো
লুয়ায় — লোহায়
লেঠা — আপদ
শানে — সুরে
শানোমান — মানসম্ভ্রম
শিয়ান — চালাক
শিংরা — শৃঙ্গাটক (জলফল বিঃ)

শির্গে — শীঘ্র
শুইনাছি — শুনেছি
শুধা — শুধু
সতুর — শত্রু, বিঘ্ন
সয়াল — সকল
সঙ্গীলা — সঙ্গী
সর্তা — যাঁতি
সাঞ্জা — সন্ধ্যা
সাদে — সাধে
সামাইয়া — ঢুকে
সিং — সিদ্ধ
সিঞ্চাগুনে — সেচনের ফলে
সুতে — স্রোতে
সুরিয়াছে — আঁচড়েছে

হড়ি — শাশুড়ী
হনে — থেকে
হাটাউটা — হাঁটাচলা
হাই — স্বামী
হাইল — হাল
হাইলে হাইলে — হেলে হেলে
হামাইল — ঢুকিল
হালিল — হেলিল
হিচিয়া — সেচন
হুনিয়া — শুনে
হুরীত — সুরীতি, মুক্তি
হুলাহুল — হুলুস্থুল
হেইচ্চে — সিঁচে
হেইরব — হেরব
হেইরে — হেরে, দেখে

৬. চ প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

মূল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত গানগুলি এখানে একত্রে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। প্রতিটি গানের ক্ষেত্রে গীত সংখ্যা উল্লিখিত হয়েছে। কেবল পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত গানের গীত সংখ্যার আগে প বর্ণটি সংযুক্ত হয়েছে।

প্রথম চরণ / বিষয় / গীতিসূত্র / গীত সংখ্যা